এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-১: সমাজকর্ম: প্রকৃতি এবং পরিধি

প্রশ্ন ▶১ নূহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে; যার সম্মান ও মাস্টার্স উভয় শ্রেণিতে ৬০ কর্মদিবসের মাঠকর্ম রয়েছে। বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[চা., দি., সি., য. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১]

ক. "*Introduction to Social Welfare*" গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. সমাজকর্ম একটি পদ্ধতিনির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নূহা যে বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি পাঠের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "*Introduction to Social Welfare*" গ্রন্থটি ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডারের লেখা।

খ সমাজকর্ম হলো সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া।

যেকোনো ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার স্থায়ী, কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের জন্য সমাজকর্ম কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির আওতায় সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালায়। এতে তিনটি মৌলিক এবং তিনটি সহায়ক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করা হয়। এ সব পদ্ধতির সাহায্যে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ জন্য বলা হয়, সমাজকর্ম একটি পদ্ধতিনির্ভর সমাধান প্রক্রিয়া।

গ নূহা সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে।

সমাজের সব স্তরের মানুষের আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছে। তাই সাধারণভাবে একে কল্যাণধর্মী বিষয় ও পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সমাজকর্মের নির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতির আওতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি, বয়স লিঙ্গভেদে সবাই সেবা লাভের অধিকারী। এটি একটি বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর সেবাকর্ম। অর্থাৎ সেবাকাজ সম্পাদনে সমাজকর্মীকে অবশ্যই সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এখানে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। আবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমাধান এবং উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ লক্ষ্যে সমাজকর্মের কার্যক্রম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন এ তিনটি ভূমিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এছাড়াও প্রতিটি পেশার মতো সমাজকর্মের কিছু মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালা রয়েছে। উদ্দীপকে নূহার ক্ষেত্রেও আমরা একই রকম চিত্র দেখি। সে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছে। উপরে তার পঠিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলোই আলোচিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি অর্থাৎ সমাজকর্ম পাঠের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

আধুনিক শিল্প সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জটিল ও বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। শিল্পায়ন ও শহরায়ন বিশেষ করে আধুনিকায়নের কারণে আমাদের সমাজব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যক্তি ও দলকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাছাড়া যেকোনো দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি। সমাজকর্ম এসব কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। আবার সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণে আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের কর্মসূচিগুলো সফলভাবে পরিচালনা করতে গেলে সমাজকর্ম জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এ সব সমস্যা সমাজকর্ম জ্ঞানের আলোকে নিরসন করা সম্ভব।

উদ্দীপকের নূহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন এক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছে; যার সম্মান ও মাস্টার্স উভয় শ্রেণিতে ৬০ কর্মদিবস মাঠকর্ম রয়েছে। এতে বোঝা যায়, নূহার বিষয়টি হলো সমাজকর্ম। আর সমাজকর্ম উপরোল্লিখিতভাবে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম পাঠের আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ কৃষক পরিবারের সন্তান আমজাদ হোসেন লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। তাই জীবনের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন শহরে পরিবার নিয়ে থেকেছেন। আজ তার সন্তানরা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে অবস্থান করছে। নিজেদের প্রয়োজনেও এখন সন্তানদের কাছে পান না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বেড়েছে। একই সাথে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পেশাদার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। *[চা., দি., সি., য. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'বিপ্লব' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আমজাদ হোসেনের পারিবারিক জীবনে যে বিশেষ বিষয়টি লক্ষণীয় তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পেশাদার পদ্ধতি সমাজের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে— বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিপ্লব' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Revolution।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বিপর্যয়কালীন সমস্যাগ্রস্ত মানুষ বা সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত আর্থিক সাহায্য কর্মসূচিকে বোঝায়।

সাধারণত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যেমন— বৃদ্ধকালীন নির্ভরশীলতা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, দৈহিক অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ আমজাদ হোসেনের জীবনে পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা লক্ষ করা যায়।

সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। এর সদস্যরা স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ থাকে। মূলত পারিবারিক এই বন্ধনই যুগ যুগ ধরে পরিবার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু যখনই এই বন্ধনে শিথিলতা আসে তখন সমাজকাঠামোতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে কৃষক পরিবারের সন্তান আমজাদ হোসেন লেখাপড়া করে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন। চাকরির প্রয়োজনে তিনি গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন শহরে পরিবার নিয়ে থেকেছেন। অর্থাৎ তিনি যৌথ পরিবারের গন্ডি থেকে বেড়িয়ে একক পরিবার গঠন করেছেন। এর ফলে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তার আত্মিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। একক পরিবারে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বাস করেছেন। তার পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সাথে স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক সময় জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তার সন্তানরাও বিদেশে বসবাস করতে শুরু করে। এখন আমজাদ সাহেবের যেকোনো প্রয়োজনে তার সন্তানরা কেউ কাছে থাকতে পারে না। এ থেকে বলা যায়, আমজাদ হোসেনের জীবনে পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা এসেছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম পেশা সমাজের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

শিল্প বিপ্লব পরবর্তী যান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা প্রভৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে সহায়তা করে সমাজকর্ম। উদ্দীপকে তেমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের আমজাদ হোসেন একসময় জীবিকার প্রয়োজনে পরিবার নিয়ে শহরে থেকেছেন। এখন তার সন্তানরাও বিদেশে থাকে। নূন্যতম প্রয়োজনের সময়ও তিনি তাদের কাছে পান না। ফলে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব বেড়েছে। আর এসব সমস্যা থেকে উত্তরণে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছে। মূলত শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজকর্ম পেশার পদ্ধতি ও কৌশল ব্যক্তি ও দলকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যেকোনো দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি। সমাজকর্ম পেশা এসব কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টির সাথে কাজ করে। এছাড়া পেশাদার সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধান করে থাকেন। এভাবে সমাজকর্ম পেশা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম পেশা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶৩ রিনার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যে স্নাতক শ্রেণির ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে তাকে। তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতিও চলছে। অবশেষে এমন একটি বিষয়ে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয় যেটির জন্ম হয়েছে আধুনিক জটিল শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যাগুলো সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য। বাস্তবতা এবং যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য বিষয়টির কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিজস্ব পদ্ধতি, নীতিমালা এবং মূল্যবোধও গড়ে উঠেছে।

[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১

খ. সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে রিনা যে বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো সামাজিক বিজ্ঞান।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে বলে সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এজন্যই এটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে রিনা সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।

শিল্প বিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে বসবাসরত অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সমাজকর্ম সহায়তা করে। যে কারণে একে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী জটিল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা মোকাবিলা, পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইসাথে সম্পদের অপচয় রোধ ও সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকে রিনা যে বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে সেটি সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি, নীতিমালা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে; যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত আধুনিক শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য এ শাখার উদ্ভব হয়েছে। তাই বলা যায়, রিনা সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে। আর উপরে আলোচিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে সমাজকর্ম কাজ করে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় অর্থাৎ সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবাকর্ম হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা, মূল্যবোধের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উদ্দীপকের রিনা এমন একটি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে যা আধুনিক জটিল শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যাগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাধান করে থাকে। অর্থাৎ রিনার বিষয়টি হলো সমাজকর্ম যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত উপযোগী।

https://teachingbd24.com

বাংলাদেশের অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে কারণে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, প্রয়োজন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। একইসাথে সমাজকর্মে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামগ্রিক আলোচনায় তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার এবং মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আলীম মানুষের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসেন। সাহায্যের সময় তিনি দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ১; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১]

ক. COS এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আলীম সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্যটি অনুশীলন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আলীমের কার্যক্রম সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS এর পূর্ণরূপ Charity Organization Society।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য প্রদান করে বলে সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে এরূপ সহায়তা দিয়ে থাকে। এজন্যই এটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে পরিচিত।

গ জনাব আলীম সর্বদা মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার মাধ্যমে সমাজকর্মের 'সাহায্যকারী কার্যক্রম' বৈশিষ্ট্যটি অনুশীলন করেন।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মও কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'সাহায্যকারী কার্যক্রম' এর অন্যতম প্রধান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে সাহায্যকারী কার্যক্রম পরিচালনাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য।

জনাব আলীমের একটি অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি মানুষের সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। মূলত সমাজকর্ম সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করে; যাতে তারা নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। এর ফলে তারা সামাজিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে সমাজকর্মে সাহায্য বলতে আর্থিক বা নগদ কোনো কিছু প্রদান নয়, ব্যক্তি বা দলকে কর্মপ্রচেষ্টার উন্নয়নে সক্ষম করা বোঝায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের সাহায্যকারী কার্যক্রমের এ দিকটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ জনাব আলীমের কার্যক্রম সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মানবসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন হিসেবে সমাজকর্মে বহুমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি অনুশীলন করা হয়। মূলত সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সমাজজীবন থেকে সকল জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আলীম সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্যের সময় দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্মে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জনাব আলীমের ভূমিকা একজন সমাজকর্মীর অনুরূপ। একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় বিবেচনায় নেন। আর এভাবে পরিপূর্ণ সহায়তা প্রদানই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সাহায্যার্থীকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব আলীম তার কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৫ অনেকগুলো পাঠ্য বিষয় নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ গঠিত। সব পাঠ্য বিষয়ই তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও সাহায্যকারী পেশা নয়। তবে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের এমন একটি পঠিত বিষয় আছে যেটি তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক এবং উন্নত দেশগুলোতে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশেও বিষয়টি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সাথে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Industry' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে? ১

খ. বহুমুখী সমস্যার সমাধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক অনুষদের কোন বিষয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমিকা পালনের মধ্যেই কি বিষয়টি সীমাবদ্ধ? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক "Industry" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Industria' থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

খ বহুমুখী সমস্যার সমাধান বলতে সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য সমাজের নানা ধরনের সমস্যা দূরীকরণের বিষয়কে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি মানব উন্নয়নমূলক পেশা। সমাজের মানুষের নানা ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য এটি বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। শহর সমাজসেবা, গ্রামীণ সমাজসেবা, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, হাসপাতাল সমাজকর্ম, মনোচিকিৎসা সমাজকর্ম, শিশুকল্যাণ প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ সকল কর্মসূচি সমাজের সৃষ্ট নানা সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্যতম প্রায়োগিক শাখা সমাজকর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মূলত সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজকর্ম সমাজ এবং মানুষের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখার কথা বলা হয়েছে যেটি তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক এবং উন্নত দেশগুলোতে পেশা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশেও বিষয়টি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য অনুসারে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সাথে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বিষয়টির এসকল বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে। সমাজকর্মের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাজকর্মের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মের ভূমিকা পালনের বিষয়টির মধ্য দিয়ে সমাজকর্মের গুরুত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করে। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ করাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। আর এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার, প্রতিরোধ, চেতনতা সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন— দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাশাপাশি এটি সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রমও পরিচালনা করে। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সভা-সমিতি, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের উপর্যুক্ত ভূমিকাই সরলীকরণের মাধ্যমে এক বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম এ ভূমিকা পালনে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶৬ ফাতেমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করছে যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক এমন একটি পেশা যা কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিতে সক্ষম। *[সকল বোর্ড '১৬ | প্রশ্ন নং ১; বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৯; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. পদ্ধতি কী? ১

খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমা সামাজিক বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফাতেমার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পদ্ধতি হলো কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের সুশৃঙ্খল উপায়।

খ পেশা বলতে জীবিকা নির্বাহের বিশেষ পন্থাকে বোঝায়, যেখানে নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান যথাযথ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে প্রয়োগ করতে হয়।

একটি পূর্ণাঙ্গ পেশায় জ্ঞান, জ্ঞান প্রয়োগের মনোবৃত্তি, দক্ষতা ও অনুশীলন এই চারটি উপাদান থাকে। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে ফাতেমা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সমাজকর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে।

সমাজকর্ম হলো সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করে তাদেরকে সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এটি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে ফাতেমার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পেশার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, বিষয়টি সমাজকর্ম। কারণ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজকর্মে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রও রয়েছে। আর এই ক্ষেত্রই হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজের নানা সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর সমাধান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে ফাতেমা যে বিষয়ে পড়াশোনা করছে তা হলো সমাজকর্ম। এটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সমস্যার কারণ উদঘাটন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সমাজকর্মের দায়িত্ব। আর এজন্য সমাজকর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

যেকোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তার মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে। কেননা, সমাজকর্মের মূলনীতিই হলো ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। এজন্য সমাজকর্মে গবেষণাভিত্তিক প্রায়োগিক জ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব পায়, যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রয়োগ ঘটায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ লিজা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করছে যে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ভিত্তিক এমন একটি পেশা যা কতকগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিতে সক্ষম।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে লিজা সামাজিক বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে লিজার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখছে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা, সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও উন্নয়নে সহায়তা করে।

খ শিল্পবিপ্লব পরবর্তী আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই, সামাজিক সম্পর্কের এ গতিশীল পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে মানুষ ব্যর্থ হয়। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের অসংগতি ও সমস্যা। এসব অসংগতি দূরীকরণ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানুষকে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলার জন্যই সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে।

গ উদ্দীপকে লিজা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সমাজকর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করছে।

সমাজকর্ম হলো সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করে তাদেরকে সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এটি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে লিজার অধ্যয়নকৃত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধভিত্তিক পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পেশার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, বিষয়টি সমাজকর্ম। কারণ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজকর্মে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সেই সাথে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে বাস্তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রও রয়েছে। আর এই ক্ষেত্রই হলো উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজের নানা সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর সমাধান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে লিজা যে বিষয়ে পড়াশোনা করছে তা হলো সমাজকর্ম। এটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে সমস্যার কারণ উদঘাটন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সমাজকর্মের দায়িত্ব। আর এজন্য সমাজকর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

যেকোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তার মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে। কেননা, সমাজকর্মের মূলনীতিই হলো ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। এজন্য সমাজকর্মে গবেষণাভিত্তিক প্রায়োগিক জ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব পায়, যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্ম বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রয়োগ ঘটায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. সাইমন একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তাঁর সংস্থাটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু, মানসিক প্রতিবন্ধী, জনসংখ্যা হ্রাস ও অপরাধপ্রবণ শিশুদের উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে। সংস্থাটি দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহারসহ আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক সমস্যা দূরীকরণে অবদান রেখে যাচ্ছে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. CSWE -এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমাজকর্মের ধারণা দাও। ২

গ. অনুচ্ছেদে সমাজকর্মের যেসব পরিধির উল্লেখ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্মের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSWE -এর পূর্ণরূপ Council on Social Work Education.

খ সমাজকর্ম বলতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশাকে বোঝায়।

সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। এটি সুসংগঠিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এর মূল লক্ষ্য সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা। সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও প্রতিকার কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন প্রণয়ন, সমাজ কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ পরিধি নির্দেশ করা হয়েছে।

সমাজকর্মের পরিধি বলতে মূলত এর ব্যবহারিক দিকের প্রয়োগ উপযোগিতাকে বোঝায়। সমাজে সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার করতে সমাজকর্ম কাজ করে। সমাজজীবনে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হ্রাস ও দক্ষমানব-সম্পদ সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজকর্ম কাজ করে। বিভিন্ন ধরণের কুপ্রথা, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি, অপরাধ প্রবণতা, কিশোর অপরাধ দমনে সামাজিক আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

উদ্দীপকে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু, অধিক জনসংখ্যা, কিশোর অপরাধ প্রবণতা সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে। সামাজিক সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সমাজকর্ম বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করে। মানসিক প্রতিবন্ধী ও মনোদৈহিক সমস্যা দূরীকরণে স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। এছাড়া জনসংখ্যা হ্রাস, কিশোর উন্নয়ন, শিশুদের উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা সমাজকর্মের আওতাভুক্ত।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মনো-দৈহিক প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবাকর্ম হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা, মূল্যবোধের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকের মি. সাইমন একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, যেটি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক সমস্যা দূরীকরণে কাজ করে। যেটি সমাজকর্ম পেশাকে নির্দেশ করে। অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে কারণে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, প্রয়োজন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

সামগ্রিক আলোচনায় তাই বলা যায়, সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং মনো-দৈহিক সমস্যার সমাধান করে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সক্ষম করে তুলতে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৯ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত খুন আত্মহত্যার মতো ঘটনাও সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। *[জাজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. উদীয়মান পেশা কোনটি? ১

খ. সমাজকর্মকে অনুশীলন ধর্মী পেশা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি সমাজকর্মের কোনটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির শেষোক্ত মন্তব্যটি তুমি কি সমর্থন কর? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদীয়মান পেশা হলো সমাজকর্ম।

খ সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সরাসরি করা হয় বলে সমাজকর্মকে অনুশীলনধর্মী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পেশা নীতি, কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে কার্যকরী উপায় অনুসন্ধান। একারণেই সমাজকর্ম অনুশীলনধর্মী পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

গ উদ্দীপকটি সমাজকর্মের পরিধিকে ইঙ্গিত করে।

সমাজকর্মের পরিধি বলতে মূলত এর ব্যবহারিক দিকের প্রয়োগক্ষেত্রকে বোঝানো হয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সমস্যার প্রায় সবদিক সমাজকর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ কাঠামোতে গৃহীত পরিকল্পিত ও গঠনমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও সমাজকর্মের আলোচ্য বিষয়। আধুনিক সমাজকর্ম সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। এ কারণে বিভিন্ন অপরাধ সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত। এছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সমাজকর্মের বৃহত্তর পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এসব সমস্যার কার্যকর সমাধান সমাজকর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সমাজকর্মের পরিধিকে নির্দেশ করছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সংশোধনে পেশাদার সমাজকর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। আর এ পেশাদার সমাজকর্মী সৃষ্টিতে সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য।

আধুনিক সমাজের সমস্যাগুলো বহুমুখী ও জটিল প্রকৃতির। এসব সমস্যার উৎস, কারণ, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধানে সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য। এছাড়া সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবীয় সকল প্রকার সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য। সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যক্তি ও দলকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যে কোনো দেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা। সমাজকর্ম এসব কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে আলোচনা করে। সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণে সমাজে বিভিন্ন কর্মসূচি। এ ধরনের কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনার জন্য সমাজকর্মের শিক্ষা প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্মের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সমাজ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমাজকর্ম শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ১০ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র শফিক। পঠিত বিষয়গুলো মধ্যে সমাজকর্ম বিষয় তার ভাল লাগে। কারণ সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি সক্ষমকারী পেশা। বিজ্ঞান, কলা ও পেশার সমন্বয়ে সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান করে থাকে। ব্যক্তিকে পরিবর্তন ও সামঞ্জস্যবিধান করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলে। সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধে দিন দিন সমাজকর্মের শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে। শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে চায়। *[বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. Introduction to Social Welfare-গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা —বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন কোন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে চায়" —বক্তব্যটিতে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Introduction to Social Welfare-গ্রন্থটির লেখক হলেন ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে বলে সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এজন্যই এটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের যেসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো— বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা, সমন্বিত রূপ, মৌলিক পদ্ধতি এবং সক্ষমকারী পেশা।

অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্ম পেশার বিশেষ জ্ঞানভাণ্ডার, নীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে। এ পেশায় ব্যবহৃত সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এছাড়া এ পেশায় সেবাকর্ম সম্পাদনের জন্য অর্জিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সমাজকর্ম পেশা কলা, বিজ্ঞান ও পেশার সমন্বিত রূপ। এটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করে। সমাজকর্ম তিনটি মৌলিক পদ্ধতি যথা- ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির উন্নয়নে কাজ করে। এছাড়া সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা। এটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলকে নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে আত্মোন্নয়নে সক্ষম করে তোলা হয়।

উদ্দীপকে সমাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি সক্ষমকারী পেশা। বিজ্ঞান, কলা ও পেশার সমন্বয়ে নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান করে। ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলে। উদ্দীপকের এ ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা, সমন্বিত রূপ, মৌলিক পদ্ধতি এবং সক্ষমকারী পেশা এ বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা নিতে চায়।

বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সাহায্যকারী এবং সমন্বয়ধর্মী অনুশীলনের বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত বিভিন্ন সমস্যা, তাদের উৎস, প্রকৃতি, কারণ, বিস্তৃতি, প্রভাব প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে। পাশাপাশি মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এটি সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান দেয়। তাই সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

যেকোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে জনগণকে তাদের সমস্যা, সম্পদ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সমাজকর্মীরা আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন, বুকলেট, ম্যাগাজিন প্রকাশ এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সমাজকর্ম মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধেও এর অবদান অনন্য। উদ্দীপকেও সমাজকর্মের এরূপ গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

সমাজকর্মের উল্লিখিত গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণেই শফিক সমাজকর্মের উপর উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ মি. বার্টল্যান্ড ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন তাতে বোঝা গেল বিষয়টি পদ্ধতিগত সমাধান প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা, কর্মী-সাহায্যার্থী সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তিনি বললেন, "এটা হলো এমন কতগুলো উপাদানের সম্পর্ক, যাদের সমবেত অবদান এ বিষয়টিকে অন্যান্য যেকোনো পেশা হতে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।"

[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. কে সমাজকর্মকে কলা, বিজ্ঞান ও পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? ১

খ. সমাজকর্ম শিক্ষার কয়টি অংশ ও কী কী? ২

গ. মি. বার্টল্যান্ড কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলে? উদ্দীপক আজিকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "এটা হলো এমন কতগুলো উপাদানের সম্পর্ক, যাদের সমবেতন অবদান এ বিষয়টিকে অন্যান্য যেকোনো পেশা হতে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে"- উক্তিটি উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেক্স এ. স্কিডমোর ও মিল্টন জি. থ্যাকারি সমাজকর্মকে কলা বিজ্ঞান ও পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

খ সমাজকর্ম শিক্ষার ৩টি অংশ রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজকর্ম শিক্ষার এই শ্রেণি বিভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমটি হলো তত্ত্বীয় জ্ঞান। দ্বিতীয়টি হলো অনুকল্প নির্ভর জ্ঞান যা পরবর্তীতে তাত্ত্বিক জ্ঞানে পরিণত হয়। তৃতীয়টি হলো অনুমান নির্ভর জ্ঞান এ জ্ঞান প্রথমে অনুকল্প নির্ভর জ্ঞান এবং পরে তাত্ত্বিক জ্ঞানে পরিণত হয়।

গ মি. বার্টল্যান্ড সমাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এটি বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল, সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও সাহায্যার্থীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিক এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজ ক্ষমতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এজন্য সমাজকর্মকে সক্ষমকারী পেশাও বলা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. বার্টল্যান্ড এমন একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, সাহায্য ও সক্ষমকারী পেশা, কর্মী-সাহায্যার্থী সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। মি. বার্টল্যান্ডের আলোচিত এই বিষয়টি উপরে বর্ণিত সমাজকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, মি. বার্টল্যান্ড সমাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

ঘ সমাজকর্ম পেশা এমন কতগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যা এটিকে অন্য যেকোনো পেশা হতে আলাদা মর্যাদা দান করেছে।

অন্যান্য পেশার মতো আধুনিক বিশ্বে সমাজকর্ম একটি স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে সমাদৃত। তবে মানবকল্যাণমুখী পেশা হিসেবে আর দশটি পেশা থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা, সমাজকর্মই একমাত্র পেশা যা সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে। এর পাশাপাশি সাহায্যার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এটি একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা। এর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো একমাত্র এই পেশাটিই সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আবার, অন্যান্য পেশা যেখানে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক প্রয়োজন ও সমস্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে সেখানে সমাজকর্ম মানুষের ঐ সকল দিকসহ মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমাজে সুষ্ঠুভাবে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের মি. বার্টল্যান্ড ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, এটি পদ্ধতিগত সমাধান প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা এবং এটি কর্মী-সাহায্যার্থী সম্পর্ক বজায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে বোঝা যায় পেশাটি হলো সমাজকর্ম পেশা যার উপরে বর্ণিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, কিছু স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্ম পেশাকে অন্যান্য পেশা থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ মোহন একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় কর্মরত। তার সংস্থাটি গ্রামীণ ভূমিহীনদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করে তা মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকে। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ২]*

ক. সক্ষমকারী প্রক্রিয়া কী? ১

খ. পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে-তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'মোহনের সংস্থার কাজের মাধ্যমে সমাজকর্মের পরিধির সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে'-উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষ করে তোলার প্রক্রিয়াকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় সমাজকর্ম সংঘের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে পেশাদার সমাজকর্মীদের তিনটি মৌলিক ভূমিকা পালনের কথা বলা হয়। মানবিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা এর অন্যতম। এছাড়া সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের বাস্তবায়ন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন সাধনের জন্য সম্পদের সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করাও পেশাদার সমাজকর্মীর ভূমিকার মধ্যে পড়ে।

গ উদ্দীপকের মোহনের উন্নয়নমূলক সংস্থা গ্রামের ভূমিহীন জনগণকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায়। এই কার্যক্রমগুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

সমাজের সকল শ্রেণির সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। সেইসাথে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ গ্রামে বাস করে। তাই এদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমাজকর্ম গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করে।

সমাজকর্ম তার নিজ পরিধির আওতায় দরিদ্র শ্রেণির জন্য বৃত্তিমূলক ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মের ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি সমস্যা মোকাবিলায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া ভবিষ্যৎ বিপর্যয় মোকাবিলা করার লক্ষ্যে দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে সমাজকর্ম। উদ্দীপকে মোহনের সংগঠনের কাজে এসবেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

ঘ 'মোহনের সংস্থার কাজের মাধ্যমে সমাজকর্মের পরিধির সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে'-উক্তিটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোহন যেখানে কাজ করেন তা একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা। এটি সমাজকর্মের পরিধির একটি দিক অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজসেবা ও সামাজিক কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু সমাজকর্মের পরিধি আরও অনেক ব্যাপক।

সমাজকর্ম মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, প্রবীণদের সমস্যা প্রভৃতির মতো মৌলিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। তবে পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলাতেও এটি ভূমিকা রাখে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজকর্ম। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা (যেমন- নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি) মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনাও সমাজকর্মের আওতায় পড়ে। সুতরাং উদ্দীপকে মোহনের সংস্থার যে সমস্ত কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সমাজকর্মের পরিধির সামান্য অংশকেই তুলে ধরে।

উদ্দীপকের উন্নয়নমূলক সংস্থাটি গ্রামীণ ভূমিহীন মানুষকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়, যা সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত গ্রামীণ সমাজসেবার মধ্যে পড়ে আবার নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মোকাবিলা ও এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সংস্থাটি কাজ করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, প্রবীণ সমস্যার মতো কার্যক্রম নিয়েও কাজ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, মোহনের সংস্থার কাজগুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত হলেও তা এর সামগ্রিক রূপ নয়। বরং সংস্থাটির কাজের মধ্যে সমাজকর্মের ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধির খুব সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব রেজাউল করিম একটি বেসরকারি সংস্থায় সেবা প্রদান করেন। সংস্থাটি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে। রেজাউল করিম সমস্যাগ্রস্তকে তার সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে এমনভাবে সমস্যা সমাধান করে থাকে যাতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্য কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব রেজাউল করিমের পেশার বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন? বিস্তারিত আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব রেজাউল করিমের পেশার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক প্রক্রিয়া।

খ সমাজকর্ম পেশায় লক্ষ্য হলো সমাজজীবনের জটিল সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সমাজকর্ম সমাজের সব মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। এছাড়া মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সমাজকর্ম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। জনগণের মধ্যে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকর্ম কাজ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রেজাউল করিমের পেশাটি হচ্ছে সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম আধুনিক বিশ্বে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মকে অন্যান্য পেশা থেকে আলাদা সত্তা দান করেছে।

সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সেবাকর্ম অর্থাৎ সেবাদান করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে অবশ্যই সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সমাজকর্ম পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী। এজন্য সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন এ তিনটি ভূমিকায় সেবাদান করে থাকে। সমাজকর্ম পেশার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালা রয়েছে। যেগুলো প্রত্যেক সমাজকর্মীকে মেনে চলতে

https://teachingbd24.com

হয়। আধুনিক সমাজকর্ম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবাদান ও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সেবাদান বা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্ম তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে থাকে। সমাজকর্ম অনুশীলন সমাজকর্মীর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে বহু বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রেজাউল করিম যে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন সেটি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। তারা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করেন যাতে সে নিজেই তার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। সংস্থাটির এসব বৈশিষ্ট্য সমাজকর্ম পেশাকেই নির্দেশ করে।

ঘ জনাব রেজাউল করিমের পেশাটি হচ্ছে সমাজকর্ম আধুনিক সমাজের নানা জটিল সমস্যার সমাধান এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণে সমাজকর্ম পেশার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমাজকর্ম সমাজের সব শ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টি সমস্যাসহ নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। এছাড়া সমাজকর্ম সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজকর্ম মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন ও জীবন মানের উন্নয়ন সাপেক্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। সুষ্ঠু সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা ছাড়া সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ অসম্ভব। সমাজকর্ম সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাস্তব ভিত্তিক সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করে। সমাজকর্ম সমাজে বিরাজমান সমস্যাগুলো দূর করে কাঙ্ক্ষিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্তই হলো সামাজিক সচেতনতা। মানুষ যদি সচেতন থাকে তবে পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারে। সমাজকর্ম মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সমস্যামুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব মানুষেরই স্বনির্ভরতা অর্জন অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমাজকর্ম পেশার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রত্না রাজশাহী বিদ্যালয়ের এমনটি একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যা মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি পেশা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। পেশাটি বয়সে নবীন। পেশাটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে, মানব সম্পদ উন্নয়নে সামাজিক সমস্যার সমাধানে, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই পেশার প্রয়োজনীয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্মের সবেচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন? ১

খ. সমাজকর্মের ২টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রত্না কোন বিষয়টি নিয়ে পড়ছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার।

খ সমাজকর্মের দুইটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং জনকল্যাণ।

আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকসহ বহুমুখী সমস্যার কারণে মানুষ নিজ নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার উন্নয়ন সাধন করে। নানা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সমাজকর্ম মূলত জনকল্যাণে কাজ করে। আর্তপীড়িতের সহায়তা চিকিৎসা সেবা, অপরাধী সেবা, মাদকাসক্তি সেবা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

গ উদ্দীপকের রত্না সমাজকর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছে।

সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে সাহায্য করা। সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগতভাবে সকল ধরনের কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সকলকে সহায়তা করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে সমাজকর্ম সাহায্য করে। যার ফলে পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সমাজের সকল মানুষের সামঞ্জস্য বিধান ঘটে। এ উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের রত্নার পাঠ্যবিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বর্তমান বিশ্বে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য, যা সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন। এছাড়াও সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করা। সার্বিকভাবে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যগতভাবে সমাজজীবনের জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে যা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমাজকর্ম বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাজকর্ম মূলত সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞান। আধুনিক সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সম্পর্কে জানা, বোঝা এবং সেগুলোর সমাধান, প্রতিরোধ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষের চাহিদা অসীম কিন্তু চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় সকল প্রকার সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাবে উপযোগী।

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন কুপ্রথা, কুসংস্কার, এগুলোর কারণ, প্রকৃতি এবং সমাধান কৌশল সম্পর্কে সমাজকর্ম আমাদের ধারণা দেয়। এছাড়া বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রঋণের কার্যকর ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার, অপরাধ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ কার্যকর ফল বয়ে আনে। এছাড়া দিবাযত্ন কেন্দ্র, বেবিহোম, পরিবারকল্যাণ, নারীকল্যাণ প্রভৃতি কর্মসূচিগুলো সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ও ধারাবাহিকতায় সমাজকর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই সমাজ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৫ আব্দুল আজিজ একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজস্ব এক খণ্ড জমি আছে। সেখানে তিনি ফসল চাষ করেন। কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তিনি কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারেন না।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সমাজকর্মকে কোন ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়? ১

খ. সমাজের অসহায় মানুষকে সমাজকর্ম কেন সাহায্য করে? ২

গ. আব্দুল আজিজকে সমাজকর্মের জ্ঞান কীভাবে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আব্দুল আজিজের জ্ঞানের স্বল্পতা লাঘবই সমাজকর্মের ভাষায় ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো— তুমি কি এর সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মকে অনুশীলনধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

খ অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং তাদেরকে উন্নয়নের স্রোতধারায় যুক্ত করতে সমাজকর্ম সাহায্য করে।

সমাজ বা রাষ্ট্রের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এ পেশার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেননা রাষ্ট্রের একটি বড় অংশ যদি নানামুখী সমস্যায় বিপর্যস্ত থাকে তবে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য সাহায্য প্রক্রিয়া চালায়।

গ সমাজকর্ম আব্দুল আজিজকে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান ও সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। সমাজের সবশ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত দলীয় ও সমষ্টি সমস্যাসহ নানা সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম কাজ করে। পাশাপাশি সমাজকর্ম অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে কৃষকরা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। উদ্দীপকের আব্দুল আজিজের ক্ষেত্রেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। সমাজকর্মী তাকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানাবেন। এ সকল প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন। এছাড়া এই শিক্ষার প্রয়োগ করে আব্দুল আজিজ তার উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়াতে পারবেন। এভাবে সমাজকর্মের জ্ঞান আব্দুল আজিজকে সহায়তা করবে।

ঘ আব্দুল আজিজের জ্ঞানের স্বল্পতা লাঘবই সমাজকর্মের ভাষায় ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো —আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সমাজকর্ম মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে। সমাজকর্ম মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এর ফলে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে এবং এভাবে সমাজের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

নিজস্ব মেধা, মননশীলতা, শ্রম, বুদ্ধি-বিবেচনা প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীব হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো সক্ষমতা অর্জন। সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যের দান, অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে কখনোই ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। ফলে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম মানুষকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে আব্দুল আজিজ একজন কৃষক। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তিনি কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান আব্দুল আজিজকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। এই জ্ঞান তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এভাবে তিনি নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে। এর ফলে সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ শারমিন তার গ্রামে অসুবিধাগ্রস্ত লোকদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই তার সংগঠনের লক্ষ্য।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমাজকর্ম কীভাবে মানুষকে সাহায্য করে? ২

গ. উদ্দীপকে শারমিনদের গ্রামে সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শারমিনদের গড়ে তোলা সংগঠনের মধ্যে তোমার পঠিত পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে? শনাক্ত কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Work.

খ সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে নিজের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম এভাবেই সমস্যা সমাধান মানুষকে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে শারমিনদের গ্রামে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম সমাজের সব শ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টি সমস্যাসহ নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কাজ করে। এসব কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সমাজকর্ম বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে চেষ্টা চালায়। পাশাপাশি সমাজকর্ম সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকে শারমিন তার গ্রামে অসুবিধাগ্রস্ত লোকদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই তার সংগঠনের লক্ষ্য। তার সংগঠনের এ উদ্দেশ্যটি সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কারণে শারমিনদের গ্রামে সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে। সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় তাদের গ্রামের সামাজিক সমস্যাসমূহ দূর করা সম্ভব। সমাজকর্ম জ্ঞানের প্রয়োগ করে শারমিনদের গ্রামের মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা যাবে। এর জ্ঞান প্রয়োগ করে গ্রামের মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। তাই বলা যায়, শারমিনদের গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শারমিনের গড়ে তোলা সংগঠনের মধ্যে সমাজকর্ম বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানুষকে সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম করে তোলার জন্যই সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা। মূলত সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সমাজজীবন থেকে যেকোনো জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক

https://teachingbd24.com

সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। আধুনিক জটিল সমাজে জনগণকে সকল পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে সমাজকর্ম। মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সমাজকর্ম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে এটি নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আবার, প্রতিটি ব্যক্তির রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে যা সুষ্ঠুভাবে পালন না করলে সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

উদ্দীপকে শারমিনের গড়ে তোলা সংগঠনটি অসুবিধাগ্রস্ত লোকদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম ও সক্রিয় করে তোলে। তার সংগঠনটির লক্ষ্য সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শারমিনের গড়ে তোলা সংগঠন সমাজকর্মের উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রকোপ লক্ষণীয়। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এর প্রেক্ষিতে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী ধরনের পেশা? ১

খ. 'পঞ্চদৈত্য' বলতে কী বোঝ? ২

গ. একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না —ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের উন্নত জীবনমান বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে — বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা।

খ পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে বোঝায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পাঁচটি সমস্যা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে না।

নিয়মিত গ্রহণের ফলে ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে তার শরীরে ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, স্মৃতিশক্তি লোপ, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি নানা রোগের উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণের ফলে ব্যক্তি স্নায়ুবিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। যা তার কর্মক্ষমতা হ্রাস করে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিবার ও সমাজ। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে সে পরিবার আর্থ-সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এছাড়া একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি সামাজিক রীতি মেনে চলতে পারে না। উদ্দীপকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে মাদকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণেই মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে তার সামাজিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়।

ঘ সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে — বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সঠিক।

ত্রিবিধ ভূমিকা বলতে একজন সমাজকর্মীর প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক এবং উন্নয়নমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে বোঝায়। সাহায্যকারী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পেশা হিসেবে সমাজকর্ম তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমত প্রতিকারমূলক অর্থাৎ সমস্যার উৎপত্তি বা কারণ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে সমস্যা পুনরায় সৃষ্টি হতে না পারে। অন্যদিকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো সমস্যাকে সরাসরি মোকাবিলা করা এবং সে অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করা। আর উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা হলো পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো। মাদকাসক্তি ব্যক্তিদের উন্নত জীবনমান বিধানে এ ভূমিকা একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিকারে পরিবারের ভূমিকা অন্যতম। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। এজন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও পথ নাটক ইত্যাদি মাধ্যমে জনগণকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়। মাদকাসক্তি সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য হাসপাতালে বা সংশোধাগারে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণ সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। উদ্দীপকে মাদকাসক্ত সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে বিভিন্ন মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথাও উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে সমাজকর্মের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সমাজ থেকে মাদকাসক্তি সমস্যা দূর করতে সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৮ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ দারিদ্র্য-হ্রাসকরণে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে সরকারী বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গবেষণা পরিচালনাসহ দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কত বছর মেয়াদী? ১

খ. সামাজিক নীতি কী? ২

গ. উদ্দীপকের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে একজন সমাজকর্মী কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর বহুমুখী ভূমিকা সহায়ক ভূমিকা পালন করে —বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদ ১০ থেকে ২০ বছর হতে পারে।

খ সামাজিক নীতি (Social Policy) হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

দারিদ্র্য একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এটি সমাজে আরো নানা সমস্যা সৃষ্টির পেছনে দায়ী। এ কারণে দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উদ্দীপকে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী কৃষির উন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অধিক জনসংখ্যা আমাদের দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখে দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য সমাজকর্মী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করবেন। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের অন্যতম উপায় হলো দেশের জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবেন। এছাড়াও অবহেলিত; দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একজন সমাজকর্মী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাই বলা যায়, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখবেন।

ঘ দারিদ্র্য দূরীকরণে সমাজকর্মীর বহুমুখী পদক্ষেপ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলা ছাড়া একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রেই দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মী ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সমাজকর্মী সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলেন। কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করেন। সমাজকর্মীরা দারিদ্র্যের কারণ, ধরন ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। এর ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। দারিদ্র্যের অন্যতম মূল কারণ হলো অশিক্ষা। তাই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যাপ্ত সেবা কার্যক্রমের বিস্তারের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন। দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

উদ্দীপকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দারিদ্র্য দূরীকরণে গবেষণা পরিচালনাসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মী দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ১৯ প্রফেসর মো: মাহাদীন দ্বাদশ শ্রেণির নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজকর্ম পেশার উপর বক্তব্য দিচ্ছিলেন। রিমি তার পরিচয় দিতে গিয়ে তার বাবাকে সমাজকর্মী হিসেবে উল্লেখ করে। রিমির বাবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সমাজসেবায় নিয়োজিত। রিমির যুক্তি তার বাবা অসহায় ও দুস্থ মানুষের কল্যাণে এবং সমাজের উন্নয়নে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন। সুতরাং তার বাবা একজন সমাজকর্মী।

[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. ডব্লিউ ফ্রিডল্যান্ডারের প্রদত্ত সমাজকর্মের সংজ্ঞা দাও। ২

গ. সমাজকর্মের চারটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে সমাজকর্মের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা।

খ সমাজকর্মের ধারণা দিতে গিয়ে জার্মান আইনজ্ঞ ও শিক্ষক ডব্লিউ ফ্রিডল্যান্ডার বলেন, "সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক এমন এক পেশাদার সেবাকর্ম যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এককভাবে বা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।"

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

শিল্প বিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে বসবাসরত অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সমাজকর্ম সহায়তা করে। যে কারণে একে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী জটিল সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা মোকাবিলা, পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইসাথে সম্পদের অপচয় রোধ ও সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকের প্রফেসর মো: মাহাদীন যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিচ্ছিলেন সেটি সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি, নীতিমালা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে; যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত আধুনিক শিল্প সমাজের বহুমুখী সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবিলা করার জন্য এ শাখার উদ্ভব হয়েছে। তাই বলা যায় উপরে আলোচিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমাজকর্ম কাজ করে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় অর্থাৎ সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবাকর্ম হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নীতিমালা, মূল্যবোধের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। বিশেষত বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। যে কারণে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের বিকল্প নেই। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, প্রয়োজন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। একইসাথে সমাজকর্মে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামগ্রিক আলোচনায় তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার এবং মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২০ গ্রামে স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে শহরে কাজের সন্ধানে আসে খালেক মিয়া। শহরে এসে তিনি নানা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তিনি তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার পরিবারও তার খোঁজ খবর না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত। অভিভাবকত্বহীন অবস্থা এবং আর্থিক অসচ্ছলতার চাপে খালেক মিয়ার স্ত্রী ও সন্তান এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. যেকোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কীসের উপর নির্ভরশীল? ১

খ. পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. খালেক মিয়ার পরিবারের সমস্যা মোকাবিলায় কোন বিষয়টি ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুধু খালেক মিয়া ও তার পরিবারের সমস্যার সমাধানই বিষয়টির পরিধির অন্তর্ভুক্ত— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল।

খ পরিবর্তনশীল বিশ্বে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ব্যাপক প্রভাবের ফলে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সবক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক সম্পর্কের শিথিলতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি সমাজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের এসব সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক ও প্রক্রিয়াভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা হিসেবে সমাজকর্ম ভূমিকা পালন করছে।

গ উদ্দীপকের খালেক মিয়ার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা, যা সমাজে বসবাসকারী, ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সহায়তা করে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেকারত্ব, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, নারী নির্যাতন প্রভৃতির মতো আর্থ-সামজিক সমস্যা নিরসন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের খালেক মিয়া কাজের সন্ধানে শহরে এলেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তার পরিবার অভিভাকত্বহীনতা ও চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। সমাজকর্ম এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়া এবং পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সমাজকল্যাণমূলক সেবা ও কার্যক্রমে সামাজিক নীতির বিকাশ ও উন্নয়নে সমাজকর্ম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্দীপকের খালেক মিয়া খুঁজে বের করা অপরাধ সংশোধন, তার পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তার জন্য সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্ম পেশা অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ না, শুধু খালেক মিয়ার অপরাধ সংশোধনের ব্যবস্থা পারিবারিক বন্ধন পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির জন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানই সমাজকর্মের পরিধি নয়।

সমাজকর্মের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমাজ, মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রামীণ ও শহরে সমাজসেবা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, দক্ষকর্মী তৈরী ও উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি সমাজকর্মের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের খালেক মিয়া অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এর ফলে তার পরিবার চরম আর্থিক সংকটে দিনাতিপাত করছে। এ সমস্যাগুলোরা সমাধান সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত হলেও এটি আরো অনেক বিষয়ে কাজ করে। সমাজ ব্যবস্থা, সমাজে বসবাসরত জনসমষ্টি, সমাজে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। সমাজকর্ম সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নেও ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ ও শহরের সেবা কার্যক্রম, দক্ষ-কর্মী তৈরী ও উন্নয়ন স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম ও প্রভৃতি পরিচালনা সমাজকর্মে পরিধিভুক্ত।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শুধু খালেক মিয়া ও তার পরিবারের সমস্যা সমাধান নয় বরং সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার কার্যকর সমাধান সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২১ ফাতেমা একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় কর্মরত। তার সংস্থাটি গ্রামীণ ভূমিহীনদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করে তা মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সমাজকর্ম কাকে বলে? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত যেসব কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ফাতেমার সংস্থার কাজের মাধ্যমে সমাজকর্মের পরিধির সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সহায়তা করে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বা Self-employment বলতে নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা নিজেই করাকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে আত্মকর্মসংস্থান বলতে জীবিকা অর্জনে প্রচলিত কোনো পদ্ধতি অবলম্বন না করে স্ব-উদ্যোগে কর্মের সৃষ্টি করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অর্জনের প্রয়োজন হয়। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকারত্ব দূর করায় এটি খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করে। হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, নার্সারি ও সামাজিক বনায়ন, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান দেওয়া প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানের উদাহরণ।

গ সৃজনশীল ১২ নং প্রশ্নের 'গ' উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১২ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব কায়ছার একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে জাতি, ধর্ম বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, ধনী-দরিদ্র সকলকেই সাহায্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন কে? ১

খ. সমাজকর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কায়ছার সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. "সমাজকর্মের জন্য উদ্দীপকে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট নয়"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন।

খ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয় বলে সমাজকর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এগুলো পরিচালনায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়। এ সমস্ত কারণে সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে কায়ছার সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন কার্যক্রম সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশার মিল পাওয়া যায়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মও কতগুলো স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর মধ্যে সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশার বৈশিষ্ট্য অন্যতম। মূলত এ পেশায় ব্যক্তি ও দলকে কর্মপ্রচেষ্টার উন্নয়নে সক্ষম করে তোলা হয়। এছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমাজকর্মের সমাজের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সাহায্য করা নয় যাতে তারা নিজের সম্পদ ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকেও জনাব কায়ছার তার প্রতিষ্ঠানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। যা উপরোল্লিখিত সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় জনাব কায়ছারের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের খণ্ডচিত্র মাত্র।

সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সমস্যা সমাধানকারী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একে একটি সংযোগকারী কার্যক্রম ও বলা যায়, যার মাধ্যমে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল তাদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টির সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে। এছাড়া সমাজকর্ম পদ্ধতি নির্ভর ও সংগঠিত সমাধান প্রক্রিয়া। এটি সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে সমস্যাগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। এখানে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হয়। এটি একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান ও বহুমাত্রিক পেশা। তাই, বিস্তৃত সামাজিক পরিবেশে সমাজকর্মীকে বিচিত্র দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে।

উদ্দীপকের একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জনাব কায়ছার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একই সাথে তিনি তাদের আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্ব দেন। যা মূলত সমাজকর্মের সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা এবং সার্বজনীন কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দানে উপরোল্লিখিত কার্যক্রম বা বৈশিষ্ট্যর অনুসরণ করে।

সুতরাং বলা যায়, জনাব কায়ছার সাহেবের প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের সব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ২৩ রাজু একাদশ শ্রেণির ছাত্র। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছে সে জানতে পারে বর্তমান সময়ে একটি নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। যা কিছু পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের মানুষের ব্যক্তিগত, দলগত এবং সমষ্টিগত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সহায়তা করে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে বিষয়টি একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. NASW এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW এর পূর্ণরূপ– National Association of Social Workers.

খ সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলতে সমস্যার কার্যকরী সমাধানকে বোঝায়।

সমাজকর্ম যে কোনো সমস্যার সাময়িক সমাধানে বিশ্বাস করে না। তাই যে কোনো আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার কার্যকরি সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা এমনভাবে সহায়তা করে যাতে সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে সমাধান হয়। এর ফলে সমস্যাটির পুনরায় উদ্ভব ঘটে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এটি সমাজে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে উন্নয়নে সহায়তা করে। এর ফলে তারা নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এছাড়া সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। কেননা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানুষকে তার সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম করে তোলা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাজু তার শিক্ষকের কাছে নতুন একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। বিষয়টি কিছু পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সহায়তা করে। এমনকি বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে পেশা হিসেবে স্বীকৃত। তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্ম।

ঘ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এ সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কার্যকরি সমাধানের জন্য সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে সম্পদ সীমিত কিন্তু চাহিদা অসীম। এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাগে উপযোগী। বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি সমাজকর্ম এছাড়া সমাজের কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রবৃত্তি, কারণ ও সমাধানের কৌশল নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। এছাড়া সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের কর্মসূচিগুলো সফলভাবে পরিচালনা করতে সমাজকর্ম জ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমানে আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সমাজকর্মের জ্ঞানের আলোকে এ সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৪ বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত সমস্যা অটিজম। শিশুরাই এ সমস্যায় আক্রান্ত হয় বলে সচেতন নাগরিকগণ বিষয়টির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এমনই একজন সচেতন নাগরিক শিহাব রায়হান যিনি অটিস্টিক শিশুদের সার্বিক কল্যাণে গড়ে তুলেছেন 'অটিস্টিক কেয়ার সেন্টার। এখানে বিভিন্ন পরিবার থেকে আসা সব ধরনের শিশুর প্রতি সমান যত্ন নেওয়া হয়। প্রতিটি শিশুর আবেগ-অনুভূতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদের সেবা প্রদান করা হয়। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. IFSW-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সংগঠনটির কাজে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও সমাজকর্ম আরও অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে-যুক্তিসহ মত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IFSW-এর পূর্ণরূপ– International Federation of Social Workers.

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে বলে সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে ধরনের সহায়তা দেয়। এজন্যই এটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের সংগঠনটির কাজে সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, সাহায্যার্থীর মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি, সাহায্যার্থীর আবেগ ও চাহিদার ভিত্তিতে সেবাদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক ক্ষেত্রটি সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রথমত ব্যক্তির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সেবা দেয়। উদ্দীপকের সংগঠনটিতে এসব নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অটিস্টিক শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় স্থান করে দিতে কাজ করছে 'অটিস্টিক কেয়ার সেন্টার'। এ সংগঠন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পরিবার থেকে উঠে আসা সকল শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে, যা সমাজকর্মের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের নামান্তর। আবার সংগঠনটি প্রতিটি শিশুর মূল্য ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল রেখে তাদের আবেগ, অনুভূতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে সেবা দেয়। সমাজকর্মও সাহায্যার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজনের বিষয়টি মাথায় রেখে সেবা প্রদান করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটির কাজে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সেবা দান, ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ছাড়াও সমাজকর্ম আরোও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে।

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করে। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ করাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। আর এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন— দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাশাপাশি এটি সকল স্তরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রমও পরিচালনা করে। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সভা-সমিতি, আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে। উদ্দীপকের অটিস্টিক কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য কাজ করা হয়। অথচ পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বহুমুখী সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের যে ক্ষেত্রে উঠে এসেছে তা এর পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম এ ভূমিকা পালনে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সমাজকর্ম মূলত একটি পদ্ধতি, মাঠকর্মে বাস্তব প্রয়োগ ও জ্ঞান, সক্ষমকারী প্রক্রিয়া এবং পেশাগত সেবা। সমাজকর্ম মানুষকে সাহায্য করার একটি প্রয়োগিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সকল মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত করার জন্য এক কার্যকর মাত্রার মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। সমাজকর্ম অন্যান্য পেশার মতো একটি সাহায্যকারী পেশা। সমাজে চিকিৎসা সেবা, শিক্ষকতা, ওকালতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন পেশাদার কর্মীর প্রয়োজন তেমনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মী প্রয়োজন। তাই সমাজকর্মীর অবশ্যই থাকবে হবে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? ১

খ. ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একজন সমাজকর্মী কীভাবে মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দশ্য আলোচনা কর। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি। এগুলো হলো—ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম।

খ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

জার্মান আইনজ্ঞ ও শিক্ষক ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মকে মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা ভিত্তিক পেশাদার সেবাকর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে এ পেশা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এককভাবে বা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।

গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে একজন সমজাকর্মী ব্যক্তিকে তার মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করতে পারেন।

আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। একজন সমাজকর্মী মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে, যাতে সে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। এর ফলে তারা নিজেদের সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে সমাজ ও পরিবেশে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকে সমাজকর্ম পেশার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি ও সেবাদান কৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসাথে একজন 'সমাজকর্মী সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে ব্যক্তির মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তার বর্ণনাও রয়েছে। মানুষের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনযাত্রার ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

https://teachingbd24.com

এক্ষেত্রে তিনি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার শিক্ষা প্রদান করেন। একজন সমাজকর্মী ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটান। এর ফলে সে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা অর্জন করে। তিনি সাহায্যার্থীকে বিভিন্ন জটিল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলেন। এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে তার মনোসামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষমতা অর্জন করে।

ঘ একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে।

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমাজজীবন থেকে যেকোনো জটিল সমস্যা দূর করা। এ উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

আধুনিক জটিল সমাজে জনগণকে সকল পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজকর্ম মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এক্ষেত্রে এটি নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তাই সম্পদের অপচয় রোধ করে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাও সমাজকর্মের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। জনগণের মধ্যে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনা। সমাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ "উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সমাজকর্মের গুরুত্ব" শীর্ষক একটি সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব মোমেন স্যার সমাজকর্মে সক্ষম করার প্রক্রিয়া, সকলের কল্যাণ, সামাজিক ভূমিকা পালন, মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক সম্পর্ক, পেশাগত সাহায্য ইত্যাদি লক্ষ্যের কথা বলেন। তিনি বলেন, এগুলো পূরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান, মৌল চাহিদা পূরণ, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, পরিবর্তন সাধনাসহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. সক্ষমকারী প্রক্রিয়া কোনটি? ১

খ. সমাজকর্মের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে মোমেন স্যার সমাজকর্মের কোন কোন বিষয়ে লক্ষ রাখতে বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে সমাজকর্ম কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা করো। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

খ সমাজকর্মের একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে International Federation of Social Workers (IFSW)।

সংজ্ঞাটিতে বলা হয়, 'সমাজকর্ম হলো একটি অনুশীলনধর্মী পেশা ও একাডেমিক বিষয় যা সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সামাজিক সংযোগ এবং জনগণের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট। সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, যৌথ দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নীতি সমাজকর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়।

গ উদ্দীপকের অধ্যাপক জনাব মোমেন সমাজকর্মের লক্ষ্যের কথা বলেছেন।

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক সমস্যামুক্ত একটি সুখী সমাজ গঠন; যা সামাজিক ভূমিকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। সমাজকর্ম সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার উন্নয়ন, জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ সাধন, মানুষকে সক্ষম করা, সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন পেশাগত সাহায্য প্রদান প্রভৃতি লক্ষ্যে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্থ মানুষকে সক্ষম করে তোলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব মোমেন সক্ষম করার প্রক্রিয়া, সকলের কল্যাণ, সামাজিক ভূমিকা পালন, মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি লক্ষ্যের কথা বলেন। যেগুলো সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষের সমস্যা সমাধান, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং উন্নয়নমূলক ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বহুমুখী সমস্যার কারণে মানুষ নিজ নিজ ভূমিকা পালনে বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন সাধনে সমাজকর্ম কাজ করে। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার বা মিথস্ক্রিয়ার বাধাসমূহ দূর করে সম্পর্কের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অধ্যাপক জনাব মোমেন তার বর্ণনানুযায়ী সমাজকর্মের লক্ষ্যকেই নির্দেশ করেছেন।

ঘ সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা প্রভৃতি মৌল, মানবিক চাহিদা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্বের আধিক্য, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্থ করছে। এ সকল সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের অধ্যাপক জনাব মোমেন একটি সেমিনারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক সমস্যার সমাধান, মৌল চাহিদা পূরণ, অবস্থার পরিবর্তন সাধনসহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের সক্ষমতা অর্জনের জন্য সমাজকর্মের লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অপরাধ, ন্যায়বিচার প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কিশোর অপরাধ প্রভৃতি দমনে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, মাদকাসক্তি, বস্তি সমস্যা, সন্ত্রাস প্রভৃতি মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

সুতরাং উপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি, জ্ঞান, দক্ষতা, লক্ষ্যের কার্যকর প্রয়োগ উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা সমাধান ও সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বাবা-মার অতি আদর আর খারাপ লোকদের প্ররোচনায় মরণ নেশা মাদকের দিকে পা বাড়ায় রাখালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের একমাত্র পুত্র আরিশ। সে ছোটখাট চুরি, ছিনতাই এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। চেয়ারম্যান সাহেব বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে তাকে ভর্তি করান। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজকর্মী নীলিমা আক্তার আরিশের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে। সে তার সাথে বন্ধুর মতো মেলামেশা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। নীলিমা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে নেশার জগত থেকে আরিশকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে।

[শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

Teachingbd24.com

ক. সমাজকল্যাণের সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কোনটি? ১
খ. সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? ২
গ. সমাজকর্মী নীলিমার কাজে সমাজকর্মের কোন দিকটি প্রস্ফূটিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে- বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকল্যাণের সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম।

খ বর্তমান জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।
সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন জটিল সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মী। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন সমাজকর্মী ছাড়া বর্তমান সমাজের জটিল সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না। তাই পেশাগত সমাজকর্মী তৈরির মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ সমাজকর্মী নীলিমার কাজে সমাজকর্মের প্রকৃতিগত দিকটি প্রস্ফূটিত হয়েছে।
সমাজকর্ম আধুনিক বিশ্বের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সাহায্যকারী পেশা। বিভিন্ন জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান কৌশল উদ্ভাবন করে সমস্যার মূলোৎপাটন এর প্রধান কাজ। উদ্দীপকে নীলিমার কাজে সমাজকর্মের এ স্বতন্ত্র দিকটি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মাদকাসক্ত এবং অপরাধপ্রবণ আরিশকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে নীলিমা যেভাবে কাজ করেছে তা সমাজকর্মের প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলে। সে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কলা এবং বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। অর্থাৎ সে আরিশের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তার সাথে বন্ধুর মতো মিলেমিশে কলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। অন্যদিকে, পরিবার, বন্ধুবান্ধব-এর সহায়তা গ্রহণ সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে নীলিমা আরিশের সমস্যা তথা সামাজিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজকর্ম কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে নীলিমার প্রচেষ্টায় সে বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজকর্ম একটি পৃথক পেশা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে না। মানসিক সমর্থন দিয়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। উদ্দীপকে এ বিষয়টি লক্ষণীয়।
সমস্যা সমাধানে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যাতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে সেজন্য সমাজকর্ম প্রচেষ্টা চালায়। মাদকাসক্ত আরিশকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন দানের চেষ্টা করেছে সমাজকর্মী নীলিমা। এক্ষেত্রে সে পারিবারিক সদস্যদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা সমাজকর্মের অনন্য সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয় ও সমষ্টিগত দিকগুলো বিবেচনা করে প্রয়োজন ও সমস্যাকে সামনে রেখে কৌশল গ্রহণ করে। তাছাড়া সমাজকর্ম নিজস্ব পদ্ধতি ও অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞানের সহায়তায় একটি কার্যকর সমাধান কৌশল বের করার চেষ্টা করে। সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যগত এ দিকটিও উদ্দীপকে লক্ষণীয়। সেবাকর্মের জন্য দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি মাথায় রেখে সমাজকর্মী মাদকাসক্ত আরিশের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে যা সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায় যে, আলোচ্য উদ্দীপকটিতে সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ আরিফুর রহমান একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী। তিনি মনে করেন মানুষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান সম্মত একটি পেশা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। এর মাধ্যমেই সকল সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। তিনি বিক্রমপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, বেকারত্ব, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও দারিদ্র্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী শহরায়ন ও নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে? ১
খ. 'সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা'-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আরিফুর রহমানের বক্তব্যে কোন পেশার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরিফুর রহমানের বক্তব্য যথার্থ? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী শহরায়ন ও নগরায়ণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ সামাজিক সচেতনতা সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।
সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মানুষের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব সামাজিক উন্নয়নে বড় বাধা। সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। কিন্তু জনগণ অসচেতন হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাপক সমস্যা হয়। তাই, সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা।

গ আরিফুর রহমানের বক্তব্যে সমাজকর্ম পেশার ইঙ্গিত রয়েছে।
বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সমাজকর্ম সমাজ ও মানুষের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্দীপকেও এ পেশার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকের আরিফুরের মতে, সামগ্রিকভাবে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞানসম্মত একটি পেশা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। পেশাটির মাধ্যমে সকল সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। আলোচ্য এই পেশাটি সমাজকর্মের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজকর্মের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও উন্নয়নে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা নিজেদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়। এই সংজ্ঞাতে উল্লিখিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়টি উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের সাথে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে আরিফুর রহমান সমাজকর্ম পেশার পরিচয়ই তুলে ধরেছেন।

Teachingbd24.com

ঘ সামাজিক অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরিফুর রহমান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কিছু সামাজিক সমস্যাকে দায়ী করেছেন, যা যৌক্তিক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি রাষ্ট্রকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। তবে এর কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রভৃতি সমস্যা দূর করা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এই সমস্যাগুলো সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে।

আরিফুর বেকারত্ব, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ও দারিদ্র্যকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যতম বাধা বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মূল সমস্যাগুলোই চিহ্নিত করেছেন। কারণ এই সমস্যা তিনটি থেকে সমাজে আরও অনেক ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। এর ফলে সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। যেমন— জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ একটি দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। কোনো দেশের ধারণক্ষমতার চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হয়ে গেলে সামাজিক নৈরাজ্যসহ নানা ধরনের সমস্যা বেড়ে চলে। আর বেকারত্ব, দারিদ্র্য প্রভৃতির কারণে মাদকাসক্তি, অপরাধ, কিশোর-অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ আরও বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। আর এ সকল সমস্যা উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে কেবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন নয়, এর ফলে সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনমনও ঘটে। জনাব আরিফ এজন্যই তার বক্তব্যে এ বিষয়টি চিহ্নিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আলোচ্য সমস্যাগুলো সমাধানের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. নয়ন ঢাকা বিশ্বদ্যালয় থেকে এম এস এস সম্পন্ন করেছেন। তার পঠিত বিষয়টি সুসংগঠিত পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিকভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধান দেয়। বর্তমানে সে একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় কর্মরত। তার সংস্থাটি মানুষের সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। উক্ত সংস্থার একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে নয়ন সমাজের দারিদ্র অসহায় ও পশ্চাৎপদ মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে ত্রিবিধ ভূমিকা পালন করে থাকে। *[ঢাকা সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. W.A. Friedlander রচিত গ্রন্থের নাম কী? ১

খ. সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. নয়ন কোন বিষয় নিয়ে পড়েছে? উক্ত বিষয়ের পরিধি আলোচনা কর। ৩

ঘ. মি. নয়নের সংস্থার কার্যক্রম সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ- বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক W.A. Friedlander এর রচিত গ্রন্থের নাম হলো 'Introduction to Social Welfare'।

খ বিষয় হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ফলিত রূপ হচ্ছে সমাজকর্ম। সমাজকর্ম হচ্ছে পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞান ও কলাভিত্তিক এমন একটি সাহায্যকারী পেশা যা সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নিজস্ব সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।

গ উদ্দীপকে মি. নয়ন সমাজকর্ম নিয়ে পড়েছে। তিনি যে সংস্থাটিতে কাজ করেন সেটি পশ্চাৎপদ মানুষের সমস্যা সমাধানে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমগুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

সমাজকর্ম সমাজের সকল শ্রেণির সমস্যাগ্রস্ত জনগণের সমস্যা মোকাবিলাপূর্বক তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু গ্রামে বাস করে তাই এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সমাজকর্ম গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করে।

সমাজকর্ম তার নিজ পরিধির আওতায়— দরিদ্র শ্রেণির জন্য বৃত্তিমূলক ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মের ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন মোকাবিলা ও রোধেও সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করে। কেননা সমস্যার উৎসকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিপর্যয় মোকাবিলা করার লক্ষ্যে দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমাজকর্ম তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মূলত উদ্দীপকে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত গ্রামীণ ভূমিহীনদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নে নয়নের উন্নয়নমূলক সংস্থাটি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘ 'মি. নয়নের সংস্থার কার্যক্রম সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ' — উক্তিটি যথার্থ ও সঠিক।

সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণে সাহায্য করা। সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তারা ব্যক্তিগত, দলগত এবং সমষ্টিগতভাবে সব ধরনের কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সকলকে সহায়তা করার মাধ্যমে ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে সমাজকর্ম সাহায্য করে। যার ফলে পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সমাজের সকল মানুষের সামঞ্জস্য বিধান ঘটে। উক্ত উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন উদ্দীপকে দেখা যায়। এছাড়াও সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করা। সার্বিকভাবে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যগতভাবে সমাজজীবন থেকে সকল প্রকার জটিল সমস্যা দূর করে পরিকল্পিত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. নয়নের সংস্থার সাথে সমাজকর্মের মিল রয়েছে। সংস্থাটি পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করে যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করার জন্য সমাজকর্ম বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সুমন সাহেব এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, যে প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের নিয়ে কাজ করেন। যারা এর সুবিধাভোগী তাদের মধ্যে কেউ কেউ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর। কেউ আবার তাদের ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারছে না তাদের রয়েছে নানা সামাজিক সমস্যা। প্রতিষ্ঠানটি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজও করে থাকে। *[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. Introduction to Social Welfare গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. 'সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের যে উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের সকল লক্ষ্য অর্জন হয়েছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক Introduction to Social Welfare গ্রন্থটির লেখক ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার।

খ সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

সমাজকর্ম মানুষকে মনো-সামাজিক ভূমিকা পালনে একটি কার্যকর পর্যায়ে উপনীত করে সেইসাথে এটি মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থবহ সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। সমাজকর্ম মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগিক জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ফলে সমাজকর্মকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

Teachingbd24.com

গ সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য দুস্থ ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে সাহায্য করার প্রতিফলন দেখা যায়।

সমাজকর্ম দারিদ্র্য বিমোচন করে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। সমাজের মানুষকে শারীরিক ও মানবীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে সীমিত সম্পদের দ্বারা অসীম অভাব পূরণে সক্ষম করে তোলে সমাজকর্ম। এটি সামাজিক ভূমিকার বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে পেশাগত সাহায্য প্রদান করে। অর্থাৎ সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবীয় সম্পদের উন্নয়ন।

উদ্দীপকে সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের নিয়ে কাজ করে। এদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর। এদের অনেকে নিজেদের নূন্যতম চাহিদা পূরণে অক্ষম। এধরনের জনগণকে সাহায্য করতে প্রতিষ্ঠানটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতেও কাজ করে থাকে। আমরা জানি, সমাজকর্মেরও অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সকল স্তরের জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি। উদ্দীপকে সমাজকর্মের এই অন্যতম উদ্দেশ্যটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমাজকর্মের সব লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। বরং কয়েকটি লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

সমাজে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্ম কাজ করে। সেই সাথে সামাজিক বিভিন্ন অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমাজকর্ম কাজ করে। এছাড়াও সমাজের দুস্থ, অসহায় মানবগোষ্ঠী এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় জীবনযাপনকৃত জনগণের কল্যাণ সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। যার প্রতিফলন উদ্দীপকের সুমন সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে রয়েছে।

জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উন্নয়ন কমকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, গ্রাম ও শহর পুনর্বাসনমূলক প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজকর্ম ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সুমন সাহেবের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের নিয়ে কাজ করে। এদের মাঝে হতদরিদ্র জনগণ যেমন আছেন, তেমনি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিও আছেন। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, যা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজকর্মের বিস্তৃত লক্ষ্যের একাংশ অর্থাৎ সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করার চিত্র উদ্দীপকে উঠে এসেছে, যা সমাজকর্মের সকল লক্ষ্য অর্জনের ইঙ্গিত দেয় না।

প্রশ্ন ▶ ৩১ ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রভাবে সাতক্ষীরা জেলার অধিকাংশ মানুষ অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ২ বছর অতিবাহিত হলেও আজও তাদের দুঃখ-দুর্দশার শেষ নেই। কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শুধু ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমেই তাদের দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে অনেকে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। পেশাদার সমাজকর্মী রিপন মনে করে শুধু ত্রাণ বিতরণ নয়, এসব মানুষের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. NASW-এর পূর্ণ অর্থ লিখ। ১

খ. সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী রিপনের মনোভাবে সমাজকর্মের কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমাজকর্মী রিপনের মনোভাবে সমাজকর্মের সার্বিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেনি- মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW এর পূর্ণ অর্থ হলো National Association of Social Workers।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে তাদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে বলে সমাজকর্মকে সক্ষমকারী প্রক্রিয়া বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এজন্যই এটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

গ সমাজকর্মী রিপনের মনোভাবে সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- সমস্যা সমাধানে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে পরিবেশের সাথে তাদের সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সমাজকর্ম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাস করে। আর এ বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে জনাব রিপনের মনোভাবে।

ধরা যাক, একজন সমাজকর্মী মনে করেন, আইলা দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসমষ্টিকে চিহ্নিত করে তাদের সমস্যার ধরন নির্ণয় করে সে অনুযায়ী স্থায়ী সেবা প্রদান করলে তারা বেশি উপকৃত হবেন। তার এ ধারণাটি সমাজকর্মের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর কারণ, প্রকৃতি, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, যাতে ঐ সমস্যাটি পুনরায় সৃষ্টি হতে না পারে। অর্থাৎ সমাজকর্ম প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপর প্রতিরোধ এবং সবশেষে সমস্যার সাথে জনগণের সামঞ্জস্য বিধান অর্থাৎ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদ্দীপকের রিপনও একইভাবে বিশ্বাস করে, শুধু ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আইলা দুর্গতদের সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা, প্রতিকারমূলক বিধান গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রিপনের মনোভাব সমাজকর্মের প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক সেবা কার্যক্রমকেই প্রতিফলিত করে।

ঘ সমাজকর্মের বৃহত্তর পরিধির ক্ষুদ্র অংশ উদ্দীপকে প্রকাশ পাওয়ায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম গোটা সমাজকে নিয়ে অনুসন্ধান করে। কারণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ যাতে সুখী, সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে সমাজকর্ম আর্থ-সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমাজকর্মের এ বৃহত্তর কর্মসূচির প্রয়োগক্ষেত্র গোটা সমাজ, যার একটি খণ্ডাংশ উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বেকার যুবকদের আত্মনির্ভরশীল করা ও তাদের অপরাধ সংশোধন করা এবং মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সমাজকর্ম শুধু মৌল মানবিক চাহিদা পূরণই নয়, সকল জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, আবেগীয়, মানসিক প্রভৃতি দিকেরও কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের সার্বিক কল্যাণে প্রতিকারমূলক কর্মসূচি হিসেবে অপরাধ সংশোধনের পাশাপাশি অক্ষম ও পঙ্গুদের পুনর্বাসন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, মুক্ত কয়েদি পুনর্বাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় সমাজকর্ম। এছাড়া শিক্ষা ও সচেতনতা, গ্রামীণ সমাজসেবা, পরিবার ও শিশুকল্যাণ, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শ্রমকল্যাণ, দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমও সমাজকর্মের আওতাভুক্ত।

https://teachingbd24.com

সমাজকাঠামোতে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নে সমাজকর্ম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়া সমস্যার মূলোৎপাটনে সমাজকর্ম গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্য নেয়, যা সমাজকর্মের আলোচনার বিষয়।

সার্বিক আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, মানবসমাজের প্রতিটি দিকই সমাজকর্মের আলোচনার বিষয়। সমাজকর্মের আলোচনার এই বৃহত্তর ক্ষেত্রের সামান্যতমই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সমাজকর্মের বৃহত্তর পরিধির একটি খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ৩২ নাজনীন দেশের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি পুলিশ তাকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করে। অপরাধচক্রের সদস্য নাজনীন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে জানায়, সে বিভিন্ন সময় শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে এবং কৌশলে সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। এক পর্যায়ে কৌশলে সে তাকে তার ব্যক্তিগত গাড়ির সহযাত্রী হতে প্রলুব্ধ করে এবং তাকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করে। এখানেই শেষ নয়, নাজনীনের নিত্যনতুন কৌশলের ফাঁদে পড়ে তার সহযাত্রী সর্বস্ব বিসর্জন দেন।

[গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ, মেহেরপুর | প্রশ্ন নং ১]

ক. সামাজিক কার্যক্রম কী? ১

খ. সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের অনুরূপ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞান কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত প্রেক্ষাপটটি সমাজকর্মের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক কার্যক্রম হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা।

খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সাহায্য প্রদান করে বলে সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পেশা বলা হয়।

সমাজকর্ম বর্তমান বিশ্বে একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। এটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে এমনভাবে সহায়তা করে যেন তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে এরূপ সহায়তা দিয়ে থাকে। এজন্যই এটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের অনুরূপ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞান মানুষের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন গঠনে সহায়তা করতে পারে।

সমাজকর্মের পরিধির মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মের পদ্ধতির জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান করে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলতে এসব পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের সমস্যাটির প্রেক্ষিতে বলা যায়, এটি সমষ্টি পর্যায়ের একটি সমস্যা। এখানে নারীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা অপরাধচক্রের অন্য সদস্যদের সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ লোকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। নারীদের সহজে কেউ অবিশ্বাস না করায় অনেকেই সরল বিশ্বাসে গাড়িতে উঠে প্রতারণার শিকার হয় এবং পরে সর্বস্ব হারায়। এ ধরনের সমস্যায় নিপতিত হওয়ায় উদ্দীপকের জনসমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা যায়। কেননা, সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞানই সমাজের মানুষের সন্তোষজনক জীবনমান রক্ষায় সাহায্য করে। এর পাশাপাশি ব্যক্তি, দলীয় ও সমষ্টি পর্যায়ে সমস্যার অনুসন্ধান করে তা সমাধানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করতেও সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞান সাহায্য করে। তাই উদ্দীপকের সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমষ্টি সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সফল হওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেক্ষাপটটি সমাজকর্মের কার্যক্রমের ব্যর্থতার দিককেই প্রতিফলিত করে।

সমাজকর্মের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজের কল্যাণে সমাজকর্ম নানাভাবে জ্ঞান প্রয়োগ করে সহায়তা করে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ে সমাজকর্মের সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ের কল্যাণে সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে সচেতন করে তাদের কল্যাণ করতে পারে। ফলে সমাজের অনভিপ্রেত অবস্থা দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকের পরিস্থিতি ভিন্ন চিত্রের ইঙ্গিত দেয়। এখানে সামাজিক সমস্যার একটি দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে নারীদের ক্রমশ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা হলে এ সমস্যা সৃষ্টির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিরও প্রয়াস চালানো যেত। এর ফলে মানুষের ভোগান্তি কমানো যেত এবং এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতো না। কিন্তু সমাজকর্মের জ্ঞানের অভাবেই উদ্দীপকে আলোচিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত জ্ঞানের ব্যর্থতাই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই জনসমষ্টির সন্তোষজনক জীবনমান রক্ষা সম্ভব হয়নি। সমাজের সকল স্তরে সমাজকর্মের কার্যক্রম বিস্তৃত থাকলেও উদ্দীপকের ঘটনার প্রেক্ষিতে এর অনুপস্থিতিই লক্ষণীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সামাজিক সমস্যার দৃশ্যপট সমাজকর্মের কার্যক্রমের ব্যর্থতার দিককেই প্রতিফলিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আল মামুন উচ্চ শিক্ষিত যুবক। তিনি নিজ এলাকার গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করতে চান। তিনি এ লক্ষ্যে তার এলাকার ওপর একটি জরিপ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জরিপ গবেষণার ফলাফলে তিনি লক্ষ করেন নিরক্ষরতা ও সম্পদের অপ্রতুলতা এলাকার উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা। তিনি এ সমস্যা উত্তরণে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর সাথে পরামর্শ করে একটি সমাধান পরিকল্পনা করেন। *[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম ধারণার ওপর একজন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সংজ্ঞা লিখ। ১

খ. সমাজকর্মের একটি লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আল মামুন তার নিজ এলাকার সমস্যা উত্তরণে সমাজকর্মের কোন ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আল মামুনের জরিপ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকর্মের সংজ্ঞায় বলেন, 'সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতাসম্পন্ন এমন একটি পেশাদার সেবাকর্ম যা ব্যক্তিকে একক বা দলীয়ভাবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করে।'

খ সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা।

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। এটি সাহায্যার্থী তথা ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। সেই সাথে দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সাহায্যার্থীকে মঙ্গলজনক অবস্থানে নিয়ে যেতে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। অর্থাৎ সমাজকর্মের মূল লক্ষ্যই হলো মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। আর এ লক্ষ্য অর্জন করতে সমাজকর্ম নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

Teachingbd24.com

গ আল মামুন তার নিজ এলাকার সমস্যা উত্তরণে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন।

সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এসব কর্মসূচি আমাদের বৃহত্তর সমাজে বসবাসরত মানুষের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া যৌক্তিক। আর এ বিষয়গুলো সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও মিথস্ক্রিয়ার কারণে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা সমাধানে সামাজিক নীতিকে জনগণের জন্য সেবা উপযোগী করে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। আর এসব কর্মসূচিই হলো সমাজকল্যাণ কর্মসূচি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আল মামুন নিজ এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে চান। তার এলাকার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো নিরক্ষরতা ও সম্পদের অপ্রতুলতা। এক্ষেত্রে আল মামুন সমাজকল্যাণের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিমূলক ও আয় বৃদ্ধিমূলক সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও সমবায়, কৃষি উন্নয়ন, বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে নিজ এলাকার সমস্যা উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঘ আল মামুনের জরিপ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম সমাজের নানাবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আল মামুনের এলাকায় উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নিরক্ষরতা ও সীমিত সম্পদের দিকটি উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োগ সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম সমাজে বসবাসরত মানুষের আচরণ, সামাজিক নীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সামাজিক সমস্যার কারণ, প্রভাব, ব্যাপ্তি ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করে। সমাজে বহুমুখী সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যার প্রকৃতি, বিস্তৃতি সম্পর্কে গভীর তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান অপরিহার্য। সমাজকর্ম তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা যাতে দেশের জনগণের চাহিদাকেন্দ্রিক হয়, সমাজকর্ম সে বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে।

সমাজ, সমাজের মানুষের চাহিদা, সামাজিক সমস্যা, সম্পদ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে সুষ্ঠু সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়। আর সমাজকর্মের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি। তাই আল মামুনের এলাকার সমস্যা উত্তরণে সমাজকর্মের শিক্ষা গ্রহণ করে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৩৪ জনাব "X" ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত শিশু পরিবার (বালিকার) উপ-তত্ত্বাবধায়ক। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এতিম মেয়েদের জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এসব শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলেন যা উন্নত জীবনের সহায়ক। *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১

খ. W. A. Friedlander প্রদত্ত সমাজকর্মের সংজ্ঞাটি লিখ। ২

গ. জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত বৈশিষ্ট্য সমাজের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়"—মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো—Social Work.

খ W. A. Friedlander সমাজকর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্কবিষয়ক দক্ষতা সম্পন্ন এমন এক পেশাদার সেবাকর্ম, যা ব্যক্তিকে একক বা দলীয়ভাবে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।" তার এ সংজ্ঞার মাধ্যমে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

গ জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

আধুনিক বিশ্বে সমাজকর্ম কল্যাণকামী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটায়। সেই সাথে পরিবেশের সাথে সাহায্যার্থীর সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সমাজকর্ম সাহায্যদানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাসী।

উদ্দীপকে জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমাজকর্মের এসকল বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। জনাব "X" ময়মনসিংহ শিশু পরিবার বালিকার উপ-তত্ত্বাবধায়ক এবং তিনি তার প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এতিম মেয়েদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করে। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা ও কর্মসূচি শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির এ সব বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব "X" এর প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, সমাজের কল্যাণের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট নয়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। সমাজ থেকে যেকোনো ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দূরীকরণে গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া সমাজকর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে সমাজের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা। সমাজকর্ম মানবকল্যাণে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর সেবাকর্ম প্রদান করে। পাশাপাশি এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি বহুমাত্রিক পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বহুমুখী সমাজকর্মীকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সেই সাথে তাকে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা দলের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব "X" একটি শিশু পরিবারের উপ-তত্ত্বাবধায়ক। এতিম মেয়েদের জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলেন। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগতভাবে সমাজকর্ম শুধুমাত্র মৌল মানবিক চাহিদা ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে না। ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, আবেগীয়সহ বিভিন্ন দিকের কল্যাণে সমাজকর্মের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সামগ্রিক আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমাজের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

Teachingbd24.com

প্রথম অধ্যায়: সমাজকর্ম: প্রকৃতি এবং পরিধি

★★ সমাজকর্মের ধারণা, সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. অর্থবহ সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সমাজকর্ম কীভাবে সহায়তা করে? [অনুধাবন]
ক সামাজিক সুসম্পর্ক তৈরি করে
খ সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করে
গ দক্ষতা বৃদ্ধি করে
ঘ ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করে **খ**

২. কোন সমাজের জটিল আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব? [জ্ঞান]
ক সনাতন খ আধুনিক
গ প্রাচীন ঘ শিল্প বিপ্লবোত্তর **ঘ**

৩. সমাজকর্ম মানুষকে কোন ধরনের ভূমিকা পালনে একটা কার্যকর পর্যায়ে উপনীত হতে সহায়তা করে? [জ্ঞান]
ক মনো-সামাজিক খ ধর্মীয়
গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক **ক**

৪. সনাতন সমাজকল্যাণের পরিশীলিত রূপ কোনটি? [জ্ঞান]
ক ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ
খ সমাজকর্ম
গ শিল্প সমাজকল্যাণ ঘ সমাজবিজ্ঞান **খ**

৫. সক্ষমকারী পেশা বলতে বোঝায়— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক সমাজকর্মীর নিজের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা
খ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির চাকরির ব্যবস্থা করা
গ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য দেয়া
ঘ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্যে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা **ঘ**

৬. "সমাজকর্ম"-এর ইংরেজি হলো— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক Social science খ Social welfare
গ Social work ঘ Sociology **গ**

৭. *Introduction to social work* গ্রন্থের লেখক কে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক আর. এ. স্কিডমোর এবং এম.জি. থ্যাকারি
খ ডব্লিউ.এ. ফ্রিডল্যান্ডার
গ জি. উইলসন ও রাইল্যান্ড
ঘ উইলেনস্কি ও লেবো **খ**

৮. ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে কার্যকর মিথস্ক্রিয়ায় সাহায্য করে কোনটি? [জ্ঞান]
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক পৌরনীতি ও সুশাসন খ ইতিহাস
গ অর্থনীতি ঘ সমাজকর্ম **ঘ**

৯. সমাজকর্মকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং মানবিক সম্পর্কের উপর দাঁড় করিয়েছেন কোন মনীষী? *[তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]*
ক ডব্লিউ শেফার্ড খ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার
গ আরমান্ডো মরেলস ঘ এম.জি থ্যাকারি **খ**

১০. *'Social Welfare in Today's World'* গ্রন্থটির লেখক কে? [জ্ঞান] *[তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]*
ক Ronald Clerk খ Ronald C Fedrico
গ C. Fredrikn ঘ R.W. Bin. Ronald **খ**

১১. সমাজকর্ম ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। কথাটির তাৎপর্য কী? [অনুধাবন] *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*
ক ব্যক্তির দায়িত্ব কর্তব্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে
খ ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে
গ ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করে
ঘ ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করে **গ**

১২. *'The Cultural Background of Personality'* গ্রন্থটির প্রণেতা— [জ্ঞান] *[ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকা]*
ক ফিক্‌টে খ লিনটন
গ ই.এ. হোবেল ঘ ই.এ. হোয়াইট **খ**

১৩. ফ্রিডল্যান্ডারের সংজ্ঞায় সমাজকর্মের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক সেবামূলক ব্যবস্থা খ সার্বিক কল্যাণ
গ সম্পদের ব্যবহার ঘ সামাজিক নিরাপত্তা **ক**

১৪. কোনটিকে Profession of Practice বলা হয়? *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক অর্থনীতি খ আইন
গ সমাজকর্ম ঘ সমাজবিজ্ঞান **গ**

১৫. সমাজকর্ম পত্রিকা Charities Review কবে প্রকাশিত হয়? *[আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]*
ক ১৮৯০ সালে খ ১৮৯১ সালে
গ ১৯৯০ সালে ঘ ১৯৯১ সালে **খ**

১৬. কত সালে প্রকাশিত সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞায় ফ্রিডল্যান্ডারের সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে? *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক ১৯৬৩ খ ১৯৬৭
গ ১৯৯৫ ঘ ১৯৯৮ **গ**

১৭. *Government and Social Welfare* গ্রন্থের লেখক কে? *[সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ, বরিশাল]*
ক চার্লস জ্যাস্ট্র খ ফ্রিডল্যান্ডার
গ ওয়েন ভেসী ঘ উইলসন **গ**

Teachingbd.com

১৮. কাদের প্রয়োজন পূরণে সমাজকর্ম সমষ্টিকে উপযোগী করে তোলে? [জ্ঞান]
ⓚ ব্যক্তি ও পরিবারের
ⓚ ব্যক্তি ও দলের
ⓖ বন্ধু ও প্রতিবেশীর
ⓖ প্রতিবেশী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের **ক**

১৯. সমাজকর্মের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে কোন সংস্থা? [জ্ঞান]
ⓚ আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা
ⓚ জার্মান জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা
ⓖ গ্রিক জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা
ⓖ ইংল্যান্ডের জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা **ক**

২০. সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোর মূলভিত্তি হলো— [অনুধাবন]
ⓚ ব্যক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক
ⓚ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
ⓖ সামাজিক সম্পর্ক ⓖ সামাজিক ভূমিকা **ঘ**

২১. সাহায্যার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে কী বোঝানো হয়? [অনুধাবন]
ⓚ ব্যক্তির নৈতিকতা
ⓚ ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা ও দক্ষতা
ⓖ ব্যক্তির মূল্যবোধ ⓖ ব্যক্তির সততা **খ**

২২. সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে সমাজকর্ম কীভাবে জনগণকে সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে? [অনুধাবন]
ⓚ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে
ⓚ নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে
ⓖ রাজনৈতিক দল সৃষ্টির মাধ্যমে
ⓖ সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে **ক**

২৩. পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষকে কোনটি সাহায্য করে? [জ্ঞান]
ⓚ সমাজকর্ম ⓚ সমাজবিজ্ঞান
ⓖ আইন পেশা ⓖ পৌরনীতি ও সুশাসন **ক**

২৪. সুইডেন, নরওয়ের মতো দেশগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় তারা কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। সমাজকর্মের দৃষ্টিতে তাদের এ অবস্থায় পৌঁছার যৌক্তিক কারণ কী? [উচ্চতর দক্ষতা]
ⓚ পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসূচি পরিচালনা
ⓚ জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ বেশি হওয়া
ⓖ উন্নত বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ভালো হওয়া
ⓖ দক্ষ জনগোষ্ঠী থাকা **ক**

২৫. NASW কী? [জ্ঞান]
ⓚ National Association of Several Workers
ⓚ National Association of Social Workers
ⓖ Normal Administration of Social Workers
ⓖ Normative Aim of Social Workers **খ**

২৬. সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো— [জেলা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা]
ⓚ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে
ⓚ সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন করা
ⓖ সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন
ⓖ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি **ক**

২৭. সমাজকর্ম হলো— [অনুধাবন]
i. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক ও দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার সেবাকর্ম
ii. মানবীয় গুণ, নৈতিকতার বিকাশ ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পদ্ধতি
iii. ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা লাভে ব্যক্তিকে একক বা দলীয়ভাবে সাহায্য করার সেবাকর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **খ**

২৮. সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে ধরনের ভূমিকায় সেবাদান করে— [অনুধাবন]
i. প্রতিকারমূলক
ii. প্রতিশোধমূলক iii. উন্নয়নমূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii **গ**

২৯. সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে NASW কর্তৃক প্রকাশিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— [প্রয়োগ]
i. সম্পদ, সেবা ও সুযোগের সাথে মানুষের সংযোগ ঘটানো
ii. কার্যকর ও মানবীয় সেবা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা
iii. মানুষের হৃতক্ষমতার পুনরুদ্ধার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **ক**

৩০. একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন— [অনুধাবন]
i. সমাজকে জটিলতর অবস্থায় উন্নীত করতে
ii. সমাজ হতে নানা অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করতে
iii. কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii **গ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' কলেজে যে বিষয়টি পড়ান সেটি সমস্যা সমাধানের আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক প্রক্রিয়া। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

Teachingbd.com

৩১. অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজকর্ম খ সমাজবিজ্ঞান
গ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘ মনোবিজ্ঞান **ক**

৩২. উদ্দীপকে যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে
ii. মানুষের মানবিক আচরণ বিশ্লেষণ করে
iii. জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, সমাজকর্মের পরিধি

৩৩. সমাজকর্মীর কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশ পায় কোনটি? [জ্ঞান]
ক পেশাগত দক্ষতা খ মোহনীয় আচরণ
গ শৈল্পিক দক্ষতা ঘ বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান **ক**

৩৪. মাসুদ সাহেব একজন সমাজকর্মী। তিনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কী মেনে চলেন? *[দনিয়া কলেজ, ঢাকা]*
ক ধর্মীয় আইন খ রাষ্ট্রীয় আইন
গ সামাজিক আইন ঘ পেশাদার নীতিমালা **ঘ**

৩৫. মানুষের আচরণের মানদণ্ড কোনটি?
[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]
ক সামাজিক মূল্যবোধ খ ধর্মীয় মূল্যবোধ
গ রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ **ক**

৩৬. নিচের কোনটি পেশা হিসেবে সমাজকর্মকে পরিচালনার জন্য সমাজকর্মের ধ্যান-ধারণা, নিয়ম-শৃঙ্খলা বা নীতি প্রণয়নের একটি মানদণ্ড স্থাপন করে? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান
খ সমাজকর্মের মূল্যবোধ
গ সমাজকর্মের ব্যবহারিক জ্ঞান
ঘ সমাজকর্মের পদ্ধতি **খ**

৩৭. সমাজকর্মের অনুশীলন কেমন হয়? [জ্ঞান]
ক একমুখী খ কঠিন
গ বাস্তবতা বর্জিত
ঘ দ্বিমুখী ও অংশগ্রহণমূলক **ঘ**

৩৮. সমাজকর্মী আফিয়া ও সাহায্যার্থী রাবেয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক বলে দেয় যে তারা একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। এখানে সমাধান কৌশল সফল হওয়ার যৌক্তিক কারণ কী? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক পর্যাপ্ত সম্পদ
খ পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন
গ নীতির সঠিক প্রয়োগ
ঘ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার **খ**

৩৯. সমাজকর্মে গৃহীত প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নিচের কোনটির আওতাভুক্ত? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্মের পরিধি
খ সমাজকর্মের প্রকৃতি
গ সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা
ঘ সমাজকর্মের উদ্দেশ্য **ক**

৪০. সমাজকর্মের কোন ধরনের কার্যক্রম অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের সমাজে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়? [অনুধাবন]
ক প্রতিকারমূলক কার্যক্রম
খ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
গ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
ঘ সংশোধনমূলক কার্যক্রম **খ**

৪১. সমাজকর্মের পরিধি বলতে কী বোঝায়? [জ্ঞান]
ক তাত্ত্বিক জ্ঞানকে খ সমাজের উন্নত ক্ষেত্রকে
গ উন্নয়নকে ঘ প্রয়োগ উপযোগিতাকে **ঘ**

৪২. কীভাবে সমাজকর্ম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে? [অনুধাবন]
ক সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা দূর করে
খ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে
গ সমাজে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে
ঘ রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়ন করে **খ**

৪৩. সমাজকর্ম মানুষের যে দিকটির বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে তা হলো— [জ্ঞান]
ক শারীরিক শক্তি খ দক্ষতা
গ আচরণ ঘ সুপ্ত প্রতিভা **ঘ**

৪৪. রাকিব একজন সমাজকর্মী হিসেবে সমাজের দরিদ্র, দুস্থ, অসহায় মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে তাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। রাকিবের এরূপ কাজ সমাজকর্মের কোন লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত? *[শাহজালাল সিটি কলেজ, সিলেট]*
ক সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা
খ আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা
গ পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন
ঘ সামাজিক বিপর্যয় রোধ **খ**

৪৫. সমাজকর্ম সার্বিক কার্যাবলি পরিচালনা করে— [অনুধাবন]
i. সব শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যে
ii. সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যে
iii. স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৪৬. জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকর্মের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তা হলো— *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
i. একটি সাহায্যকারী কার্যক্রম
ii. একটি সংযোগকারী কার্যক্রম
iii. একটি সামাজিক কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

৪৭. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে খেয়াল রাখতে হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার প্রতি
ii. রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি
iii. সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৪৮. সমাজকর্ম প্রতিরোধমূলক কার্যাবলি গ্রহণ করে— [অনুধাবন]
i. চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য
ii. অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য
iii. ভবিষ্যৎ বিপর্যয় রোধ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ নং ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
হাসানপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে সেখানে মাছ চাষের পরিকল্পনা করেন স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এক্ষেত্রে প্রথমে তারা স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তাদেরকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেন। বেকার সমস্যার সমাধান হবে এই ভেবে স্থানীয় জনগণও এ উদ্যোগে সাড়া দেয়।

৪৯. উদ্দীপকের ঘটনায় নিচের কোনটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজকর্ম খ সমাজবিজ্ঞান
গ লোক প্রশাসন ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **ক**

৫০. উদ্দীপকে এ বিষয়টির যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার
ii. পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন
iii. মূল্যবোধ ও নীতির অনুশীলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ সমাজকর্মের গুরুত্ব, সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

৫১. সমাজে বিরাজমান যেকোনো সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্যে জনগণের মধ্যে কোনটি থাকা আবশ্যক? [জ্ঞান]
ক নৈতিকতা খ সচেতনতা
গ সম্পদ ঘ দক্ষতা **খ**

৫২. পেশাদার সমাজকর্মের প্রয়োজন অনুভূত হয় কখন? [জ্ঞান]
ক শিল্প বিপ্লবের পর
খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর
গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর
ঘ ১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পর **ক**

৫৩. সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যাবলির স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কোনটির উদ্ভব ঘটেছে? [জ্ঞান]
ক সনাতন সমাজকর্ম খ ঐতিহ্যগত সমাজকর্ম
গ পেশাদার সমাজকর্ম ঘ মনো-সমাজকর্ম **গ**

৫৪. সমাজকর্মে "ত্রিবিধ ভূমিকা" বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
ক প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক
খ পরিচর্যা, প্রতিকার ও বস্তুগত সহায়তামূলক
গ পরিবর্তন, প্রতিরোধ ও অবস্তুগত সহায়তামূলক
ঘ উন্নয়নমূলক পরিচর্যা ও পরামর্শমূলক **ক**

৫৫. সমাজকল্যাণের ত্রিবিধ ভূমিকা, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন-এর উল্লেখ আছে কোন গ্রন্থে? *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*
ক সমাজকর্ম বিশ্বকোষে খ সমাজকর্ম অভিধানে
গ সমাজবিজ্ঞান অভিধানে ঘ সোসাইটি গ্রন্থ

৫৬. ভাষাগত উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের ভূমিকা কী? [অনুধাবন]
ক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা
খ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা
গ শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিবৈষম্য হ্রাস করা
ঘ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা **গ**

৫৭. সমাজকর্ম কীভাবে সমস্যার কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয় করে সমস্যার কার্যকর সমাধান করে? [অনুধাবন]
ক সাংস্কৃতিক গবেষণার মাধ্যমে
খ সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে
গ নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে
ঘ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে **খ**

৫৮. ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে কীভাবে সমাজকর্ম সহায়তা করে? [জ্ঞান]
ক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে
খ আর্থিক সাহায্য করে
গ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে
ঘ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে **ক**

৫৯. কোন পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সমাজকর্ম পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক
খ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক
গ সামাজিক ও অর্থনৈতিক
ঘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক **গ**

Teachingbd.com

৬০. কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র কেন গড়ে উঠেছে? [অনুধাবন]
ক কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য
খ কিশোরদের কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য
গ কিশোর অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্য
ঘ কিশোর অপরাধীদের শনাক্ত করার জন্য **ক**

৬১. কয়েদি পুনর্বাসন সমাজকর্মের কোন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত? *[শাহজালাল সিটি কলেজ, সিলেট]*
ক প্রতিরোধমূলক খ সংস্কারমূলক
গ প্রতিকারমূলক ঘ সংশোধনমূলক **ঘ**

৬২. দিবাযত্ন কেন্দ্র, বেবিহোম, শিশুযত্ন কেন্দ্র, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি কোন শ্রেণির কল্যাণে গঠিত কর্মসূচি? [জ্ঞান]
ক সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি খ স্বাবলম্বী শ্রেণি
গ চাকরিজীবী শ্রেণি ঘ সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি **ঘ**

৬৩. সদ্য নির্বাচিত সরকার তার দেশের মানুষের সামাজিক জীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যে কাজ করতে চান। এজন্য তাকে প্রথমত— [প্রয়োগ]
i. সুষ্ঠু সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হবে
ii. সুষ্ঠু সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে
iii. সুষ্ঠু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৪. সমাজকর্ম আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে
ii. সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে
iii. গোষ্ঠীগত শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৫. ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হলে— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়
ii. ব্যক্তির মধ্যে কর্মবিমুখতার মনোভাব সৃষ্টি হয়
iii. ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬৬. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মূল্যবোধ অনুসারে ব্যক্তি— *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*
i. নিজের মূল্যবোধকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়
ii. সবকিছু থেকে নিজের মূল্যবোধ রক্ষাকে প্রাধান্য দেয়
iii. জাতীয় মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৭. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতির তাৎপর্য হলো— *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]*
i. ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে
ii. সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়
iii. সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৮. সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীরা সহায়তা করে থাকে— [অনুধাবন]
i. নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে
ii. নীতি বাস্তবায়নের কলাকৌশল নির্ধারণে
iii. নীতি বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৯. সমাজকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে— [অনুধাবন]
i. সমস্যার উৎস নির্ণয় করা হয়
ii. সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা হয়
iii. সমস্যার প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয় করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা যেমন– দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, অপরাধ, কিশোর অপরাধ এগুলো মোকাবিলায় সমাজকর্ম প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাশাপাশি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য চাহিদাভিত্তিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৭০. অনুচ্ছেদে সমাজকর্মের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক গুরুত্ব খ বৈশিষ্ট্য
গ পরিধি ঘ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য **ক**

৭১. সমাজকর্মের এ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন করে
ii. পেশাদার সমাজকর্মী সৃষ্টিতে সহায়তা করে
iii. সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-২: সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রশ্ন ▶১ সৌম্য টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে একটি অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান দেখছিল। সেখানে উপস্থাপক বিভিন্ন ধরনের ভিক্ষুকদের সাথে কথা বলে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরছিলেন। দেখা গেল প্রকৃত ভিক্ষুকের চেয়ে ছদ্মবেশী ও ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশি। সৌম্য ইংল্যান্ডের একটি আইনের কথা শুনলো যা ভিক্ষুকদেরকে কর্মীতে রূপান্তর করেছিল। *[চা., দি., সি., য. বোর্ড '১৮ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. ইংল্যান্ডে বসতি আইনটি কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সৌম্যের দেখা ভিক্ষুকদের জন্য ইংল্যান্ডের তৎকালীন যে আইনটি প্রযোজ্য তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্রদের জন্য এ ধরনের আইন প্রয়োগের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডে বসতি আইনটি ১৬৬২ সালে প্রণীত হয়।

খ সামাজিক বিমা হলো বার্ধক্য, অক্ষমতা, উপার্জনকারীর মৃত্যু, পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার মতো ঝুঁকির বিপরীতে নাগরিকদের রক্ষায় সরকার বা সংস্থা পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি। এর উদাহরণ হলো— চাকরিজীবীদের পেনশন, কল্যাণ তহবিল, যৌথ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। সামাজিক বিমার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ধারণার সূচনা হয়।

গ সৌম্যের দেখা ভিক্ষুকদের জন্য ইংল্যান্ডের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রযোজ্য।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগ ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে সৌম্য টেলিভিশনে ভিক্ষুকদের ওপর প্রচারিত একটি অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান দেখছিল। সেখানে সে দেখে প্রকৃত ভিক্ষুকের চেয়ে ছদ্মবেশী ও ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশি। এ অবস্থা মোকাবিলায় ইংল্যান্ডে প্রণীত ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকরী হবে। কারণ উক্ত আইনে প্রকৃত ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্যদান ও কর্মের ব্যবস্থা করা হতো। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের কাজ ও সাহায্য দেওয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিধান এ আইনে রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সাহায্য করবে। দরিদ্রদের সচ্ছল কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকলে তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতো। সক্ষম দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনে ভিক্ষাবৃত্তি মনোভাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এ আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন করারোপের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য মোকাবিলায় এ ধরনের আইন অর্থাৎ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। এ সময় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের চেষ্টা করেও আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। অবশেষে পূর্বের বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি প্রণীত হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকের সৌম্য টেলিভিশনে ভিক্ষুকদের নিয়ে একটি অনুসন্ধানীমূলক অনুষ্ঠান দেখছিল। এ সময় সে ইংল্যান্ডের একটি আইনের কথা শুনলো যা ভিক্ষুকদের কর্মীতে রূপান্তরিত করেছিল। এ আইনটি হলো ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন। আমাদের দেশেও দারিদ্র্য দিনে দিনে চরম আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা সমাধানে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রয়োগ করা যায়। এই আইন অনুযায়ী আমাদের দেশেও দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে অক্ষম দরিদ্ররা সাহায্য পাবে। আর ছদ্মবেশী সক্ষম দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের দেশের সরকার দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য তাদের সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনদের বাধ্য করতে পারে। যেসব দরিদ্রদের সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন থাকবে না তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশের সরকারকে আইনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কর্মসূচি আমাদের দেশের ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে সহায়ক হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের দেশের দারিদ্র্যাবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করার জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶২ কদম আলী ঢাকা শহরের একটি ছোটখাটো ভিক্ষুক দলের সর্দার। তার ভিক্ষুক দলে রয়েছে শারীরিক এবং বাকপ্রতিবন্ধী চারজন সদস্য। এছাড়া রয়েছে দিপু নামের এক অনাথ শিশু। এরা সকলেই নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পথচারীদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভিক্ষা আদায় করে। *[চ., ব., রা., কু. বোর্ড '১৮ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. COS কী? ১

খ. শিল্প দুর্ঘটনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের দিপু ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী কোন শ্রেণির দরিদ্র বলে বিবেচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দিপু ছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত অপর শ্রেণির মানুষের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS হচ্ছে 'Charity Organization Society' বা দান সংগঠন সমিতি।

খ শিল্পকারখানায় কর্মরত অবস্থায় যে সব দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলোই শিল্প দুর্ঘটনা।

শিল্পকারখানায় যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয়। এতে পেশাগত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পেশাগত দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণি অকাল মৃত্যু, বিকলাঙ্গতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শিল্প-কারখানায় ঘটে যাওয়া এ সব পেশাগত দুর্ঘটনাই শিল্প দুর্ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের দীপু ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী নির্ভরশীল শিশু হিসেবে বিবেচিত।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। এতিম, পরিত্যক্ত ও অক্ষম পিতা-মাতার সন্তানরা নির্ভরশীল শিশু শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদেরকে কোনো নাগরিকের কাছে বিনা খরচে দত্তক অথবা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে ছেলেদের ২৪ বছর

Teachingbd24.com

পর্যন্ত এবং মেয়েদেরকে ২১ বছর বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মনিবের বাড়িতে থাকতে হতো।
উদ্দীপকে উল্লেখিত দীপু অনাথ শিশু। কদম আলীর অধীনে সে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত। অনাথ শিশু হওয়ার কারণে দীপু ১৬০১ সালের আইন অনুযায়ী নির্ভরশীল শিশু শ্রেণির দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঘ দীপু ছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত অপর শ্রেণির অর্থাৎ অক্ষম দরিদ্রের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
ইংল্যান্ডের দরিদ্রদের কল্যাণে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করতো। এক্ষেত্রে সাহায্যদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। যেমন— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। এই আইনে শ্রেণি অনুযায়ী তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ রয়েছে।
উদ্দীপকের কদম আলী ভিক্ষুক দলের সর্দার। তার ভিক্ষুক দলে চারজন সদস্য শারীরিক ও বাক প্রতিবন্ধী। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী এরা সবাই অক্ষম দরিদ্রের পর্যায়ভুক্ত। তাই এ আইন অনুযায়ী সরকার তাদের জন্য সক্ষমতা অনুসারে জীবিকা লাভের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে ত্রাণ সাহায্য প্রদান করতে পারে। এসবের পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে পারে। এভাবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন উদ্দীপকে উল্লিখিত অক্ষম দরিদ্রের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, দিপু ছাড়াও উদ্দীপকে বর্ণিত অপর শ্রেণি অর্থাৎ অক্ষম দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩ ইসমাইল শেখ তারুণ্যদীপ্ত একজন টগবগে যুবক। দেশে নিজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে অবশেষে সে মালয়েশিয়াতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমালো। প্রায় দশ বছর পর নিজ এলাকায় ফিরে ইসমাইল শেখ অবাক হয়ে গেলো। কেননা অনেক ছোট-বড় কারখানা গড়ে উঠেছে এলাকায়। আরও গড়ে উঠেছে অসংখ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। কাজের সন্ধানে তাদের এখন অন্য এলাকায় যেতে হয় না। *[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Virgin Queen' নামে কাকে ডাকা হতো? ১
খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মালয়েশিয়া ফেরত ইসমাইল শেখের এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পাঠ্যপুস্তকে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ঘটনাটি মানবকল্যাণের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে— উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রানী প্রথম এলিজাবেথকে 'Virgin Queen' নামে ডাকা হতো।

খ পেশা বলতে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর, সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের পন্থাকে বোঝায়।
প্রকৃত অর্থে পেশা হলো এমন এক ধরনের বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়, যেখানে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে যথাযথ দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। যেমন— ডাক্তারি, শিক্ষকতা, ইত্যাদি। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়ে থাকে এবং এর সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে।

গ মালয়েশিয়া ফেরত ইসমাইল শেখের এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে।
শিল্পবিপ্লব উৎপাদন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনে। এতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কুটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শক্তি ও প্রযুক্তিচালিত যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এর ফলে ব্যাপকহারে কলকারখানা গড়ে ওঠে। এ সব কলকারখানায় নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার কারণে মানুষকে কাজের জন্য অন্য দেশে যেতে হয় না। ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বৃহদায়তন শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি গড়ে ওঠে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত ইসমাইল শেখ কাজের সন্ধানে মালয়েশিয়ায় যায়। প্রায় দশ বছর পর সে নিজ এলাকায় এসে অবাক হয়ে যায়। কারণ তার এলাকায় এখন ছোট-বড় অনেক কারখানা ও অসংখ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কাজের সন্ধানে তার এলাকার লোকদের এখন আর অন্যত্র যেতে হয় না। সুতরাং ইসমাইলের এলাকায় ঘটে যাওয়া বিষয়টি শিল্পবিপ্লবকেই নির্দেশ করে যার বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্পবিপ্লব মানবকল্যাণের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে।
শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হওয়ায় উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বে অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। এতে কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সনাতন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তে যান্ত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব হ্রাস পায়, জনজীবন সহজ, গতিশীল ও আরামপ্রদ হয়। শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হলো শিল্পায়ন ও শহরায়ন যা সমাজজীবনকে পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিল্পবিপ্লব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এতে মানুষের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকশিত হচ্ছে, পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছে। এ কারণে সমাজের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অকল্পনীয় সাফল্য এসেছে।
উদ্দীপকের ইসমাইল নিজ দেশে কর্মসংস্থান করতে না পেরে মালয়েশিয়ায় যায়। সে দশ বছর পর দেশে ফিরে দেখে তার এলাকায় ছোট-বড় কলকারখানাসহ অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা শিল্পবিপ্লবকে ইঙ্গিত করছে। এর ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটার পাশাপাশি চিন্তাধারায়ও আমূল পরিবর্তন এসেছে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্প বিপ্লব মানবকল্যাণকে প্রসারিত করেছে।

প্রশ্ন ▶৪ মি. 'X' একজন সমাজকর্মী। তাকে তার গ্রামের সমস্যা চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্টে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টিকারী পাঁচটি প্রতিবন্ধকতার নাম উল্লেখ করেন। *[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ২; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১১; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ২]*

https://teachingbd24.com

ক. আধুনিক সমাজকর্মের সূত্রপাত কোন দেশে হয়? ১
খ. কোন আইনে অক্ষম দরিদ্রদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. 'X' এর রিপোর্টের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রিপোর্টের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত রিপোর্টই যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক সমাজকর্মের সূত্রপাত হয়।

খ ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনে অক্ষম দরিদ্রদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন অনুযায়ী রুগ্ন, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বধির, অন্ধ ও সন্তানাদিসহ বিধবা প্রমুখ যারা কাজ করতে সক্ষম নন, তারাই অক্ষম দরিদ্রদের পর্যায়ভুক্ত। অক্ষম দরিদ্রদেরকে দরিদ্রাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। যাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো তাদের জন্য ওভারসিয়ারের মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো।

গ মি. 'X' এর রিপোর্টের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের বিভারিজ রিপোর্টের মিল রয়েছে।

আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্যার উইলিয়াম বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট অনুযায়ী এই কর্মসূচি গৃহীত হয়। উদ্দীপকটিতেও অনুরূপ একটি রিপোর্টের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. 'X' তাঁর গ্রামের সমস্যা চিহ্নিত করে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। এই রিপোর্টে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টিকারী পাঁচটি প্রতিবন্ধকের নাম উল্লেখ করেন। আলোচ্য বিভারিজ রিপোর্টেও অনুরূপ পাঁচটি প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ ছিল। বিভারিজের রিপোর্ট অনুসারে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে পঞ্চদৈত্য অক্টোপাসের ন্যায় জড়িয়ে রেখেছিল। এই পঞ্চদৈত্য হলো- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতা। বিভারিজের মতে, এই পঞ্চদৈত্য বা পাঁচটি সমস্যাই ছিল ইংল্যান্ডের সার্বিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এজন্য তিনি এই সমস্যা সমাধানে সুপারিশ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে আলোচিত রিপোর্ট এবং বিভারিজ রিপোর্টের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিভারিজ রিপোর্ট যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে আছে।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলো যুক্তরাজ্যে সমাজসেবার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এবং বাস্তবমুখী নতুন ধারা প্রবর্তন করে। এ সুপারিশ অনুসারেই যুক্তরাজ্যের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং এ পরিকল্পনার মেরুদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত সামাজিক বিমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এভাবে রিপোর্টটি যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তাকে সুসংহত করেছে। উদ্দীপকেও এ রিপোর্টকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের মি. 'X' কে তার গ্রামের সমস্যা চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি গ্রামের সব শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেন যা বিভারিজ রিপোর্ট এর অনুরূপ। আর বিভারিজ রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সর্বপ্রথম সকল স্তরের জনগণের জন্য সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী পারিবারিক ভাতা আইন ১৯৪৫, বিমা আইন-১৯৪৬, জাতীয় সাহায্য আইন-১৯৪৮, জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা আইন-১৯৪৬ প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণীত হয়েছিল। এ আইনগুলো সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ কার্যকর ছিল। বিশেষত সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও পঙ্গু বিমা, বেকার বিমা, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিশেষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করা হয়। এককথায় বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট যুক্তরাজ্যে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৫ করিম তার বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করেন। সম্প্রতি তাঁকে কুড়িগ্রামে বদলি করা হয়। ফলে তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রাম চলে যান। তার বাবা-মা কুমিল্লার বাসায় নিরাপত্তাহীনভাবে বসবাস করেন। *[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. ১৭ | প্রশ্ন নং ৩; সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৩; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ২; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. নগরায়ণ কী? ১
খ. শিল্পবিপ্লবের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের কোন নেতিবাচক দিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নগরায়ণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবনব্যবস্থা হতে মানুষ অকৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবন পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়।

খ শিল্পবিপ্লবের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষ করে সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান দখল করে নেয় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয় এবং অস্ত্রোপচার ও ঔষধশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে শিল্প-বিপ্লবোত্তর সময়ে মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে যে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার সাথে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজজীবনে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। করিম সাহেব বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে চাকরির কারণে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রামে বাস করছেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তার বাবা-মা কুমিল্লার বাসায় নিরাপত্তাহীনভাবে বসবাস করছেন। এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে সারাবিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করছে। এর ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আত্মিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ফলে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধ, অক্ষম, বিধবা ও এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উদ্দীপকের ঘটনাটি শিল্প বিপ্লবের এই নেতিবাচক প্রভাবকেই নির্দেশ করছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নানা ধরনের জটিল সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজনেই পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব হয়। পেশাদার সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতিসমূহ কাজে লাগিয়ে নানা সমস্যা সমাধান করেন। উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানেও তাই সমাজকর্মের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে করিমের বাবা-মা এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পেশাদার সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির বিকাশ এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন, পারিবারিক দূরত্ব বৃদ্ধি, পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের নিরাপত্তাহীনতা ও সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। আর এ প্রেক্ষিতেই পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ পন্থা বলা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমন্বয়ে উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৬ বাংলাদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকের সাথে সাথে সুস্থ-সবল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরাও ভিক্ষা করছে। এক এলাকার মানুষ আরেক এলাকায় গিয়ে ভিক্ষা করে। বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য এবং সুস্থ-সবল ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, সংশোধন, ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণের জন্যে ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২]*

ক. NASW-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. পঞ্চদৈত্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে ইংল্যান্ড কোন আইন প্রবর্তন করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের মতো ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত আইন কি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে কোনো সুপারিশ করেছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW-এর পূর্ণরূপ National Association of Social Workers।

খ পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে বোঝায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি উপর্যুক্ত পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তার মতে, তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পাঁচটি সমস্যা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইংল্যান্ডে ১৬০১ সালে এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন প্রবর্তিত হয়েছিল।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড দারিদ্র্য ও নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সে সময় ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা সমাধান, ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে সমস্যা, বেকারত্ব রোধ এবং দুস্থদের সহায়তায় বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়। এ সকল আইনের মধ্যে ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা ভিক্ষাবৃত্তির নানা দিক উপস্থাপিত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে সুস্থ-সবল ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, সংশোধন, ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডে সৃষ্ট অনুরূপ সমস্যার প্রেক্ষিতেই ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। উক্ত আইন ইংল্যান্ডের দরিদ্র জনগণের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও আবাসন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে ভিক্ষুকদের শ্রেণিকরণ করে তাদের পুনর্বাসন, সংশোধন এবং সার্বিক সহায়তায় ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের মাধ্যমে সরকারিভাবে দায়িত্ব গৃহীত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইংল্যান্ডে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রণীত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের ন্যায় ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার সমাধানে কিছু সুনির্দিষ্ট বিধান সুপারিশ করা হয়েছিল।

ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার সাথে কয়েক ধরনের মানুষ জড়িত থাকে। যেমন- এক শ্রেণির ভিক্ষুকেরা সবল ও কর্মক্ষম, অন্য শ্রেণির ভিক্ষুকেরা প্রকৃতপক্ষেই কাজ করতে অক্ষম। আরেক শ্রেণির ভিক্ষুকদের মধ্যে রয়েছে এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুরা। আলোচ্য দুটি আইনেই এই তিন শ্রেণির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মোকাবিলার জন্য ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন প্রবর্তন করা হয় যা পাঠ্যবইয়ের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে নির্দেশ করছে। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিধানমতে, সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এই শ্রেণির ভিক্ষুকদেরকে সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ বা কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। অন্যদিকে অক্ষম দরিদ্র পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ যারা কাজ করতে সক্ষম ছিল না তাদেরকে দরিদ্রাগারে রাখার বিধান ছিল। সেখানে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হতো। কারো যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে তাদেরকে সেখানে রেখে Overseer (ওভারসিয়ার)- এর মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো। আর তৃতীয় শ্রেণির ভিক্ষুকদেরকে অর্থাৎ এতিম শিশুদেরকে কোনো নাগরিকের নিকট বিনা খরচে দত্তক দেওয়া হতো। ছেলেদের ২৪ বছর এবং মেয়েদেরকে ২১ বছর বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মনিবের বাড়িতে থাকতে হতো।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা সমাধানে সুবিন্যস্ত ও কার্যকর সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ ১৭৬০ সাল হতে ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রথমে ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানবজীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্যা মোকাবেলায় বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভব হয়। *[সকল বোর্ড '১৬। প্রশ্ন নং ২; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. COS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিভারিজ রিপোর্ট কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পরিবর্তনের প্রভাবে কীভাবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS-এর পূর্ণরূপ হলো Charity Organization Society।

Teachingbd24.com

খ বিভারিজ রিপোর্ট হলো ১৯৪২ সালে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ কর্তৃক প্রণীত ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি রিপোর্ট।
বিভারিজ রিপোর্টে অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে মানবসমাজের অগ্রগতিতে পাঁচটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্যাগুলো সমাধানে রিপোর্টে পাঁচটি সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টের লক্ষ্য ছিল সমাজ হতে অভাব দূর করে ফলপ্রসূ সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রচলন করা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।
শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহ।
উদ্দীপকে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে এর ফলাফলও তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে অর্থব্যবস্থা দ্রুত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর শিল্পায়নের ফলে শহরায়ন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, যার ফসল আজকের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা। তবে এর ফলে মানবজীবনে কিছু নতুন সমস্যারও উদ্ভব ঘটে, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট আমূল পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উক্ত পরিবর্তন অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়।
শিল্পবিপ্লব মানবসভ্যতায় এক আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, যা মানুষকে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিলেও সমাজজীবনে বহুমুখী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যার সমাধানে একটি বিজ্ঞানসম্মত কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার সূত্র ধরে সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে।
শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করলেও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মতো ভয়াবহ সমস্যারও সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাই সাধারণত সমাজের অন্যান্য নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে স্বাভাবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যকারিতা অপরিহার্য হতে শুরু করে। আর এ কারণেই শিল্প-বিপ্লবোত্তর সময়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে সমাজকর্ম। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এতে বলা হয়েছে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমাজে সংঘটিত আমূল পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানব জীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যা সমাধানে বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে।
উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যাই সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশে প্রধান প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ সাইদুর রহমান উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সে লক্ষ করে এ দেশটির স্থায়ী নাগরিকের একটি শিশু জন্মদানের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুতেও সামাজিক বিমার আওতায় তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. ১৯০৫ সালে দরিদ্র আইন কমিশনের প্রধান কে ছিলেন? ১
খ. পঞ্চদৈত্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সাইদুরের উল্লিখিত রাষ্ট্রে সামাজিক বিমা পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত কোন আইনের কর্মসূচিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উদ্দীপকের উক্ত কর্মসূচির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন দরিদ্র আইন কমিশনের প্রধান ছিলেন।

খ পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে বোঝায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি উপর্যুক্ত পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তার মতে, তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পাঁচটি সমস্যা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ সাইদুরের উল্লিখিত রাষ্ট্রের সামাজিক বিমা পদ্ধতি ইংল্যান্ডের ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্টের কর্মসূচিকে নির্দেশ করছে।
১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কাঠামো মূলত স্যার উইলিয়াম বিভারিজের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে সৃষ্ট সামাজিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা নিরসনের লক্ষ্যে গৃহীত একটি কার্যকর পদক্ষেপ। বিভারিজ রিপোর্ট মূলত গ্রেট ব্রিটেনে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।
উদ্দীপকে সাইদুর উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সে লক্ষ করে দেশটিতে স্থায়ী নাগরিকদের একটি শিশু জন্মদানের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুতে সামাজিক বিমার আওতায় তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এ সামাজিক বিমা পদ্ধতি ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা আইন কর্মসূচিকে নির্দেশ করছে। এর মূল লক্ষ্য ছিল কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক সকল বিষয় অপসারণের মাধ্যমে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন সরকার বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক বিমা আইন প্রণয়ন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বিমা কর্মসূচি ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্টকেই নির্দেশ করে।

ঘ সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উদ্দীপকের উক্ত কর্মসূচি অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে এর ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইনসমূহ সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি গড়ে দেয়। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রতিটি স্তরের জনগণের সুখী-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা; আর সামাজিক বিমা কর্মসূচি নাগরিকের সেই জীবনকেই নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। উদ্দীপকে নির্দেশিত বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। কারণ এ

https://teachingbd24.com

রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন ইংল্যান্ডে পারিবারিক ভাতা, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা এবং জাতীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।
ইংল্যান্ডে ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা আইন অনুসারে ১৯৪৬ সালের ১ আগস্ট হতে পারিবারিক ভাতা কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ আইন মোতাবেক আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে প্রত্যেক পরিবারে দুই বা ততোধিক ১৬ বছরের নিচের শিশুদের পারিবারিক ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য আইনের আওতায় ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই থেকে সরকারি সাহায্য কর্মসূচি কার্যকর হয়। বিভারিজ রিপোর্ট পরবর্তী এ ধরনের সামাজিক আইনগুলো তাই সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক হয়। এ ধরনের সরকারি সাহায্য ব্যবস্থা সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রথমে ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানবজীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এ সমস্যা মোকাবেলায় বিজ্ঞান সম্মত উপায় হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভব হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. "Social Diagnosis" গ্রন্থটির লেখক কে? ১
খ. ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনে সক্ষম দরিদ্র বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত পরিবর্তনের প্রভাবে কীভাবে সমাজকর্মের উদ্ভব হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "Social Diagnosis" গ্রন্থটির লেখক ম্যারি রিচমন্ড।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম লোকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হয়।
ইংল্যান্ডের সক্ষম দরিদ্রদের ভিক্ষাবৃত্তি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। সক্ষম দরিদ্রদের সংশোধনের জন্য সংশোধনাগারে কিংবা কাজ করানোর জন্য শ্রমাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো। যারা তা মানতে রাজি হতো না তাদের কারাগারে পাঠানো হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।
শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহ।
উদ্দীপকে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে এর ফলাফলও তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে অর্থব্যবস্থা দ্রুত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর শিল্পায়নের ফলে শহরায়ন প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, যার ফসল আজকের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা। তবে এর ফলে মানবজীবনে কিছু নতুন সমস্যারও উদ্ভব ঘটে, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট আমূল পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়।
শিল্পবিপ্লব মানবসভ্যতায় এক আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, যা মানুষকে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিলেও সমাজজীবনে বহুমুখী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যার সমাধানে একটি বিজ্ঞানসম্মত কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার সূত্র ধরে সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে।
শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করলেও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মতো ভয়াবহ সমস্যারও সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাই সাধারণত সমাজের অন্যান্য নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে স্বাভাবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আত্মনির্ভরশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্মের কার্যকারিতা অপরিহার্য হতে শুরু করে। আর এ কারণেই শিল্প-বিপ্লবোত্তর সময়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠে সমাজকর্ম।
পরিশেষে বলা যায়, শিল্পবিপ্লব সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশে প্রধান প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'ক' দেশে ১৮৬৫ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ১৮৭৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এ মন্দাবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশৃঙ্খলভাবে হাজার হাজার সংস্থা গড়ে উঠলে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মনীষী সজীব 'খ' দেশের অনুকরণে ১৮৭৭ সালে 'একতা' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। উক্ত সংস্থাই পরবর্তী সময় সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব বিকাশে পেশাগত প্রশিক্ষণ, পত্রিকা প্রকাশ, পেশাগত সংগঠন ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে অবদান রাখে। *[নিটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ইংল্যান্ডে কত সালে দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়? ১
খ. শিল্পবিপ্লবের ধারণা দাও। ২
গ. 'একতা' সংস্থাটির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন সংস্থার সাথে মিল রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
ঘ. সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব-বিকাশে উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সংস্থার কর্মসূচিগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়।

খ যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিই হলো শিল্পবিপ্লব।
শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় ঐতিহাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ উদ্দীপকের 'একতা' সংস্থাটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দান সংগঠন সমিতির মিল রয়েছে।
১৮৭৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে আমেরিকায় দান সংগঠন আন্দোলন শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রতার কারণ নির্ণয়পূর্বক এর বৈজ্ঞানিক সমাধান দান। পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' দেশে ১৮৭৩ সালে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ার পর মন্দাবস্থা মোকাবিলায় অনেক সংস্থা গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জনাব সজীব 'খ' দেশের অনুকরণে ১৮৭৭ সালে 'একতা' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের দান সংগঠন সমিতিকে নির্দেশ করে। ১৮৭৩ সালে আমেরিকায় দান সংগঠন আন্দোলন প্রথম শুরু হয়েছিল। পরবর্তী ১৮৭৭ সালে আর এইচ গাটিনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের অনুকরণে নিউইয়র্ক শহরে সর্বপ্রথম দান সংগঠন সমিতি (COS) গঠিত হয়। এ সমিতি দরিদ্রদের সহায়তা দানের পাশাপাশি দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটনে নানামুখী প্রচেষ্টা চালায় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ সুসংগঠিত আকারে প্রকাশিত হয়। এতে সমাজকর্ম পেশা বিকাশ লাভ করে। এসব কারণে উদ্দীপকের 'একতা' সংস্থাটির সাথে দান সংগঠন সমিতি'র হুবহু মিল রয়েছে।

ঘ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সমন্বয় এবং দরিদ্রদের সাহায্যদানের নতুন কৌশল চালুর মাধ্যমে দান সংগঠন সমিতি সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের ন্যায় এক জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্ট ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতি দরিদ্রদের কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নানা রকম কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। আর সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত রূপই হলো সমাজকর্ম পেশা।

দান সংগঠন সমিতির কর্মতৎপরতায় ইংল্যান্ডে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দরিদ্র ত্রাণ এবং বেসরকারি দানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ভুয়া সাহায্য সংস্থা ও পেশাদার ভিক্ষুকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রমের ফলে দরিদ্রদের নৈতিক মনোবল শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে তারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭৭ সালে দান সংগঠন সমিতি গড়ে ওঠে। এ সমিতি দরিদ্রদের সহায়তা দানের সাথে সাথে দারিদ্র্যের কারণ উদ্‌ঘাটন করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। এদের কর্মসূচি ধীরে ধীরে সমাজকর্ম পেশায় রূপ নেয়। শিশুশ্রম আইন ও কিশোর যুবকদের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা, সমাজসেবা শিক্ষা কোর্স চালু, নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, Charitis Review পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রম সমাজকর্ম পেশার বিকাশে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইংল্যান্ডের জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দান সংগঠন সমিতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে অধিকতর সুসংগঠিত হয়। এ সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কৌশল সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইংল্যান্ডে ১৮৩৪ সালে প্রায় আড়াইশত বছরের পুরোনো দরিদ্র আইন সংস্কার করা হয়। এ আইন সংস্কারের ফলে নতুন নতুন দরিদ্রাগার-শ্রমাগার নির্মাণ ও সংস্কারসহ দারিদ্র হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতা অর্জন ও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়। আর অন্যদিকে এ আইনের ফলে দরিদ্রদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, পারিবারিক ভাঙন, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতাসহ নানামাত্রিক সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. কোন মনীষীর উদ্যোগে আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি গঠিত হয়? ১

খ. ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনের পটভূমি আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত আইনের যেসব সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৭ সালে আর এইচ গার্টিনের নেতৃত্বে আমেরিকায় দান সংগঠন সমিতি (COS) গঠিত হয়।

খ ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘুরে সমস্যা মোকাবিলায় রানি প্রথম এলিজাবেথের সময় ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শাস্তি ও দমনমূলক সকল আইনই অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে ১৩৪৯ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রণীত প্রথম দরিদ্র আইন হতে ১৫৯৭ সালের দরিদ্রাগার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন পর্যন্ত সমস্ত আইনের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় আইনও বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইনের ইঙ্গিত রয়েছে এবং এ আইনের সংস্কার তাৎপর্যপূর্ণ।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন প্রণয়নের পর ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে বঞ্চিত ও অসহায় দরিদ্রদের সত্যিকার কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে দরিদ্র সংস্কার আইনটি প্রণীত হয়। অর্থনৈতিক বিচারে দেখা যায়, ১৮৩৪ সালে দরিদ্র সংস্কার আইনের বাস্তবায়ন সরকারের ব্যয় হার অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়। তিন বছরের মধ্যে দরিদ্র সাহায্য ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন সংস্কারের মাধ্যমে সক্ষম দরিদ্রদের নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন পূরণে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কাজে বাধ্য করা হয়, যা প্রাথমিকভাবে সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮৪৭ সালে Poor law Board গঠন করা হয়। এ আইনের প্রেক্ষিতে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে জনস্বাস্থ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'General Board of Health' গঠন করা হয়। এ বোর্ডের মাধ্যমে বস্তি এলাকার বাসস্থান উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ আইনটি নানাভাবে সমালোচিত হলেও ইংল্যান্ডের উন্নয়ন ও সমাজকর্ম পেশার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও বিকাশে এ আইনের ভূমিকা অপরিসীম। উদ্দীপকে উক্ত বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে দরিদ্র আইন সংস্কার ১৮৩৪ আইনটিতে দরিদ্রদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, পারিবারিক ভাঙন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে।

মূলত অসহায় দরিদ্রদের কল্যাণ ও সাহায্যার্থীদের জন্য পরিচালিত ত্রাণ ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র আইন সংস্কার প্রণীত হয়। কিন্তু আইনটির মাধ্যমে ইংল্যান্ডে দরিদ্র সাহায্যের ব্যয়ভার কমলেও, ভিক্ষুক ও দরিদ্রদের সামাজিকভাবে মর্যাদাহানি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে স্বাস্থ্যহীনতা, পারিবারিক বন্ধন ভাঙনসহ নির্যাতন, সংক্রামক রোগের বিস্তার, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি সমস্যা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৮৩৪ সালের সংস্কার আইনে রাজকীয় কমিশন ৬টি সুপারিশ প্রদান করে। এতে ১৭৯৫ সালের স্পেন, হ্যামল্যান্ডে এ্যাক্ট অনুযায়ী প্রচলিত আংশিক সাহায্য দান পদ্ধতির বিলোপ করা হয়। ফলে দরিদ্রদের জন্য সাহায্য কমে যায়। মূলত দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য কড়াকড়ি আরোপ, আর্থ-সামাজিক নির্যাতন এবং কাজ করায় বাধ্য করা হয় এই সংস্কার আইনে। দরিদ্রদের কাজের জন্য যে শ্রমাগার নির্মাণ হয়েছিল তাকে অনেকে 'দরিদ্রদের জেলখানা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ত্রাণ কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা, শ্রমাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সাহায্য

Teachingbd24.com

ব্যয়ভার লাঘব, উচ্চ হারে দরিদ্র কর ধার্যের দরুণ দরিদ্রদের পারিবারিক ভাঙন, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সর্বাধিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের তুলনায় সাহায্য গ্রাহিতাদের অবস্থান নিচে রাখা হয়। উদ্দীপকে উক্ত বিষয়গুলো প্রতীয়মান হয়েছে।
সুতরাং বলা যায়, ১৮৩৪ সালের সংস্কার আইন রাষ্ট্রের ব্যয়ভার লাঘব করলেও, এটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের কড়াকড়ি ও নির্যাতনমূলক সংস্করণ।

প্রশ্ন ▶ ১২ কদম আলী ঢাকা শহরের একটি ছোট ভিক্ষুক দলের সদস্য। তার ভিক্ষুক দলে রয়েছে শারীরিক এবং বাকপ্রতিবন্ধী চারজন সদস্য। এছাড়া রয়েছে দিপু নামের এক অনাথ শিশু। এরা সকলেই নানা অঙ্গভঙ্গি মাধ্যমে পথচারীদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভিক্ষা আদায় করে। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ২]*

ক. প্যারিশ কী? ১
খ. শিল্প দুর্ঘটনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের দিপু ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী কোন শ্রেণির দরিদ্র বলে বিবেচিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দিপু ছাড়াও অপর দরিদ্রদের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত স্থানীয় প্রশাসনভিত্তিক কাউন্টি অঞ্চল হলো প্যারিশ।

খ শিল্পকারখানায় কর্মরত অবস্থায় যে সব দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলোই শিল্প দুর্ঘটনা।
শিল্পকারখানায় যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয়। এতে পেশাগত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পেশাগত দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় শ্রমিক শ্রেণির অকাল মৃত্যু, বিকলাঙ্গতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শিল্প-কারখানায় ঘটে যাওয়া এ সব পেশাগত দুর্ঘটনাই শিল্প দুর্ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ অলসপুর এলাকায় চাষিরা এখন হালচাষের জন্য লাঙ্গল বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করে। আগে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। এখন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ৩]*

ক. এলিজাবেথীয় আইন কোনটি? ১
খ. NASW গঠন করা হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকটির বর্ণিত এলাকায় কোন ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনা এলাকার জনগণের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এলিজাবেথীয় আইন হলো ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন।

খ সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে NASW (National Association of Social Workers) গড়ে তোলা হয়।
সমাজকর্ম পেশায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, সামাজিক অবস্থা এবং পেশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ছাড়াও সমাজকর্ম ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে NASW সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকটির বর্ণিত এলাকায় শিল্প বিপ্লবের প্রতিফলন ঘটেছে।
শিল্প বিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্প নির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয় এবং সেখান থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে যোগাযোগ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।
উদ্দীপকে বর্ণিত অলসপুর এলাকার চাষিরা বর্তমানে চাষের ক্ষেত্রে লাঙ্গল, বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার করে অর্থাৎ তারা কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আগে তারা ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্প দ্রব্য তৈরি করত। কিন্তু এখন তারা বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করছে। অলসপুর গ্রামের এ সকল পরিবর্তন শিল্প বিপ্লবের সুফলকে নির্দেশ করছে। কারণ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাসহ সব ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে। যার প্রতিফলন আমরা অলসপুর এলাকায় দেখতে পাই।

ঘ শিল্প বিপ্লব অলসপুর এলাকার জনগণের জন্য আশীবাদ স্বরূপ— উক্তিটি যথার্থ।
শিল্প বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চিন্তাধারার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে প্রণালীতে এসেছে বিরাট পরিবর্তন ।
শিল্প বিপ্লবের আগে উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল না। ফলে উৎপাদনের হার ছিল সীমিত। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কুটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শক্তি ও প্রযুক্তি চালিত যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। অলসপুর এলাকার জনগণ আগে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে ঘরে বসে শিল্প দ্রব্য তৈরি করতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে তারা এখন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করছে। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে ওঠায় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। যা বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে অলসপুর এলাকায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন জনগণের জন্য আশীর্বাদ।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রাসেল অনার্স পড়াকালীন সময়ে খারাপ সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডসহ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার বাবা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হন। সমাজকর্মী রাসেলের চিকিৎসক, বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যগণ বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ করে সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ২]*

ক. ইংল্যান্ডে প্রথম দরিদ্র আইন কে প্রণয়ন করেন? ১
খ. দরিদ্র আইন কমিশন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকটির গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম বিকাশের প্রেক্ষিতে উক্ত সংগঠনটির পটভূমি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করেন রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড।

Teachingbd24.com

খ ইংল্যান্ডে প্রচলিত দরিদ্র আইন সংস্কার ও বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিশন গঠিত হয় তাকেই দরিদ্র আইন কমিশন বলা হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উন্নত প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ইংল্যান্ডের অনেক কয়লাখনি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বেকারত্বের শিকার হয়ে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানায়। এ অবস্থায় শ্রমাগার ও বেসরকারি দান সংগঠনগুলোও সাহায্য দানে অপরাগ হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র আইনগুলোর সংস্কার ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯০৫ সালে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠিত হয় যা দরিদ্র আইন কমিশন গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের CSWE সংগঠনের সাদৃশ্য রয়েছে।

CSWE সংগঠনটি সমাজকর্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধিও এর অন্যতম লক্ষ্য। এ সংগঠনটি সমাজকর্ম শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক, সময় উপযোগী ও তত্ত্ব নির্ভর করে। এছাড়া সমাজকর্ম অনুশীলনের পন্থা সম্পর্কেও নির্দেশনা প্রদান করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত রাসেল অনার্স পড়াকালীন সময় খারাপ সঙ্গের কারণে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা উত্তরণে তার বাবা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হন। সমাজকর্মী রাসেলের চিকিৎসক, বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমাজকর্মীর এসব পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে CSWE সংগঠনের ভূমিকা রয়েছে। কারণ সংগঠনটি সমাজকর্মীর পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়নে কাজ করে। এছাড়াও সংগঠনটি সমাজকর্ম অনুশীলনের পন্থাও নির্দেশ করে দেয়। তাই বলা যায়, সমাজকর্মী CSWE সংগঠনের ভিত্তিতেই রাসেলের সুস্থতার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ঘ ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম বিকশিত হলে বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে CSWE সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ও প্রসার এবং যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় CSWE। এটি আমেরিকার একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজকর্ম পেশাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

আমেরিকায় ১৯২৭ সালে AASSW এবং ১৯৪২ সালে NASSA নামক দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই দুটি সংগঠনের মধ্যে কিছুটা মতভেদ ছিল। এ মতভেদ দূর করার লক্ষ্যে ১৯৫১ সালে এ দুটি সংগঠন একত্রিত হয়ে CSWE নামধারণ করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মী রাসেলের সমস্যা সমাধানে CSWE সংগঠনের নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করে। সংগঠনটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সমাজকর্ম শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়ন এবং দক্ষ ও যোগ্য সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সমাজকর্ম স্কুল সংগঠনের পাঠ্যসূচির মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে। সমাজকর্ম শিক্ষা কারিকুলামে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা নির্ধারণে নেতৃত্ব প্রদানকারী ফোরাম হিসেবে এ কাউন্সিল কাজ করছে।

সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায়, ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশই CSWE সংগঠনটি গড়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলে প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। বিপুল অঙ্কের সম্পদ বিনষ্ট হয়। দুর্গত এলাকার ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অসংখ্য সাহায্য সংস্থা কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারি - বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে সমন্বয় না থাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখা দেয়। দুর্গত লোকজন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একাধিক সংস্থা থেকে ত্রাণ গ্রহণ করে বাজারে বিক্রি করে। এসব নিয়ন্ত্রণ করার আইন না থাকায় ত্রাণকার্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. দরিদ্র আইন কী? ১

খ. NASW গঠন করা হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠার পটভূমির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সমাজকর্ম পেশার বিকাশে এ সংগঠনের অবদান ছিল অপরিসীম।'— মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দরিদ্রদের মঙ্গল এবং কল্যাণার্থে প্রণীত আইনই দরিদ্র আইন।

খ সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে NASW (National Association of Social Workers) গড়ে তোলা হয়।

সমাজকর্ম পেশায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, সামাজিক অবস্থা এবং পেশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ছাড়াও সমাজকর্ম ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে NASW সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতি বা 'Charity Organisation Society' প্রতিষ্ঠার পটভূমিগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্য এবং ভবঘুরে সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। এ অবস্থার উত্তরণে সরকার আইন প্রণয়ন করে এ সমস্যার সমাধানে বাধ্য হয়। এ সময় সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। কিন্তু কাজের সমন্বয়হীনতার কারণে তাদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ না হওয়ার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে COS বা দান সংগঠন সমিতি, যেটি উদ্দীপকের ঘটনার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে হাজার হাজার মানুষ নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়লে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়। সাহায্যদান প্রক্রিয়ায় কোনো সমন্বয় বা তদারকি না থাকায় এটি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে ত্রাণ গ্রহণকারীরা নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের এ প্রেক্ষাপটটি ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ডে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তৎপরতা লক্ষ করা যায়। তবে কাজের কোনো সমন্বয় না থাকায় সাহায্যদান প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে সমস্যাগ্রস্তরা সাহায্য গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়া, সম্পদের অপচয় রোধ করা এবং সমস্যাগ্রস্তদের সক্ষম করে তোলার প্রত্যয় নিয়ে ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে COS বা 'দান সংগঠন সমিতি' যাত্রা শুরু করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ন্যায় পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতিরই উদ্ভব ঘটেছিল।

ঘ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সমন্বয় এবং দরিদ্রদের সাহায্যদানের নতুন কৌশল চালুর মাধ্যমে দান সংগঠন সমিতি সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের ন্যায় এক জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্ট ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতি দরিদ্রদের কার্যকর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নানা রকম কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। আর সমাজকল্যাণের সুসংগঠিত রূপই হলো সমাজকর্ম পেশা।

দান সংগঠন সমিতির কর্মতৎপরতায় ইংল্যান্ডে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দরিদ্র ত্রাণ এবং বেসরকারি দানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি ভুয়া সাহায্য সংস্থা ও পেশাদার ভিক্ষুকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। দান সংগঠন সমিতির কার্যক্রমের ফলে দরিদ্রদের নৈতিক মনোবল শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে তারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭৭ সালে দান সংগঠন সমিতি গড়ে ওঠে। এ সমিতি দরিদ্রদের সহায়তা দানের সাথে সাথে দারিদ্র্যের কারণ উদ্‌ঘাটন করে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। এদের কর্মসূচি ধীরে ধীরে সমাজকর্ম পেশায় রূপ নেয়। শিশুশ্রম আইন ও কিশোর যুবকদের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা, সমাজসেবা শিক্ষা কোর্স চালু, নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, Charitis Review পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি কার্যক্রম সমাজকর্ম পেশার বিকাশে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইংল্যান্ডের জটিল পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দান সংগঠন সমিতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়ে অধিকতর সুসংগঠিত হয়। এ সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কৌশল সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও স্থানান্তর এ তিনটি বিষয়ই একটি যুগান্তকারী ঘটনার প্রভাব। এই যুগান্তকারী ঘটনা মানব সভ্যতাকে সরাসরি সীমারেখা টেনে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে। এ ঘটনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘসময়ব্যাপী সামাজিক পরিবর্তন এনে উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সার্বিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনে। এ পরিবর্তন মানুষকে বেগের মধ্যে রেখে আবেগ কেড়ে দিয়েছে। ফলেই মানব জীবনে এ পরিবর্তন অবিমিশ্র আশির্বাদ নয়। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কে "শিল্পবিপ্লব" প্রত্যয়টির নামকরণ করেন? ১

খ. যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে কী বুঝায়? বুঝিয়ে বল। ২

গ. উদ্দীপকের যুগান্তকারী ঘটনা কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানব জীবনে এ পরিবর্তন অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়-উদ্দীপকের এ উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরনল্ড জে টয়েনবি 'শিল্প বিপ্লব' প্রত্যয়টির নামকরণ করেন।

খ যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহারকে বোঝায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে কৃষিভিত্তিক হস্তনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। একেই যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলা হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের যুগান্তকারী ঘটনা শিল্প বিপ্লবকে নির্দেশ করে।

শিল্প বিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এটি অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শুরু হয় এবং সেখান থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে যোগাযোগ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বে ব্যাপক হারে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও শহরমুখী নগরের মানুষের জনস্রোত শুরু হয়। উদ্দীপকে এই বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যার একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনীতি, রাজনীতি সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। এর প্রভাবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও স্থানান্তর শুরু হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত এই বিষয়টি উপরে বর্ণিত শিল্পবিপ্লবের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুগান্তকারী ঘটনাটি শিল্প বিপ্লব।

ঘ মানবজীবনে এ পরিবর্তন অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয় – এ উক্তিটির সাথে আমি একমত।

শিল্পবিপ্লব এমন একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা উৎপাদন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এনেছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তন যেমন ইতিবাচক, পাশাপাশি সমাজে বেশকিছু ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে এনেছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে একদিকে গতিশীলতা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যন্ত্রচালিত উৎপাদনে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় ছদ্মবেশী বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এটি একদিকে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিলেও মানুষের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফল হিসেবে সৃষ্টি হওয়া নগরায়ণ মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক ভাঙন, বস্তি সমস্যা, মাদকাসক্তি, দাম্পত্য কলহ এগুলো সবই শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষ, শিল্প দুর্ঘটনা প্রভৃতি সমস্যাও শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকেও বলা হয়েছে যে শিল্পবিপ্লব সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ সার্বিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনলেও এ পরিবর্তন মানুষের আবেগ কেড়ে নিয়েছে। এতে বোঝা যায় শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই পড়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ঘটনা শিল্পবিপ্লব মানবজীবনে অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ ১৯৪১ সাল। সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর প্রভাবে ভেঙ্গে পড়ে 'ক' দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যার। ফলে 'ক' দেশের সমাজসেবা কর্মসূচির আমূল সংস্কার সাধন জরুরী হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪২ সাল উক্ত দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভাব ও দারিদ্র্য হতে 'ক' দেশের জীবনকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪২ সালে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় যেখানে জনগণের অগ্রগতির পাঁচটি অন্তরায়ের কথা বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই 'ক' দেশ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং উক্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তার মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন? ১

খ. "ইংল্যান্ডে দরিদ্র হয়ে জন্ম নেয়াটা পাপ"— বুঝিয়ে বল। ২

গ. উদ্দীপকে পাঁচটি অন্তরায়ের কথা যে বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই 'ক' দেশ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং উক্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তা মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে'-একমত থাকলে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন।

খ প্রাক শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। এ সময় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

https://teachingbd24.com

কিন্তু এসব আইনের বেশির ভাগই ছিল দরিদ্রের জন্য শাস্তি ও দমনমূলক। ফলে এক পর্যায়ে এই আইনগুলো দরিদ্রদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এগুলোর মাধ্যমে তারা নির্যাতিত, নিপীড়িত হতে থাকে। একদিকে দারিদ্র্য আর অন্যদিকে নিপীড়নমূলক আইন দরিদ্রদের জীবনকে অতীষ্ট করে তোলে। এজন্য প্রাক শিল্পযুগে ইংল্যান্ডে দরিদ্র হয়ে জন্ম নেওয়াকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পাঁচটি অন্তরায়ের কথা যে বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো পঞ্চদৈত্য।

ইংল্যান্ডের সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ ১৯৪২ সালে তার প্রতিবেদনে ইংল্যান্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান পাঁচটি নিয়ামককে 'পঞ্চদৈত্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পঞ্চদৈত্য হলো— অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতা। বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি অন্তরায় শুধু ইংল্যান্ডের সামাজিক অগ্রগতিতে দুষ্টচক্রের মতো বাঁধার সৃষ্টি করেছিল তা নয় বরং সমগ্র বিশ্বের সমাজব্যবস্থাতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। অভাবযুক্ত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে যে দৈন্যতা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রেখেছে অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম বিভারিজ তাদেরকে মানবসমাজের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। উদ্দীপকে এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে 'ক' দেশের সমাজজীবনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৪২ সালে একটি রিপোর্টে পেশ করা হয় যেখানে জনগণের অগ্রগতির পাঁচটি অন্তরায়ের কথা বিশেষ নামে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দীপকের এই প্রতিবেদনটি পাঠ্যবইয়ের বিভারিজ রিপোর্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত পাঁচটি নিয়ামককে 'পঞ্চদৈত্য' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত বিভারিজ রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করেই 'ক' দেশ অর্থাৎ ইংল্যান্ড কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে এবং উক্ত দেশের সামাজিক নিরাপত্তার মূল কাঠামো গড়ে উঠে – উক্তিটির সাথে আমি একমত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংল্যান্ডে আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার স্যার উইলিয়াম বিভারিজকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। সার্বিক বিশ্লেষণে এ কমিটি ১৯৪২ সালে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ কর, যা বিভারিজ রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় সামাজিক বিমা, পারিবারিক ভাতা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বা শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, সরকারি সাহায্য, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়। এসব কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, বার্ধক্য ও পঙ্গু বিমা; শিশু জন্ম-মৃত্যুর জন্য বিশেষ ভাতা, পরিবারে দুইয়ের অধিক ১৮ বছরের কমবয়সী সন্তানের জন্য ভাতা, শিল্প দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কাজের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এভাবে বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচিগুলো জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে 'ক' দেশের সমাজজীবনকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে ১৯৪২ সালে জনগণের অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে পাঁচটি নিয়ামককে চিহ্নিত করা হয়েছে যা ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রণীত বিভারিজ রিপোর্টকে নির্দেশ করছে। আর এ রিপোর্টের ভিত্তিতে উপরোল্লিখিতভাবে ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে উঠেছিল। সুতরাং উপরের আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই ইংল্যান্ড কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং দেশে সামাজিক নিরাপত্তার মূলভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বর্তমান বাংলাদেশে সরকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য "একটি বাড়ি, একটি খামার" ,"ঘরে ফেরা" "ভিজিডি", "ভিজিএফ", "বয়স্ক ভাতা", মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদির প্রচলন করেন। যা মূলত পেশাগত সমাজকর্মের সূতিকাগার ব্রিটেনেও একই রকম পদ্ধতি ব্যবহার করে সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. NASW এরপূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিভারিজ রিপোর্টের পঞ্চদৈত্যগুলো লিখ। ২

গ. ইংল্যান্ডের দরিদ্র নির্মূল করতে ব্রিটিশ সরকারের ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইনের ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের দরিদ্র নির্মূলের ক্ষেত্রে দানসংগঠন সমিতির ভূমিকা কেমন ছিল?-তোমার অভিমত প্রকাশ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW-এর পূর্ণরূপ হলো National Association of Social Workers.

খ পঞ্চদৈত্য বলতে ১৯৪২ সালে পেশকৃত বিভারিজ রিপোর্টে উল্লিখিত পাঁচটি সমস্যা- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে বোঝায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ একটি সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি উপর্যুক্ত পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন। তার মতে, তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে এই পাঁচটি সমস্যা অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছিল। এই সমস্যাগুলোই পঞ্চদৈত্য নামে পরিচিতি পায়।

গ ইংল্যান্ডের দরিদ্র নির্মূল করতে ব্রিটিশ সরকারের ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল।

১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অসহায় দরিদ্রদের কল্যাণ ও সাহায্যার্থীদের জন্য পরিচালিত ত্রাণ ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র আইন সংস্কার প্রণীত হয়। এ আইন প্রণয়নের তিন বছরের মধ্যে সরকারের দরিদ্র সাহায্য ব্যয় এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। এ আইনে সক্ষম দরিদ্রদের নিজেদের পর তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণকল্পে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কর্মশিবিরে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যা প্রাথমিকভাবে সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Royal Poor Law Commission' কে 'Poor Law Board' এ রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে এ আইনের আলোকে General Board of Health গঠন করে বস্তি এলাকার বাসস্থান উন্নয়ন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটনসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ তৎকালীন দরিদ্রদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের দরিদ্র নির্মূলের ক্ষেত্রে দান সংগঠন সমিতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে সমাজসেবার ক্ষেত্রে দান সংগঠন সমিতির উদ্ভব ঘটে। মূলত শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে যে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক প্রচেষ্টা চালানো হতো তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত। এসব সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম বিকাশের ইতিহাসে দানসংগঠন সমিতি দারিদ্র দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমিতির সঙ্গে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। এদের মধ্যে মনীষী থমাস চার্লমার্স

https://teachingbd24.com

উল্লেখযোগ্য। তিনি দারিদ্র্যের সামাজিক ব্যাখ্যার উপর একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ব্যক্তি নিজেই তার দরিদ্রতার জন্য দায়ী, সরকারি ত্রাণ গ্রহণ ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ ধ্বংস করে এবং তাকে সাহায্যপ্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল করে তোলে"। মূলত এ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই COS এর নীতি গড়ে উঠেছিল।

দান সংগঠন সমিতির লক্ষ্যার্জন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য একটি অনুসন্ধান বিভাগ খোলা হয়। প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য COS জার্মানির "এলবার ফিল্ড" ব্যবস্থার সাহায্যে লন্ডন শহরকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করে। লন্ডন দান সংগঠন সমিতির অনুকরণে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বড় বড় শহরে COS গঠন করা হয়। দান সংগঠন সমিতি যে সব ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে তাহলো—সরকারি পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রমের ব্যয় হ্রাস; সরকারি বেসরকারি সাহায্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন; সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি রোধ; ভুয়া সাহায্য সংগঠনের উচ্ছেদ; দরিদ্রদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত ধারণা সুদৃঢ় করা এবং সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠনের ভিত্তি রচনা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল হাতে বুনন করা টাজাইলের তাঁতের শাড়ি ছিল বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম যোগানদাতা। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যান্ডেও একটি বিপ্লবের ফলে গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাপক বিস্তার বাংলাদেশে। এসব গার্মেন্টসে কর্মরত শ্রমিকরা ব্যস্ততা ও কাজের চাপে হারিয়ে বসেছে পারিবারিক বন্ধন, বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক কলহ ও অস্থিরতা। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. শিল্প বিপ্লবের শুরু কোন দশকে? ১

খ. ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবের ফলে সমাজকর্ম পেশার পরিবর্তন কেমন হয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবের ফলে পারিবারিক পরিবর্তন কেমন হয়েছে? তোমার মতামত প্রকাশ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প বিপ্লবের শুরু অষ্টাদশ শতকে।

খ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণীত হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেই সব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি তালিকাভুক্ত হতে পারবে না, তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন তাদেও দায়িত্ব নিতে বাধ্য। এ আইনে দরিদ্রদের সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

গ উদ্দীপকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে নির্দেশ করা হয়েছে। যার ফলে সমাজকর্ম পেশার আবির্ভাব ও বিকাশ লাভ করে।

শিল্প বিপ্লব মানবসভ্যতায় এক আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এ পরিবর্তন মানুষকে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিলেও সমাজজীবনে বহুমুখী জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সকল সমস্যার সমাধানে বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত এ সেবা কার্যক্রম থেকেই জন্ম হয় আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একসময় কুটির শিল্পে উৎপাদিত পোশাক বাংলাদেশে পোশাকের চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু একটি বিপ্লবের ফলে বৃহৎ কলকারখানা স্থাপিত হয়। নগরমুখী মানুষের ঢল পারিবারিক কলহ ও অস্থিরতা বৃদ্ধি করে এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করছে। এটি শিল্পবিপ্লব এবং এর ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত বহুমুখী ও জটিল সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সমাজকর্মীরা উপলব্ধি করেন যে সমস্যা তিন পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। যথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে, দলীয় পর্যায়ে এবং সমষ্টি পর্যায়ে। বাস্তবমুখী ও স্থায়ী সমাধানের জন্য এ তিনটি পর্যায়েই সমস্যা মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। এর প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম উদ্ভাবিত হয়। আবার এ সকল মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার জন্য আরো তিনটি সহায়ক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। এগুলো হলো— সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কার্যক্রম। শিল্প বিপ্লবের ফলে পেশাদার সমাজকর্মের আর্বিভাব ঘটে। এর জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার। সমাজকর্ম পেশার জন্য এই শিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু হয়। তাই বলা যায়, সমাজকর্ম পেশার ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত শিল্পবিপ্লব পারিবারিক ক্ষেত্রে গঠন ও কার্যাবলিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চিন্তাধারার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। পারিবারিক জীবন ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এ বিপ্লবের প্রভাবে শিল্পায়ন দ্রুত হয়। এতে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। কর্মসংস্থানের আশায় শ্রমজীবী মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বা শিল্পাঞ্চলে গমন করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এখানে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যস্ততা ও কাজের চাপ পারিবারিক কলহ ও অস্থিরতা এবং বন্ধন ভাঙতে শুরু করেছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন শিল্প বিপ্লবেরই নেতিবাচক প্রভাব। বাসস্থানের স্বল্পতা, স্বল্প মজুরি এবং নির্দিষ্ট আয় ইত্যাদি কারণে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে শহরে বসবাস করা সম্ভব হয় না। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার সৃষ্টি হয়। একক পরিবারে বৃদ্ধ, অক্ষম, শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে পরিবারের ভূমিকা ও কার্যাবলির পরিবর্তন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, উভয়েই উপার্জনশীল সদস্য হওয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষমতা, ভূমিকা ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর ফলে দাম্পত্য কলহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা দেয়। এসকল কারণে পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে সন্তানরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়। এছাড়াও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বিশেষ করে প্রবীণ, এতিম, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী ও অক্ষম ব্যক্তিদের জীবনধারণ চরম হুমকির সম্মুখীন হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্প বিপ্লব পরিবারের গঠন কাঠামোতে পরিবতন এনেছে। পারিবারিক ভূমিকা ও কার্যাবলিতে এর নেতিবাচক প্রভাব স্বাভাবিক জীবন প্রণালিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ ফজল তার বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করে। সম্প্রতি তাকে কুড়িগ্রাম বদলি করা হয়। ফলে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রামে চলে যান। তার বাবা-মা কুমিল্লার বাসায় নিরাপত্তাহীনভাবে বসবাস করেন। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. নগরায়ণ কী? ১

খ. শিল্পবিপ্লবের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। -ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের কোন নেতিবাচক দিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নগরায়ণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবনব্যবস্থা হতে মানুষ অকৃষিভিত্তিক পেশা বা জীবন পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হয়।

Teachingbd24.com

খ শিল্পবিপ্লবের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষ করে সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান দখল করে নেয় আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয় এবং অস্ত্রোপচার ও ঔষধশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে শিল্প-বিপ্লবোত্তর সময়ে মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে যে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার সাথে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজজীবনে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ফজল বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে কুমিল্লায় বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে চাকরির কারণে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কুড়িগ্রামে বাস করছেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তার বাবা-মা কুমিল্লার বাসায় নিরাপত্তাহীনভাবে বসবাস করছেন। এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে সারাবিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করছে। এর ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আত্মিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ফলে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধ, অক্ষম, বিধবা ও এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উদ্দীপকের ঘটনাটিই তার বাস্তব প্রমাণ।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নানা ধরনের জটিল সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজনেই পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব হয়। পেশাদার সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতিসমূহ কাজে লাগিয়ে নানা সমস্যা সমাধান করেন। উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানেও তাই সমাজকর্মের বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে ফজলের বাবা-মা এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পেশাদার সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তি নিজের সমস্যা নিজেই সমাধানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির বিকাশ এবং নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন, পারিবারিক দূরত্ব বৃদ্ধি, পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের নিরাপত্তাহীনতা ও সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। আর এ প্রেক্ষিতেই পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ পন্থা বলা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমন্বয়ে উদ্দীপকে নির্দেশিত সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২১ রহিম শেখ একজন পেশাদার ভিক্ষুক। বয়স তার ৫৫। সে ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়। সে নিজেই শুধু ভিক্ষা করে না পাশাপাশি সে ভিক্ষুকদের একটি দলও চালায়। তার এ দলে অন্ধ, পঙ্গুর মত অক্ষম ভিক্ষুক যেমন আছে, তেমন আছে সুস্থ সবল ভিক্ষুকও। এছাড়াও পিতৃমাতৃহীন অসহায় ছেলে মেয়েরাও তার দলে ভিক্ষা করে। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কত সলে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি (COS) গড়ে উঠেছিল? ১

খ. দরিদ্র আইন বলতে কি বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের রহিম শেখের ভিক্ষুক দলটি ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন আইনের প্রতি ইঙ্গিত করে? উক্ত আইনের বৈশিষ্ট্যসহ আইনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৬৯ সালে ইংল্যান্ডে দান সংগঠন সমিতি (COS) গড়ে উঠেছিল।

খ মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি মোকাবিলায় চর্তুদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে সরকার কর্তৃক যে সব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোকেই দরিদ্র আইন বলা হয়।

দরিদ্র আইন একটি সামগ্রিক ও সাধারণ পরিভাষা। দরিদ্র আইনের ভিত্তিভূমি হিসেবে ইংল্যান্ডকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দরিদ্র আইনগুলোর মধ্যে রাজা অষ্টম হেনরি প্রণীত দরিদ্র আইন-১৩৪৯, এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন-১৬০১, শ্রমিক আইন, দরিদ্র আইন সংস্কার ১৮৩৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীকের রহিম শেখের ভিক্ষুক দলটি ইংল্যান্ডের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে ইঙ্গিত করে, যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগ ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিম শেখ একজন পেশাদার ভিক্ষুক, যিনি নিজে ভিক্ষা করেন এবং অক্ষম ও সক্ষম ভিক্ষুকদের দল পরিচালনা করে। এছাড়া তার দলে পরিত্যক্ত শিশুরাও রয়েছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকরী হবে। কারণ উক্ত আইনে প্রকৃত ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। পাশাপাশি কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দরিদ্র ও ভবঘুরেদের দায়িত্ব সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের কাজ ও সাহায্য দেওয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিধান এ আইনে রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সাহায্য করবে। দরিদ্রদের সচ্ছল কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকলে তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতো। সক্ষম দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনে ভিক্ষাবৃত্তি মনোভাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এ আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন করারোপের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ সমাজকর্ম পেশায় উদ্দীপকের ঘটনায় নির্দেশিত আইন বা ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্র জনগণের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও বাসস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এ আইনের অধীনে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে অসহায় ও ভবঘুরে ব্যক্তিদের সাহায্যদানে সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, যাতে স্থানীয় লোকেরাও দরিদ্রদের সেবায় এগিয়ে আসতে পারে। ত্রাণ সহায়তা, পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা এবং দরিদ্র কর আরোপের মাধ্যমে এ আইনে দরিদ্রদের উন্নত জীবনযাপন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে বেকার, শিশু ও অক্ষম দরিদ্রদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে এ আইনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফসল হিসেবে বিবেচিত হয়।

Teachingbd24.com

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক সমাজকর্মের পেশাগত মান অর্জনে এ দরিদ্র আইনের জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করে। দরিদ্রদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলো পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয় এবং এই সেবা পেশাগত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে, যা বিশ্বজুড়ে বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক সমাজকর্ম পেশার উৎপত্তি, বিকাশ ও জনপ্রিয়তা লাভে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের ধারাগুলো বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ ২য় বিশ্বযুদ্ধে 'ক' নামক রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। সে সমস্যাগুলো দূর করার জন্য রাষ্ট্রটি প্রফেসর আনু মোহাম্মদ নামে একজন অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বে সামাজিক বীমা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির একটি আন্তঃ বিভাগীয় কমিটি গঠন করে। কমিটি প্রায় ২ বছর পর যে রিপোর্ট দেয় সেখানে বিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রটি বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র তাদের দেশে এরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত রিপোর্টকে আদর্শ বা মডেল হিসেবে মনে করে। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ২]*

ক. CSWE কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।? ১

খ. শিল্প বিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে যে রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে তার সাথে তোমার পাঠ্য পুস্তকের যে বিষয়টির মিল রয়েছে তা সুপারিশসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রিপোর্ট অন্যান্য দেশের জন্য আদর্শ বা মডেল-কথাটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSWE ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিই হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় ঐতিহাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে বিভারিজ রিপোর্ট এর কথা বলা হয়েছে।

বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন। যা শুধু ইংল্যান্ডের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে বিবেচিত। একের পর এক দরিদ্র আইনগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় ইংল্যান্ডের জনজীবন যখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ঠিক সে সময়ে সময় উপযোগী এ রিপোর্ট পেশ করেন স্যার উইলিয়াম বিভারিজ। বিভারিজ রিপোর্ট এর সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অভিন্ন সামগ্রিক ও পর্যাপ্ত সামাজিক বীমা কর্মসূচি প্রবর্তন; সামাজিক বীমার আওতাবহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা ছিল অন্যতম, সেই সাথে প্রথম শিশুর পর অন্য শিশুদের জন্য সাপ্তাহিক শিশু ভাতার ব্যবস্থা করা; সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ণতম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় ব্যাপক বেকারত্ব রোধকল্পে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

মূলত ১৯৪৫ সালে হতে বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশমালাগুলো গৃহীত হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদানে যে রিপোর্ট অবদান রাখে তা হলো বিভারিজ রিপোর্ট।

বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন। একের পর এক দরিদ্র আইনগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় ইংল্যান্ডের জনজীবন যখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত তখন সময় উপযোগী এ রিপোর্ট পেশ করেন স্যার উইলিয়াম বিভারিজ।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশমালার মধ্যে অন্যতম ছিল সামাজিক বিমা প্রবর্তন করে এর বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা। সাপ্তাহিক শিশুভাতাসহ বেকারত্ব রোধকল্পে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ সুপারিশগুলোর আলোকে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আইন তথা নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। যেমন:

ক. পারিবারিক ভাতা চালু হয় ১৯৪৫ সালে। প্রতিটি শিশুকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে প্রত্যেক পরিবারের দুই বা ততোধিক সন্তান যাদের বয়স ১৬-এর কম তাদের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

খ. সামাজিক বিমা ১৯৪৬ সালে প্রণীত হয়। স্বাস্থ্য বিমা, বেকারত্ব বিমা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় এর মাধ্যমে।

গ. সরকারি সাহায্য ১৯৪৮ সালে প্রণীত হয়। অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল তাদের সাহায্য প্রদানসহ সরকারি সাহায্যব্যবস্থা সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে উৎসাহিত করে।

ঘ. ১৯৪৬ সালে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা গ্রহণ করা হয়। এ বিমার আওতায় কোনো শ্রমিক আহত হলে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হতো।

মূলত বিভারিজ রিপোর্টেই সর্বপ্রথম সর্বশ্রেণির জনগণের জন্য সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল কাঠামো গঠন করা হয়। ফলে ইংল্যান্ড কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব জব্বার বাংলাদেশ সমাজকর্ম সমিতির সভাপতি। তিনি NASW নামের একটি আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য। তিনি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আন্তর্জাতিক সমিতির সমাবেশে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যান। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. COS কী? ১

খ. COS -এর ২টি নীতিমালা লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব জব্বার যে আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য এর পরিচিত ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উক্ত আন্তর্জাতিক সমিতির ভূমিকা অপরিসীম? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS হচ্ছে Charity Organization society বা দান সংগঠন সমিতি।

খ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজকল্যান বা সেবামূলক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে COS গঠিত হয়।

COS এর দুইটি নীতিমালা হলো–

১. স্থানীয় দান সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে এগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা।

২. কেন্দ্রীয়ভাবে দরিদ্রদের গোপন তালিকা প্রস্তুত করা।

গ উদ্দীপকে জনাব জব্বার NASW নামক আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে NASW গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম পেশার পেশাগত সংগঠন হিসেবে ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর 'National Association of

Teachingbd24.com

Social Workers'- NASW গঠিত হয়। মূলত আমেরিকার ৭টি পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজকর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়ন, সমাজকর্ম অনুশীলনের আদর্শিক মান বজায় রাখা, বাস্তব উপযোগী নীতি প্রণয়ন ও বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে NASW। এছাড়া সমাজকর্ম অনুশীলনে সাধারণ ও বিশেষায়িত নৈতক মানদন্ড নির্ধারণেও NASW এর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই সমিতি পেশাগত সম্মেলন এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতি তিন বছর পর পর NASW এর প্রতিনিধি সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সমিতির নীতিমালা ও বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়।

উদ্দীপকের জনাব জব্বার বাংলাদেশ সমাজকর্ম সমিতির সভাপতি। তিনি সমাজকর্মের আন্তর্জাতিক সংস্থা NASW-এর সদস্য। তিনি এ সমিতির সমাবেশে যাওয়ার জন্য নিউইয়র্ক যান। তাই বলা যায়, জনাব জব্বার NASW-এর সদস্য।

ঘ হ্যাঁ আমি মনে করি সমাজকর্ম পেশার বিকাশে NASW-এর ভূমিকা অপরিসীম।

যেকোনো পেশায় পেশাগত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। একারণে সমাজকর্ম পেশার পেশাগত সংগঠন হিসেবে NASW প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য। উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব জব্বার সাহেব আন্তর্জাতিক NASW সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই গঠিত হয়েছে।

সমাজকর্মীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে এ সংগঠনটি সমাজকর্মীদের পেশাগত দিক বিবেচনায় সমাজকর্ম পেশার নৈতিক মানদণ্ড ও ব্যবহারিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যার ওপর ভিত্তি করে সমাজকর্ম বর্তমানে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে এ পেশাকে একটি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সংগঠনের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীদের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান করা হয়। সেই সাথে সমাজকর্ম সেবা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিশেষত কর্মীদের বেতন-ভাতা ও কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণেও এ সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাকে গ্রহণযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এ সংগঠন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে। এ সকল গ্রন্থ সমাজকর্ম শিক্ষাকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, NASW প্রতিষ্ঠিত না হলে হয়তো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে পেশা হিসেবে সমাজকর্ম এত দ্রুত আত্মপ্রকাশ করতে পারতো না। তাই NASW-কে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের 'Platform' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আমজাদ আলী একজন অবস্থাপন্ন কৃষক। তার ছেলে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং শহরে একজন নামকরা শিল্পপতি। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত। আমজাদ আলীর পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিরা দেশের বাইরে অবস্থান করেন। শিল্পপতি সন্তানের সাথে আমজাদ আলীর কালে ভদ্রে সাক্ষাৎ ঘটে। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. NASW গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. COS-এর উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আমজাদ আলীর সন্তানের উন্নতিতে শিল্প বিপ্লব কীভাবে সাহায্য করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'শিল্প বিপ্লব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়' —উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW গঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর।

খ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে COS গঠিত হয়।

COS গঠনের কতিপয় উদ্দেশ্য বিদ্যমান। এগুলো হলো- দরিদ্রদের কার্যকর সহায়তা দেওয়া সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোর কাজে দ্বৈততা পরিহার করা, বিভিন্ন ত্রাণ সংগঠনের মধ্যে অর্থহীন প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, সম্পদের অপচয় রোধ করা, বিভিন্ন রকম ত্রাণ কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রোধ করা প্রভৃতি।

গ আমজাদ আলীর সন্তানের উন্নতিতে অর্থাৎ শিল্পপতি হওয়ার পেছনে শিল্পবিপ্লবের আমূল পরিবর্তনের প্রভাব সাহায্য করেছে।

যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিকেই শিল্পবিপ্লব বলা হয়। এ বিপ্লবের ফলে কায়িক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। ফলে বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠে শিল্প কারখানা, শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। যোগাযোগ বিজ্ঞান প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কৃষক আমজাদ আলীর ছেলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং একজন শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে তার সারাক্ষণ ব্যস্ততা। ১৭৮০ সালের পূর্বে অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের পূর্বে হস্ত ও কায়িক নির্ভর উৎপাদন ও অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায়, এমন কৃষি নির্ভরতা অধিক ছিল। মানুষ সহজে পেশা পরিবর্তন করতে পারত না। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় যান্ত্রিকতার ব্যাপক ব্যবহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। জন্ম হয়েছে পুঁজিবাদের। আবার, সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্দীপকের আমজাদ আলীর ছেলের শিল্পপতি হওয়ার পেছনে মূলত শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিকাশ সেটিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পযুগের সূচনা হয়। এ বিপ্লব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প বিপ্লব ভৌগোলিক দূরত্বকে হ্রাস করলেও সামাজিক দূরত্বকে বৃদ্ধি করেছে। সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, যা শিল্পাঞ্চলের লোকদের অর্থহীন জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও সাবলীল হওয়ায় মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় উন্নত দেশগুলোর দিকে ঝুঁকেছে।

উদ্দীপকে আমজাদ আলীর ছেলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমজাদ আলী গ্রামে বসবাস করেন। ছেলে শহরে এবং পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিরা বিদেশে অবস্থান করে। এ ধরনের পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা শিল্পবিপ্লবেরই কুফল। শিল্পাঞ্চল ও নগরায়ণের প্রভাবে মানুষ নগরে ছুটে আসে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আশায়। ফলে গ্রামে যে যৌথ পরিবার ছিল, এ বিচ্ছিন্নতা তা একক পরিবারে পরিণত করে। একক পরিবার ব্যবস্থার কারণে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধ, রুগ্ন ও নির্ভরশীল সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সন্তানের সঠিক সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় না। এভাবে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, ইভ টিজিং, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি বিকশিত হয়। উদ্দীপকের আমজাদ আলীর সাথে ছেলের কালে-ভাদ্রে, সাক্ষাৎ হওয়া পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লব যেসব সামাজিক সমস্যা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, কলহ ও দূরত্ব তৈরি করেছে তা সমাজজীবনের জন্য অভিশাপ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৫ টুমচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তার এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্য তিনি অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। আর অসহায় এতিম শিশুদের জন্য এতিমখানা ও বিভিন্ন স্বচ্ছল পরিবারে প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি ইউনিয়নকে দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রয়াস চালান। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. শিল্প বিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কার্যক্রম তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বিষয়টি উপস্থাপন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি ত্রুটিমুক্ত নয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Poverty.

খ যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিই হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় ঐতিহাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের পদক্ষেপটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্র জনগণের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও আবাসন বাসস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই আইনে দরিদ্র ব্যক্তিদের সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল বালক-বালিকা এ তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে সাহায্যদানের চেষ্টা করা হয়। সবল ও কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের শ্রমাগারে অথবা সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এই আইনানুসারে কাজ করতে অনিচ্ছুকদের কারাগারে পাঠিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। তাছাড়া যারা অক্ষম দরিদ্র অর্থাৎ বৃদ্ধ, শিশু ও অসুস্থ, তাদের কোনো গৃহে রেখে কম খরচে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হতো। তাদের চাহিদানুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বাহ্যিক সাহায্যের মাধ্যমে দেয়া হতো। এছাড়া প্যারিশে শুধু সেসব দরিদ্রের সাহায্য দেয়া হতো, যারা প্যারিশের বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে তিন বছর ধরে সংশ্লিষ্ট প্যারিশে বসবাস করছে। আবার নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের ভরণপোষণের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে চেয়ারম্যান সাহেব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেন এবং ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করেন। শিশুদের এতিমখানা ও সচ্ছল পরিবারে প্রেরণ করেন। এই কাজগুলো ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনেও দৃশ্যমান। সুতরাং তার এই পদক্ষেপ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কার্যক্রম ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা ত্রুটিমুক্ত ছিল না।

১৩৪৯ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড প্রণীত ইংল্যান্ডের প্রথম দরিদ্র আইন থেকে ১৫৯৭ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইনগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে ১৬০১ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে একটি নতুন আইন পাস হয়। এটি 'এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন ১৬০১ নামে পরিচিত। এই আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সরকার যেমন অক্ষম ও অসহায়দের দায়িত্ব গ্রহণ করে তেমনি বেকার, শিশু ও সক্ষমদের জীবিকা লাভের ব্যবস্থা করে। ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করে।

উদ্দীপকের টুমচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানও ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের মতোই এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছেন এবং অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। আর অসহায় এতিম শিশুদের জন্য এতিমখানা ও বিভিন্ন স্বচ্ছল পরিবারে প্রেরণ করেন। তবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন উপরোল্লিখিত কল্যাণের পাশাপাশি বিভিন্ন অকল্যাণও বয়ে আনে। এ আইনের প্রয়োগে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। ফলে অতিরিক্ত দরিদ্র জনগণের মধ্যে অসন্তুষ্টি, আংশিক ও বাহ্যিক সাহায্যদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সমস্যা প্রবল হয়। এ আইন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এ সকল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই এ আইনকে সংস্কার করে তৈরি করা হয় ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি দরিদ্রদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, যা এ আইনের ত্রুটির ফল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ চিকিৎসকদের এক সময় পেশাগত সংগঠন ছিল না। এ কারণে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তো। তাঁরা পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তাগিদ অনুভব করেন এবং সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা রয়েছে। নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী তা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বলে এ পেশার কর্মীরা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. COS এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. COS গড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গড়ে তোলা সংগঠনের সাথে তোমার পঠিত কোন সংগঠনের উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পেশার মানোন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্বীকৃতির দিক দিয়ে তোমার পঠিত সংগঠনটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংগঠনটির মতো তুমি কি এ বক্তব্যকে স্বীকার কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Charity Organization Society বা দান সংগঠন সমিতি।

খ COS গড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ বা দরিদ্রদের সেবা প্রদান করা।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্যের মাত্রা এত অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যে, সরকার আইন করেও এ সমস্যার সমাধান করতে পারছিল না। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় সমাজকর্মী মনে করেন সরকারি সাহায্য নয়, বরং দরিদ্রদের সক্ষম করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ মনোভাব থেকে COS গড়ে তোলা হয়। এটি দরিদ্রদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়।

গ অনুচ্ছেদে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটির সাথে NASW বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পেশার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। উদ্দীপকে বর্ণিত চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনের ন্যায় জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ সমিতি সমাজকর্ম কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, গবেষণার উন্নয়ন, ব্যবহারিক উন্নয়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

এছাড়া সমাজকর্ম পেশার নিয়োগ দান, বেতন ও কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজকর্ম সম্পর্কে প্রচারণা, সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ডের উন্নয়ন, সমাজকর্মীদের যোগ্যতা যাচাই প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের চিকিৎসকদের সংগঠনটিও জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির ন্যায় পেশাগত দায়িত্ব পালন, পেশার যোগ্যতা অর্জন, পেশার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটির উদ্দেশ্যের সাথে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে।

ঘ পেশার মান উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্বীকৃতির দিক দিয়ে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটির মতো— কথাটি যৌক্তিক।

জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) এর নিজ নিজ পেশা সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত। এ সংগঠন তাদের সংশ্লিষ্ট পেশার সার্বিক মান উন্নয়নে কাজ করছে। পেশার মান উন্নয়ন, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উভয় সংগঠন ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটি চিকিৎসকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন, যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক সৃষ্টি করা, চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। তেমনি আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সমাজকর্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়ন, সাধারণ নাগরিক, সমাজকর্মের এজেন্সি পরিচালনা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যাবলি সম্পাদন করছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও এজেন্সিকে শিক্ষার মান উপযোগী সাম্প্রতিক জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রকাশনা ব্যবস্থা, উন্নয়ন গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা, ফেলোশিপ প্রদান, পরামর্শ সেবা, বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করছে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনের মতোই পেশার নৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি, পেশাগত মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত আচরণ করা, সেবাপ্রার্থীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ইতিহাসবিদদের কাছে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময় একটি বিশেষ ঘটনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় ইউরোপ জুড়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. আরনল্ড টয়েনবি কে? ১

খ. শিল্পায়ন কীভাবে পারিবারিক ভাঙন ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকের ১৭৬০-১৮৫০ সালের ঘটনাটি কী? উক্ত ঘটনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনা কীভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে তার যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরনল্ড টয়েনবি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক।

খ শিল্পায়নের প্রভাবে কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষের ব্যাপক নগরমুখিতা পারিবারিক ভাঙন ঘটায়।

শিল্পায়নের ফলে শ্রমের যে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করে। কিন্তু বাসস্থানের স্বল্পতা, স্বল্প মজুরি এবং অপর্যাপ্ত আয় ইত্যাদি কারণে পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে শহরে বাস করা সম্ভব হয় না। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠিত হচ্ছে। এভাবে শিল্পায়ন পারিবারিক ভাঙন ঘটাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের বৈপ্লবিক ঘটনাটি হলো শিল্প বিপ্লব। যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং পরে অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তাতে একটা গোটা যুগের অবস্থান হয় এবং নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিক টয়েনবি একে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই বিপ্লবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে পেশি ও পশু শক্তির স্থলে যান্ত্রিক শক্তি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তুলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। নতুন নতুন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে বৈচিত্র্যময় জীবনের স্বাদ গ্রহণ জনগণের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে লেনদেনের সুবিধার্থে ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিকাশ লাভ করেছে।

উদ্দীপকে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। এ সময় ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘটনাটি মূলত শিল্প বিপ্লবের প্রতিফলন। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবর্তন আনে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা অর্থাৎ শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লবের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পাশাপাশি শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারাকে বদলে দেয়ার পাশাপাশি ভিন্নতাও এনেছে কথাটি যথার্থ। ইতিবাচক ধারার মাধ্যমে সভ্যতার চরম উৎকর্ষের পাশাপাশি শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব নানারকম অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যেও অবাধ নীতির প্রচলন ঘটে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্থানান্তর, বহুমুখী পেশা ও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তবে উৎপাদন মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। সেই সাথে শিল্পবিপ্লব দেশীয় সংস্কৃতি ও বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। এর ফলে শ্রমিক শোষণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালের ঘটনা বলতে শিল্পবিপ্লবকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন এবং রাজনীতিতে পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রকে বিকশিত করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব থাকলেও যুগ পরিবর্তনের ধারায় এটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ স্কয়ার গ্রুপের একটি উৎপাদিত পণ্য রাঁধুনী গুড়া মসলা। গৃহিনীদের রান্নার কাজে নিত্য প্রয়োজনীয় এ পণ্যটি উৎপাদিত হয় কারখানায়। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং হাতের কোন স্পর্শ ছাড়াই এ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তারা হলুদ মরিচ ইত্যাদি গুড়া মসলা তৈরি করে গ্রাহকদের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিচ্ছে। তাদের আরো অনেক ধরণের পণ্য রয়েছে এবং এর সাথে যুক্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. 'শিল্প বিপ্লব' শব্দদ্বয়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ কী? ১

খ. শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মসলা প্রস্তুতের প্রণালীতে শিল্প বিপ্লবের সুফল কীভাবে পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাবেরই প্রতিফলন— বিশ্লেষণ কর। ৪

https://teachingbd24.com

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'শিল্প বিপ্লব' শব্দদ্বয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ– Industrial Revolution.

খ উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্ত ও কায়িকশ্রমনির্ভরতার পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়।

শিল্পবিপ্লব হলো শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বের হস্ত ও কায়িক-নির্ভরতা, কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতি থেকে যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ায় যোগাযোগ 'বিজ্ঞান' প্রযুক্তিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়। ফলে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত মসলা প্রস্তুতের প্রণালীতে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপক সুফল বয়ে এনেছে যা শিল্পবিপ্লবের ফল।

শিল্পবিপ্লবের প্রভাব আধুনিক সভ্যতার দ্বারা উন্মেচন করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উৎপাদনের নিত্যনতুন কৌশল এবং যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটে, যা শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফলে ব্যাপকহারে শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ চালিত আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারে গৃহকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বৃহৎ আকৃতির কারখানা স্থাপিত হয়।

উদ্দীপকে নির্দেশিত মসলা প্রস্তুত প্রণালীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার ও হাতের স্পর্শ ছাড়াই মসলা প্রস্তুত হচ্ছে। অথচ পূর্বে গৃহেই অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকরভাবে মসলা প্রস্তুত করা হতো। শিল্পের ব্যাপক উৎকর্ষতা লাভের পর উৎপাদিত মসলা যেমন স্বাস্থ্যকর উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, তেমনি শ্রমিক খরচ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যাপকহারে শিল্পকারখানা গড়ে উঠায়, মানুষের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ কারণে শিল্পবিপ্লব মনুষ্য সমাজের জন্য আশীর্বাদ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত যান্ত্রিক পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক পদ্ধতির প্রতিফলন।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কায়িক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব। শিল্প বিপ্লবের আগে উৎপাদন ক্ষেত্রে তেমন যন্ত্রপাতি ছিল না, উৎপাদনের হার ছিল কম। শিল্প বিপ্লবের ফলে কুটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শক্তি ও প্রযুক্তিচালিত যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মসলা উৎপাদন হচ্ছে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং কোন রকম হাতের স্পর্শ ছাড়াই। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে এবং মানুষ এর সুফল ভোগ করছে, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহজ ও সাবলীল করে তুলেছে। যন্ত্র আবিষ্কারের দরুণ হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, যান্ত্রিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ আমান পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সন্তান। প্রথমে তাকে এবং তার মাকে তার বাবা ফেলে রেখে অন্যত্র চলে যায়। পরে তার মাও আরেক জায়গা বিয়ে করে। বর্তমানে আমান ছিন্নমূল শিশুদের সাথে সদলবলে ঘুরে বেড়ায় এবং নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. অক্ষম দরিদ্র কাদেরকে বলা হয়? ১

খ. দরিদ্রের সহায়তায় তাদের পরিদর্শকগণ কীভাবে ভূমিকা রাখতেন? ২

গ. আমানদের মতো শিশুদের জন্য ১৬০১ সালে দরিদ্র আইন কল্যাণকর ছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমানদের জন্য উক্ত আইন কল্যাণকর হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৃগ্ন, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বধির, অন্ধ এবং সন্তানাদিসহ বিধবা এবং যারা কাজ করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে অক্ষম দরিদ্র বলা হয়।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন বাস্তবায়নে পরিদর্শকগণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা করতেন।

পরিদর্শকগণ ১৬০১ সালের আইনের বিধান কার্যকরীকরণ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। এরা সাহায্যপ্রার্থী দরিদ্রদের নিকট থেকে দরখাস্ত গ্রহণ এবং যথার্থতা যাচাই করতেন। সাহায্যপ্রার্থীদের শ্রেণিকরণ এবং সাহায্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে সংশোধনাগার বা দরিদ্রাগারে পাঠাতেন অথবা বহিঃ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

গ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে উদ্দীপকের আমানদের মতো পরিত্যক্ত শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হতো বলে এ আইন এদের জন্য বেশ কল্যাণকর ছিল।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্রদের দায়িত্ব গ্রহণে সরকারি দায়িত্বশীলতার প্রবর্তক। এ আইনে সাহায্য প্রার্থীদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এদের মধ্যে যেসব বালক-বালিকা তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল তারা নির্ভরশীল বালক-বালিকা নামে পরিচিত। পরিত্যক্ত, এতিম, অবাঞ্ছিত ও পিতামাতা কর্তৃক ভরণপোষণে অক্ষমরা এই শ্রেণিভুক্ত। এদের ভরণপোষণের জন্য সরকারিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ বা এদের লালন-পালনের জন্য ব্যবস্থা করে দেয়া হতো।

উদ্দীপকের আমান পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে বাঁচার তাগিদে ছিন্নমূল শিশুদের সাথে ঘুরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এ রকম পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়। এদেরকে কোনো নাগরিকের কাছে বিনা খরচে দত্তক বা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে ছেলেদের ২৪ বছর এবং মেয়েদেরকে ২১ বছর পর্যন্ত বা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মনিবের বাড়িতে থাকতে হতো। যাতে নিজেদেরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। উদ্দীপকের আমান ও তার মতো শিশুরা এই আইনে ভরণপোষণের সুযোগ পেত। এ কারণে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে এদের জন্য কল্যাণকর বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের আমানদের জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন একদিকে যেমন কল্যাণকর ছিল পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যাও পরিলক্ষিত হয়।

দরিদ্রদের সাহায্যদানে সর্বপ্রথম সরকারি দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন ঘটে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা এ আইনকে ত্রুটিযুক্ত করেছে। এ আইনে দরিদ্রদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এদের মধ্যে নির্ভরশীল বালক-বালিকা অর্থাৎ এতিম, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হলেও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। ফলে এ আইন দরিদ্রদেরকে স্থায়ীভাবে দরিদ্র থাকতেই সহায়তা করেছে।

উদ্দীপকের আমানদের মত পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সরকারি দায়িত্বে। যাতে এরা ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যান্য অপরাধ করতে না পারে। এদের মতো ছিন্নমূল শিশুদের সাহায্য করার জন্য আইন কার্যকর থাকলেও পরিত্যক্ত বা অবাঞ্ছিত হওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এদের জন্য পরিচালিত সাহায্য কার্যক্রমের মধ্যেও প্রকৃত সমন্বয় সাধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটিতে পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত, এতিম শিশুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হলেও, কিছু ত্রুটি বিদ্যমান ছিল।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩০ অমিত একজন নির্মাণ শ্রমিক। আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকলেও বৃদ্ধ বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই ছিল তার সংসার। বেশী রোজগারের আশায় একদিন রফিক স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঢাকা শহরে চলে আসে। কাজ নেয় আশুলিয়ায় একটি গ্লাস কারখানায়। বর্তমানে তার আয় রোজগার বেশি হলেও বাসাভাড়াসহ সংসারের ব্যয় নির্বাহের পর বৃদ্ধ বাবা-মাকে টাকা পাঠাতে পারে না। অমিতের বৃদ্ধ বাবা এখন গ্রামে ভিক্ষা করে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. COS -এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. দরিদ্র আইন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে অমিতের জীবনে শিল্প বিপ্লবের কোন ইতিবাচক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অমিতের জীবনে শিল্প বিপ্লবের কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে? যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS-এর পূর্ণরূপ হলো– Charity Organization Society.

খ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি মোকাবিলায় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক যে সব আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলোকেই দরিদ্র আইন বলা হয়।

দরিদ্র আইন একটি সামগ্রিক ও সাধারণ পরিভাষা। দরিদ্র আইনের ভিত্তিভূমি হিসেবে ইংল্যান্ডকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দরিদ্র আইনগুলোর মধ্যে ১৫৩১ সালের রাজা অষ্টম হেনরি প্রণীত দরিদ্র আইন, ১৬০১ সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, শ্রমিক আইন, দরিদ্র সংস্কার আইন-১৮৩৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে অমিত শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রনির্ভর কলকারখানায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির কারণে যে সুযোগ ও সুফল পেয়েছে তা ফুটে উঠেছে।

শিল্পবিপ্লবের সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চিন্তার জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রের যে বিপ্লব এসেছে তার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিও পরিবর্তিত হয়েছে। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে। যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহ। উদ্দীপকেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনজনিত কিছু ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে অমিত একজন নির্মাণ শ্রমিক। বেশি রোজগারের আশায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে শহরে চলে আসে। বর্তমানে ভালো রোজগার করে। যা মূলত শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক দিককেই নির্দেশ করে। শিল্পবিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহজ করে তুলেছে। মান্দাতার আমলের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে জটিলতা ও অধিক কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হতো, তা যান্ত্রিকতার প্রভাবে কমে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কাজের সুযোগ। ফলে উদ্দীপকের অমিতও নতুন কাজের সুযোগ পেয়েছে। যা তার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের ফলে নেতিবাচক প্রভাব সামাজিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যা উদ্দীপকের অমিতের ঘটনায় লক্ষ করা যায়।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজজীবনে যে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তার সাথে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজজীবনে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি যৌথ পরিবারের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অমিত বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে গ্রামে বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে চাকরির কারণে সে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আশুলিয়ায় বাস করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে তার বাবা-মা গ্রামে নিরাপত্তাহীনভাবে বসবাস করছে। এ ধরনের ঘটনা বর্তমানে সারাবিশ্বেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে এ ধরনের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে গমন করছে। এর ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আত্মিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ফলে যৌথ পরিবারের বৃদ্ধ, অক্ষম, বিধবা ও এতিমদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উদ্দীপকের ঘটনাটিই তার বাস্তব প্রমাণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের অমিতের জীবনে শিল্পবিপ্লবের ফলে পারিবারিক ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার দেশের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জনাব হ্যারীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করে সমাজে সমস্যা সৃষ্টির জন্য কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেন। কমিটি দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক সাহায্য ও বীমা প্রবর্তনের সুপারিশ পেশ করে। বর্তমানে দেশটি বিশ্বের অন্যতম একটি কল্যাণ রাষ্ট্র।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ২]

ক. কাকে সমাজকর্ম শিক্ষার রূপকার বলা হয়? ১

খ. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টের সাথে তোমার পঠিত কোন রিপোর্টের উদ্দেশ্যগত মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্যায়ন কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যারি রিচমন্ডকে সমাজকর্ম শিক্ষার রূপকার বলা হয়।

খ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘুরে সমস্যা মোকাবিলায় ৪৩তম প্রয়াস হিসেবে ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ-এর সময় দরিদ্র আইন-১৬০১ প্রণীত হয় বলে এটিকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন বলা হয়।

১৩৪৯ থেকে ১৬০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত মোট ৪২টি আইন ইংল্যান্ডে দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে। কিন্তু এ আইনগুলো বেশির ভাগই ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। তাই পূর্বের সকল আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয়। এজন্য ইতিহাসে ১৬০১ সালের আইনকে ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টের সাথে বিভারিজ রিপোর্টের উদ্দেশ্যগত মিল রয়েছে।

আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনে ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্যার উইলিয়াম বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা রিপোর্ট অনুযায়ী এই কর্মসূচি গৃহীত হয়। উদ্দীপকটিতেও অনুরূপ একটি রিপোর্টের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব হ্যারী 'ক' রাষ্ট্রের সমস্যা চিহ্নিত করে একটি রিপোর্ট প্রদান করেছেন। তাই এ রিপোর্টে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টিকারী পাঁচটি প্রতিবন্ধকের নাম উল্লেখ করা হয়। বিভারিজের রিপোর্ট অনুসারে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত ইংল্যান্ডের সমাজজীবনকে পঞ্চদৈত্য অক্টোপাসের ন্যায় জড়িয়ে রেখেছিল। এই পঞ্চদৈত্য হলো- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতা। বিভারিজের মতে, এই পঞ্চদৈত্য বা পাঁচটি সমস্যাই ছিল ইংল্যান্ডের সার্বিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্য ও বিমা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়, যা উদ্দীপকের জনাব হ্যারির সুপারিশেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে আলোচিত রিপোর্ট এবং বিভারিজ রিপোর্টের মাঝে উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে আছে।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশগুলো ইংল্যান্ডের সমাজসেবার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এবং বাস্তবমুখী নতুন ধারা প্রবর্তন করে। এ সুপারিশ অনুসারেই যুক্তরাজ্যের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং এ পরিকল্পনার মেরুদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত সামাজিক বিমা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এভাবে রিপোর্টটি ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তাকে সুসংহত করেছে।

বিভারিজ রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সর্বপ্রথম সকল স্তরের জনগণের জন্য সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী পারিবারিক ভাতা আইন ১৯৪৫, বিমা আইন-১৯৪৬, জাতীয় সাহায্য আইন-১৯৪৮, জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা আইন-১৯৪৬ প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণীত হয়েছিল। এ আইনগুলো সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ কার্যকর ছিল। বিশেষত সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও পঙ্গু বিমা, বেকার বিমা, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিশেষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করা হয়। এককথায় বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট যুক্তরাজ্যে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বিভারিজ রিপোর্ট ইংল্যান্ডেও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে 'ক' দেশে নানা সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে দেশটি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আসাদুল্লাহ কবিরের নেতৃত্বে একটি আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করে। প্রায় দুই বছর পর কমিটি তাদের রিপোর্টে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করে। এ সুপারিশের আলোকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়। যেগুলো 'ক' দেশটিকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা এনে দেয়।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. শিল্পবিপ্লব প্রত্যয়টি নামকরণ করেন কে? ১

খ. সক্ষম দরিদ্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত রিপোর্টের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প বিপ্লব প্রত্যয়টি নামকরণ করেন আরনল্ড জে টয়েনবি।

খ সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে সাহায্য দানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। এগুলো হলো সক্ষম, অক্ষম দরিদ্র এবং নির্ভরশীল শিশু। যে সকল ভিক্ষুক কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত তাদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো। এদের ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সংশোধনাগারে এ সকল ভিক্ষুকদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার পাশাপাশি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো।

গ উদ্দীপকে ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক জীবনে বেশ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্যা মোকাবিলা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাই পুনর্গঠন মন্ত্রী আর্থার গ্রিনউড পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রফেসর উইলিয়াম বিভারিজের নেতৃত্বে সামাজিক বিমা ও সাহায্য সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর একটি আন্তঃবিভাগীয় কমিটি গঠন করে। প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ও তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টটিই ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তার ইতিহাসে বিভারিজ রিপোর্ট নামে পরিচিত। প্রতিবেদনে উইলিয়াম বিভারিজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান পাঁচটি নিয়ামককে পঞ্চদৈত্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এগুলো হলো– অভাব, রোগ-ব্যাধি, মলিনতা, অলসতা ও অজ্ঞতা। এসব অন্তরায়সমূহ উত্তরণের জন্য বিভারিজ রিপোর্টে পাঁচটি সুপারিশ পেশ করা হয়। সুপারিশমালা বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ৬টি নীতির উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশমালা ও নীতিসমূহ গৃহীত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে বিভারিজ রিপোর্টের অনুরূপ রিপোর্টের প্রতিফলন দেখা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি হচ্ছে বিভারিজ রিপোর্ট।

ঘ ইংল্যান্ডকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বিভারিজ রিপোর্টের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কাঠামো মূলত স্যার উইলিয়াম বিভারিজের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়। বিভারিজ রিপোর্ট মূলত ইংল্যান্ডে আধুনিক সমাজকল্যাণমূলক আইনের ভিত্তি রচনা করে।

বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় সামাজিক বিমা, পারিবারিক ভাতা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বা শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, সরকারি সাহায্য, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি প্রভৃতি প্রণয়ন করা হয়। এসব কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, বার্ধক্য ও পঙ্গু বিমা; শিশু জন্ম মৃত্যুর জন্য বিশেষ ভাতা, পরিবারে দুইয়ের অধিক ১৮ বছরের কমবয়সী সন্তানের জন্য ভাতা, শিল্প দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি কাজের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নের ফলে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্ররা সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য পেতে থাকে। অনেকের কাজের ব্যবস্থা হওয়ায় পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। সরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় জনগণের চিকিৎসার চাহিদাও পূরণ হয়। এভাবে বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত কর্মসূচিগুলো জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এর ফলে ইংল্যান্ড কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

উদ্দীপকে 'ক' দেশ দ্বারা ইংল্যান্ডকে বোঝানো হয়েছে। ইংল্যান্ডে ১৯৪২ সালে বিভারিজ রিপোর্টের আলোকে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ইংল্যান্ড কল্যাণ রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনে বিভারিজ রিপোর্ট ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাই এর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সময়টা ছিল শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী ষোড়শ শতাব্দীর কোন একটা সময়। উইলসনের দাদু তৎকালীন ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেখানে তার প্রতিবেশি মি. জনসন ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের অনেক মানুষই মি. জনসনের মতো জীবন ধারণ করতেন। দেশটির সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাই তারা সবাই ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. পঞ্চদৈত্য কী? ১

খ. শিল্প বিপ্লবের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ইংল্যান্ডে কোন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বর্ণনা কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পঞ্চদৈত্য হলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান পাঁচটি নিয়ামক।

Teachingbd24.com

খ যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিই হলো শিল্পবিপ্লব।

শিল্পবিপ্লব শব্দটি 'শিল্প' ও 'বিপ্লব' এ দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। যার সমন্বিত অর্থ শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লব। এর সূচনা হয় ইংল্যান্ডে এবং পরে তা অতি দ্রুত পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তার প্রভাবে একটি নতুন যুগের সূচনা হয় ঐতিহাসিকগণ একে 'শিল্পবিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ইংল্যান্ডে দরিদ্র আইন ১৬০১ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র্য সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে সাহায্য প্রদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের সবল, অক্ষম ও নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো এদের ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সংশোধনাগারে এদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার পাশাপাশি কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো।

উদ্দীপকে শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। উইলসনের দাদুর প্রতিবেশি ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের অনেক মানুষই ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তখন সে দেশের সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। এর ফলে ভিক্ষুকরা ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এক্ষেত্রে সরকার যে আইনটি প্রণয়ন করেছিল তা ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের উল্লেখ করা হয়েছে। এ আইনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান ছিল।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দরিদ্রদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের কর্তব্য নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও এ আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ এবং আইন প্রয়োগের কঠোরতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী, যেসব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যদান করা হতো না যাদের পরিবার ও সম্পদশালী আত্মীয়স্বজন ছিল। প্যারিশ শুধু সেখানে জন্মগত বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে তিন বছর ধরে বসবাসকারী এবং যাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সাহায্যদানে অক্ষম তাদেও দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সক্ষম ভিক্ষুক ও সচ্ছল আত্মীয়স্বজনসম্পন্ন ভিক্ষুকদের সাহায্য দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অক্ষম দরিদ্রদের দরিদ্রাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কারো যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো এবং সেখানে ভরণপোষণের খরচ কম হতো তাদেরকে সেখানে রেখে ওভারসিয়ার এর মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো। এতিম, পরিত্যক্ত ও অক্ষম পিতামাতার সন্তানেরা এ পর্যায়ভুক্ত। এদেরকে কোনো নাগরিকের কাছে বিনা খরচে দত্তক অথবা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো।

সুতরাং বলা যায়, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের অধীনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে বিভিন্ন কর্মসূচি সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, যা দরিদ্র আইনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ১৭৮০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। এ সময়ে পুরো ইউরোপব্যাপী বিশেষ করে ইংল্যান্ডে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে মানুষের আর্থ-সামাজিক, মানবিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. NASW এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দান সংগঠন সমিতি কেন গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ১৭৮০ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাটি কী? উক্ত ঘটনার বৈশিষ্ট্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি শুধু আশীর্বাদ নয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW এর পূর্ণরূপ– National Association of Social Workers.

খ শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে সমাজের অসহায়, দুঃস্থদের সহায়তা দান এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অলাভজনক সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলোকে দান সংগঠন সমিতি বলা হয়।

শিল্প বিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন সমাজসেবা কার্যক্রমকে সংগঠিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দান সংগঠন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহ।

উদ্দীপকে ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উৎপাদন, প্রযুক্তি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে এর ফলাফলও তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পবিপ্লব আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে অর্থব্যবস্থা দ্রুত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর শিল্পায়নের ফলে শহরায়ণ প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, যার ফসল আজকের শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা। তবে এর ফলে মানবজীবনে কিছু নতুন সমস্যারও উদ্ভব ঘটে, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট আমূল পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পবিপ্লব শুধুই আশীর্বাদ নয় বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে অভিশাপরূপে প্রতীয়মান হয়েছে।

শিল্পবিপ্লব হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধন যা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারখানা ব্যবস্থা দ্বারা শুরু হয়েছে। এ পরিবর্তন একদিকে যেমন আধুনিক সভ্যতার দ্বার উন্মোচন করে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থা যন্ত্রনির্ভর ও কারিগরি দক্ষতাভিত্তিক হওয়ায় বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ বিপ্লবের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের ভাঙনে যান্ত্রিক ও একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৭৮০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে শিল্পবিপ্লব ঘটে, তা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটালেও কতিপয় নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে। শিল্পবিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে মালিপক্ষ শ্রমিকদের শোষণ করে সকল সম্পত্তি কুক্ষিগত করছে। ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সমাজের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা শৃঙ্খলা, বন্ধন ও সুসম্পর্কের অবনতির পাশাপাশি নানা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হওয়ায় অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অন্যান্য নির্ভরশীল গৃহকেন্দ্রিক সদস্যরা নিরাপত্তাহীনে হয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার চাহিদা হ্রাসের কারণে বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ছে।

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শিল্পবিপ্লব যেমন আশীর্বাদ আবার অভিশাপস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ ববির দাদু তৎকালীন ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সেখানে তার প্রতিবেশী মি. মিল্টন ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডেও অনেক মানুষই মি. মিল্টনের মতো জীবনধারণ করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। দেশের সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে এ আইনের অধীনে দরিদ্র ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. উদ্দীপকে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? ১

খ. উক্ত আইনের দু'টি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. মিল্টনের মত ছদ্মবেশী ভিক্ষুকদের জন্য উক্ত আইনের ব্যবস্থাগুলো কী কী? ৩

ঘ. বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি রোধে উক্ত আইনের প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্দীপকে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের কথা বলা হয়েছে।

খ উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন দরিদ্রদের দায়িত্ব গ্রহণে সরকারি দায়িত্বশীলতার প্রবর্তক।

ইংল্যান্ডের দরিদ্র ও ভবঘুরে সমস্যা নিরসনে দরিদ্র আইন ১৬০১ প্রণীত হয়। এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত, সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনসম্পন্ন দরিদ্রদের ভিক্ষা প্রাপ্তির অযোগ্য ঘোষণা করা হয় এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণে আত্মীয়-স্বজনদের বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, সক্ষম ভিক্ষুকদের সংশোধনের জন্য সংশোধনাগার এবং কাজ করানোর জন্য শ্রমাগার এর ব্যবস্থা করা হয়।

গ ববির দাদুর দেখা ভিক্ষুকদের জন্য ইংল্যান্ডের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রযোজ্য।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগ ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় ইংল্যান্ডের বাসিন্দা মি. মিল্টন এবং তার মতো অনেক মানুষই ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। এ অবস্থা মোকাবিলায় ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকরী করা হয়। কারণ উক্ত আইনে প্রকৃত ভিক্ষুকদের চিহ্নিত করে তাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। পাশাপাশি কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দরিদ্র ও ভবঘুরেদের দায়িত্ব সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সক্ষম দরিদ্র, অক্ষম দরিদ্র ও নির্ভরশীল শিশু। শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তাদের কাজ ও সাহায্য দেওয়া হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিধান এ আইনে রাখা হয়। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সাহায্য করবে। দরিদ্রদের সচ্ছল কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকলে তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতো। সক্ষম দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এ আইনে ভিক্ষাবৃত্তির মনোভাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। সচ্ছল জনগণের ওপর দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন করারোপের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য মোকাবিলায় এ ধরনের আইন অর্থাৎ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

প্রাক-শিল্প যুগে ইংল্যান্ডে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। এ সময় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের চেষ্টা করেও আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। অবশেষে পূর্বের বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালের দারিদ্র্য আইনটি প্রণীত হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডে মি. মিল্টন এবং তার মতো অনেক মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করত। কিন্তু ইংল্যান্ডের সরকার একটি আইন করে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে এবং ভিক্ষুকদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ আইনটি হলো ১৬০১ সালের দরিদ্র্য আইন। আমাদের দেশেও দারিদ্র্য দিনে দিনে চরম আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা সমাধানে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রয়োগ করা যায়। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হতো। প্রকৃত দরিদ্রদের যথাযথভাবে সাহায্য করার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। আমাদের দেশের দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য এ বিধান প্রয়োগ করা যায়। দরিদ্র আইনে দারিদ্র্যাবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে সরকারের দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়। আমাদের দেশের সরকারও দারিদ্র্য বিমোচনে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন অনুযায়ী আমাদের দেশেও দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্যদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে অক্ষম দরিদ্ররা সাহায্য পাবে। আর ছদ্মবেশী সক্ষম দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের দেশের সরকার দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য তাদের সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনদের বাধ্য করতে পারে। যেসব দরিদ্রদের সচ্ছল আত্মীয়-স্বজন থাকবে না তাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশের সরকারকে আইনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ কর্মসূচি আমাদের দেশের ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে সহায়ক হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের দেশের দারিদ্র্যাবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করার জন্য ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে কলকারখানা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিল্পায়ন, শহরায়ন, গড় আয়ু বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, উদ্ভাবন প্রভৃতি হচ্ছে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল। বৈশ্বিক প্রয়োজন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার এর ব্যাপ্তি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে অদক্ষ শ্রমিক বেকার, রোগ জীবাণু পরিবেশ দূষণ, পারিবারিক দূরত্ব তৈরিসহ নানা সমস্যাও সৃষ্টি করে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. বিপ্লব শব্দের অর্থ কী? ১

খ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তন মানব জীবনে কী কী সুফল বয়ে আনে? ২

গ. উদ্দীপকে যে বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে উহার নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন কীভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

https://teachingbd24.com

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিপ্লব শব্দের অর্থ মৌল বা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন।

খ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমূল পরিবর্তনটি হলো শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লব মানব জীবনে নানা ধরনের সুফল বয়ে আনে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উৎপাদনের নিত্যনতুন কৌশল এবং যন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটে। এর ফলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। আর শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শহরায়ণ প্রক্রিয়া। বৃহৎ আকৃতির কল-কারখানা স্থাপিত হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে যা মানবজীবনের জন্য আশীর্বাদ।

গ উদ্দীপকে শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। যার নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়।

যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিকেই শিল্প বিপ্লব বলে। এ বিপ্লবের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন ও প্রভাব লক্ষ করা যায়।

শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের পরিবর্তে যান্ত্রিক শিল্পের উদ্ভাবনের কারণে সমাজে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। শিল্প কারখানাগুলোতে ব্যাপক পেশাগত দুর্ঘটনা ও সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিপ্লব পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে শ্রমিক শোষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠছে। যার কারণে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এছাড়া পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করায় সন্তানদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ব্যাহত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উপার্জন করায় অধিকার ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। যার কারণে তালাক, পৃথক বসবাস এমনকি আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে। শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ, ধোঁয়া মারাত্মক পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করছে।

উদ্দীপকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কলকারখানা ও উৎপাদন ক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তন সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। উদ্দীপকের বিষয়টি শিল্প বিপ্লবকেই নির্দেশ করে। কারণ শিল্প বিপ্লবই অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে উৎপাদনসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। এ বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব বিশ্বে নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

ঘ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন ইতিবাচকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটি সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘসময়ব্যাপী সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনে। এর ফলে বদলে গেছে পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারা, মৌল কাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন, মানুষের জীবনাচরণ ও জীবনযাপন রীতিতে এসেছে বিরাট এক ভিন্নতা। একমাত্র নবপ্রস্তরযুগীয় সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া ইতিহাসে বিবৃত এই সময়ের পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্ববহ। ইতিহাস ও অর্থনীতির ভাষায় এই বিপ্লবকেই বলা হয় শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের শুরু হয়েছিল ইল্যান্ডে, যা এ দেশের সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। আর ইংল্যান্ডের এই আমূল পরিবর্তন বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইউরোপ বিশেষত ইংল্যান্ডে কলকারখানা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনই সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব, শহরায়ন, গড় আয়ু বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আকর্ষণ করে। এ বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড অতি অল্প সময়ে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও ইংল্যান্ডকে অনুসরণ করে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে বেলজিয়াম, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ায় শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে। এছাড়া শিল্পক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো প্রভাবশালী হওয়ায় বিশ্বের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে উপনিবেশ বিস্তার করে। এ দেশগুলোতেও ধীরে ধীরে শিল্প বিপ্লবের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন বিশ্বে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এতে শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ইংল্যান্ডের আমূল পরিবর্তন সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রভাবে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ▶৩৭ দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উত্তোরণে বৃটেনের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন একটি মাইলফলক। দরিদ্রদের শ্রেণীকরণ, পুনর্বাসন, সাহায্য, অসহায়দের দায়িত্ব গ্রহণসহ দারিদ্র্য নিরসনে এটি ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. পঞ্চদৈত্যসমূহ কী কী? ১

খ. উল্লিখিত আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইন বাংলাদেশে একজন সমাজকর্মী কিভাবে প্রয়োগ করতে পারে? আলোচনা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পঞ্চ দৈত্যসমূহ হলো—অভাব, রোগ-ব্যাধি, মলিনতা, অলসতা ও অজ্ঞতা।

খ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি হচ্ছে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন, যাতে দরিদ্রদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের সক্ষম, অক্ষম দরিদ্র এবং নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো। রুগ্ন, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বধির, অন্ধ এবং সন্তানাদিসহ বিধবা যার কাজ করতে সক্ষম নয় তারাই অক্ষম দরিদ্রের পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর নির্ভরশীল শিশুর অন্তর্ভুক্ত ছিল এতিম, পরিত্যক্ত ও অক্ষম পিতা-মাতার সন্তানরা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের বিশেষ কিছু দিক বা ধাপ বিদ্যমান।

প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যন্ডে দারিদ্রতা ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালে দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। আইন অনুযায়ী দরিদ্র ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাকে সাহায্যদানের তালিকাভুক্ত করা হতো না। প্যারিসের জন্মগত বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে তিন বছর ধরে বসবাসরত দরিদ্রদেরই শুধুমাত্র সাহায্য করা হতো। সাহায্যদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের সক্ষম, অক্ষম এবং নির্ভরশীল শিশু এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। সক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। অক্ষম দরিদ্রদের দরিদ্রাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করানো হতো। নির্ভরশীল শিশুদের বিনা খরচে দত্তক অথবা কম খরচে লালন-পালনের জন্য দেওয়া হতো।

উদ্দীপকে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উত্তরণে ব্রিটেনের ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের উল্লেখ করা হয়েছে। দরিদ্রদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে আইনটি অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।

Teachingbd24.com

ঘ বাংলাদেশের দরিদ্রদের চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিকরণের মাধ্যমে সমাজকর্মী ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রয়োগ করতে পারেন।

শিল্প যুগের পূর্বে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নিরসনে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এ সকল আইন দারিদ্র্য নিরসনে আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। অবশেষে পূর্বের বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণীত হয় যা দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য নিরসনে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশে দারিদ্র্য দিন দিন চরম আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন প্রয়োগ করতে পারেন। এ আইন অনুযায়ী দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হতো। প্রকৃত দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। আমাদের দেশের দরিদ্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রকৃত দরিদ্রদের চিহ্নিত করতে পারেন। এ আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্যদান করা হয়। আমাদের দেশের দরিদ্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রেও একজন সমাজকর্মী এ পদ্ধতিটির আশ্রয় নিতে পারেন। এর ফলে অক্ষম দরিদ্ররা সাহায্য পাবে। আর যারা সক্ষম দরিদ্র সমাজকর্মী তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। আইনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করার জন্যও তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশের দরিদ্রাবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তি দূর করার জন্য একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান ও কৌশল অবলম্বনে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶৩৮ জনাব রাকিব উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি লক্ষ করেন, এ দেশটিতে স্থায়ী নাগরিকের ক্ষেত্রে একটি শিশু জন্মদানের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুতেও সামাজিক বীমার আওতায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া হয়।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ২]

ক. প্যারিশ কী? ১

খ. কোন আইনে সক্ষম দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাকিবের উল্লেখিত রাষ্ট্রে গৃহীত নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুপারিশগুলো বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আইনগত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্যারিশ হচ্ছে যুক্তরাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত স্থানীয় প্রশাসনভিত্তিক কাউন্টি অঞ্চল।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে সক্ষম দরিদ্রদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্র ও ভবঘুরেদের ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা: সক্ষম, অক্ষম ও নির্ভরশীল বালক-বালিকা। সবল ও কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বা Sturdy beggers বলা হতো। এদের ভিক্ষাদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সক্ষম দরিদ্রদের শ্রমাগারে অথবা সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। যেসব সক্ষম দরিদ্র শ্রমাগারে বা সংশোধনাগারে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, তাদের কারাগারে পাঠিয়ে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হতো।

গ জনাব রাকিবের উল্লেখিত রাষ্ট্র অর্থাৎ ইংল্যান্ডে গৃহীত নিরাপত্তা কর্মসূচির সুপারিশ হলো বিভারিজ রিপোর্ট।

সমাজে যে সকল প্রতিবন্ধকতা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ সেগুলো দূরীভূত করে সুস্থ সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভারিজ রিপোর্টে ৫টি সুপারিশ পেশ করা হয়। প্রথমত, একটি একীভূত, ব্যাপক এবং পর্যাপ্ত সামাজিক বিমা কর্মসূচি প্রবর্তন করা। দ্বিতীয়ত, সামাজিক বিমা সুবিধা বহির্ভূত জনগণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা। তৃতীয়ত; প্রথম শিশুর পরবর্তী প্রতিটি শিশুর জন্য সাপ্তাহিক শিশু ভাতার ব্যবস্থা করা। চতুর্থত, সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে ব্যাপক স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা। পঞ্চমত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় ব্যাপক বেকারত্ব রোধকল্পে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডে প্রতিটি শিশু জন্মদানের পর প্রতিটি স্থায়ী জনগণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়। আবার বার্ধক্য বা মৃত্যুতেও সামাজিক বিমার আওতায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আইনগত ৫টি মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে যে সব সামাজিক আইন প্রণীত হয় সেগুলো হলো ৫টি। এ পাঁচটি আইন বাস্তবায়নে ৫টি মৌলিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের পারিবারিক ভাতা চালু হয়। প্রতিটি ব্যক্তির যাদের ২টি সন্তান আছে তাদেরকে ১৬ বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৮ সালের জাতীয় সাহায্য অনুযায়ী সরকারি সাহায্য ব্যবস্থা চালু হয় যাতে ২ ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন অনুযায়ী তিনটি শাখার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি পরিচালনা করা শুরু হয়। ১৯৪৬ সালের দুর্ঘটনা আইন অনুযায়ী শিল্প দুর্ঘটনা বীমা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ বিমার আওতায় কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক আহত হলে বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হলে দুর্ঘটনা ও রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হতো।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আইনগত ব্যবস্থাসমূহ চালু আছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিভারিজ রিপোর্ট সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে পথ প্রদর্শন করে, সেই পথ ধরেই পরবর্তী কালে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে ইংল্যান্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▶৩৯ জনাব মনসুর আলম তার এলাকায় জনগণের ভোটে সাংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে কমিটির সুপারিশ ও সমস্যায় সমাধানের জন্য তিনি দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, বেকার ও অক্ষমদের জন্য মাসিক ভাতা, শিক্ষা ভাতাসহ বেশ কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য আরো কিছু সংসদ সদস্যকে সাথে নিয়ে সরকারের কাছে আবেদন করে। এর ফলে পরবর্তীতে জাতীয় বীমা আইন, খাদ্য আইনসহ কয়েকটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রণীত হয়।

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ২]

ক. প্যারিশ কী? ১

খ. বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশ লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডের কোন আইনের মিল রয়েছে? এর সুপারিশ লিখ। ৩

ঘ. উক্ত আইনকে কিভাবে মনসুর আলম বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্যারিশ হলো ইংল্যান্ডের স্থানীয় প্রশাসনভিত্তিক কাউন্টি অঞ্চল।

খ বিভারিজ রিপোর্ট হলো ১৯৪২ সালে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ প্রণীত ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি রিপোর্ট।

১৯৪২ সালে প্রণীত, বিভারিজ রিপোর্টে মানব সমাজের অগ্রগতিতে বাধাদানকারী অন্তরায় গুলো দেখানো হয়েছে। অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, মলিনতা ও অলসতাকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাঁচটি সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের মিল রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ বেকারত্ব দেখা দিলে তা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি তহবিল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরকম পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি আইনগুলোর সংস্কার এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। ফলে ১৯০৫ সালে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠিত হয়। এ দরিদ্র আইন কমিশন সুপারিশমালা পেশ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব মনসুর নির্বাচিত সাংসদ, যিনি এলাকার সমস্যা সমাধানে ৮ সদস্যের কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করে। অনুরূপভাবে, ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করে। ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন ইউনিয়ন এবং অভিভাবক বোর্ডের পরিবর্তে কাউন্টি কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করা হয়। শাস্তিমূলক সাহায্য কর্মসূচির পরিবর্তে মানবিক ও কল্যাণমূলক সাহায্য কর্মসূচি প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়। মিশ্র দরিদ্রাগার বিলোপ এবং পেনশন, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা, বেকার ভাতা ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম, সরকারী বীমা কর্মসূচি প্রভৃতি সুবিধা প্রবর্তন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। উদ্দীপকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা, বেকার ও অক্ষমদের মাসিক ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এ কারণে উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইংল্যান্ডের ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সাদৃশ্যরূপ প্রয়োগের মাধ্যমে মনসুর আলম উক্ত আইনকে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ বেকার সমস্যা শুরু হয়েছিল, তা সমাধানের জন্য লিবারেল পার্টি দরিদ্র আইন কমিশন ১৯০৫ গঠন করেন। উক্ত কিমশন কিছু সুপারিশমালা পেশ করে। শাস্তিমূলক দরিদ্র আইনের পরিবর্তে কাউন্টি কাউন্সিল গঠন, কল্যাণমুখী সাহায্য কর্মসূচি গ্রহণ, মিশ্র দরিদ্রাগার বিলোপ, বীমা কর্মসূচির প্রবর্তন প্রভৃতি সুপারিশ গৃহিত হলে ইংল্যান্ডে সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ফলস্বরূপ ১৯০৬ সালের খাদ্য আইন, ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন, ১৯০৯ সালের শিক্ষা বিনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব মনসুর আলম সাংসদ নির্বাচিত হয়ে কমিশন গঠন করে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। ফলে সরকার কর্তৃক জাতীয় বীমা আইন, খাদ্য আইনসহ কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন যেমন দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করো তেমনি জনাব মনসুর আলম এরকম বিভিন্ন সুপারিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেন। যা বাংলাদেশের মত উন্নয়শীল দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরের আলোচনায় বলা যায়, ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইনের সাদৃশ্যরূপ আইন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৪০ গোলাপশাহ মাজারের পাশে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে মকবুল মিয়া। সে সুস্থ-সবল হলেও ছেঁড়া ও নোংরা পোশাক পরে এবং গায়ে কালো রং মেখে এবং রুগ্ন চেহারা বানিয়ে মানুষের সাহায্য কামনা করে। সাধারণ মানুষও সরল বিশ্বাসে তাকে টাকা দান করে। এভাবে লোক ঠকিয়ে মকবুল মিয়া প্রতিদিন প্রায় ৫০০ টাকার মতো আয় করতে পারে। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে? ১

খ. দারিদ্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মকবুল মিয়া ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন অনুযায়ী কোন শ্রেণির দরিদ্র? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন কতটা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করা হয় ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে।

খ সাধারণত দারিদ্র্য বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়।

দারিদ্র্য শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Poverty। এছাড়া দারিদ্র্য বলতে এমন এক সামাজিক বঞ্চনাকে বোঝায়, যার কারণে মানুষ মৌল মানবিক চাহিদা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে অসমর্থ হয়।

গ উদ্দীপকের মকবুল মিয়া ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন অনুযায়ী সক্ষম দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন অনুযায়ী সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের সক্ষম দরিদ্র বলা হতো। সক্ষম দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত ভিক্ষুকদেরকে সংশোধনাগারে বা কর্মশালায় কাজ করতে বাধ্য করা হতো। জনসাধারণকে নিষেধ করা হতো এদেরকে ভিক্ষা দিতে। উদ্দীপকের মকবুল মিয়া সুস্থ-সবল হওয়া সত্ত্বেও অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে এবং কালো রং মেখে রুগ্ন চেহারা বানিয়ে মানুষের সাহায্য কামনা করে। মানুষও সরল বিশ্বাসে তাকে টাকা দান করে। এভাবে মকবুল মিয়া লোক ঠকিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ টাকার মতো আয় করে।

১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইনানুযায়ী সাহেদের মতো কর্মক্ষম দরিদ্রদের ভিক্ষাদানে সাধারণ মানুষকে নিষেধ করা হলেও বাংলাদেশে এমন কোনো বিধান না থাকায় মকবুল মিয়া সুবিধা ভোগ করে। তাই বৈশিষ্ট্যের বিচারে বলা যায়, ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইনানুযায়ী সাহেদ সক্ষম দরিদ্র শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল, যা তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধনে নানা ধরনের কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে এ আইনের সহায়তায় দরিদ্র ব্যক্তিরা অনেক সুবিধা ভোগ করে। এ আইনে দরিদ্রদেরকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং তিনটি ভিন্ন শ্রেণির প্রয়োজনানুযায়ীই তাদের সাহায্যার্থে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ আইনের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্রদের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। তারা সরেজমিনে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র ব্যক্তিদের সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করতেন।

১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের আইনটি ছিল মূলত উদ্দীপকের মকবুর মিয়ার মতো দরিদ্র নাগরিকদের প্রতি সরকারের দায়িত্বের প্রতিফলন। উক্ত আইনের আওতায় উদ্দীপকের সাহেদের মতো সক্ষম দরিদ্রদের কাজে বাধ্য করা হয় এবং তাদেরকে ভিক্ষাদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আবার যারা মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্র তবে অক্ষম, তাদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেই অক্ষম দরিদ্রদের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনের ওপর। এ আইনের আওতায় সাহায্যাথী ব্যক্তিকে সাহায্য পেতে আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। এভাবে উক্ত আইন উদ্দীপকের মকবুল মিয়ার মতো দুস্থ ও অসহায় দরিদ্র মানুষদের উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন বাস্তবিকভাবেই মকবুল মিয়ার মতো দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মি. মাইকেলকে সরকার দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসন ও সমাজের পুনর্গঠনে মতামত প্রদানের জন্য একটি কমিটির প্রধান নিযুক্ত করেন। তিনি ও তার কমিটি দীর্ঘ ১৪ মাস জরিপ শেষে সমাজে বিরাজমান দৈত্যকার ৫টি সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনে কিছু সুপারিশ দেন। সরকার তার সুপারিশের আলোকে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন যা ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তার একটি ভিত্তি রচনা করে। *[ঢাকা সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. দরিদ্র আইনের সংস্কার কত সালে সাধিত হয়? ১

খ. ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. মাইকেল প্রদত্ত রিপোর্টটির নাম কী? ব্যাখ্যা কর। এর সুপারিশমালা লেখ। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে মি. মাইকেল প্রদত্ত রিপোর্টটি ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি রচনা করে"- বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দরিদ্র আইনের সংস্কার ১৮৩৪ সালে সাধিত হয়।

খ ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।
ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘুরে সমস্যা মোকাবিলায় এটি ছিল ৪৩ তম প্রয়াস। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সেবাদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দরিদ্রদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের কর্তব্য চিহ্নিত করা ছাড়া ও দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ এবং আইন প্রয়োগের কঠোরতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে মি. মাইকেল প্রদত্ত রিপোর্টটি ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি রচনা করে, উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ।
আধুনিক ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো মূলত ১৯৪২ সালে প্রণীত বিভারিজ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় বিমা মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করে। ইংল্যান্ডের সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার মেরুদন্ড হচ্ছে সামাজিক বিমা কর্মসূচি। এর আওতায় ইংল্যান্ডের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও পঙ্গু বিমা, বেকার বিমা, বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর জন্য বিশেষ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৯৪৬ সালের শিল্প দুর্ঘটনা আইনে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হয়। এছাড়া আরো ভাতা কর্মসূচি হিসেবে যুদ্ধ পেনশন, প্রবীণদের ভাতা প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়।
উদ্দীপকে মি. মাইকেলের সুপারিশের আলোকে সমাজে বিরাজমান দৈত্যকার ৫টি সমস্যা চিহ্নিত করে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট এবং এর মাধ্যমে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং পরবর্তীতে প্রণীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন ইংল্যান্ড তথা বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার ভিত্তি গড়ে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ রহিম গ্রামের কলেজ থেকে ভাল রেজাল্ট করে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে আসে। এখানে সে চাচার বাড়িতে বাস করতে থাকে। কিন্তু পাশের কারখানার শব্দে তার পড়ায় মন বসে না ও রাতে ঘুম হয় না। প্রতিদিন কলেজে যাবার জন্য বাসে প্রচন্ড ভীড় সহ্য করতে হয়। কোন কোন দিন সে সময়মতো কলেজে উপস্থিত হতে না পেলে অনিয়মিত পয়ে পড়ে। *[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারী মহাবিদ্যালয়, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. কে, কোন গ্রন্থে শিল্প বিপ্লবের নামকরণ করেন? ১

খ. সমস্যা সমাধানে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে গড়ে ওঠে? ২

গ. রহিমের রাজধানীতে আসার জন্য কোন শর্ত কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন সমস্যা রহিমের কাছে প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড জে টয়েনবি Lectures on The Industrial Revolution of the 18th century in England-এ শিল্পবিপ্লবের নামকরণ করেন।

খ আধুনিক সমাজে যে বহুমুখী জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানের জন্য বহুমুখী জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
সমাজকর্মের লক্ষ্য মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে অর্জিত জ্ঞান নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করে পৃথিবীতে সৃষ্ট বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালানো। বর্তমানে বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সমস্য; যেমন- নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, অপরাধ, উন্নতি ও কল্যাণের প্রতিবন্ধক হিসেবে সমাজে কাজ করে। আর, এ সকল বহুমুখী সমস্যা শুধু একক জ্ঞানের মাধ্যমে নয় বরং বহুমুখী জ্ঞান ও দৃষ্টি ভঙ্গির মাধ্যমে সমাধান করতে হয়। তাই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা পায়।

গ উদ্দীপকের রহিমের রাজধানীতে আসার ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শহরায়নের প্রভাব কাজ করেছে।
যেসব প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয় তাদের সমষ্টিকেই শিল্প বিপ্লব বলা হয়। এর ফলে কৃষি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল ও শহরায়নের প্রভাবে নগরাঞ্চল। নগরে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি সুবিধা মানুষকে প্রতিনিয়ত গ্রাম থেকে শহরমুখী করছে।
উদ্দীপকের রহিম গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষার্থে রাজধানীতে চলে এসেছে। নগরমুখী জনস্রোতের নানা কারণ বিদ্যমান। মূলত শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নগর গড়ে উঠেছে। নগর জীবনে একদিকে যেমন অসুবিধা রয়েছে, তেমনি নানা সুবিধাও বিদ্যমান। নগরকেন্দ্রিক শিল্পকারখানা, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নত ব্যবস্থা মানুষকে ব্যাপকভাবে নগরমুখী করছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেণির নতুন বিন্যাস করেছে। এসব সার্বিক কারণে উদ্দীপকের রহিম উচ্চ শিক্ষার খাতিরে এবং উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় রাজধানীতে এসেছে।

ঘ উদ্দীপকে রহিমের কাছে শিল্পবিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করি।
শিল্পবিপ্লবের ফলে যে শিল্পায়ন হয়েছে, সমাজে তার প্রভাব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। তা মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে পরিবারের, পরিবারের সাথে সমাজের, শহরের সাথে গ্রামের নানা রকম মানবীয় পরিবর্তন সূচনা করেছে। কুটির শিল্প ও কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে নগরায়নের উদ্ভব হয়েছে। গ্রামীণ মানুষ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থানের জন্য ছুটে আসে, যা শহরে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।
উদ্দীপকে দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে আসা রহিম কারখানার যান্ত্রিক শব্দে ঘুমাতে ও পড়তে পারছে না। যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ভীড় সহ্য করতে হয়। এখানে নগরমুখী অত্যধিক জনস্রোতের কারণে নগরে জনসংখ্যার আধিক্য এবং শিল্পাঞ্চলের প্রভাবে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সূচনা হয়। এসব যন্ত্র চালাতে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে

https://teachingbd24.com

শ্রমিক শ্রেণি বিভিন্ন পেশাগত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। শিল্পের যান্ত্রিকতা, কালো ধোঁয়া, শব্দ দূষণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে, শহরের উন্নত জীবনযাপন প্রণালিই মানুষকে গ্রাম থেকে শহরমুখী করে। ফলে শহরে গড়ে ওঠে বস্তি এলাকা, অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ, তীব্র যানজট প্রভৃতি। এছাড়া, শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে বেকারত্ব সৃষ্টি, পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙন ও নৈতিক অবক্ষয়, শিশু শ্রম বৃদ্ধি, সামাজিক সম্পর্কের অবনতিসহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে এরই একটি খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে।

উপরের আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রতিফলনই স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম গ্রামে একটি আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। খোলাহাটী গ্রামের নিজ বাড়িতে তার প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র বৃদ্ধ, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের ভর্তি করে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। তাদের দিয়ে সাধ্যমতো কাজ করানোর উদ্যোগ নেন। সুস্থ, সবল ভিক্ষুকদের তিনি তার কেন্দ্রে ভর্তি করেন না এবং সবাইকে এ ধরনের ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতে নিষেধ করেন।

[শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. পেশাদার সমজাকর্মের ভিত্তিভূমি বলা হয় কোন দেশটিকে? ১

খ. 'দরিদ্র সংস্কার আইন-১৮৩৪' প্রণয়ন করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শামসুল আলমের কাজে কীসের প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দারিদ্র্য মোকাবিলায় শামসুল আলমের কার্যক্রম ইতিবাচক ছিল- পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডকে পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তিভূমি বলা হয়।

খ ইংল্যান্ডের অসহায় দরিদ্রদের সত্যিকার কল্যাণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৬০১ সালে প্রণীত এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন— দরিদ্রদের সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, ত্রাণ কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা, শ্রমাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতি। এসব সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে ১৮৩৪ সালে দরিদ্র সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে শামসুল আলমের কাজে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের প্রতিফলন দেখা যায়।

প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যান্ড বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি কার্যক্রমের বেশির ভাগই ছিল শাস্তি ও দমনমূলক। এ প্রেক্ষিতে ১৩৪৯ থেকে ১৬০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতার আলোকে ইংল্যান্ডের শাসকশ্রেণি দরিদ্রদের কার্যকর সাহায্য প্রদানের চিন্তাভাবনা শুরু করে। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্রদের সঠিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করা হয়। ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবঘুরে সমস্যা মোকাবিলায় এটি ছিল ৪৩তম প্রয়াস।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম একটি আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন, যাতে বৃদ্ধ, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের ভরণ পোষণের উদ্যোগ নেন। সুস্থ, সবল ভিক্ষুকদের তার কেন্দ্রে ভর্তি করান না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করেন। ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনে রুগ্ন, বৃদ্ধ, পঙ্গু, অন্ধ এবং সন্তানাদিসহ কাজ করতে অক্ষম তাদেরকে দারিদ্র্যাগারে রেখে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। আর, সবল বা কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এভাবে ১৬০১ সালের দরিদ্র আইনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এজন্য উদ্দীপকের শামসুল আলমের উদ্যোগ ও ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'উদ্দীপকের শামসুল আলমের ভিক্ষুকদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্যোগ ও পরিচালিত কার্যক্রম দারিদ্র্য মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও দারিদ্র্য মোকাবিলার জন্য ১৬০১ সালে দারিদ্র্য আইন। প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে সরকারের পাশাপাশি দরিদ্রদের আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের কর্তব্য চিহ্নিত করা ছাড়াও দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ এবং আইন প্রয়োগের কঠোরতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ আইনে দরিদ্রদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করা হয়। অক্ষম দরিদ্রদের দারিদ্রাগারে রেখে তাদের সাধ্যনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা এবং সক্ষম দরিদ্রদের সংশোধনাগারে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এভাবে তৎকালীন ইংল্যান্ড দারিদ্র্য মোকাবিলার চেষ্টা করেছিল। উদ্দীপকের শামসুল আলমের কর্মকাণ্ডের মধ্যেও এ ধরনের নীতি বা ব্যবস্থা লক্ষ্যনীয়।

উদ্দীপকের শামসুল আলম অক্ষম ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ও সবল ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা প্রদানে নিরুৎসাহিত করেন। তার পরিচালিত কার্যক্রমটি সমাধানে বিশেষ ভূমিকার দাবিদার। তার কেন্দ্রে বৃদ্ধ, অন্ধ দলগতভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাকরণ দরিদ্র্যতা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাজের সুযোগ পাওয়ায় অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। সক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য ভিক্ষা প্রদানে নিষেধ করায়, মানুষ ভিক্ষা প্রদানে নিরুৎসাহিত হয়। এতে সক্ষম ভিক্ষুকরা ভিক্ষা না পেয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং অক্ষম ও সক্ষম উভয় শ্রেণির মানুষ সক্ষম হয়ে ওঠে।

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শামসুল আলমের কার্যক্রম দারিদ্র্য মোকাবিলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ মানব সভ্যতার ইতিহাসে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময় একটি বিশেষ ঘটনার কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় সমগ্র ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। যার প্রেক্ষাপটে মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও মানব জীবনে নতুন নতুন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

[ঢাকা সিটি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. COS -এর পূর্ণরূপ কী। ১

খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়? এর ইতিবাচক দিকগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তন মানবজীবনে অবিমিশ্র আশির্বাদ নয়"— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS -এর পূর্ণরূপ হলো Charity Organization Society.

খ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়, ব্যবস্থা ও ক্রিয়ার পরিবর্তন।

পরিবর্তন হলো এক ধরনের রূপান্তর। সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিবাহ-বিচ্ছেদ হারের হ্রাসবৃদ্ধি, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বা পেশাগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। বৃহত্তর পরিসরে শিল্পায়ন, নগরায়ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক বিন্যাসগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা যায়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবর্তনকে শিল্পবিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা যায়।

শিল্পবিপ্লব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক, হস্তশিল্পনির্ভর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও অর্থনীতি থেকে শিল্প ও যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া; যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শুরু হয়। এর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটে এবং এর প্রভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্ববহ।

উদ্দীপকে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ ও তার সূত্র ধরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল ইংল্যান্ডে। এতে বোঝা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি শিল্পবিপ্লবকে নির্দেশ করছে। শিল্পবিপ্লব মানব সভ্যতার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হওয়ায় উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে বিশ্বে অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। এতে কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সনাতন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তে যান্ত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব হ্রাস পায়, জনজীবন সহজ, গতিশীল ও আরামপ্রদ হয়। শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হলো শিল্পায়ন ও শহরায়ন, যা সমাজজীবনকে পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিল্পবিপ্লব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এতে মানুষের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকশিত হচ্ছে, পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হচ্ছে। এ কারণে সমাজের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অকল্পনীয় সাফল্য এসেছে।

ঘ সৃজনশীল ২৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ ডাক্তার ও নার্সদের একসময় কোন পেশাদার সংগঠন ছিল না। এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় পড়তেন। তারা একসময় পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং পেশাদার সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভের নির্ধারিত যোগ্যতা রয়েছে। নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী তারা এ সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করেন। এ পেশার মান নিয়ন্ত্রণ ও সেবার মান উন্নয়নে সংগঠন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে বলে এ পেশার কর্মীরা সামাজিকভাবে মর্যাদার অধিকারী। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. COS -এর পূর্ণরূপ কী। ১

খ. অক্ষম দারিদ্র্য বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চিকিৎসকের সংগঠনের সাথে কোন সংগঠনটির বৈশিষ্ট্যগত মিল আছে? ৩

ঘ. সমাজকর্মীদের জন্য গড়ে ওঠা এমন সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS-এর পূর্ণরূপ Charity Organization Society.

খ রুগ্ন, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বধির, অন্ধ এবং সন্তানসহ বিধবা প্রমুখ যারা কাজ করতে সক্ষম নয়, তারাই অক্ষম দরিদ্রদের পর্যায়ভুক্ত।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রণীত এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনে দরিদ্রদের শ্রেণিবিভাগ করে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। এ আইন অনুযায়ী যারা অক্ষম দরিদ্র ছিল, তাদেরকে দরিদ্রাগারে রেখে সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হতো। কারও যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকত এবং সেখানে ভরণপোষণের খরচ কম হতো তবে তাদেরকে সেখানে রেখে ওভারসিয়ারের (Overseer) মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হতো।

গ অনুচ্ছেদে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটির সাথে NASW বা জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পেশার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। উদ্দীপকের চিকিৎসক ও নার্সদের গড়ে তোলা সংগঠনের মতো জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ সমিতি সমাজকর্ম কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, গবেষণার উন্নয়ন, ব্যবহারিক উন্নয়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে।

এছাড়া সমাজকর্ম পেশার নিয়োগ দান, বেতন ও কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজকর্ম সম্পর্কে প্রচারণা, সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ডের উন্নয়ন, সমাজকর্মীদের যোগ্যতা যাচাই প্রভৃতি কাজ করে। উদ্দীপকের চিকিৎসকদের সংগঠনটিও জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির মতো পেশাগত দায়িত্ব পালন, পেশার যোগ্যতা অর্জন, পেশার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সংগঠনটির বৈশিষ্ট্যের সাথে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির মিল রয়েছে।

ঘ পেশার মান উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সমাজকর্মীদের জন্য গড়ে ওঠা এরকম সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকের সংগঠনটির উদ্দেশ্য এবং জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির (NASW) কার্যপ্রণালি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উভয় সংগঠনই তাদের নিজ নিজ পেশা সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত। দুটি সংগঠনই তাদের সংশ্লিষ্ট পেশার সার্বিক মান উন্নয়নে কাজ করছে। পেশার মান উন্নয়ন, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উভয় সংগঠন ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকে চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনটি চিকিৎসকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন, যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক গড়ে তোলা, চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা সর্বোপরি জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। অন্যদিকে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) সমাজকর্মীদের পেশাগত শিক্ষা ও দক্ষতার মান উন্নয়ন, সাধারণ নাগরিক, সমাজকর্মের এজেন্সি পরিচালনা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যাবলি সম্পাদন করছে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও এজেন্সিকে শিক্ষার মান উপযোগী সাম্প্রতিক জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রকাশনা ব্যবস্থা, উন্নয়ন গবেষণা, সংখ্যালঘুদের সেবা, ফেলোশিপ প্রদান, পরামর্শ সেবা, বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান প্রভৃতি কার্যাবলি তত্ত্বাবধান করছে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি চিকিৎসকদের গড়ে তোলা সংগঠনের মতোই পেশার নৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি, পেশাগত মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত আচরণ করা, সেবাপ্রার্থীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

Teachingbd24.com

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

★★ দরিদ্র আইনের ধারণা

১. কোন যুগের অবসান ঘটলে ভূমিদাস ও তাদের পরিবারের সদস্যরা কর্মহীন হয়ে পড়ে? [জ্ঞান]

ক সামন্ত যুগ খ পুঁজিবাদী যুগ
গ দাস যুগ ঘ মধ্য যুগ

ক

২. ইংল্যান্ডে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে কোন যুগে? [জ্ঞান]

ক প্রাকশিল্প যুগে খ শিল্প যুগে
গ আধুনিক যুগে ঘ আদিম যুগে

ক

৩. ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মহামারিতে ইংল্যান্ডের কত শতাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়? [জ্ঞান]

ক এক-তৃতীয়াংশ খ দুই-তৃতীয়াংশ
গ এক-চতুর্থাংশ ঘ এক-পঞ্চমাংশ

খ

৪. দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য ইংল্যান্ড সরকার কর্তৃক আইন স্বীকৃত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]

ক দরিদ্র আইনের মাধ্যমে
খ শিশু আইনের মাধ্যমে
গ সামাজিক আইনের মাধ্যমে
ঘ মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে

ক

৫. ইংল্যান্ডে শ্রমিকদের কর্ম সময় ও মজুরি নিয়মিত করা এবং একটি শিক্ষানবিস ব্যবস্থায় কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কত খ্রিষ্টাব্দে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়? [জ্ঞান]

ক ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে

ক

৬. ১৩৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে কোন দেশে প্লেগ রোগ 'ব্ল্যাক ডেথ' নামে পরিচিতি লাভ করে? *[শহিদউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টেকী, গাজীপুর]*

ক ফ্রান্স খ মাল্টা গ ইতালি ঘ ইংল্যান্ড

ঘ

৭. ১৩৪৯-১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রণীত আইনগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কেন? [অনুধাবন]

ক সরকারের অবহেলায়
খ কতিপয় শ্রেণির ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণে
গ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে
ঘ আইনের অপব্যবহারের ফলে

খ

৮. দরিদ্র আইন বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]

i. ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং দুঃস্থ কল্যাণে প্রণীত আইন
ii. বেকার, অলস ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কর্মসংস্থান গড়ে তোলার জন্য প্রণীত আইন
iii. দরিদ্রদের শ্রেণিকরণ করে সহায়তা, কর্মসংস্থান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান সংবলিত আইন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৯. ১৩৪৯-১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রণীত আইনগুলো প্রণয়ন করা হয়েছিল— [অনুধাবন]

i. ভিক্ষাবৃত্তি রোধকল্পে
ii. শ্রমিক ও ভবঘুরে উন্নয়নে
iii. সন্ত্রাস দূরীকরণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

১০. ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ আইন প্রণয়ন করেন— [অনুধাবন]

i. দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে
ii. ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করার জন্য
iii. নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শান্তির শহর নামক দেশটির সরকার দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দারিদ্র্যের হার নিরসনে জোর দেন। এ লক্ষ্যে তিনি নিয়ন্ত্রণমূলক একটি আইন প্রণয়ন করেন।

১১. উদ্দীপকের সরকার নিচের কোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে? [প্রয়োগ]

ক রানি প্রথম এলিজাবেথ খ জন মেজর
গ মার্গারেট থ্যাচার ঘ রাজা অষ্টম হেনরি

ক

১২. এই ব্যক্তির আইন প্রণয়নের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. দুঃস্থদের কল্যাণ সাধন করা হয়
ii. সমাজসেবামূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়
iii. সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

★★ ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন, দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪

১৩. কোন আইনকে বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [জ্ঞান]

ক দরিদ্র আইন ১৬০১
খ দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪
গ ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের শ্রমিক বিনিয়োগ আইন
ঘ বেকারত্ব আইন ১৯৩৪

ক

১৪. ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন কত খ্রিষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক ১৮৩৪ খ ১৯০৫
গ ১৯৪২ ঘ ১৯৪৫

ক

১৫. ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দারিদ্র্য আইন অনুযায়ী কারা সাহায্যার্থী দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত? [অনুধাবন]

ক পোপরা খ সৈন্যরা
গ ম্যাজিস্ট্রেটরা ঘ ওভারসিয়াররা

ঘ

http://teachingbd.com

১৬. এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইনে অক্ষম দরিদ্রদের পুনর্বাসনের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]

ক শ্রমাগার খ দারিদ্র্যাগার
গ বাহ্যিক সাহায্য
ঘ কম খরচে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা **খ**

১৭. ওভারসিয়ারের মাধ্যমে কাদের সাহায্য করা হতো? *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ]*

ক সক্ষম দরিদ্রদের খ অক্ষম দরিদ্রদের
গ মধ্যবিত্তদের ঘ নির্ভরশীল শিশুদের **খ**

১৮. অন্ধ বাবা, সুস্থ সবল মা এবং পিতামাতাহীন চাচাতো বোন রায়নাকে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করছে শর্মিলা। এ ঘটনায় ইংল্যান্ডে প্রণীত কোন আইনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]

ক ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন
খ ১৮৩৪ সালের দরিদ্র সংস্কার আইন
গ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইন কমিশন
ঘ ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন **ক**

১৯. ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র সংস্কার আইন প্রণীত হয় কোন সরকারের অধীনে? [জ্ঞান]

ক আর্ল গ্রে-এর লিবারেল সরকারের
খ অষ্টম এডওয়ার্ড-এর সরকারের
গ তৃতীয় হেনরির সরকারের
ঘ এলিজাবেথীয় ডেমোক্রেটিক সরকারের **ক**

২০. ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র আইনে দরিদ্র শ্রমাগারকে 'দরিদ্র জেলখানা' হিসেবে অভিহিত করেন কে? [জ্ঞান]

ক জন ব্রিড সামনার খ রিচার্ড ওয়েস্টলার
গ এ্যাডউইন চ্যাডউইক ঘ কার্ল মার্কস **খ**

২১. সমাজকর্ম পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিচের কোন আইনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ? [জ্ঞান]

ক ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র সংস্কার আইন
খ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় অর্থনীতি আইন
গ ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের বেকারত্ব আইন
ঘ ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের শ্রমিক বিনিয়োগ আইন **ক**

২২. ইংল্যান্ডে দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪ প্রণয়নের কত বছরের মধ্যে দরিদ্র সাহায্য ব্যয় এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়? [জ্ঞান]

ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার **গ**

২৩. Outdoor Relief Regulation Order- প্রণীত হয় কখন?

ক ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে **খ**

২৪. ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের দরিদ্র সংস্কার আইনকে নির্মম বলা হয় কেন? [অনুধাবন]

ক শ্রমাগারে দরিদ্রদের ওপর নির্যাতন করার বিধান থাকায়
খ দরিদ্রদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ায়
গ দরিদ্রদের সামাজিকভাবে বসবাসের অধিকার কেড়ে নেওয়ায়
ঘ দরিদ্রদের মেরে ফেলার বিধান থাকায় **ক**

২৫. *'Oliver Twist'* গ্রন্থটি কে রচনা করে? [জ্ঞান]

ক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার খ চার্লস ডিকেন্স
গ টমাস মুর ঘ এডউইন চ্যাডউইক **খ**

২৬. 'ব্ল্যাক ডেথ' হলো— [অনুধাবন]

i. প্লেগ রোগজনিত মৃত্যু
ii. শিল্প দুর্ঘটনায় মৃত্যু iii. তীব্র শ্রমিক সংকট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৭. Lowest bidder হলো— *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*

i. আত্মীয়স্বজনের নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের দায়িত্ব গ্রহণ
ii. কম খরচে নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের দায়িত্ব গ্রহণ
iii. বিনা খরচে নির্ভরশীল বালক-বালিকাদের দায়িত্ব গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii **খ**

২৮. ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের রাজকীয় কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল— [অনুধাবন]

i. প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
ii. আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দুর্বলতা অনুসন্ধান
iii. আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৯. দরিদ্র সংস্কার আইন ১৮৩৪-এর আওতায় বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়— [অনুধাবন]

i. প্রায় দুইশত শ্রমাগার নির্মাণ করে
ii. চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে
iii. দারিদ্র্যাগার সংস্কারের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

http://teachingbd.com

৩০. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন সৃষ্টি হয়েছিল মূলত— [অনুধাবন]

i. দরিদ্র আইনের তীব্র বিরোধিতা ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে
ii. দরিদ্র আইনের প্রশাসন ও প্রয়োগ ব্যবস্থার বাস্তবতা তদন্ত সাপেক্ষে রাজকীয় কমিটি দ্বারা
iii. Nassau W Senior ও Edwin Chadwick-এর কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩১. ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়— [অনুধাবন]

i. কম যোগ্যতার নীতি
ii. শ্রমাগার পরীক্ষার নীতি
iii. নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিকরণ নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রাকশিল্প যুগে ইংল্যান্ডের দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রানি ১ম এলিজাবেথের সময় একটি আইন প্রণীত হয়। এ আইনে দরিদ্র জনগণের তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও বাসস্থানজনিত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৩২. উদ্দীপকে কোন আইনের ইঙ্গিত রয়েছে? [প্রয়োগ]

ক ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
খ ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
গ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন
ঘ ১৯৪২ সালের দরিদ্র আইন **খ**

৩৩. উদ্দীপকের আইন অনুযায়ী প্রধান বিধান হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা
ii. প্যারিশের প্রত্যেক জনগণ কর্তৃক প্যারিশের নিজস্ব দরিদ্র কর প্রদান
iii. সাহায্যদানের সুবিধার্থে দরিদ্রদের বিভক্তিকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন, ১৯৪২ সালের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।

৩৪. ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশমালায় স্থানীয় সাহায্য ও সংস্থার প্রশাসনগুলোকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল? [জ্ঞান]

ক দুইটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

৩৫. ১৯০৬ সালের খাদ্য আইনে কী করা হয়েছে? *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*

ক বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ
খ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে খাবার বিতরণ
গ কাজের বিনিময়ে খাদ্য বিতরণ
ঘ প্রবীণদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ **খ**

৩৬. ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইনের আলোকে বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কত সালের বৃদ্ধকালীন পেনশন আইন পাস করা হয়? [অনুধাবন]

ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৮ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১১ সালে **খ**

৩৭. ১৯০৯ সালের শ্রমিক বিনিময় আইনে অক্ষম দরিদ্রদের দরিদ্রাগারে রাখার পরিবর্তে কীসের উদ্যোগ নেওয়া হয়? [অনুধাবন]

ক শ্রমাগারে রাখার খ পেনশন দেওয়ার
গ আশ্রমে রাখার ঘ পুনর্বাসনের **ঘ**

৩৮. কোন আইনে বেকার শ্রমিকদের এবং বেকার বিমা বহির্ভূত তাদের জন্য বেকার সাহায্য প্রদানে ব্যবস্থা গৃহীত হয়? [জ্ঞান]

ক শ্রমিক বিনিময় আইন ১৯০৯
খ জাতীয় বিমা আইন ১৯১১
গ বিধবা, এতিম ও বৃদ্ধ পেনশন আইন ১৯২৫
ঘ জাতীয় অর্থনীতি আইন ১৯৩১ **ঘ**

৩৯. কে শিল্পায়িত সমাজে উপার্জনহীনতাকে সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন? [জ্ঞান]

ক রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড
খ অষ্টম হেনরি
গ লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন
ঘ উইলিয়াম বিভারিজ **ঘ**

৪০. ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আদর্শ মডেল হিসেবে স্বীকৃত — *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের দরিদ্র আইন
খ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন
গ বিভারিজ রিপোর্ট
ঘ দান সংগঠন সমিতি **গ**

৪১. বিভারিজ মানবসমাজে অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় হিসেবে কয়টি দৈত্যের কথা উল্লেখ করেছেন? [অনুধাবন]

ক তিনটি খ চারটি গ পাঁচটি ঘ ছয়টি **গ**

Teachingbd.com

৪২. বিভারিজ রিপোর্টের ভিত্তিতে যেসব সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয় যেসব কর্মসূচির মধ্যে পারিবারিক ভাতা কর্মসূচি ব্যতীত অন্য কর্মসূচিগুলো কবে চালু হয়? [জ্ঞান]

ক ১ জানুয়ারি ১৯৪৭ খ ১ আগস্ট ১৯৪৬
গ ৫ জুলাই ১৯৪৮ ঘ ৫ নভেম্বর ১৯৪৮ **গ**

৪৩. বিভারিজ রিপোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী তৎকালীন শ্রম আইনের ভিত্তিতে কত ভাগ অক্ষমদের কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়? [জ্ঞান]

ক ২% খ ৩% গ ৪% ঘ ৫% **খ**

৪৪. কবে থেকে সরকারি সাহায্য কর্মসূচি কার্যকর হয়? [জ্ঞান]

ক ১ জুলাই ১৯৪৮ খ ৫ জুলাই ১৯৪৮
গ ১ আগস্ট ১৯৪৮ ঘ ৫ আগস্ট ১৯৪৮ **ক**

৪৫. সরকারি সাহায্য কার্যক্রমে জাতীয় সাহায্য বোর্ড এর কতটি আঞ্চলিক কার্যালয় কার্যকরী রয়েছে? [জ্ঞান]

ক ১০টি খ ১২টি গ ২৫টি ঘ ৩৫০টি **খ**

৪৬. ১৯১১ সালের জাতীয় বিমা আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিমার অর্থের সংস্থান করা হতো— [অনুধাবন]

i. সরকারি অনুদান দ্বারা
ii. শ্রমিকদের চাঁদা দ্বারা
iii. বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার অনুদান দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৪৭. দরিদ্র আইন কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে যে সামাজিক আইন প্রণীত হয় তা হলো— [অনুধাবন]

i. ১৯০৬ সালের খাদ্য আইন
ii. ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন
iii. ১৯০৮ সালের বৃদ্ধকালীন পেনশন আইন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৮. ১৯০৫ সালের দরিদ্র কমিশন আইন সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল— [অনুধাবন]

i. সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রণয়ন করে
ii. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে
iii. জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে ভূমিকা রেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' নামক দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা নিরসনের জন্যে ১৯৪২ সালে 'ক' দেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সূচনা হয়। উক্ত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, পারিবারিক ভাতা ইত্যাদি।

৪৯. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশ নিচের কোন দেশকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ]

ক আমেরিকা খ অস্ট্রেলিয়া
গ শ্রীলংকা ঘ ইংল্যান্ড **ঘ**

৫০. উক্ত কর্মসূচির কার্যকারিতা— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে
ii. বেশ কিছু সংখ্যক পরিবারকে আর্থিকভাবে উপকার করবে
iii. জনগণকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সমাজকর্ম পেশার ইতিহাসে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা ও কার্যক্রম

৫১. কীসের ধারণা বিবর্তিত হয়ে পেশাদার সমাজকর্মের বীজ রোপিত করে? [অনুধাবন]

ক সমাজসেবার খ দান সংগঠন সমিতির
গ সামাজিক নিরাপত্তার ঘ সামাজিক বিমার **খ**

৫২. ম্যারি রিচমন্ড এর চালুকৃত পেশাগত শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তীতে কীসে উন্নীত হয়? [অনুধাবন]

ক চ্যারিটিস রিভিউ
খ নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক
গ একাডেমি অব সোশ্যাল ওয়ার্ক
ঘ ন্যাশনাল স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক **খ**

৫৩. ১৯৫৯ সালে কোন সমাজবিজ্ঞানী দাবি করেন যে, সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জন করেছে? [জ্ঞান]

ক ডব্লিউ. এ ফ্রিডল্যান্ডার
খ আর্নেস্ট গ্রিনউড গ জন সি কিডনে
ঘ ওয়ানার ডব্লিউ বোয়েম **ঘ**

৫৪. COS হলো— *[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]*

ক Community Organization Strategy
খ Charity Organization Society
গ Client of Success ঘ কোনটি নয় **খ**

Teachingbd.com

৫৫. দান সংগঠন সমিতি গড়ে তোলা হয়েছিল— [অনুধাবন]

i. দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়ার জন্য
ii. দান কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির জন্য
iii. দান কাজের দ্বৈততা প্রতিরোধ করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫৬. দান সংগঠন সমিতির উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]

i. বিভিন্ন ত্রাণ বিতরণকারী সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা
ii. সম্পদের অপচয় রোধ করা
iii. বিভিন্ন রকম দান কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমাজকর্ম পেশার বিকাশে একটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উক্ত সংগঠনটির উদ্ভব ঘটে। সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের অপচয় রোধ করা, দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*

৫৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংগঠনটির সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক দান সংগঠন সমিতি খ রেড ক্রিসেন্ট সমিতি
গ সি ও এস
ঘ আমেরিকান সমাজকর্মী সমিতি **গ**

৫৮. উক্ত সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

i. সম্পদের অপচয় রোধ করা
ii. দরিদ্রদের কার্যকরভাবে সহায়তা দেওয়া
iii. অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি, কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন

৫৯. পেশাদার কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে কোন সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]

ক Academy of Certified Social Workers
খ Academy in Certified Social Workers
গ Academy with Certified Social Workers
ঘ Association of Social Workers **ক**

৬০. সমাজকর্মীদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার বিকল্প হিসেবে কোন সদস্যপদ প্রাপ্তিকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে? [জ্ঞান]

ক ACSW খ ASCW গ ASWF ঘ NASW **ক**

৬১. সমাজকর্ম পেশার গুরুত্বপূর্ণ Reference গ্রন্থ প্রকাশ করে কোনটি? [জ্ঞান]

ক *The Social Work*
খ *Encyclopedia of Social Work*
গ *Social Work Research and Abstracts*
ঘ *Academy of Certified Social Work* **খ**

৬২. জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? [অনুধাবন]

ক সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে
খ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদানে
গ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
ঘ সংগঠিত পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় **ক**

৬৩. পেশাদার সমাজকর্মীরা সাহায্যার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সাহায্যার্থীকে সমস্যা সমাধানে উপযোগী করে তোলে। সমাজকর্মীদের এ ধরনের কাজে কোন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে? [উচ্চতর দক্ষতা]

ক স্বাবলম্বন নীতির খ সাম্যনীতির
গ সামগ্রিক নীতির ঘ গোপনীয়তার নীতির **ক**

৬৪. কয়টি সংগঠন একত্রিত হয়ে NASW গঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক ৭টি খ ৯টি গ ৮টি ঘ ৬টি **ক**

৬৫. "এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক"— গ্রন্থটি কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক COS খ NASW
গ AASW ঘ CSWE **খ**

৬৬. NASW এর Board of Directors-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব কে পালন করেন? [জ্ঞান]

ক NASW এর নির্বাহী পরিচালক
খ NASWF এর নির্বাহী পরিচালক
গ ACSW এর নির্বাহী পরিচালক
ঘ NASW এর সভাপতি **ক**

৬৭. বিশ্বব্যাপী পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালনকারী পেশাগত সংগঠনগুলোর মধ্যে কোনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য? [জ্ঞান]

ক NASW খ CSWE
গ AASSW ঘ NASSA **খ**

৬৮. যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ সাংবাদিক সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এ সংগঠনটি নিচের কোনটির প্রতিনিধিত্ব করছে? [প্রয়োগ]

ক COS খ NASW
গ CSWE ঘ SWYB **গ**

Teachingbd.com

৬৯. NASW হচ্ছে— [মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট, ঢাকা]
i. সমাজকর্মীদের সংগঠন
ii. পেশাজীবীদের সংগঠন
iii. দরিদ্রদের সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭০. NASW সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিশ্চিত করে
ii. বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে
iii. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭১. NASW-এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'Social Work Research and Abstracts' প্রকাশ করে— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি
ii. গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি
iii. প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭২. আধুনিক সমাজকর্মীদের পেশাগত দিক বিবেচনায় NASW-র আওতায়— [অনুধাবন]
i. নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করা হয়
ii. লাইসেন্স প্রদান করা হয়
iii. ব্যবহারিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৩. CSWE-এর কাজের পরিধি হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্ম শিক্ষা সংক্রান্ত
ii. সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত
iii. সমাজকর্ম পেশার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমেরিকার ৭টি পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিটি সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সমিতির প্রাথমিক লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সংগঠনগুলোর কর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়ন, বাস্তব উপযোগী নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি।

৭৪. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে মিল রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক এনএএসডব্লিউ খ জাতীয় মহিলা সমিতি
গ সিএসডব্লিউই ঘ দান সংগঠন সমিতি **ক**

৭৫. এ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক লক্ষ্য সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোকে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে
ii. অধিকতর কার্যকর করবে
iii. আর্থিকভাবে লাভবান করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ শিল্প বিপ্লব, আর্থ-সামাজিক জীবনে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব, সমাজকর্ম পেশার বিকাশে শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা

৭৬. কোন শতাব্দীতে ফরসি লেখকদের রচনায় শিল্প বিপ্লব প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
ক উনবিংশ শতাব্দীতে
খ উনবিংশ শতাব্দীর আঠারো দশকে
গ উনবিংশ শতাব্দীর উনিশ দশকে
ঘ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ দশকে **ঘ**

৭৭. কোন বিষয়টিকে আধুনিক যুগের আরম্ভকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [জ্ঞান]
ক কৃষির উন্নয়ন খ শিক্ষার বিস্তার
গ শিল্প বিপ্লব ঘ সমাজকর্মের বিকাশ **গ**

৭৮. শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় — [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ১৭৭১ থেকে ১৮০০ খ ১৭৫০ থেকে ১৮৪০
গ ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ ঘ ১৭৮০ থেকে ১৮৭০ **গ**

৭৯. 'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল যে অবস্থার মধ্য দিয়ে ইতিহাসে তার নাম দেওয়া হয়েছে শিল্প বিপ্লব'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক অমিত সেন খ লেডি উইলিয়ামস
গ আরনল্ড টয়েনবি ঘ অধ্যাপক মেয়ার **ক**

৮০. ১৮৭০ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত কোন কোন দেশে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়? [জ্ঞান]
ক ইংল্যান্ড ও জাপান খ জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র
গ ইতালি ও জার্মানি ঘ যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড **খ**

৮১. প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তনকে কী বিপ্লব বলে? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক বিপ্লব খ সামাজিক বিপ্লব
গ শিল্প বিপ্লব ঘ কৃষি বিপ্লব **গ**

৮২. বর্তমানে ৪ জন শ্রমিকের কাজ শিল্প বিপ্লবের আগে ১০০ জন শ্রমিক করত। তাহলে শিল্প বিপ্লবের পরে ২ জন শ্রমিক পূর্বের কতজন শ্রমিকের কাজ করতে পারবে? [সকল বোর্ড-২০১৫]
ক ২০ জন খ ৩০ জন
গ ৪০ জন ঘ ৫০ জন **ঘ**

Teachingbd.com

৮৩. শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে যান্ত্রিক শিল্পের উদ্ভাবন হলে সমাজে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়? [জ্ঞান]

ক বেকারত্ব খ যোগাযোগ
গ যাতায়াত ঘ অর্থনৈতিক **ক**

৮৪. সমাজে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয় কেন? *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]*

ক কৃষি বিপ্লবের ফলে খ শিল্প বিপ্লবের ফলে
গ নগরায়ণের ফলে ঘ শহরায়নের ফলে **খ**

৮৫. কোন কারণে অতীতের উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন হয়? [অনুধাবন]

ক বিজ্ঞান ও জ্ঞানের বিকাশের জন্যে
খ সহজ বিনিময় মাধ্যমের জন্যে
গ যান্ত্রিক প্রযুক্তি ও শক্তির ব্যবহারের জন্যে
ঘ পেশাগত সমাজকর্মের জন্যে **গ**

৮৬. কীভাবে পুরো পৃথিবী বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে? [জ্ঞান]

ক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিবর্তনের ফলে
খ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে
গ রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা পরিবর্তনের কারণে
ঘ ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তনের ফলে **খ**

৮৭. শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে স্বাভাবিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কোনটির প্রতি গুরুত্বারোপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে? [জ্ঞান]

ক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা খ সামাজিক নিরাপত্তা
গ আত্মনির্ভরশীলতা ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধ **গ**

৮৮. শিল্প বিপ্লবের পর কেন সমাজকর্ম শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়? [অনুধাবন]

ক বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির ব্যবধানের জন্যে
খ মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ঘাটতির জন্যে
গ নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে
ঘ অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির জন্য **গ**

৮৯. বিপ্লব ধারণাটি ইঙ্গিত প্রদান করে— [অনুধাবন]

i. প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে
ii. সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কারে
iii. প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯০. শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষ ও তার সামগ্রিক সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো হলো— [অনুধাবন]

i. চিন্তাধারা ও মানসিক পরিবর্তন
ii. সামাজিক ও জীবনধারার পরিবর্তন
iii. অর্থনৈতিক ও সচ্ছলতার পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯১. শিল্প বিপ্লব বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]

i. উৎপাদনে যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রচলন
ii. শহরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তন
iii. শিল্প ক্ষেত্রে স্বল্প স্থায়ী পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক ii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯২. শিল্প বিপ্লবের অন্যতম যুগান্তকারী ফসল হলো— [অনুধাবন]

i. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা
ii. অধিকার উপভোগের স্বাধীনতা
iii. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৩. শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয়েছে— *[তালা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা]*

i. শ্রমিক শ্রেণি
ii. পুঁজিপতি শ্রেণি iii. জমিদার শ্রেণি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯৪. নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটার কারণ হলো— [অনুধাবন]

i. শিল্প বিপ্লব
ii. গ্রামীণ জনগণ শহরে স্থানান্তর
iii. সস্তা শ্রমিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৫. শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে লক্ষণীয়— [অনুধাবন]

i. সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা
ii. পারিবারিক ভাঙন
iii. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বহু বছর ধরে সোবহান সাহেব লন্ডনে বসবাস করছেন। গত বছর তার মেয়ে অনিতাও লন্ডনে পাড়ি জমায়। লন্ডন শহর দেখে অনিতা অবাক হয়। এত উন্নয়নও প্রগতি আগে সে কখনো দেখেনি। সোবহান সাহেব মেয়েকে বলেন, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ হচ্ছে বিপ্লবের ফল, যা বিশ্বব্যাপী মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এনেছে।

৯৬. উদ্দীপকের সোবহান সাহেব কোন বিপ্লবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? [প্রয়োগ]

ক গণতান্ত্রিক বিপ্লব খ শিল্প বিপ্লব
গ রুশ বিপ্লব ঘ সবুজ বিপ্লব **খ**

৯৭. এ বিপ্লবের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ত্বরান্বিত হয়
ii. নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়
iii. বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জোয়ার আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৩: সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

প্রশ্ন ▶১ শাহেদ এবং কবির বাল্যবন্ধু। শাহেদ জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। অপরদিকে দুর্ভাগা কবিরকে হঠাৎ করে বাবা মারা যাবার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। বসত বাড়িটি ছাড়া বাবা আর কোনো সম্পত্তিই রেখে যেতে পারেননি। উপায়ন্তর না পেয়ে অবশেষে কবির জীবিকার জন্য অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজে লেগে গেল। *[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. *'The Value Base of Social Work'* গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কবিরের জীবিকার্জনের উপায়টির বৈশিষ্ট্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শাহেদের জীবিকার্জনের পন্থাটি কবিরের জীবিকার্জনের পন্থা থেকে আলাদা- এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক *'The Value Base of Social Work'* গ্রন্থটির লেখক হলেন চার্লস এস লেভি (Charles S. Levy)

খ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের সুযোগকে বোঝায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

গ উদ্দীপক কবিরের জীবিকার্জনের উপায়টি হচ্ছে বৃত্তি।

মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে তাকে বৃত্তি বলা হয়। বৃত্তির কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ শিক্ষা বা যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে না। বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক নয়। বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব থাকে না। এখানে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে। বৃত্তি যেহেতু ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে তাই এখানে জবাবদিহিতা বিশেষভাবে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াও বৃত্তির অনুশীলন হয় এবং সেক্ষেত্রে এটি জনকল্যাণমূলক নাও হতে পারে।

উদ্দীপকের কবির বাবা মারা যাওয়ার কারণে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ কারণে লেখাপড়া ছেড়ে সে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। বসতবাড়ি ছাড়া অন্য কোনো সম্পত্তি না থাকায় সে অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে। কবিরের জীবিকার্জনের এ কাজটি বৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। আর বৃত্তির বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ শাহেদের জীবিকার্জনের পন্থাটি কবিরের জীবিকার্জনের পন্থাটি থেকে আলাদা— এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশা। প্রতিটি পেশারই কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে পৃথক সত্তা দান করে।

উদ্দীপকের শাহেদ জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। পরবর্তী সময়ে সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। শাহেদের জীবিকার্জনের পন্থাটি পেশার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে কবির বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জন করছে। শাহেদকে জীবিকার্জনের জন্য সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু কবিরকে এরকম কোনো সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়নি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শাহেদকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু কবিরকে তার কাজের জন্য কোনো ধরনের নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়নি। একজন পেশাদার হিসেবে শাহেদকে অবশ্যই তার পেশার মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু কবিরকে তার কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় না। শাহেদের পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কবিরের বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। শাহেদের পেশাকে অবশ্যই জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু কবিরের বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শাহেদ ও কবিরের জীবিকার্জনের পন্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রশ্ন ▶২ রীমা ও সীমা ঢাকা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করে। সীমা একটি হাসপাতালে রোগী দেখেন এবং রীমা কসমেটিক্স এর ব্যবসা করেন। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৪; সাফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৪; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা। প্রশ্ন নং ৩; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. NASW কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. "সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রীমা জীবিকা অর্জনের কোন উপায়টি বেছে নিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রীমা ও সীমার জীবিকা অর্জনের উপায় দু'টির বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৫ সালে NASW (National Association of Social Workers) প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা যে সব কাজ করি তার সবগুলোকে পেশা বলা যায় না। পেশার সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সামাজিক স্বীকৃতি এর অন্যতম। যেমন- আমাদের সমাজে ডাক্তারি, শিক্ষকতা, নার্সিং, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কাজের সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। এজন্য এগুলো পেশা হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ রীমা জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে কসমেটিক্সের ব্যবসা শুরু করেছেন, যা বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত মানুষকে কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। এ সব কাজকে বৃত্তি ও পেশা এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণত, যেকোনো জীবিকা অর্জনের উপায়ই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বৃত্তি হলো জীবনধারণের জন্য করতে হয় এমন যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের রীমার বেছে নেওয়া কাজটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রথমত, কসমেটিক্সের ব্যবসার জন্য তাকে তত্ত্বনির্ভর বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, তার কাজটি এমন যেক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়ত, রীমা তার ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। চতুর্থত, রীমার কাজটি জনকল্যাণমূলক নয়, বরং এটি কেবল তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। এ সব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, রীমা জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বৃত্তিকে বেছে নিয়েছে।

ঘ রীমা ও সীমার জীবিকা নির্বাহের উপায় দুটি যথাক্রমে বৃত্তি ও পেশা নামে পরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

অনেকেই বৃত্তি ও পেশাকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সমাজকর্মে বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কাজকে বোঝায়। অন্যদিকে, পেশার মূল দিক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন। প্রতিটি পেশারই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

রীমার কাজের জন্য তাকে কোনো তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য সীমাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এজন্য তাকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছে। অথচ ব্যবসা পরিচালনার জন্য রীমাকে আলাদাভাবে কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হয়নি। আবার সীমার পেশার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে, যা রোগী ও কাজের জায়গার প্রতি তার আচার-আচরণ ও সেখানে তার কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সীমার কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে তার জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে রীমার ব্যবসায় সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে সে তুলনামূলকভাবে অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। শেষে আরও বলা যায়, সীমার পেশা সমাজে উচ্চ মর্যাদার এবং এটি জনকল্যাণমূলক। কিন্তু রীমার কাজটি এরকম নয়।

তাই আলোচনার শেষে বলা যায়, রীমা ও সীমার কাজের মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তি ও পেশার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ নিবেদিতা চৌধুরী তিন বছর নার্সিং কলেজে শিক্ষানবিশ হিসেবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত আছেন। রোগীরা তাকে অনেক পছন্দ করে। তাকে বিশ্বাস করে। রোগীদের সেবা করার ক্ষেত্রে তিনি কখনই আবেগতাড়িত হন না। তবে বিশেষ কিছু নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলেন। তিনি এই সেবার মাধ্যমেই পরিবারের ভরণ-পোষণ ও জীবিকা নির্বাহ করেন। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বিভারিজ রিপোর্ট কত সালে পেশ করা হয়? ১

খ. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উল্লিখিত নিবেদিতা চৌধুরীর কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যার আলোকে নিবেদিতার সেবার কাজটিকে শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪২ সালে বিভারিজ রিপোর্ট পেশ করা হয়।

খ শিল্পবিপ্লব বলতে সে সকল প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের সমষ্টিকে বোঝায় যার প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লব মূলত শিল্প এবং বিপ্লব — এ দুটি পৃথক শব্দের সমষ্টি। এর দ্বারা শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লবকে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ এর ফলে কায়িক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে। শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় ইংল্যান্ডে, যা পরবর্তীতে অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়েই সারা বিশ্বের কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নিবেদিতা চৌধুরীর কাজ প্রকৃতি, ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পেশার অন্তর্ভুক্ত।

জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পেশা বলা হয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। নিবেদিতা চৌধুরীর কাজটিও এ ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

নিবেদিতা চৌধুরী একজন সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য তাকে পড়াশোনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। তিনি তিন বছর নার্সিং কলেজে শিক্ষানবিস হিসেবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এভাবে তিনি তার কাজের জন্য দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করেছেন। তাছাড়া তিনি রোগীদের সেবা করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলেন। এই নীতি ও মূল্যবোধসমূহ তার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি কখনোই আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিবারের ভরণপোষণ এবং জীবিকা নির্বাহে নিবেদিতা চৌধুরী যে অর্থনৈতিক কাজটি বেছে নিয়েছেন সেটিতে পেশার সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তার কাজটি জীবিকা নির্বাহের বিশেষ পন্থা পেশাকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে নিবেদিতার সেবার কাজটিকে শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় বলা যাবে না।

জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সেগুলোকে বৃত্তি ও পেশা এ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। কিন্তু যখন কোনো বৃত্তির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা প্রভৃতি যুক্ত হয় তখন তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়। নিবেদিতার কাজটিও পেশার অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদিতা রোগীদের সেবা প্রদানের কাজে একজন সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত আছেন। এই কাজের মাধ্যমেই তিনি তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন। এ দিকটি বিবেচনায় তার কাজটিকে বৃত্তি বলা যায়। কিন্তু তার কাজটি কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ তার কাজটির জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। তাছাড়া সেবাধর্মী কাজটিতে তিনি সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হন এবং তার কাজের জন্য এক ধরনের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বিষয় রয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে নিবেদিতার কাজটি কেবল বৃত্তি বা জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, বরং পেশা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নিবেদিতার কাজটি বৃত্তি অপেক্ষা বিস্তৃত এবং তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেশার ধারণার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৪

চিত্র-'ক'

চিত্র-'খ'

[সকল বোর্ড ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সমাজকর্ম মূল্যবোধ কী? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে 'খ' এর জীবিকা অর্জনের মাধ্যমকে কী বলে? 'ক' এর সাথে 'খ' এর সম্পর্ক লেখো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে সমাজকর্মের উন্নয়নে উদ্দীপক 'খ' এর জীবিকা অর্জনের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম মূল্যবোধ হলো কতগুলো আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা ও মৌলিক নীতিমালার সমষ্টি, যা পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মনয়নের সুযোগকে বোঝায়।

এটি সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে তার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

গ চিত্র 'খ' এর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমকে পেশা বলে।

সমাজকর্মে জীবিকা নির্বাহের সাথে সম্পর্কিত দুটি প্রত্যয়– পেশা ও বৃত্তি দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃত্তি বলতে জীবিকা নির্বাহের এমন পন্থাকে বোঝায় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। যেমন- চিত্র 'ক' ভিক্ষাবৃত্তির উদাহরণ। এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান বা স্বীকৃতি প্রয়োজন হয় না। অন্য দিকে কোনো জীবিকার্জনের কাজের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়োজন হলে তা পেশার অন্তর্ভুক্ত হয়। চিত্র 'খ' এ নির্দেশিত চিকিৎসক পেশার একটি উদাহরণ।

তবে পেশা ও বৃত্তি দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ উভয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য এক। আবার পেশা ও বৃত্তির আরেকটি অভিন্ন উদ্দেশ্য সেবা প্রদান করা। তাছাড়া পেশাজীবী ও বৃত্তিজীবী উভয়েই সমাজের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেয়। তাই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের দিক থেকে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এ দুটি প্রত্যয়ের মাঝে সম্পর্ক আছে।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' চিকিৎসা পেশার উদাহরণ। এ পেশার মতো বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশার বিকাশে সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

সমাজকর্ম প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য পেশা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এটি একমাত্র পেশা যা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নানা সমস্যা মোকাবিলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, মূল্যবোধ, পেশাগত সংগঠন ও সামাজিক স্বীকৃতি সমাজকর্মকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে পেশা হিসেবে বাংলাদেশে সমাজকর্মের অবস্থান এখনো ততটা সুদৃঢ় নয়।

চিত্র 'খ' তে একজন চিকিৎসককে দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসকেরা নির্দিষ্ট পাঠক্রমের আওতায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন। পেশাদারি চিকিৎসা সেবা শুরু করার আগে তাদের বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল থেকে পেশাগত স্বীকৃতির সনদপত্রও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে পেশাগত স্বীকৃতির অভাব একটি বড় বাধা। কেননা এ দেশে সমাজকর্মীদের জন্য কোনো পেশাগত সংগঠন এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে চিকিৎসক, আইনজীবী কিংবা প্রকৌশলীদের মতো সমাজকর্মীরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারেন না। কেননা, অন্যান্য পেশার মতো এক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদির হয়। তাই, চিত্র "খ" এর পেশার মতো বাংলাদেশেও সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা জরুরি।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে বিকাশ লাভ করবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ রাইসা তাসনিম তিন বছর নার্সিং কলেজে শিক্ষানবীশ হিসাবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে সিনিয়র নার্স হিসাবে কর্মরত আছেন। রোগীরা তাকে অনেক পছন্দ করে। তাকে বিশ্বাস করে। রোগীদের সেবা করার ক্ষেত্রে তিনি কখনই আবেগ তাড়িত হন না। তবে বিশেষ কিছু নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলেন। তিনি এই সেবার মাধ্যমেই পরিবারের ভরণ-পোষণ ও জীবিকা নির্বাহ করেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. সমাজকর্ম মূল্যবোধ কী? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের রাইসা তাসনিমের কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাইসার কাজটিকে কি পেশা বলা যায়? নাকি তার কাজটি একটি সাধারণ জীবিকা নির্বাহের উপায়? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীরা মানুষের কল্যাণে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগে যেসব মূল্যবোধ অনুসরণ করে থাকে, তাই সমাজকর্ম মূল্যবোধ।

খ সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬ সমাজকর্মের শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের বলেন, কোনো বিষয়কে পেশা হতে হলে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতা যেমন থাকতে হয়, তেমনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেতন ও সনদ প্রদান করতে হয়। কিন্তু বৃত্তির জন্য এসব কোনো কিছুর অপরিহার্যতা নেই। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. Profession শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. বৃত্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পেশার যেসব মানদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পেশা ও বৃত্তির বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Profession শব্দটি ল্যাটিন Professio শব্দ থেকে এসেছে।

খ সমাজস্বীকৃত যে কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহের উপায়কে বৃত্তি বলা হয়।

বৃত্তির ইংরেজি শব্দ হলো Occupation। বৃত্তি বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায়সমূহকে নির্দেশ করা হয়, যার জন্য কোনো তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। বৃত্তির ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল জ্ঞান ভান্ডার থাকে না। ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকলেই যেকোনো কাজকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কুলি, মজুর, গৃহভৃত্য, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি কাজকে বৃত্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে পেশার সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতা প্রভৃতি মানদণ্ড উল্লেখ রয়েছে।

জ্ঞানের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বৃত্তিকে পেশা বলা হয়ে থাকে। পেশার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। প্রত্যেক পেশারই একটি সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে। সমাজের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে পেশার সামাজিক গুরুত্ব স্বীকৃত। পেশাগত সেবাকর্মের মানরক্ষা, উন্নয়ন এবং পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠে। পেশা উচ্চ মানের বৃত্তি। যা শুধু জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা নয়; বরং জনকল্যাণে নিবেদিত।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজকর্মের শিক্ষক পেশার কয়েকটি মানদণ্ড সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতার কথা উল্লেখ করেছেন। সুশৃঙ্খল জ্ঞান-ভাণ্ডার পেশাগত ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ ও সুসংহত জ্ঞানের সমষ্টি। যা পেশাদার ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে। পেশাজীবীরা জনগণের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়বদ্ধ থাকে। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশাজীবী তার পেশার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধ পরিকর। উদ্দীপকে উল্লেখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে চিকিৎসা ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, ব্যাংকিং, নার্সিং প্রভৃতিকে পেশা বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পেশা ও বৃত্তির মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

মানুষ তার জীবনধারনের জন্য যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় তাকে বৃত্তি বলা হয়। কিন্তু পেশা হতে গেলে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতা প্রভৃতি মানদণ্ডের প্রয়োজন পড়ে। উদ্দীপকেও পেশার উক্ত মানদণ্ডগুলো দেখা যায়।

অনেকে পেশা ও বৃত্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আদৌ তা এক নয়। পেশার ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড উল্লেখ থাকলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে সেগুলোর অপরিহার্যতা নেই। নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর সুশৃঙ্খল জ্ঞান এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ই পেশা। কিন্তু জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই বৃত্তি বলা হয়। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। অথচ বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নেই। পেশার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন বিদ্যমান। কিন্তু বৃত্তির জন্য সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। প্রত্যেক পেশারই উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ সাধন। কিন্তু বৃত্তি জনকল্যাণমূলক নাও হতে পারে

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশা ও বৃত্তি দুটি স্বতন্ত্র ধারণা। তাই পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ আকমল সাহেব ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বড় করে তুলেছেন। পড়াশুনা, জীবনসংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনি তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। তার সন্তানরাও বাবা-মাকে অত্যন্ত ভক্তি করে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আকমল সাহেবের সন্তানরা যথোচিত আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মূল্যবোধ কোন ধরণের প্রত্যয়? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আকমল সাহেবের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির পারস্পরিক মূল্যবোধের ফলে সমাজে সংগতি বৃদ্ধি পায়— তোমার মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়।

খ সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, সংকল্প প্রভৃতিকে বোঝায়, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো একটি বিচারবোধ, যা ব্যক্তিগত বা দলগত কল্যাণে প্রয়োজন হয়। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মনোভাব, কার্যক্রম প্রভৃতির সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের মানুষের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

গ আকমল সাহেবের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি মূল্যবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের সাধারণ মূল্যবোধগুলোর একটি অন্যতম দিক। সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পৃথক সত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী। ব্যক্তির মর্যাদা ও পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দান ছাড়া যেমন মানুষের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের কল্যাণসাধনও সম্ভব নয়। এজন্য সমাজকর্মে সাহায্যার্থীকে তার অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকেও এ দিকটির চর্চা লক্ষ করা যায়।

আকমল সাহেব তার সন্তানদের সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়েছেন বলেই তারা সফল হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি সাহায্যার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। এতে ব্যক্তি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এছাড়া এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বন অর্জনের স্পৃহা জাগ্রত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধের ফলে সমাজে সংহতি বৃদ্ধি পায়'— ধারণাটির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত মূল্যবোধ হলো পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ। এ ধরনের মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন এবং পরিচালনার অপরিহার্য শর্ত। যে সমাজের মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধের গুণ থাকে না, সেই সমাজ সুশৃঙ্খল হতে পারে না। তাছাড়া এটা মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ ও বিদ্বেষ দূর করে সৌহার্দ্যপূণ্য সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

উদ্দীপকে আকমল সাহেব তার সন্তানদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বড় করেছেন। তার সন্তানরাও বাবা-মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সমাজের নানা ক্ষেত্রেও তারা যথোচিত আচরণ প্রদর্শণ করে। তাদের এ মূল্যবোধটি সমাজকর্মের পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধকে নির্দেশ করে। আধুনিক সমাজকর্ম পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক সুসম্পর্কের বন্ধন এবং সৌহার্দ্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, সমাজের প্রতিটি সদস্যই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীরা এ মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণ করে সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে নিবেদিত হয়। এ মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণ এমনকি সমাজকর্মী এবং সাহায্যার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক আন্তরিক হয়। আকমল সাহেবের সন্তানরা এ মূল্যবোধটি যথাযথভাবে অনুসরণ করে। যা সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি সমাজে শান্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ নিশি ও ঐশি সমাজকর্মে মাস্টার্স করছে। তারা ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য ঢাকা শহরের একটি বস্তিতে পর্যবেক্ষণে যায়। কিন্তু সেখানে বস্তির এক মহিলার সাথে নিশির তর্কাতর্কি শুরু হয়। তখন ঐশি নিশিকে শান্ত করে এবং পর্যায়ক্রমে একটি সুষ্ঠু ও আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পেশা কী? ১

খ. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. নিশি সমাজকর্মের কোন নীতিমালার পরিপন্থি আচরণ প্রদর্শন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐশির ভূমিকায় সমাজকর্মের যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত জীবিকা নির্বাহের জন্য তত্ত্বনির্ভর সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হলো পেশা।

Teachingbd24.com

খ প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে, যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বৃত্তির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানার্জনের আবশ্যকতা নেই। প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। বৃত্তির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি পেশারই স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

গ নিশি সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি নীতিমালার পরিপন্থি আচরণ প্রদর্শন করেছে।

সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী। হয়তো সুযোগ বা স্বীকৃতির অভাবে মানুষ তার যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারে না। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব চায় সে যে পরিবেশে বাস করে, সেখানে তার যথার্থ মূল্যায়ন হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব নয়।

নিশি ও ঐশি সমাজকর্মে মাস্টার্স করেছে। তারা ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য ঢাকা শহরের একটি বস্তি পর্যবেক্ষণে যায়। সেখানে গিয়ে নিশি বস্তির এক মহিলার সাথে তর্ক করে। এতে সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার নীতিটি লঙ্ঘিত হয়। কারণ সমাজকর্মের শিক্ষার্থী হিসেবে নিশির উচিত ছিল বস্তির মহিলাটিকে তার নিজস্ব মর্যাদা দানের মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা। কিন্তু তা না করে সে মহিলাটির সাথে তর্ক শুরু করে। ফলে বস্তির মহিলাটির ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ লঙ্ঘিত হয়, যা সমাজকর্ম মূল্যবোধের পরিপন্থি।

ঘ ঐশির আচরণে সমাজকর্মের পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি প্রকাশ পেয়েছে। সমাজকর্মে এ মূল্যবোধটির তাৎপর্য বিশেষভাবে স্বীকৃত।

পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সমাজকর্ম পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক সুসম্পর্কের বন্ধন এবং সৌহার্দ্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী। তাছাড়া সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, সমাজের প্রতিটি সদস্যই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীরা এ মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণ করে সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে কাজ করে। এ মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এমনকি সমাজকর্মী এবং সাহায্যার্থীর মধ্যেও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ঐশি ও নিশি তাদের ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য একটি বস্তিতে যায়। সেখানে নিশি বস্তির একজন মহিলার সাথে তর্ক করে। তখন ঐশি নিশিকে শান্ত করে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ঐশি পারস্পরিক সহনশীলতা এবং শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি প্রয়োগ করে। এ মূল্যবোধ মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ ও বিদ্বেষ দূর করে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ মূল্যবোধ প্রয়োগ করে ঐশি নিশিকে শান্ত করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মী পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি অনুশীলন না করলে যথাযথভাবে তার পেশাগত ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। এ ধরণের মূল্যবোধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত।

প্রশ্ন ▶ ৯ রাজিব ও সজিব গ্রামের পাঠশালায় পড়ত। দরিদ্রতার কারণে রাজিব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে গ্রামের বাজারে তাদের মুদির দোকানে বসে। অপরপক্ষে, সজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাস করে জেলা শহরে ওকালতি করে এবং তার সন্তানরা ভালো স্কুলে পড়াশোনা করে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. সামাজিক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে রাজিবের জীবনধারণের অবলম্বনকে সমাজকর্মের ভাষায় কী বলা হয়? তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৩

ঘ. সজিবের জীবিকা পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Values.

খ সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে রাজিবের জীবনধারণের অবলম্বনকে সমাজকর্মের ভাষায় বৃত্তি বলা হয়।

বৈশিষ্ট্যগতভাবে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৃত্তি বলা হয়। যেমন— দিনমজুর, রিকশাচালক, কুলি প্রভৃতি। বৃত্তির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানার্জনের আবশ্যকতা নেই। এমনকি বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও আবশ্যক নয়। আবার বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। বৃত্তির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বিশেষভাবে অনুপস্থিত।

রাজিব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তার বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে এবং মাঝে মাঝে তাদের মুদি দোকানে বসে। এরূপ কাজের জন্য রাজিবের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নেই। তাই তার কাজ বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজিবের জীবনধারণের যে অবলম্বন তাকে বৃত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে সজিবের জীবিকাকে পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের পন্থাকে পেশা বলে। এদিক বিচারে ওকালতি একটি পেশা।

সজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাস করে ওকালতি করছে। পেশার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সজিব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে সুশৃঙ্খল জ্ঞান অর্জন করেছে। এছাড়া এ পেশায় রয়েছে বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল যা বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে। সেই সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব রয়েছে, বিভিন্ন কাজের জন্য রয়েছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা তার পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া সজিবের পেশায় রয়েছে পেশাগত নৈতিক বিধিমালা ও পেশাগত সংগঠন। পাশাপাশি পেশায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। পেশাগত সেবার ফলাফলের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্যতাও তার পেশার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জীবিকা হিসেবে ওকালতি কাজের মধ্যে পেশার বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে । তাই সজিবের জীবিকা ওকালতি পেশার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১০ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের একটি দেশ। তথাপি জনগণ অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার মধ্যে বসবাস করছে। রয়েছে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটা সংগঠনের অভাবে সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি। অনেক সময় সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কোনো কার্যক্রমে কেউ অংশগ্রহণ করলেই গণমাধ্যমগুলো তাকে সমাজকর্মী হিসেবে প্রচার করে।

[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. গ্রহণনীতি অর্থ কী? ১

খ. পেশাগত মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংগঠনের অভাবের কথা বলা হয়েছে এবং কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংগঠনের অভাবে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জনে সফল হয়নি— তুমি কি একমত? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রহণনীতি হলো সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাহায্যার্থীকে কীভাবে গ্রহণ করবে সেই নীতি।

খ যেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, সংকল্প প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিকে পেশাগত মূল্যবোধ বলে।

প্রতিটি পেশারই নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। এ সকল মূল্যবোধের প্রেক্ষিতেই পেশাদার কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আচার–আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে পেশাগত সংগঠনের অভাবের কথা বলা হয়েছে।

যেকোনো পেশার মানোন্নয়ন, পেশাদার কর্মীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক পেশারই নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থাকে। এর মাধ্যমে পেশার উন্নতি, পেশাদার ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ, বিপদসংকুল অবস্থার মোকাবিলা, অনুশীলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি, পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণ, পেশা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ধরনের সংগঠন না থাকলে কোনো পেশা পেশাগত মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। উদ্দীপকের ক্ষেত্রে এ ধরনের সংগঠনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ হওয়ায় পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি সংগঠনের অভাবে সমাজকর্ম পেশাগত মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। উদ্দীপকের এই তথ্যটি সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত সংগঠন অর্থাৎ পেশাগত সংগঠনের অভাবেই বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

পেশাগত সংগঠন পেশার সময় উপযোগী মান উন্নয়ন, ব্যাপক প্রচার, অনুশীলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান। অথচ বাংলাদেশে সুদীর্ঘ ৫০ বছরেও সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে তেমন কোনো শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠেনি। পেশাগত মর্যাদার লড়াইয়ে শক্তিশালী ও পেশার উন্নয়নে আত্মনিয়োগকারী সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। সংগঠনের মাধ্যমে পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক মানদণ্ড ভঙ্গকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা এবং পেশার সময়োপযোগী ব্যবস্থা না থাকলে স্বীকৃত পেশাও পতনের সম্মুখীন হতে পারে। উদ্দীপকে এ ধরনের সংগঠনের অভাবকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার মধ্যে বাস করছে। বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার এই দেশে পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও সংগঠনের অভাবে সমাজকর্ম এখনো পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে উপরে বর্ণিত পেশাগত সংগঠনের অভাবকেই দায়ী করা যায়। কেননা, বাংলাদেশে অন্যান্য পেশা যেমন চিকিৎসা, আইন, সাংবাদিকতাসহ সকল পেশার পেশাগত সংগঠন থাকায় সেগুলো পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পেশাগত সংগঠনের অভাবেই সমাজকর্ম বাংলাদেশে পেশার মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ সুমনা হক একটি সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সালমা নামে অতি দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন একটি মেয়েকে তার প্রতিষ্ঠানে আনা হলে তিনি মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মেয়েটির মতামত নিয়ে তার ঝোঁক বুঝে অঙ্কন ও সংগীত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন। *[সিদ্ধিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. CSWE-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ২

গ. সুমনা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নে সুমনা সমাজকর্মের আর কোন কোন মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারে? বুঝিয়ে লোখা। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSWE-এর পূর্ণরূপ হলো 'Council on Social Work Education.'।

খ সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে সমাজকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনুসৃত মূল্যবোধগুলোকে বোঝানো হয়, যা মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়।

বর্তমান যুগে সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। অন্যান্য পেশার ন্যায় এই পেশাতেও কিছু স্বীকৃত মূল্যবোধ আছে। সাধারণত যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, মৌলিক নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের ওপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলোর সমষ্টিকেই সমাজকর্মের মূল্যবোধ বলে।

গ উদ্দীপকে সুমনা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায় তা হলো ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা নীতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমনা হক শিশু পরিবারে সদ্য আগত সালমা নামের মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করেন যা ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতিকে চিহ্নিত করে। সমাজকর্মী মাত্রই বিশ্বাস করেন, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে তাকে যদি যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে আত্মবিশ্বাসী হবে এবং সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা লাভ করবে। এই মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারটি উদ্দীপকের সুমনা হকের কাজে দেখা যায়।

আবার সালমার মতামত গ্রহণ করে তার পছন্দানুযায়ী বিষয় শেখার দিকে গুরুত্বারোপ করেন সুমনা হক, যা সমাজকর্মের ব্যক্তি স্বাধীনতা নীতিকে প্রতিফলিত করে। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে চায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারলেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। সমাজকর্মের এই মূল্যবোধটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ফলে সে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় এবং সাবলম্বী হয়। উদ্দীপকে সুমনা হককে দেখা যায়, সালমার মতামত ও আগ্রহের ভিত্তিতে তাকে অঙ্কন ও সংগীত শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই বলা যায়, সুমনা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি এ দুটি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নে সুমনা সমাজকর্মের আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারেন।

একজন সমাজকর্মী সব সময়ই চেষ্টা করেন সাহায্যার্থীকে এমনভাবে সাহায্য করতে যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা ও পুনরাবৃত্তি রোধে সক্ষম হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে সুমনা হককে দেখা যায়, শিশু পরিবারে নতুন আগত সালমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে তার সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে সক্ষম করে তুলতে। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করলেও তা একটি সাময়িক সমাধান আনতে পারে। তাই সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নে সমাজকর্মের অন্যান্য মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করা উচিত।

প্রতিটি পেশার পেশাগত অনুশীলনে কতিপয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতি সমাজকর্মের ১৪টি মূল্যবোধের উল্লেখ করেন যার ভিতর থেকে দুটির প্রয়োগ

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়। তবে সালমা নামের অতি দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন মেয়েটির স্থায়ী সমস্যা সমাধানে আরো যে মূল্যবোধ অনুসরণ করা যায় সেগুলো হলো— মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থ্যের মূল্যায়ন, গোপনীয়তা, ব্যক্তি মানুষকে তার প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান, সাহায্যার্থীদের ক্ষমতায়ন, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, বৈষম্য না করা প্রভৃতি। আপাতত শিশু পরিবারে বাস করলেও এক সময় সালমা নামের মেয়েটি আরো বৃহৎ পরিসরে যাবে। তাই শিশু পরিবারে থাকা অবস্থাতে যদি তার পারিবারিক পরিচয় কিংবা আর্থিক অবস্থান বিবেচনায় না এনে তাকে মানুষ হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ন প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজ প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তার পক্ষে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা সম্ভব। এছাড়াও স্বনির্ভরতা নীতি ও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নীতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনায় তাকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, একজন সমাজকর্মীর মূল লক্ষ্য হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনের স্থায়ী উন্নয়ন ঘটানো। এক্ষেত্রে শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক এবং সমাজকর্মী হিসেবে সুমনা হক উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যবোধের পাশাপাশি সমাজকর্মের আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমে সালমার জীবনে স্থায়ী উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১২ আবেদিন কাদের একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি তার সমস্যাগ্রস্ত ক্লায়েন্টদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করে, সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও নীতিমালার ভিত্তিতে, পেশাগত সংগঠনের আওতায় থেকে সেবা প্রদান করে থাকেন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক কোথায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবেদিন কাদের এর পেশাগত মূল্যবোধগুলো প্রয়োজন কেন?— ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবেদিন কাদের এর- "পেশা হিসেবে সমাজকর্ম কতটা যৌক্তিক"?-উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ হলো একটি মানদণ্ড, যা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ পেশা ও বৃত্তি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই জীবিকা অর্জনের পন্থা। অর্থ উপার্জন তাদের মূল লক্ষ্য। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই সেবাকাজ।

একজন পেশাজীবী মানুষকে যেমন সেবা দিয়ে থাকেন, তেমনি একজন বৃত্তিজীবীও মানুষকে সেবা দিয়ে থাকেন। পেশা ও বৃত্তি উভয়েরই কাজের প্রকৃতি অনুসারে পরিচিতি হয়। যেমন— আইনজীবী, ডাক্তার, কৃষক, মাঝি ইত্যাদি। সমাজে পেশাজীবীর পাশাপাশি বৃত্তিজবী ব্যক্তিও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। যেমন—শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান প্রভৃতি। পেশা ও বৃত্তির জন্য শ্রম অত্যাবশ্যক। পেশার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম, আর বৃত্তির জন্য শারীরিক শ্রম দিতে হয়। অনেক সময় পেশার জন্য শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় শ্রমই দিতে হয়।

গ সমাজকর্ম পেশার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য এর পেশাগত মূল্যবোধের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি পেশার পেশাগত অনুশীলনে বেশ কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মেরও কতগুলো পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে। এগুলো সমাজকর্ম পেশা এবং সমাজকর্মীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্ম পেশার অন্যতম মূল্যবোধ। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হলে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। যা ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এর ফলে ব্যক্তি নিজের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মূল্যবোধটি ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজের সমস্যাগুলো নিজেই সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে পারে। সবার জন্য সমান সুযোগ এ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজকর্মে সম্পদের সদ্ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। কেননা সমাজকর্ম সর্বদাই নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বাসী। সমাজকর্ম ব্যক্তির স্বনির্ভরতা অর্জনে বিশ্বাসী। স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদার স্বীকৃতি ঘটে। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এর ফলে সে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঘ পেশার সকল বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মে বিদ্যমান। এ কারণে আবেদিন কাদেরের সমাজকর্ম পেশাকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সমাজকর্ম একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা। প্রতিটি পেশার মতো সমাজকর্মেরও কতগুলো মূল্যবোধ রয়েছে। পেশাগত অনুশীলনের সময় সমাজকর্মীগণ এ সকল মূল্যবোধ যথাযথভাবে মেনে চলেন।

সমাজকর্ম পেশায় রয়েছে বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এই বিশেষ শিক্ষা অর্জিত হয় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে। এছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সমাজকর্ম পেশায় রয়েছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পায়। সমাজকর্ম পেশায় পেশাগত সংগঠনের উপস্থিতিও বিদ্যমান। এ ধরনের সংগঠন কর্মীদের মাঝে ইতিবাচক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়। সমাজকর্ম সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজকর্মীরা সমাজের উন্নয়ন এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। সমাজকর্ম ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। সমাজকর্ম একটি উপার্জনক্ষম পেশা। সমাজকর্মীরা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটিয়ে এ পেশাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। পাশাপাশি তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেছে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পেশার বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজকর্মে বিদ্যমান। এ সকল বৈশিষ্ট্যই সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রুনা ইসলাম একজন পেশাদার সমাজকর্মী। স্বামী পরিত্যক্ত রোশনি সাহায্যের জন্য তার প্রতিষ্ঠানে আসলে তিনি তাকে মর্যাদার সাথে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি রোশনির সমস্যার সমাধানে তাকে একটি হাঁস মুরগির খামার করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রোশনি তাকে জানায় যে, সে সেলাই-এর কাজ ভালো জানে। তাই তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিলে বেশি ভালো হবে। রুনা ইসলাম তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রুনা ইসলামের কাজে সমাজকর্মের কোন কোন মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লেখিত মূল্যবোধগুলো সমাজকর্ম পেশার সামগ্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ Values।

খ পেশার আভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।
মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখায় উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে, সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় হিসেবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে এককথায় পেশা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উপস্থাপিত সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহ হলো— ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা।
প্রতিটি পেশার অনুশীলনে কতিপয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয়ে থাকে। সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু মূল্যবোধ অনুসৃত হয়, যা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাফল্য আনে। সমাজকর্মী রুনা ইসলামও এসব মূল্যবোধ অনুসরণের ফলে রোশনির সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন।
সমাজকর্মী রুনা ইসলাম রোশনির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই সাহায্যার্থী হিসেবে তাকে মর্যাদাবান চিন্তা করেছেন এবং আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন। এটি ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি মূল্যবোধ নামে পরিচিতি। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। তাই সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম এ মূল্যবোধটি অনুসরণ করে। এছাড়া রোশনির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ব্যক্তিকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে এ মূল্যবোধের অনুসরণ আবশ্যক।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজকর্মী রুনা ইসলাম রোশনির সমস্যা সমাধানে সক্ষম ও সফল হয়েছেন।

ঘ সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহের মাত্র তিনটি দিক উদ্দীপকে স্থান পাওয়ায় এটি সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহের সামগ্রিকতা ধারণে ব্যর্থ হয়েছে।
সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সাহায্য করাই এর কাজ। সমাজকর্ম অনুশীলনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেশ-কাল নিরপেক্ষতা ভেদে এর কিছু স্বতন্ত্র মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। উদ্দীপকে সমাজকর্মী রুনা ইসলামের কাজে উক্ত মূল্যবোধসমূহের তিনটি দিকের প্রতিফলন দেখা যায়।
সমাজকর্মী রুনা ইসলাম রোশনির সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা— এই তিনটি মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে অনুশীলন করেছেন। শুধু এ তিনটিই সমাজকর্মের মূল্যবোধ নয়। সমাজকর্মের আরও অনেক মূল্যবোধ রয়েছে। যেগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সাফল্য লাভ করে। এসব মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে- সকলকে সমান সুযোগ দান। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষকে সাহায্য গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করা। তাছাড়া সাহায্যার্থীকে স্বনির্ভর করে তোলার মানসিকতা নিয়ে সমাজকর্মী সাহায্য করবেন। ব্যক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই হবে সমাজকর্মীর প্রধান কাজ। সমাজকর্মের অন্য একটি মূল্যবোধ হচ্ছে সম্পদের সদ্ব্যবহার করা, অর্থাৎ সাহায্যার্থীর বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজকর্মী সর্বদাই সাহায্যার্থীকে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাহলে সাহায্যার্থী তার সব ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে ভরসা পাবেন।
সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব সৃষ্টি করে কাজ করবেন। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ সমাজের উদ্দেশ্য অর্জনকে সফল করে তোলে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা সমাজকর্মের অপর একটি মূল্যবোধ। এটি না থাকলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। সর্বোপরি একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সেবা প্রদান করবেন।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের উল্লেখিত মূল্যবোধসমূহের কোনো ইঙ্গিত নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সমাজকর্মের সামগ্রিক মূল্যবোধ ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আকরাম সাহেব শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন দশ বছর ধরে। তিনি বাংলা বিভাগের প্রভাষক। বাংলা বিষয়ে তার বেশ দখল আছে। তাই যারা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হন তারা যে কোনো বিষয়ে তার কাছে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন এবং তিনি তাদেরকে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। *[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. পেশা কী? ১
খ. পেশা বলতে কী বোঝ? ২
গ. শিক্ষকতাকে আকরাম সাহেবের পেশা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে? যুক্তিসহ উত্তর বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশা হলো বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা।

খ পেশার আভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।
মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখায় উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে, সেই জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় হিসেবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে এক কথায় পেশা বলা হয়।

গ পেশার বৈশিষ্ট্যসমূহ আকরাম সাহেবের শিক্ষকতায় বিদ্যমান থাকায় একে পেশা বলা হয়েছে।
পেশা হলো জীবিকা নির্বাহের একটি বিশেষ পন্থা, যার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে যথাযথ দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়ে থাকে। পেশার জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান। জীবিকা নির্বাহের কার্যাবলিতে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে রাষ্ট্র বা সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।
উদ্দীপকে আকরাম সাহেব বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষক। প্রভাষক হওয়ার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়। আকরাম সাহেবের শিক্ষকতা পেশার সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদানের মাধ্যমে তিনি সমাজের কল্যাণ সাধন করেন। তাছাড়া এ কাজের মাধ্যমে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আকরাম সাহেবের শিক্ষকতাকে পেশা বলা যায়।

ঘ আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডে এ ই বেনের পেশার সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে।
পেশা হচ্ছে জীবিকা অর্জনের বিশেষ উপায়। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন এর মূল দিক। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।
আকরাম সাহেব বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষক। বাংলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তিনি এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন। এই দক্ষতার আলোকেই তিনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করেন। আকরাম সাহেব তার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই

https://teachingbd24.com

উপদেশ তাদেরকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তিনি তার সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই নির্দেশনা তাদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে। আকরাম সাহেব শিক্ষার্থীদের পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেন। তাদের পড়াশোনা, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আদর্শ, মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে পরিচালিত করেন। এছাড়া শিক্ষকতা আকরাম সাহেবের জীবিকা অর্জনের উপায়।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, এ ই বেন পেশার সংজ্ঞায় যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডে সেগুলোর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মালেক মিয়া কাঁচামালের ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি ও ফলমূল বিক্রি করে সে অনেক কষ্টে সংসার চালায়। তার একমাত্র ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র। মালেক মিয়া স্বপ্ন দেখে তার ছেলে শিক্ষিত হয়ে একদিন ডাক্তার হবে। অনেক টাকা রোজগার করবে। তাহলে তার সংসারে আর কোন অভাব থাকবে না।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. পেশার দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. মালেক মিয়ার কাজটি বৃত্তি নাকি পেশা তা বুঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. মালেক মিয়ার ছেলে ভবিষ্যৎ-এ ডাক্তার হলে মালেক মিয়ার কাজের সাথে তার পার্থক্য বৃত্তি ও পেশার পার্থক্যের সাথে কীরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ তা দেখাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ Occupation.

খ পেশার দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো পেশাগত প্রতিষ্ঠান ও জবাবদিহিতা।

পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন– উকিলদের বার কাউন্সিল। পেশার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আবশ্যক। পেশার ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গ মালেক মিয়ার কাজটি বৃত্তি।

জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত মানুষকে কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। এসব কাজকে বৃত্তি ও পেশা এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণত যেকোনো জীবিকা অর্জনের উপায়ই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বৃত্তি হলো জীবনধারণের জন্য করতে হয় এমন যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকে মালেক মিয়া কাঁচামালের ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফলমূল বিক্রি করে সে অনেক কষ্টে সংসার চালায়। তার এ কাজটি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসার মাধ্যমে সে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু এর জন্য তাকে কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়নি। তাকে তার কাজের জন্য বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়নি। এ কাজের জন্য তাকে বিশেষ কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয় না। সে স্বাধীনভাবে তার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এ সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে মালেক মিয়ার কাজকে বৃত্তি বলা যায়।

ঘ ডাক্তারি পেশা এবং কাঁচামাল ব্যবসা উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

বৃত্তি মূলত জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। আর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশার মূল দিক। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা সত্তা দান করে।

মালেক মিয়ার ছেলে ভবিষ্যতে ডাক্তার হলে সেটি তার পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর মালেক মিয়ার কাজ বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাদের দু'জনের কাজের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। বৃত্তির জন্য কোনো কোনো বিশেষ জ্ঞানার্জনের আবশ্যকতা নেই। পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। কিন্তু বৃত্তির জন্য দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি পেশারই স্বতন্ত্র কতকগুলো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া প্রতিটি পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নেই। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি। বৃত্তির ক্ষেত্রে এরূপ স্বীকৃতি প্রয়োজন হয় না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পেশা ও বৃত্তি উল্লিখিত পার্থক্য মালেক মিয়ার বৃত্তি ও তার ছেলের ডাক্তারি পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ডা. আব্দুর রহমান সমাজকর্মীদের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে বলেন, সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ যেমন কিছু অধিকার ভোগ করে, তেমনি তাকে কিছু দায়িত্বও পালন করতে হয়। দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার ভোগ করা যায় না। তিনি আরও বলেন, সমাজকর্মীদের কতগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়; যেমন-সমানানুভূতি, অকপটতা, সম্মানবোধ, আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি। এসব গুণ ছাড়াও সেবা গ্রহীতাদের আস্থা অর্জন সম্ভব নয়। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সমাজকর্মীদের জন্য ব্যবহারিক নীতিমালা প্রবর্তন করে কোন প্রতিষ্ঠান? ১

খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ডা. আব্দুর রহমানের বক্তৃতায় সমাজকর্মের মূল্যবোধের যে দিকটি প্রকাশ পেয়ে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. একজন সমাজকর্মী উদ্দীপকে আলোচিত বিশেষ গুণগুলোর অধিকারী না হলে সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মীদের জন্য ব্যবহারিক নীতিমালা প্রবর্তন করে NASW।

খ ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করা, চলাফেরা বা মতামত প্রদর্শন করার অধিকার হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা।

প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার মধ্যে উত্তরাধিকার, প্রজ্ঞা, শক্তি, আবেগ, অনুভূতি, স্মৃতি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একেকজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দ ভিন্ন রকমের। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন ধরনের। সমাজের সদস্য হিসেবে একে অপরের এ ধরনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও কার্যাবলির ওপর হস্তক্ষেপ না করে স্ব-ইচ্ছানুসারে কাজ করাকেই সাধারণত ব্যক্তি স্বাধীনতা বলা হয়ে থাকে।

গ ডা. আব্দুর রহমানের বক্তৃতায় সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সম্মান সুযোগ দান, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা মূল্যবোধগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজকর্ম মূল্যবোধকে সমাজকর্মের পথ নির্দেশিকা বলা হয়। সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে এ মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দীপকে ডা. আব্দুর রহমান সমাজকর্মীদের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। তার বক্তৃতায় সমাজকর্মের কতগুলো মূল্যবোধ ফুঠে উঠেছে। তিনি বলেন, সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু দায়িত্বও পালন করতে হয়। এর মাধ্যমে সমাজকর্মের সামাজিক দায়িত্ববোধ মূল্যবোধটির প্রকাশ ঘটেছে। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হয়। সমাজকর্ম

https://teachingbd24.com

মানুষকে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এছাড়া তিনি তার বক্তৃতায় সমাজকর্মীকে সবার জন্য-সমান সুযোগ দানের অধিকারী হতে বলেন। এ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। ডা. আব্দুর রহমানের বক্তব্যে সমাজকর্মের এ মূল্যবোধটিও ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি সমাজকর্মীকে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে বলেন। এ মূল্যবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মী এবং সাহায্যার্থীর মধ্যেও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়; যা সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ঘ সমাজকর্মী উদ্দীপকে আলোচিত বিশেষ গুণগুলো অর্থাৎ সমাজকর্ম মূল্যবোধের অধিকারী না হলে সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে না – এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্ম মূল্যবোধগুলো সমাজকর্ম পেশা ও সমাজকর্মীদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পেশাদার সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করে। এগুলোর যথাযথ অনুশীলনের ওপরই সমাজকর্ম পেশার সফলতা নির্ভর করে।

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করা সমাজকর্মীদের জন্য অত্যাবশ্যক। এ সকল মূল্যবোধ একদিকে যেমন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজকর্মীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সাহায্যার্থীর প্রতি সমাজকর্মীরা নৈতিক দায়িত্বকেও নির্ধারণ করে দেয়। পেশাগত মানোন্নয়নে সমাজকর্মীকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়। সেই সাথে পেশাগত সততা ও গুণাবলি অক্ষুণ্ন রেখে দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। সমাজকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে সাহায্যার্থীর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে ব্যক্তিগত তথ্যাবলির গোপনীয়তা রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ব্যক্তি যদি সমাজকর্মীর কাছে তার সমস্যার কথা বলতে না পারে বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তাহলে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। তাই সমাজকর্মীকে অবশ্যই সাহায্যার্থীর প্রতি শ্রদ্ধা, সৌজন্য, সততা ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখে বন্ধুসুলভ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। পাশাপাশি সমাজকর্মীকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে পর্যাপ্ত সেবাদানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পেশাগত মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মী বা সমাজকর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মীকে পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে তোলে।

প্রশ্ন ▶১৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে ইমরান আত্মকর্মসংস্থানে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার পিতা-মাতার ইচ্ছা সে সরকারি চাকরির চেষ্টা করুক। কিন্তু ইমরান পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। পাশাপাশি অন্য বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার স্বপ্ন দেখে। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. Rapport-এর অর্থ কী? ১

খ. সমাজকর্ম পেশার জন্য পেশাগত সংগঠন প্রয়োজন কেন? ২

গ. ইমরানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইমরানের ইচ্ছা ও পিতা-মাতার ইচ্ছা দুটোর মধ্যে সমাজকর্মের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রাধান্য পেয়েছে —বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Rapport এর অর্থ পেশাগত সম্পর্ক।

খ সমাজকর্ম পেশার জন্য পেশাগত সংগঠন অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট পেশার শিক্ষাগত ও দক্ষতাভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ, নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ ও পরিচালনা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং পেশার সময়োপযোগী উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধনে পেশাগত সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাইসেন্স প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্বও পেশাদার সংগঠন পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকে ইমরানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বনির্ভরতা অর্জন, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ মূল্যবোধগুলো ফুটে উঠেছে। প্রত্যেক পেশারই নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ রয়েছে, যা পেশার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। সমাজকর্ম পেশারও নিজস্ব কতগুলো মূল্যবোধ রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। সে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার এ ধারণায় সমাজকর্মের স্বনির্ভরতা অর্জন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ সমাজকর্ম মানুষকে আত্মনির্ভর হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইমরানের বাবা-মা তাকে সরকারি চাকরির চেষ্টা করতে বলেন। কিন্তু সে নিজের চেষ্টায় আত্ম কর্মসংস্থানমূলক কাজ করতে চায়। তার এ মনোভাবে সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মূল্যবোধটি ফুটে উঠেছে।

ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ইমরান নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে চায়। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ফুটে উঠেছে। আধুনিক সমাজকর্মও সামাজিক দায়িত্ববোধ মূল্যবোধটি অনুসরণ করে। সমাজকর্ম মানুষকে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তোলে। তাই বলা যায়, ইমরানের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সমাজকর্ম মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ ইমরান এবং তার পিতামাতার ইচ্ছা দুটোর মধ্যে সমাজকর্মের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রাধান্য পেয়েছে —বক্তব্যটি যথার্থ।

আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হলো নিজের উপর নির্ভর করা। অন্যের সাহায্য ও দয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, নিজের যোগ্যতা এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়াই আত্মনির্ভরশীলতার মূল কথা। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ এবং সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা সম্ভব। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যের দান, অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হয় না। ফলে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি যখন নিজের প্রচেষ্টায় স্বীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করে কেবল তখনই আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ফলপ্রসূ হয়।

উদ্দীপকে ইমরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়। তার পিতা-মাতার ইচ্ছা সে সরকারি চাকরির চেষ্টা করুক। তাদের এই ইচ্ছার মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ চাকরির মাধ্যমে ইমরান তাকে অন্যের দান বা অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এটিই আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ইমরান তার পিতা-মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী সরকারি চাকরির চেষ্টা করতে চায় না। সে নিজের চেষ্টায় নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চায়। তার এই ইচ্ছার মাধ্যমেও আত্মনির্ভরশীলতার নীতি ফুটে উঠেছে। কারণ নিজের যোগ্যতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই আত্মনির্ভরশীলতা।

আলোচনা শেষে বলা যায়, ইমরান এবং তার পিতা-মাতার ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মনোভাবে আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রকাশিত হয়েছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ ফয়সাল একজন মুদি দোকানদার। তার ছেলেবেলার বন্ধু শামীম। শামীম ভিক্টোরিয়া কলেজ হতে মাস্টার্স সম্পন্ন করে একজন কলেজ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ফয়সাল এবং শামীম এদের কার কর্মটি পেশা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সকল পেশাই বৃত্তি, কিন্তু সকল বৃত্তিই পেশা নয় —বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Occupation।

খ সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে শামীমের কর্মটি পেশা।

বৃত্তি মূলত জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। আর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশার মূল দিক। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

উদ্দীপকের ফয়সাল একজন মুদি দোকানদার। এর মাধ্যমে সে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু এ কাজের জন্য তাকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। তার কাজের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড নেই। তাকে তার কাজের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কাজের জন্য সামাজিক স্বীকৃতিরও প্রয়োজন হয় না। এসকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ফয়সালের জীবিকা অর্জনের পদ্ধতিকে বৃত্তি বলা যায়। ফয়সালের বন্ধু শামীম ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে সে একটি কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে। তার এ কাজটি পেশার অন্তর্ভুক্ত। কারণ শিক্ষক হওয়ার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। শিক্ষকতার জন্য তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। তাকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এছাড়া তাকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। এসকল বৈশিষ্ট্যসমূহ পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শামীমের শিক্ষকতা পেশার অন্তর্ভুক্ত।

ঘ সকল পেশাই বৃত্তি, কিন্তু সকল বৃত্তিই পেশা নয় —এ বক্তব্যটি যথার্থ।

জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত মানুষকে কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। এসব কাজকে বৃত্তি ও পেশাই এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণত জীবিকা অর্জনের যে কোনো উপায়ই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পেশার জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

মানব জ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট একটি শাখায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে সে জ্ঞানকে জীবনধারণের উপায় হিসেবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রযোগ করাকে পেশা বলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে এরূপ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। পেশাদার কর্মীদের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্যবোধ ও নৈতক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক নয়। কোনো কাজ কল্যাণমূলক ও দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত পেশা মর্যাদা নাও পেতে পারে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। উদ্দীপকে ফয়সাল মুদিদোকান চালিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আর শামীম শিক্ষকতার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ফয়সালের কাজ বৃত্তি এবং শামীমের কাজ পেশার অন্তর্ভুক্ত। পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও পেশা নিঃসন্দেহে একটি বৃত্তি। কিন্তু সব বৃত্তিকে পেশা বলা যায় না। কারণ পেশার জন্য সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আবেদ গণি ও সিদ্দিক দুই ভাই। আবেদ গণি বুয়েট থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ঢাকার একটি ফার্মে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করেন। অপর দিকে সিদ্দিক অশিক্ষিত। তার কোনো বাস্তব জ্ঞান না থাকায় সে মৌসুমি কাজ করে সংসার চালায়। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পেশা বলতে কী বোঝ? ১

খ. পেশার সাথে বৃত্তির মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিদ্দিক-এর কাজটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবেদ গণির কাজটি কোন ধরনের? আমাদের দেশে আবেদ গণি সাহেবের কাজের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করাকে বুঝায়।

খ পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

পেশার সাথে বৃত্তির মূল পার্থক্য হলো পেশার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি তার মেধা, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও তত্ত্বনির্ভর জ্ঞান ও মূল্যবোধের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। কায়িক শ্রম আর কাজে দক্ষতা থাকলেই যে কোনো ব্যক্তি যেকোনো বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিদ্দিকের কাজকে বৃত্তি বলা হয়।

বৃত্তি বলতে সাধারণত জীবনধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বোঝানো হয়। মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাকে বৃত্তি বলা হয়। জীবনধারণের জন্য সকল কর্মই বৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ বা পেশাগত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিনের চলমান কাজই হলো বৃত্তি। যেমন— কুলি মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুর, রিকশাচালক প্রভৃতি। যে কোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকের সিদ্দিক একজন অশিক্ষিত যুবক। কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে সে মৌসুমি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ সে যখন যে কাজ পায় তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে। তার কাজের জন্য কোনো জ্ঞান, দক্ষতা বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। তাই তার কাজটিকে বৃত্তি বলাই যৌক্তিক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আবেদ গণির কাজটিকে পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

পেশা বলতে একটি কারিগরি ধারণা, শিক্ষা, দক্ষতা, মেধা এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নৈপুণ্য ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়। প্রতিটি পেশা কতকগুলো মূল্যবান নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়, যা আবেদ গণির কাজের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবেদ গণি বুয়েট থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঢাকার একটি ফার্মে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে। আবেদ গণির কাজটি করতে তাকে সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে, বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে এবং তিনি কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নীতিমালা এবং মূল্যবোধের আলোকে কাজ করছেন। সুতরাং তার কাজটি পেশা। বাংলাদেশে যেসব কাজকে পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়। মূল্যবোধ ছাড়া কোনো পেশাই পরিচালিত হয় না। তাই আবেদ গনির কাজটিও এর ব্যতিক্রম নয়। পেশার মানদণ্ডের ভিত্তিতেই এ কাজটি করা হচ্ছে এবং পেশা হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশে

https://teachingbd24.com

এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে প্রাইভেট ফার্মের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ইঞ্জিনিয়ারদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করে এ কাজে নিজেদের দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে যে কেউ এই সেক্টরে পেশাগত সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।
সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে আবেদ গণির মতো ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের শতভাগ যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জাফর সাহেব একজন নামকরা ব্যবসায়ী। বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি বিদেশে থাকেন। স্ত্রী শারমিন রাত-দিন পার্টি ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে একমাত্র ছেলে রুহান খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে জাফর সাহেব তা বুঝতে পেরে রুহানকে একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়। কেন্দ্রে কর্মী লাবণ্য রুহানকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে ও তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। */ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৪/*

ক. পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা ও উপদেশ প্রদানের এমন এক জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন- উক্তিটি কার। ১
খ. পেশাগত মূল্যবোধ কী? ২
গ. উদ্দীপকের কর্মী লাবণ্য সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি অনুসরণ করেছেন? বুঝিয়ে লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রুহানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে লাবণ্যকে আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হয়েছে— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? সুচিহ্নিত মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা ও উপদেশ প্রদানের এমন এক জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন' উক্তিটি — এ ই বেন এর।

খ সৃজনশীল ১০নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের কর্মী লাবণ্য সমাজকমের ব্যক্তির মূল্যবোধ ও গ্রহণ নীতি অনুসরণ করেছে।
প্রতিটি মানুষের সামাজিক মূল্য ও মর্যাদাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া ব্যক্তিও চায় যেন সমাজ বা সে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে তার যথার্থ মূল্যায়ন করা হোক। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং সমাজের সকল রকম গঠনমূলক কাজে সে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও দূর হয়। এ মূল্যবোধ ব্যক্তিকে অধিকতর সক্ষম ও কর্মমুখী করে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। সমাজকর্মেরঅন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো গ্রহণ নীতি। সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি বা সাহায্যার্থীকে কীভাবে গ্রহণ করে তার ওপর সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ না করলে সমাজকর্মরি প্রতি তার বিরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হতে পারে। ফলে সাহায্যার্থী কখনও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবে না এবং সেবা গ্রহণে উৎসাহিত হবে না। এমনকি সাহায্যার্থী নিজেও সহযোগিতা করবে না। তাই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাহায্যার্থী যে স্তর বা শ্রেণিরই হোক না কেন তাকে আন্তরিকতা, আগ্রহ ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করতে হবে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মাদকাসক্ত রুহানাকে তার বাবা একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন। কেন্দ্রের কর্মী লাবণ্য আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে ও তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। এখানে কর্মী লাবণ্য সমাজকর্মের গ্রহণনীতি এবং ব্যক্তির মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছে। যার ফলে রুহান তাকে তথ্য দিয়ে লাবণ্যকে সহযোগিতা করেছে। এর ফলে লাবণ্য রুহানাকে তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে রুহান মাদকত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তাই বলা যায় লাবণ্য সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং গ্রহণ নীতি অনুসরণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের রুহানাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে লাবণ্যকে আরো কিছু মুল্যবোধ অনুসরণ করতে হয়েছে— বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।
সমাজকর্মের উল্লিখিত মূল্যবোধ ছাড়াও সমাজকর্মীদের অন্যান্য মূল্যবোধও অনুসরণ করতে হয়। সমান সুযোগের অধিকার অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, উঁচু-নিচু ভেদে সমাজকর্মী সাহায্যার্থীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করবেন না। কাউকে বেশি বা কম সুবিধা দেবেন না। অর্থাৎ সমাজকর্মী একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি করবেন। এছাড়া সমাজকর্মী সব সময় সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি খেয়াল রাখবেন। সমাজকর্মী যেমন নিজে দায়িত্ব পালন করবেন, তেমনিই সাহায্যার্থীদের মধ্যেও দায়িত্ববোধের জন্ম দেবেন।
ব্যক্তির কর্মক্ষমতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমাজকর্মী কাজ করবেন। ব্যক্তির সুপ্ত বা হারানো ক্ষমতা যাতে পুনরায় জাগ্রত হয় সমাজকর্মী সেভাবে কাজ করবেন। ব্যক্তি যাতে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়, সেদিকে সমাজকর্মী খেয়াল রাখবেন। এছাড়া সমাজকর্মীরা গণতন্ত্রের অনুসারী হবেন। মানুষের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সেবা প্রদান করবেন। সমাজকর্মীরা তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, যেমন— নৈতিক দায়িত্ব পালন, গোপনীয়তা রক্ষা, সততা, অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলোর অনুসরণ করবেন। পেশা ও পেশাগত সংগঠনের মূল্যবোধগুলো যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সমাজকর্মীরা সেদিকেও বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। এভাবে সামগ্রিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজকর্মীরা বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। সমাজকর্ম অনুশীলনে এসব মূল্যবোধ অনুশীলন করা অত্যাবশ্যক।
পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম অনুশীলনে এসব মূল্যবোধ অনুশীলন করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ২১ জামিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর ইন্টার্নি শেষ করে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তাকে মাসিক যে বেতন দেওয়া হয় তা দিয়ে মা-বাবাসহ সবাই ভালো আছেন। কিন্তু জামিলের ছোটবেলার বন্ধু জহির বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। গ্রামে সে মৎস্য খামার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এ কাজের জন্য তার কেবলমাত্র কিছু ঋণের প্রয়োজন হয়েছে।
/ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৩/

ক. মূল্যবোধ কী? ১
খ. সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে জামিলের কাজটিকে কী বলে? এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জামিল এবং জহিরের কাজ দুটি কীভাবে আলাদা? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ হলো একটি আদর্শ মানদণ্ড যার ভিত্তিতে মানুষের আচার-আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।

খ সৃজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে জামিলের কাজটিকে পেশা বলা যায়।
পেশা হলো জীবিকা নির্বাহের একটি বিশেষ উপায়। পেশার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে যথাযথ দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিটি পেশার স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। যা পেশাদার কর্মীদের আচার-আচরণ, দায়িত্ব এবং কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও

https://teachingbd24.com

কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কতব্য রয়েছে। যেকোনো পেশা কতগুলো মূল্যবান নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। পেশার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আবশ্যক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পেশার মর্যাদা অর্জনের জন্য অবশ্যই জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি আবশ্যক।

উদ্দীপকে জামিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর ইন্টার্নি শেষ করেছে। বর্তমানে সে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। এজন্য তাকে বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে।এ কাজের বিনিময়ে মাস শেষে তিনি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, জামিলের কাজটি পেশা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জামিলের কাজটি পেশা এবং জহিরের কাজটি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ দুটি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে আলাদা।

বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশা। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে পৃথক সত্তা দান করে।

উদ্দীপকে জামিল ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক পদে কর্মরত। এজন্য তাকে বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে। জামিলের জীবিকা অর্জনের পন্থাটি পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জামিলের ছোটবেলার বন্ধু জহির বেশি পড়ালেখা করতে পারেনি। গ্রামে সে মৎস্য খামার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। জহিরের কাজটি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। কারণ বৃত্তি জীবিকা অর্জনের সেই পন্থা যার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে জামিলকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু জহিরকে তার কাজের কোনো বিশেষ ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়নি। একজন পেশাদার হিসেবে জামিলকে অবশ্যই তার পেশার মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু জহিরকে তার কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় না। জামিলের পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু জহিরের বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। জামিলের পেশাকে অবশ্যই জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু জহিরের বৃত্তির জন্য এ ধরনের কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জামিল এবং জহিরের জীবিকা অর্জনের পন্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রশ্ন ▶ ২২

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টির সঙ্গে সমাজকর্মের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ– Psychology।

খ সৃজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটি পেশাকে নির্দেশ করে।

পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Profession, যা ল্যাটিন শব্দ 'Professio' থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো 'To make a public declaration'। এ দৃষ্টিতে পেশাদার তারাই, যারা নিজেদের নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত বলে দাবি করে এবং সমাজে বিশেষ অবস্থান লাভ করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত নিয়ামকগুলো পেশার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। প্রত্যেক পেশারই একটি সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার বিদ্যমান। এটি পেশাগত তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কমানুশীলনে ব্যবহারের উপকরণ। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলে চলে না। প্রশিক্ষণ ও কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এক্ষেত্রে পেশার বিকাশকরণে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পেশার মূল বিষয় উপার্জনশীলতা, যা পেশাদার ব্যক্তির কর্মের সাথে জড়িত বিষয়। পেশা সমাজকল্যাণের সাথে জড়িত বলে এর সামাজিক স্বীকৃতিও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। আলোচিত উদ্দীপকের বিষয়গুলো ছাড়াও পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা পেশাগত নৈতিক বিধিমালা, পেশাগত সংগঠন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের আলোকে পেশাকে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত পেশা বনাম সমাজকর্ম তথা সমাজকর্ম পেশার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

সাধারণভাবে পেশা হলো জীবনধারণের উপায়। আর সমাজকর্ম শুধু পেশা নয়, এটি কলা ও বিজ্ঞানও। পেশার সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার, বিশেষ দক্ষতা, কৌশল, সামাজিক স্বীকৃতি, নৈতিক বিধিমালা, জনকল্যাণমুখী ও উপার্জনশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তেমনি সমাজকর্ম পেশার বিশেষ জ্ঞান, নির্দিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রম, জনকল্যাণমুখিতা, মূল্যবোধ, নীতিমালা, সামাজিক স্বীকৃতি থাকলেও পেশা ধারণাটি বৃহৎ কিন্তু সমাজকর্ম এক ধরনের পেশার নাম।

উদ্দীপকের ছকের সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার, দক্ষতা ও কৌশল, সামাজিক স্বীকৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো পেশাকে নির্দেশ করে। পেশা ও সমাজকজর্ম পেশার সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু পেশার জ্ঞানভাণ্ডার বলতে সামগ্রিক পেশার জ্ঞানকে বোঝায়। সমাজকর্ম পেশার প্রধান বিষয়বস্তু সামাজিক সমস্যা, মানবীয় আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম পদ্ধতি ও কৌশল। পেশা একটি একক বিষয় নয় কিন্তু সমাজকর্ম পেশা এক ধরনের পেশাকে নির্দেশ করে। কোনো কোনো পেশায় মুনাফাকে বড় করে দেখা হলেও সমাজকর্ম পেশায় মুনাফা মুখ্য নয়। প্রায় প্রত্যেক পেশারই সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান। কিন্তু সমাজকর্ম পেশা বাংলাদেশে এখনো স্বীকৃতি হয়নি। পেশা উচ্চমানের বৃত্তি। এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের একমাত্র লক্ষ্য।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশা একটি বৃহৎ ধারণা কিন্তু সমাজকর্ম শুধু পেশা নয়, কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ অনন্যা রহমান একজন সমাজকর্মী। স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ নারীদের উন্নয়নে তিনি কাজ করেন। তার অন্যতম সেবা গ্রহণকারী স্বামী পরিত্যক্তা আসমা বেগম। আসমা বেগম তার দাম্পত্য জীবনের অনেক গোপন কথা অনন্যা রহমানকে বলেন। অনন্য রহমান বিষয়টি গোপন রাখেন। আসমা বেগম নিজের চেষ্টায় একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এ কাজটি অনন্যা রহমান অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আসমা বেগমের সাথে কাজ করতে অনন্যা রহমান কী কী মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একজন সমাজকর্মী হিসেবে অনন্যা রহমানের আর কী কী মূল্যবোধ থাকা উচিত? ৪

https://teachingbd24.com

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Occupation।

খ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের সুযোগকে বোঝায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

গ উদ্দীপকে উপস্থাপিত সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহ হলো— ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা।

প্রতিটি পেশার অনুশীলনে কতিপয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয়ে থাকে। সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু মূল্যবোধ অনুসৃত হয়, যা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাফল্য আনে। সমাজকর্মী অনন্যা রহমান এসব মূল্যবোধ অনুসরণের ফলে আসমার সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন। সমাজকর্মী অনন্যা রহমান আসমার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই সাহায্যার্থী হিসেবে তাকে মর্যাদাবান চিন্তা করেছেন এবং আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন। এটি ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি মূল্যবোধ নামে পরিচিতি।

ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। তাই সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম এ মূল্যবোধটি অনুসরণ করে। এছাড়া আসমা বেগমের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরও অনন্যা রহমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যক্তিকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে এ মূল্যবোধের অনুসরণ আবশ্যক।

তাই বলা যায়, উল্লিখিত মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজকর্মী অনন্যা রহমান আসমা বেগমের সমস্যা সমাধানে সক্ষম ও সফল হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যবোধ ছাড়াও একজন সমাজকর্মী হিসেবে অনন্যা রহমানের আরো কিছু মূল্যবোধ থাকা উচিত।

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সাহায্য করাই এর কাজ। সমাজকর্ম অনুশীলনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেশ-কাল নিরপেক্ষতা ভেদে এর কিছু স্বতন্ত্র মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে।

সমাজকর্মী অনন্যা রহমান আসমা বেগমের সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা— এই তিনটি মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে অনুশীলন করেছেন। শুধু এ তিনটিই সমাজকর্মের মূল্যবোধ নয়। সমাজকর্মের আরও অনেক মূল্যবোধ রয়েছে। যেগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সাফল্য লাভ করে। এসব মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে— সকলকে সমান সুযোগ দান। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণির মানুষকে সাহায্য গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করা। তাছাড়া সাহায্যার্থীকে স্বনির্ভর করে তোলার মানসিকতা নিয়ে সমাজকর্মী সাহায্য করবেন। ব্যক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই হবে সমাজকর্মীর প্রধান কাজ।

সমাজকর্মের অন্য একটি মূল্যবোধ হচ্ছে সম্পদের সদ্ব্যবহার করা, অর্থাৎ সাহায্যার্থীর বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজকর্মী সর্বদাই সাহায্যার্থীকে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাহলে সাহায্যার্থী তার সব ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে ভরসা পাবেন। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব সৃষ্টি করে কাজ করবেন। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ সমাজের উদ্দেশ্য অর্জনকে সফল করে তোলে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা সমাজকর্মের অপর একটি মূল্যবোধ। এটি না থাকলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। সর্বোপরি একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সেবা প্রদান করবেন এবং তিনি সমাজের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মী হিসেবে অনন্যা রহমানের উপরে আলোচিত মূল্যবোধগুলো তা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব ফরিদ একজন প্রবেশন কর্মকর্তা। তার তত্ত্বাবধানে দশজন কিশোর অপরাধীকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ সকল কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত রয়েছে। কিন্তু প্রবেশন অফিসার অন্যান্য কিশোরদের তুলনায় উচ্চবিত্ত কিশোরদের প্রতি বেশি যত্নশীল এবং তাদের সাথে তিনি বেশি যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। ফলে অন্যান্য কিশোর অপরাধীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। *[ফেনী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বৃত্তি কী? ১

খ. সম্পদের সদ্ব্যবহার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ফরিদ সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধ লঙ্ঘন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'পেশাগত মূল্যবোধ লঙ্ঘন একজন পেশাজীবীর কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবন ধারণের জন্য পরিচালিত যে কোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই বৃত্তি।

খ মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বোচ্চ এবং যথাযথ ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে সম্পদের সদ্ব্যবহার বলা হয়।

সম্পদ সীমিত। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। ফলে সম্পদকে বহুবিধ ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব ফরিদ সমাজকর্মের সমান সুযোগের অধিকার প্রদান মূল্যবোধটি লঙ্ঘন করেছেন।

যে মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সমাজকর্ম পেশা গড়ে উঠেছে, তাই সমাজকর্ম মূল্যবোধ। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সবার জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি মূল্যবোধের উপর সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে সমাজকর্মের অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্তর নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মও সমান সুযোগের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফরিদ একজন প্রবেশন কর্মকর্তা হিসেবে বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির দশজন কিশোর অপরাধীকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু শুধু উচ্চবিত্ত কিশোরদের প্রতি যত্নশীল এবং আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরের সব শ্রেণির মানুষের জন্য সমঅধিকার ও সম দৃষ্টি প্রদান এবং বৈষম্য ও ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গঠন করতে সমাজকর্মের সমান সুযোগের অধিকার প্রদান মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উদ্দীপকের জনাব ফরিদ সাহেবের উচ্চবিত্ত কিশোরদেরকে বেশি গুরুত্ব ও অধিক সুযোগ প্রদান বৈষম্য ও ভেদাভেদের জন্ম দিয়েছে। এ কারণে জনাব ফরিদের কাজটি সমাজকর্মের সবার জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার প্রদান মূল্যবোধটির লঙ্ঘন।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে সমাজকর্ম মূল্যবোধকে নির্দেশ করা হয়েছে। যার লঙ্ঘন একজন পেশাজীবীর কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রতিটি পেশার পেশাগত অনুশীলনে বেশ কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। যেগুলোর লঙ্ঘন সে পেশার প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি ভেঙ্গে নেতিবাচকতা তৈরি করে। সমান সুযোগের অধিকার প্রদান সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্য মূল্যবোধ। যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, স্তর নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা যায়, তখন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সমাজকর্ম পেশাকে সকলে একটি গণতান্ত্রিক সাহায্য প্রক্রিয়া হিসাবে মনে করে। কিন্তু এই মূল্যবোধের ব্যত্যয় সমাজকর্মীর কাজের প্রতি সাধারণের আস্থাশীলতা নষ্ট করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব ফরিদ প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে মুক্তি দেওয়া বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত কিশোর অপরাধীদের মধ্যে কেবল উচ্চবিত্তদেরকে অধিক সুযোগ প্রদান করেন। ফলস্বরূপ অন্যান্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সমাজকর্মের মূল্যবোধের লঙ্ঘন সমাজকর্মীর কাজ ও কাজের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। আর সমান সুযোগ না পেলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ হয় না। ফলে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না। মানুষ সমাজকর্ম সেবা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। একজন সমাজকর্মী তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে মানুষের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া কঠিন হয় এবং ব্যক্তির আস্থাশীলতা নষ্ট হয়। প্রত্যেক পেশার জন্যই মূল্যবোধ চর্চা অপরিহার্য। এই মূল্যবোধ লঙ্ঘনের কারণে উদ্দীপকের অন্যান্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, পেশাগত মূল্যবোধের লঙ্ঘন পেশাজীবীর কাজের প্রতি মানুষের ইতিবাচকতা নষ্ট করে, যা তার কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি ও আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ তানিয়া ও ফারজানা ঢাকা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস পাস করে। ফারজানা একটি হাসপাতালে রোগী দেখেন, তানিয়া কাজ করেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. COS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ফারজানার কাজের ধরন কীরূপ? ২

গ. তানিয়ার কাজের সামাজিক স্বীকৃতি নেই কেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তানিয়া ও ফারজানার জীবিকার্জনের উপায়ের মধ্যে ৩টি বৈসাদৃশ্য লিখ। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক COS-এর পূর্ণরূপ হলো Charity Organization Society।

খ ফারজানার কাজ পেশার অন্তর্ভুক্ত।

ফারজানা ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে রোগী দেখেন। তার এ কাজের সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে এবং এটি জনকল্যাণমূলক। এছাড়া হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হয়। কাজের বিনিময়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। তার কাজের এ সকল বৈশিষ্ট্য পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই ফারজানার কাজকে পেশা বলা যায়।

গ তানিয়ার কাজটি পেশার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে তার কাজের সামাজিক স্বীকৃতি নেই।

জীবিকা নির্বাহের জন্য যেকোনো কাজকেই বৃত্তি বলা হয়। এর জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

উদ্দীপকে তানিয়া জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে বেছে নেন। এ কাজের জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। কাজের ক্ষেত্রে তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয় না। তানিয়া স্বাধীনভাবে তার কাজ পরিচালনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কাজটি জনকল্যাণমূলক নয়। এটি শুধুমাত্র তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। তানিয়ার কাজের এসকল বৈশিষ্ট্য বৃত্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। জীবিকা নির্বাহের যেকোনো উপায়কে বৃত্তি হিসবে গ্রহণ করা যায়। তানিয়ার কাজটি বৃত্তিমূলক। এ কারণে তার কাজের ক্ষেত্রে কোন সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না।

ঘ ফারজানা ও তানিয়ার জীবিকা অর্জনের উপায় দুটি যথাক্রমে পেশা ও বৃত্তি নামে পরিচিতি।

অনেকেই বৃত্তি ও পেশাকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু সমাজকর্মে বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কাজকে বোঝায়। অন্যদিকে, পেশার মূল দিক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন। প্রতিটি পেশারই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য ফারজানাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। এ ছাড়াও তাকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছে। কিন্তু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য তানিয়াকে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। ফারজানার পেশার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেগুলো তাকে মেনে চলতে হয়। কিন্তু তানিয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে এরূপ কোন মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয় না। ফারজানার কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে তানিয়া স্বাধীনভাবে তার কাজ করেন।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ফারজানা ও তানিয়ার কাজের মাধ্যমে পেশা ও বৃত্তির পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৬

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

১. মানবমর্যাদা
২. সেবাগ্রহীতার কল্যাণ
৩. গোপনীয়তা
৪. আত্মসচেতনতা
৫. গ্রহণ
৬. বিচার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি
৭. অংশগ্রহণ

ক. বৃত্তি কী? ১

খ. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ। ২

গ. চিত্রে X ও Y দ্বারা কী কী নীতি বোঝানো হয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নীতিমালাগুলোকে একজন পেশাদার সমাজকর্মী কীভাবে ব্যবহার করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে তাকে বৃত্তি বলা হয়।

খ অনেকেই পেশা ও বৃত্তিকে প্রায় এক অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রত্যেকটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে। প্রথমত, সাধারণত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে জ্ঞানের বাস্তব সমন্বয়ন হচ্ছে পেশা। কিন্তু যেকোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই বৃত্তি। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু বৃত্তির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের চিত্রে X দ্বারা সমাজকর্ম পেশার মানব মর্যাদা, সেবাগ্রহীতার কল্যাণ, গোপনীয়তা এবং Y দ্বারা আত্মসচেতনতার দায়িত্ব গ্রহণ, বিচার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, অংশগ্রহণ নীতিগুলো বোঝানো হয়েছে।

সমাজকর্ম পেশা পরিচালিত হবার আদর্শ মানদণ্ডকে সমাজকর্ম পেশার নীতিমালা বলা হয়। বিভিন্ন মনীষী বা লেখক সমাজকর্মের নীতিমালাকে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে মানব মর্যাদা, সেবাগ্রহিতার কল্যাণ, গোপনীয়তা, আত্মসচেতনতা, দায়িত্ব গ্রহণ, সমাজকর্মীর আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকের ছকে X-নীতি ও Y-নীতি দ্বারা সমাজকর্ম পেশার নীতিগুলোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজকর্মের প্রধান নৈতিক নীতি মানব মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যা সর্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি। সমাজকর্মীদের সবধরনের পেশাগত কার্যক্রমের মূল হলো সেবাগ্রহিতার কল্যাণ। গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সেবা গ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখায়। সমাজকর্মী নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে কাজ করবেন। এটা সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া গ্রহণ নীতির মাধ্যমে পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সেবাপ্রার্থীর সমস্যা উপলব্ধি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাজকর্মী পেশাগত দায়িত্ব পালন করে। উদ্দীপকের ছকে উক্ত নীতিগুলোর কথাই বলা হয়েছে, যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য মেনে চলা আবশ্যক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিমালাগুলো একজন পেশাদার সমাজকর্মী তার অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের মাধ্যমে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সমাজকর্ম পেশার সফলতা নির্ভর করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে। এজন্য কিছু নীতির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যে শ্রেণি বা পেশারই হোক তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তার সাথে সুষম যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। অন্যথায়, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে চাইবে না এবং এ ধরনের সেবা গ্রহণ করবে না। সমাজকর্মের নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের জন্য কিছু কৌশল ও পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

উদ্দীপকের X ও Y চিত্রের মাধ্যমে মানব মর্যাদা সেবাগ্রহিতার কল্যাণ, গোপনীয়তা, গ্রহণ অংশগ্রহণ প্রভৃতি নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। এসব সমাজকর্ম পেশার নীতিমালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে আত্মসচেতন হতে হবে। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কথা বা তথ্য সবার কাছে প্রকাশ না করতে চাইলে সমাজকর্মীকে তা গোপন রাখতে হবে। এতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলকে সমান গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা রেখে একজন পেশাদার সমাজকর্মীকে কাজ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের নীতিমালাগুলো সমাজকর্ম পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ এবং আত্মসচেতন ও পেশাদারিত্বের পরিচয়ে পেশাদার সমাজকর্মী ব্যবহার করতে পারে

প্রশ্ন ▶ ২৭ হাসনাত কামাল ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েই বড় করেছেন। পড়াশোনা, জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনি তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি অনায়েসে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেন। সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে পিতা হিসাবে বৈষম্যহীন পরিবার তথা সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হাসনাত কামাল। *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মূল্যবোধ কোন ধরনের প্রত্যয়? ১

খ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে হাসনাত কামালের সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলোর কোন দিক প্রকাশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।—উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়।

খ যেসব মূল্যবোধ অধিক সুনির্দিষ্ট এবং স্বল্পকালীন লক্ষ্য নির্দেশ করে, সেগুলোই সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ (Proximate values)।

Encyclopedia of Social Work (1995) গ্রন্থের ব্যাখ্যানুযায়ী, 'Proximate values are more specific and suggest short term goals'. সেবাগ্রহীতার স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যকর গৃহায়নের অধিকার সংশ্লিষ্ট নীতি, মানসিক চিকিৎসাধীন রোগীর বিশেষ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ না করার অধিকার প্রভৃতি এ জাতীয় মূল্যবোধ।

গ উদ্দীপকে হাসনাত কামালের দেওয়া ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের সাধারণ মূল্যবোধের একটি দিক প্রকাশ করছে।

ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের সাধারণ মূল্যবোধগুলোর একটি অন্যতম দিক। সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পৃথক সত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী। ব্যক্তির মর্যাদা ও পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দান ছাড়া যেমন মানুষের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের কল্যাণসাধনও সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজকর্মে সাহায্যার্থীকে তার অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকেও এ দিকটির চর্চা লক্ষ করা যায়।

হাসনাত কামাল তার সন্তানদের সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়েছেন। ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি সাহায্যার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। এতে ব্যক্তি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এছাড়া এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বন অর্জনের স্পৃহা জাগ্রত হয়।

ঘ সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব– উদ্দীপকের এ বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

সমাজকর্মে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার দান করা হয়। এতে সকল মানুষকে সমদৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণিকে গুরুত্ব না দিয়ে সবার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে সকল মানুষের কল্যাণ আনয়নে সাহায্য করা। এজন্যে সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় বিশেষ কোনো শ্রেণিকে উপেক্ষা করে অন্য শ্রেণিকে গুরুত্ব দিতে পারে না। সর্বস্তরের মানুষ যাতে নিজ নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধায় সমঅধিকার ভোগ করতে পারে তার প্রতি সমাজকর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে সকল স্তরের মানুষ সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশে সমান সুযোগ লাভ করে এবং প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ ভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ দানের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ ঘটানো যায়।

উপরের আলোচনার মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সকলকে সমান সুযোগ দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমেই বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ রায়হান মল্লিক পেশায় একজন উকিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাস করে উকিল হওয়ার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন সে ওকালতি শাস্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কিত বাস্তব ও উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য খ্যাতিমান উকিলের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করছে। তার ইচ্ছা পেশার মধ্যে দিয়ে সে জনসেবা করবে।

[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. পেশার আভিধানিক অর্থ কী? ১

খ. পেশাবৃত্তি থেকে কীভাবে আলাদা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রায়হান মল্লিকের ইচ্ছাকে সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. রায়হান মল্লিকের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়— কথাটি সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশার আভিধানিক অর্থ হলো জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।

খ পেশা ও বৃত্তির মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য না থাকলেও কার্যক্রমগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পেশা হচ্ছে জীবনধারণের একটি উপায় যেখানে দক্ষতা ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন— ডাক্তারের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বৃত্তি জীবনধারণের উপায় হলেও এজন্য কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। যেমন- কৃষিকাজ। অর্থাৎ পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য হলো পেশার ক্ষেত্রে জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োজন হয় না।

গ রায়হান মল্লিকের ইচ্ছা সমাজকর্ম পেশার জনকল্যাণমুখিতা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।

পেশাকে অবশ্যই জনকল্যাণমুখী হতে হয়। কেননা জনকল্যাণ বিরোধী কোনো কাজ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। সাজকর্মও একটি জনকল্যাণমুখী পেশা। সমাজকর্ম পেশা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাধিক কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পৃথিবীতে যতগুলো পেশা আছে তার মধ্যে সমাজকর্ম সবচেয়ে জনকল্যাণমুখী।

রায়হান মল্লিক পেশায় একজন উকিল। উকিল হওয়ার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। এর পাশাপাশি খ্যাতিমান উকিলদের অধীনে থেকে সে এ বিষয়ে অনুশীলন করে দক্ষতা অর্জন করেছে। তার ইচ্ছা পেশার মধ্য দিয়ে সে জনসেবা করবে। সে তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করে মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদান করবে। এর ফলে সমাজের অসহায়, অবহেলিত, দরিদ্র ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা হবে। সমাজকর্ম পেশা ও জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে। তাই বলা যায়, রায়হান মল্লিকের ইচ্ছা সমাজকর্মের জনসেবা বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রায়হান মল্লিকের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় — বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

সমাজকর্ম মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত একটি সাহায্যকারী পেশা। পেশাটি সমাজের সামগ্রিক ও সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। উদ্দীপকে রায়হান মল্লিক তার পেশার সাহায্যে মানুষের কল্যাণ করতে চান। সমাজকর্ম পেশাও মানব কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে। তার মনোভাবে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীরা সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে। সমাজকর্ম পেশা জনগণের আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে। কারণ সমাজকর্ম বিশ্বাস করে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সমাজের অপরিকল্পিত পরিবর্তন সমাজ জীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। সমাজকর্ম ব্যক্তিকে সমাজে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সমাজকর্ম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক এবং পরিবেশগত সকল দিকের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজের পরিকল্পিত ও বাঞ্ছিত উন্নয়নে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৯ সুমনের বাবা লেখাপড়া করতে পারেনি। লেখাপড়া না জানার কারণে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান চাকুরি করতেও পারেনি।

অন্য দিকে সায়মার বাবা উচ্চ শিক্ষিত। তিনি ২০তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করছেন।

[সরকারি কেসি কলেজ, ঝিনাইদহ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন থেকে? ১

খ. সামাজিক বিজ্ঞানের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সায়মার বাবার কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে সাইমার বাবার কার্যক্রম ও সুমনের বাবার কার্যক্রমের পার্থক্য দেখাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৫ সাল থেকে।

খ সমাজে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলে।

সামাজিক বিজ্ঞানকে মূলত সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠ বলা হয়। কেননা সমাজ এবং সমাজের মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। তাই বলা যায়, সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার শাস্ত্র।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সায়মার বাবার কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের পেশাকে নির্দেশ করে।

পেশা হলো সুশৃঙ্খল ও তত্ত্বনির্ভর জ্ঞান যা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে বাস্তবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। পেশা হতে হলে তাকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক সনদপ্রাপ্ত ও উপার্জনমুখী হতে হবে। এছাড়া পেশার অনুশীলনকারীদের পেশাগত ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়ে থাকে। এর সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান।

উদ্দীপকে সায়মার বাবা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি ২০তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে একটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। এ শিক্ষকতার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। এ কাজের মাধ্যমে তিনি অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অধ্যাপনা করার ক্ষেত্রে তাকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এছাড়া তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধও অনুসরণ করতে হয়। তার কাজের সকল বৈশিষ্ট্য পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই সায়মার বাবা কার্যক্রমকে পেশা বলা যায়।

ঘ সায়মা ও সুমনের বাবার কাজ যথাক্রমে পেশা ও বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশা। প্রতিটি পেশারই কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে পৃথক করে।

উদ্দীপকের সায়মার বাবা জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিসিএস দিয়ে চাকরিতে যোগদান করে তিনি জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। তার জীবিকার্জনের পন্থাটি পেশার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে সুমনের বাবা বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জন করছেন। সায়মার বাবাকে জীবিকার্জনের জন্য সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবাকে এরকম কোনো সুসংগঠিত

Teachingbd24.com

ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়নি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শাহেদকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবাকে তার কাজের জন্য কোনো ধরনের নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়নি। একজন পেশাদার হিসেবে সায়মার বাবাকে অবশ্যই তার পেশার মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু সুমনের বাবাকে তার কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় না। সুমনের বাবাকে পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবার বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। সায়মার বাবার পেশাকে অবশ্যই সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবার বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রশ্ন ▶ ৩০ আসমা হক একটি সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সালমা নামে অতি দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন একটি মেয়েকে তার প্রতিষ্ঠানে আনা হলে তিনি মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মেয়েটির মতামত নিয়ে তার ঝোঁক বুঝে অংকন ও সংগীত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পেশার আভিধানিক অর্থ কী? ১

খ. সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. আসমা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লেখিত সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আসমা সমাজকর্মের আর কোন কোন মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারে? বুঝিয়ে লেখ। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশার আভিধানিক অর্থ হলো জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।

খ সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা।

কেননা, ব্যবহারিক অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখার মতো সমাজকর্মকেও মানবিক মূল্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি কতগুলো মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

গ সৃজনশীল ১১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব হাসেম খান একজন নেতা। সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তাকে তার সদস্যদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কারণ সদস্যদের ইচ্ছেমতো দল চললে তা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এজন্য দলে তিনি কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেগুলো ঐ সমাজের অংশবিশেষ ও রীতি-নীতি এবং আদর্শকে প্রতিফলিত করে। হাসেম খান সদস্যদের মর্যাদা ও সমান সুযোগ দিয়ে কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন। এতে তারা অধিকার পায়, দায়িত্ব পালন করে ও সম্পদের সদ্ব্যবহার করে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। *[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. মূল্যবোধ কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মূল্যবোধের সাথে সমাজকর্মের সাদৃশ্যপূর্ণ মূল্যবোধের বর্ণনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যবোধ হলো একটি মানদণ্ড যা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ সাধারণ দৃষ্টিতে পাঁচ পর্যায়ের মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়।

মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায়ের হয়ে থাকে। সমাজজীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত এ পাঁচ পর্যায়ের মূল্যবোধ উল্লেখযোগ্য। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জি. লিন্ডজে ১৯৭০ সালে ৬টি প্রধান মূল্যবোধের উল্লেখ করেছেন। যথা– তাত্ত্বিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, শৈল্পিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্ম পেশার মানব মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো নির্দেশ করা হয়েছে, যা সমাজকর্ম পেশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ হলো মানব প্রকৃতি বোঝার এবং মানব আচরণের ভাল-মন্দ মূল্যায়নের মানদণ্ড। মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে মানবসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। সমাজকর্মীদের অর্জিত পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রভৃতি অনুশীলন মূল্যবোধ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্যবোধের পরিপন্থী জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। সমাজকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদনের হাতিয়ার হিসেবে মূল্যবোধগুলো ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসেম খান সমাজ পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলো সামাজিক কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলো মূলত সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের ভিত রচনা করে। উদ্দীপকের হাসেম খান সমাজের সদস্যদের যে মর্যাদা ও সমান সুবিধা দিয়েছেন ও ব্যক্তির স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করেননি এ মূল্যবোধ সদস্যদের অধিকার প্রাপ্তি; দায়িত্বশীল ও সম্পদের সদ্ব্যবহার উৎসাহিত করেছে। ফলে তারা স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। এ কারণে পেশাগত মূল্যবোধ সমাজকর্মী বা সমাজকর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

ঘ উদ্দীপকে সমাজকর্মের মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির মূল্য ও স্বীকৃতি সমান সুযোগ-সুবিধা, সাহায্যার্থীর ক্ষমতায়ন, ব্যক্তি মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান এ মূল্যবোধগুলো নির্দেশিত হয়েছে।

সমাজকর্ম মূল্যবোধ মূলত সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ মানুষের কল্যাণে সমাজকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। চার্লস এস লেভি সমাজকর্ম পেশার জন্য নির্ধারিত কতিপয় মূল্যবোধের কথা বলেছেন। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সহজাত প্রবণতার বিশ্বাস, মানুষের বেঁচে থাকার চাহিদা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সেবা, গোপনীয়তা প্রভৃতি মূল্যবোধের অনুশীলন সমাজকর্ম পেশার জন্য জরুরি।

উদ্দীপকের নেতা হাসেম খান সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কতিপয় আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করলে ব্যক্তির মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়। এসব জন্য সমান সুযোগ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সাহায্যার্থীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এভাবে মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ দিলে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের সক্ষম করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের মূল্যবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে।

Teachingbd24.com

তৃতীয় অধ্যায়: সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

★★ পেশার ধারণা, পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

১. 'সাধারণত পেশাজীবীদের উচ্চ বেতন, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা এবং কাজ করার স্বাধীনতা থাকে' – উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]
ক আর্নেস্ট গ্রিনউড খ জন সি কিডনে
গ গর্ডন মার্শাল ঘ জি মিলারসন **ঘ**

২. পেশা কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত? [জ্ঞান]
ক জার্মান খ ফারসি
গ ইতালীয় ঘ আরবি **খ**

৩. নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের পন্থাকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক দল খ পেশা গ কর্ম ঘ জ্ঞান **খ**

৪. চিকিৎসকের চিকিৎসা একটি পেশা কেন? *[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ, নেত্রকোণা]*
ক এতে প্রচুর ইনকাম করা যায় বলে
খ এতে ভালো সম্মান পাওয়া যায় বলে
গ এতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আছে বলে
ঘ যে কেউ এই কাজ করতে পারে না বলে **গ**

৫. মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক বৃত্তি খ পেশা গ চাকরি ঘ ব্যবসা **ক**

৬. পেশার মূল দিক কোনটি? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক জীবনধারণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড
খ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন
গ ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব সমন্বয়
ঘ বিশেষ জ্ঞানার্জন **খ**

৭. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? [জ্ঞান]
ক পেশা ও বৃত্তি উভয়েই জীবিকার্জনের পন্থা
খ নীতি ও মূল্যবোধ আশ্রিত
গ বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর
ঘ মানদণ্ড ও আইন কানুন রয়েছে **ক**

৮. কত সালে গ্রিনউড পেশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেন? *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]*
ক ১৯৫০ খ ১৯৫৭ গ ১৯৫৯ ঘ ১৯৬০ **খ**

৯. 'বস্তুতপক্ষে সমাজকর্ম একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পেশা; যা মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি দিক এবং উপাদান নিয়ে ব্যাপৃত'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক আরমান্ডো মরেলস ও বি ডব্লিউ শেফারের
খ ফ্রান্সিস-ই-মেরিল ও আরটি শেফারের
গ মিল্টন রকইচ ও ডার্থ লির
ঘ পিনকাস ও মিনাহামের **ক**

১০. কোনো বৃত্তিকে পেশা বলা যাবে যখন উক্ত বৃত্তির কাজটি— [অনুধাবন]
i. প্রযুক্তিসম্পন্ন হবে
ii. সচেতনতামূলক হবে
iii. পেশাগত নীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করে চলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১১. যেকোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে— [অনুধাবন]
i. রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন জরুরি
ii. সেবামূলক মানসিকতা আবশ্যক
iii. সুশৃঙ্খল জ্ঞানভান্ডারের প্রয়োজনীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১২. আধুনিক শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে প্রতিটি পেশায় যুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের— [অনুধাবন]
i. জ্ঞান ও দক্ষতা
ii. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
iii. অভিজ্ঞতা ও সামাজিক স্বীকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৩. মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড পেশাদার কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করে— [অনুধাবন]
i. আচার-আচরণ
ii. দায়িত্ব iii. কার্যাবলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

১৪. কোন ধরনের পরিবর্তন সমাজজীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক পরিবর্তন খ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন
গ বৈপ্লবিক পরিবর্তন
ঘ অপরিকল্পিত পরিবর্তন **ঘ**

১৫. স্থানীয় একটি এনজিও রূপসা এলাকার প্রায় অর্ধ শতাধিক বেকার যুবকদের আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ নিয়েছে । এখানে কোন পেশার ইঙ্গিত রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজকর্ম খ আইন
গ সাংবাদিকতা ঘ শিক্ষকতা **ক**

১৬. কোন সমাজে সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]
ক আধুনিক সমাজে খ পাশ্চাত্যের উন্নত সমাজে
গ আদিম সমাজে ঘ অনুন্নত সমাজে **খ**

১৭. ওয়ার্নার ডব্লিউ বোয়েম কত সালে সমাজকর্মকে পূর্ণ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেন? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৯ সালে খ ১৯৬৩ সালে
গ ১৯৬১ সালে ঘ ১৯৬৭ সালে **ক**

১৮. সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে কখন? *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা]*
ক ১৯১৬ সালে খ ১৯১৮ সালে
গ ১৯৪০ সালে ঘ ১৯৬০ সালে **গ**

http://teachingbd.com

১৯. সমাজকর্ম সমাজে কাদের জন্য একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানবিক পেশা হিসেবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]
ক সুবিধা বঞ্চিত জনগণের
খ সাধারণ জনগণের
গ পেশাজীবীদের ঘ রাজনৈতিক নেতাদের **ক**

২০. সমাজকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? [জ্ঞান]
ক মানুষের অর্থনৈতিক ভূমিকা চিহ্নিতকরণ
খ মানুষের সামাজিক ভূমিকা পুনরুদ্ধার
গ শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা
ঘ ধর্মীয় ভূমিকা পালনের সহায়তা **খ**

২১. সমাজকর্ম একটি সুখী ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায় সমস্যার — [অনুধাবন]
i. স্থায়ী সমাধানের মাধ্যমে
ii. সাময়িক সমাধানের মাধ্যমে
iii. বাস্তবধর্মী সমাধানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২২. পেশাদার সমাজকর্মী বিশেষ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অধিকার রক্ষায়
ii. সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে
iii. সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৩. সমাজকর্ম সাহায্যার্থীকে সরাসরিভাবে— [অনুধাবন]
i. আত্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলে
ii. স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে
iii. আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ মূল্যবোধের ধারণা, মূল্যবোধের ধরন

২৪. কোনটি বিচারবোধ হিসাবে ব্যক্তিগত বা দলগত কল্যাণে প্রযোজ্য হয়? [জ্ঞান]
ক বিশ্বাস খ দর্শন
গ মূল্যবোধ ঘ ধর্ম **গ**

২৫. ব্যক্তি ও সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত কোনটি? *[ফেনী সরকারি কলেজ]*
ক পেশা খ বৃত্তি
গ মূল্যবোধ ঘ পারিশ্রমিক **গ**

২৬. সামাজিক মূল্যবোধ কোন ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে? [অনুধাবন]
ক মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে
খ ধর্মীয় উন্মাদনার ক্ষেত্রে
গ রাজনৈতিক সহিংসতার ক্ষেত্রে
ঘ অর্থনৈতিক বঞ্চনার ক্ষেত্রে **ঘ**

২৭. চরম মূল্যবোধ হলো — *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ভোটাধিকার খ বাকস্বাধীনতা
গ বৈষম্যহীনতা ঘ গণতান্ত্রিক অধিকার **ঘ**

২৮. যার ভিত্তিতে মানুষের আচার-আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়, তাকে কী বলে? *[মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক মূল্যবোধ খ আদর্শ
গ রীতি-নীতি ঘ নৈতিকতা **ক**

২৯. কীসের ভিত্তিতে ব্যক্তি পৃথিবীর অন্য সবকিছুর থেকে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে অধিক প্রাধান্য দেয়? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মূল্যবোধের
খ পেশাগত মূল্যবোধের
গ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধের **ক**

৩০. কোন মূল্যবোধ যুগল বিপরীতমুখী? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পারিবারিক মূল্যবোধ
খ পারিবারিক ও পেশাগত মূল্যবোধ
গ পেশাগত ও জাতীয় মূল্যবোধ
ঘ জাতীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ **ক**

৩১. কোনো রাষ্ট্র উন্নত ও শক্তিশালী হতে হলে তার নাগরিকদের কোন মূল্যবোধ ধারণ করা উচিত? [জ্ঞান]
ক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ খ নৈতিক মূল্যবোধ
গ তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ঘ জাতীয় মূল্যবোধ **ঘ**

৩২. যখন সমাজ কর্তৃক প্রতিটি মানুষ ভালবাসা ও সম্মান প্রাপ্ত হয় তখন আইন বা বিধানের তুলনায় কোন মূল্যবোধ শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক আধ্যাত্মিক খ পারিবারিক
গ নৈতিক ঘ পেশাগত **গ**

৩৩. মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা হলো— [অনুধাবন]
i. দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন
ii. নিজের আচার-আচরণ ও কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ
iii. অপরের ভালো-মন্দের দিক নির্দেশনা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৪. সামাজিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ— [অনুধাবন]
i. সততা, সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ
ii. বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও দায়িত্ববোধ
iii. কার্যবোধ, মানবসেবা ও পরোপকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৫. সমাজকর্মে কর্মসম্পাদনের উপায় হিসেবে মূল্যবোধের উদাহরণ হলো— [অনুধাবন]
i. সেবাগ্রহীতার গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি সম্মান
ii. মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান
iii. সম্মতি বা মতামত প্রদানের অধিকারের প্রতি সম্মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

http://teachingbd.com

৩৬. মূল্যবোধ ব্যবস্থা বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির তুলনামূলক পছন্দের ভিত্তিকে
ii. ভালো-মন্দ বিচারবোধের ভিত্তিকে
iii. সঠিক-ভুল সম্পর্কিত ভিত্তিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৭. সামাজিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ— *[কেনী সরকারি কলেজ]*
i. সততা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ
ii. বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, দায়িত্ববোধ
iii. কার্যবোধ, মানবসেবা, পরোপকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩৮. জাতীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত করে দেশের— [অনুধাবন]
i. ইতিহাসকে
ii. ঐতিহ্যকে
iii. অভিজ্ঞতাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের ছকটি পড় এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' বিষয়ের বৈশিষ্ট্য	
১.	একটি বিমূর্ত ধারণা
২.	একটি আদর্শ মানদণ্ড যার সাহায্যে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়

৩৯. ছকের 'ক' বিষয়টি দ্বারা নিচের কোনটিকে বোঝানো হচ্ছে? [প্রয়োগ]
ক প্রথা খ মূল্যবোধ
গ লোকাচার ঘ সংস্কৃতি **খ**

৪০. এ বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. এটি শুধুমাত্র উন্নত সমাজে বিদ্যমান
ii. এটি বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়
iii. প্রতিটি পেশাতেই এর উপস্থিতি বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা, সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

৪১. নিচের কোনটি মানুষের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তির পরিবর্তন সাধন ক্ষমতায় গুরুত্ব প্রদান
খ সেবাগ্রহীতার আত্মনিয়ন্ত্রণ
গ ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
ঘ গোপনীয়তা রক্ষার নীতি **গ**

৪২. সমাজে মানুষের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে কোনটি? [জ্ঞান]
ক সামাজিক মূল্যবোধ খ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ **ক**

৪৩. সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে বোঝায়— [জ্ঞান]
ক সামাজিক মূল্যবোধের সমষ্টি
খ সাধারণ লক্ষ্যার্জনের হাতিয়ার
গ মানবতার চিরায়ত রূপ
ঘ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার উপাদান **ঘ**

৪৪. কোনটি মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি স্বাধীনতা খ সামাজিক দায়িত্ববোধ
গ শ্রমের মর্যাদা ঘ ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বীকৃতি **ঘ**

৪৫. আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতি সমাজকর্মের কতিপয় মূল্যবোধ উল্লেখ করেছে- এর মধ্যে প্রথম কোনটি? *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ডেমরা, ঢাকা]*
ক ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা
খ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
গ পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থ্যের মূল্যায়ন
ঘ সেবা গ্রহণকারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার **ক**

৪৬. কোন মূলমন্ত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সকলের জন্যে সমান সুযোগ প্রদানের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে? [জ্ঞান]
ক আইনের চোখে সবাই সমান
খ মানুষে মানুষে ভাই ভাই
গ মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই
ঘ মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক **গ**

৪৭. পেশাদার সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে কাজ করার সময় কেন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে? [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মীরা ব্যক্তিত্বপরায়ণ বলে
খ সাহায্যপ্রার্থীরা নিচু শ্রেণির মানুষ বলে
গ সমাজকর্মীর ওপর যেন তারা নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে
ঘ সমাজকর্মীদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে **গ**

৪৮. ব্যক্তিগত স্বকীয়তা এবং যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়— [অনুধাবন]
ক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার
খ সকলের জন্য সমান সুযোগ
গ সম্পদের সদ্ব্যবহার ঘ স্বনির্ভরতা অর্জন **ক**

৪৯. 'নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে'— ইসলামের এই বাণীর মধ্যে সমাজকল্যাণের কোন দার্শনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে? *[সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর]*
ক সকলের সমান সুযোগ দান
খ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার
গ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘ পারস্পরিক সাহায্য **খ**

http://teachingbd.com

৫০. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? *[গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ]*

ক সাহায্যার্থীর বিষয়ে সমাজকর্মীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার
খ সাহায্যার্থীর সমস্যা বিশ্লেষণের অধিকার
গ সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর অধিকার
ঘ সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার **ঘ**

৫১. কোন মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণের ফলে মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল মানসিকতা সৃষ্টি হয়? [জ্ঞান]

ক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার খ স্বনির্ভরতা অর্জন
গ সকলের সমান সুযোগ দান
ঘ শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা **খ**

৫২. সমাজে একজনের যা কর্তব্য ও দায়িত্ব অন্যজনের তা কী হিসেবে পরিগণিত হবে? [জ্ঞান]

ক অধিকার খ মূল্যবোধ
গ নৈতিকতা ঘ আইন **ক**

৫৩. সমাজে প্রাপ্ত বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ আনয়নকে কী বলে? [জ্ঞান]

ক স্বনির্ভরতা খ গণতান্ত্রিক অধিকার
গ সম্পদের সদ্ব্যবহার ঘ সামাজিক দায়িত্ববোধ **গ**

৫৪. সমাজে সহযোগিতামূলক এবং সমবায়িক মনোভাব সৃষ্টির নিয়ামক কোনটি? [জ্ঞান]

ক শ্রমের মর্যাদা খ সামাজিক দায়িত্ববোধ
গ ব্যক্তি স্বাধীনতা
ঘ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা **ঘ**

৫৫. 'আমি মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তোমাদের মনুষ্যত্বের কথা মনে রেখো, বাকি সব ভুলে যাও।'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

ক চণ্ডীদাসের খ নেপোলিয়নের
গ আলবার্ট আইনস্টাইনের
ঘ আরলিয়েন জনশোর **গ**

৫৬. ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে? [জ্ঞান]

ক ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
খ সম্পদের সদ্ব্যবহার
গ আত্মনিয়ন্ত্রণ ঘ ব্যক্তিস্বাধীনতা **গ**

৫৭. অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও অ্যাডিলেডে কত বছর মেয়াদি স্নাতকপূর্ব ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়? [জ্ঞান]

ক এক বছর খ দুই বছর
গ তিন বছর ঘ চার বছর **খ**

৫৮. সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে এবং সমাজকে বৈষম্য ও ভেদাভেদ মুক্ত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]

ক ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
খ সকলের জন্য সমান সুযোগ
গ সম্পদের সদ্ব্যবহার
ঘ সামাজিক দায়িত্ববোধ **খ**

৫৯. সমাজকর্মে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মূল্যবোধটি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করা হয়— [অনুধাবন]

i. অপরাধ সংশোধন কার্যক্রমে
ii. কিশোর অপরাধ সংশোধন কার্যক্রমে
iii. মানসিক বিকারগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৬০. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেসব বিষয়গুলো নাগরিকের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত — [অনুধাবন]

i. সুস্থ জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা
ii. অযৌক্তিক গ্রেফতার, শাস্তি অথবা বহিষ্কার হতে স্বাধীনতা
iii. চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬১. আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রণীত মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]

i. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
ii. সুবিধাভোগীর ক্ষমতায়ন
iii. মানববৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হাবিবা এইচএসসি পরীক্ষার্থী। দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠার পরপরই বাবা, মা তার বিয়ে দিয়ে দেন। নতুন সংসার ও পরীক্ষার পড়া সব মিলিয়ে সে মানসিক পীড়নের মধ্যে থাকে। টেস্ট পরীক্ষার আগের দিন তার স্বামী কলেজের সমাজকর্মের শিক্ষক মাহফুজ স্যারকে ফোন করে জানায় 'হাবিবা অস্বাভাবিক আচরণ করছে।' শিক্ষক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন এবং হাবিবার সাথে সরাসরি কথা বলে তাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। *[সিলেট বোর্ড ২০১৫]*

৬২. উদ্দীপকের সমাজকর্মের শিক্ষক কী ভূমিকা পালন করেছেন?

ক শিক্ষকের খ সমাজকর্মীর
গ অভিভাবকের ঘ আত্মীয়ের **খ**

৬৩. হাবিবার আচরণ স্বাভাবিক করতে শিক্ষক সমাজকর্মের কী মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারেন?

i. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার
ii. স্বনির্ভরতা অর্জন
iii. সামাজিক দায়িত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

★★ সমাজকর্ম পেশার নীতিমালা, সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার গুরুত্ব

৬৪. ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘ এবং অন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশন এর সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে সমাজকর্মের পেশাগত নীতিমালা নির্ধারণে বিশ্বের কয়টি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে Study Group গঠন করা হয়? [জ্ঞান]

ক ছয়টি খ সাতটি গ আটটি ঘ নয়টি **ঘ**

৬৫. একজন সমাজকর্মীর কোনটিকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে? [জ্ঞান]

ক সমাজকর্ম শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকাকে
খ সমাজকর্ম পেশার প্রতি দায়িত্ব পালনকে
গ সাহায্যপ্রার্থীদের স্বার্থের প্রতি প্রাধান্য দেওয়াকে
ঘ সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যতা প্রকাশ করাকে **খ**

৬৬. সমাজকর্মে মূল্যবোধ ও নীতিমালার যথাযথ অনুশীলনের ওপর কোন পেশার সফলতা নির্ভর করে? [জ্ঞান]

ক সমাজকর্ম খ শিক্ষকতা
গ চিকিৎসা ঘ ডাক্তারি **ক**

৬৭. সমাজকর্মী সকলকে সমান সুযোগ দান করেন, কারণ এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির- [অনুধাবন]

ক অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে
খ স্বাস্থ্য ও জীবনমান নিয়ন্ত্রিত হয়
গ যেকোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা লাভ করে
ঘ নিরপত্তা বিধান ও সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়ক হয় **ক**

৬৮. সমাজকর্মীরা তাদের সহকর্মীদের সাথে আচরণ প্রদর্শন করবে— [অনুধাবন]

i. শ্রদ্ধা বজায় রেখে
ii. সৌজন্য বজায় রেখে
iii. বিশ্বস্ততা বজায় রেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৯. সমাজকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে সাহায্যার্থীর— [অনুধাবন]

i. স্বার্থ সংরক্ষণ করা জরুরি
ii. অধিকার সংরক্ষণ করা উচিত
iii. বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ পেশার মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম

৭০. 'সমাজকর্ম পেশাগত অনুশীলনের একটি ধারাবাহিক, সুসংগঠিত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।'— কথাটি কে বলেছেন? [জ্ঞান]

ক আর্নেস্ট গ্রিনউড
খ চার্লস এস লেভি
গ ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার
ঘ রবিন উইলিয়ামস **গ**

৭১. ১৯১৮ সালে আমেরিকার কোন প্রতিষ্ঠানের 'সমাজকর্ম সমিতি' গঠনের মধ্য দিয়ে সমাজকর্মের প্রথম পেশাগত সংগঠনের সূত্রপাত হয়? [জ্ঞান]

ক বিশ্ববিদ্যালয় খ পোশাক শিল্প
গ জাহাজ নির্মাণ শিল্প ঘ হাসপাতাল **ঘ**

৭২. 'এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজকর্ম পেশার সকল মানদণ্ডই পূরণ করেছে।' সমাজকর্মের পেশাগত বিষয় সম্পর্কিত এ মন্তব্য কার? [জ্ঞান]

ক চার্লস এস লেভি খ রবিন উইলিয়ামস
গ আর্নেস্ট গ্রিনউড ঘ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার **ঘ**

৭৩. সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে— [অনুধাবন]

i. পৃথিবীর সকল দেশে
ii. পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে
iii. কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৭৪. বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্মকে একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে যৌক্তিকতা— *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*

i. এটি একটি সাহায্যকারী পেশা
ii. সমাজকর্মীরা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ হয়
iii. সমাজকর্মে পেশার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রবিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম ডিগ্রি নিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকার যুবকদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার কাজে সমাজের সকলে সমর্থন দান করে।

৭৫. রবিনের কাজটিকে কী বলা হয়? [প্রয়োগ]

ক সমাজকর্ম পেশা খ অর্থনৈতিক কাজ
গ সামাজিক কর্তব্য ঘ নৈতিক কাজ **ক**

৭৬. তার কাজটি পেশার মর্যাদা লাভের কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে
ii. সুশৃঙ্খল জ্ঞান রয়েছে
iii. জনকল্যাণমুখিতা রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৪: সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়

প্রশ্ন ▶১ সেলিনা বেগম একজন নতুন উদ্যোক্তা। তিনি সমাজের পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেলিনা বেগম আরও চিন্তা করেন যে, যদি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেত, যেখানে কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল জমা করে তা দিয়ে দুঃসময়ে সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাবে। *[চা., দি., সি., য., বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৫; বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. 'Inn'- এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. দানশীলতাই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সেলিনা বেগমের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির তৎকালীন সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Inn'- এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো সরাইখানা।

খ দানশীলতা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীনকালে সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো ধর্ম ও দর্শনের অনুপ্রেরণা থেকে। তাছাড়া মানবতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধও বিশেষভাবে কার্যকর ছিল। এক্ষেত্রে দানশীলতা ছিল একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপকে মহান করে দেখা হতো। সেইসাথে এ ধরনের কাজকে পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবেও বিবেচনা করা হতো। এর প্রেক্ষিতেই মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়।

গ সেলিনা বেগমের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে এতিমখানা।

সাধারণত এতিম বলতে সেসব শিশুকে বোঝায় যাদের মা-বাবা উভয়ই কিংবা তাদের দুজনের একজন বেঁচে নেই। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের এতিম ও অসহায় শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয় তাকেই এতিমখানা বলা হয়। এখানে সাধারণত ৫ বছর বয়সী শিশুদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। সেই সাথে পূর্ণবয়স্ক বা ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত এদের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

উদ্দীপকের সেলিনা বেগমের প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। উদ্দীপকের সেলিনা বেগম সমাজের পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা এতিমখানাকে নির্দেশ করছে।

এতিমখানা গঠনের কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এতিমখানায় এতিম ও অসহায় শিশুদের আশ্রয় ও ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি এখানে এতিম শিশুদের সাধারণ, ধর্মীয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এতিমখানা এতিমদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা পায়। এছাড়া এতিমখানাগুলো শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। সেখানে এতিম শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা হয়। এতিমখানাগুলো সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষে এতিমদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উদ্দীপকে সেলিনা বেগমও সমাজের পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের জন্য এতিমখানা গড়ে তোলেন। যা এসব উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ধর্মগোলা। তৎকালীন সময়ে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ধর্মগোলা হলো একটি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় জমা রাখা হতো। অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় বিনা সুদে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হতো। তবে দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হতো। সেক্ষেত্রে শর্ত থাকতো পরবর্তী মৌসুমে ফসল উঠলে তা পরিশোধ করতে হবে।

ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ ও আপদকালীন খাদ্য সংকট মেটাতে ধর্মগোলা সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ব্রিটিশদের শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারি প্রথার কুফল এবং বিশ্বযুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার লক্ষ্যে ধর্মগোলা গড়ে ওঠে। ধর্মগোলার মাধ্যমে অনাহারী ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা পেয়ে বিপদের সময় উপকৃত হতো। তবে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্যই নয়; গ্রাম্য মহাজনদের অত্যাচার প্রতিরোধেও এই ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

উদ্দীপকের সেলিনা বেগম দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের চিন্তা করেছেন যেখানে কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল জমা করে তা দিয়ে দুঃসময়ে সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাবে। এটি ধর্মগোলাকে ইঙ্গিত করছে। আর তৎকালীন সময়ে এ প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র কৃষকদের রক্ষায় উপরোল্লিখিতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ধর্মগোলা অসহায় মানুষকে রক্ষা ও তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶২ পিন্টু ও হেলাল সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাঠকর্মে নিয়োজিত আছে। তারা একটি সরকারি শিশু পরিবারের দায়িত্ব পেয়েছে। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলাপকালে তারা জানতে পারল যে, তিনি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। শিশু পরিবারের মেট্রন কিছু সমস্যার কথা বললে তিনি তাকে অপারগতার জন্য বকাঝকা করেন। শিশুদের বিশৃঙ্খলাজনিত অপরাধের জন্য তিনি শাস্তির ব্যবস্থাও করলেন। পিন্টু ও হেলালের কাছে এগুলো অপ্রয়োজনীয় মনে হলো। *[চা., দি., সি., য., বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমাজকর্ম বিষয়টি কোন সাল থেকে চালু করা হয়? ১

খ. পেশার ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তত্ত্বাবধায়কের জন্য যে বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শিশুদের উন্নয়নে উদ্দীপকে পিন্টু ও হেলালের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৪ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমাজকর্ম বিষয়টি চালু করা হয়।

খ যেকোনো পেশার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক স্বীকৃতি। কোনো কাজ কল্যাণমূলক ও দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতি না পেলে সেটি পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেমন— লাইসেন্স বা সনদবিহীন ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি। সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই পেশা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া কোনো বৃত্তিকে পেশা বলা যাবে না।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে তত্ত্বাবধায়কের সমাজকর্ম বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল।
সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।
উদ্দীপকে পিন্টু ও হেলাল একটি সরকারি শিশু পরিবারে মাঠকর্ম অনুশীলন করছে। এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কে জানেন না। যে কারণে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন সমস্যার কথা মেট্রন তাকে জানালে তিনি তা সমাধান না করে বরং তাকে বকাঝকা করেন। এছাড়া শিশুদের বিশৃঙ্খলাজনিত অপরাধের জন্য তিনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তত্ত্বাবধায়কের এ সব কাজ সঠিক নয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। কেননা সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয় শাস্তি নয় সংশোধনের মাধ্যমে মানুষের আচরণ পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া সমাজকর্ম যে কোনো সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমাজকর্মের এই জ্ঞানের আলোকে শিশু পরিবারটির তত্ত্বাবধায়ক তার প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। সেই সাথে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা করেন নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তত্ত্বাবধায়কের জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োজন ছিল।

ঘ উদ্দীপকের শিশুদের উন্নয়নে সরকারি শিশু পরিবার তথা এতিমখানার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এতিমখানা অন্যতম। পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, অসহায়, দুস্থ শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা যে প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাকে এতিমখানা বলে। এর মাধ্যমে একজন অনাথ ও অসহায় শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুন্দর পরিবেশে রেখে দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এতিমখানার মাধ্যমে শিশুদের পুনর্বাসন, বিবাহের ব্যবস্থা, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।
একজন এতিম শিশু যাতে উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এতিমখানা কাজ করে। সেই সাথে এতিম শিশুদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে। উদ্দীপকের পিন্টু ও হেলাল মাঠকর্মের সময় সরকারি শিশু পরিবারে কাজ করছে। কিন্তু তারা দেখতে পায়, এখানে সামান্য সমস্যাতেই শিশুদের শাস্তির আওতায় আনা হয়। যা শিশুদের মানসিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও মনো-দৈহিক উন্নয়নকে বাধা দেয়। সেই সাথে এতিমখানা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অথচ অসহায় এ সমস্ত শিশুর যথার্থ বিকাশের জন্য যত্ন ও ভালোবাসা প্রয়োজন। যা নিশ্চিত করতে এতিমখানার বিকল্প নেই।
তাই বলা যায় যে, শিশুদের উন্নয়নে পিন্টু ও হেলালের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩ রোকসানা আক্তার মেধাবী শিক্ষার্থী বলেই পরিচিত ছিলেন। তার গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না বলে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পেত না। বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা। কারণ মেয়েরা দূরে পড়তে গেলে পর্দা নষ্ট হবে। তাই রোকসানা নিজ বাড়ির সামনে একটি ছোট্ট ঘরে মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন। আজ তার গ্রামের মেয়েরা শহরেও পড়তে যায়। তার সেই ছোট পাঠশালা আজ পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়। তিনি নিজেও ৯ ডিসেম্বর একটি পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন।

[চা., দি., সি., য., বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বিধবা বিবাহের সাথে কার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত? ১
খ. সামাজিক আন্দোলনের ফল হল সমাজ সংস্কার— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রোকসানার কাজের সাথে যে মহিয়সী নারীর কাজের মিল পাওয়া যায় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার অবদান বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রোকসানার মতো আরো অনেকেরই এই কাজে এগিয়ে আসা জরুরি— এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধবা বিবাহের সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খ সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে প্রাথমিকভাবে তা সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।
সমাজে অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর প্রথা দূর করতে প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, বিশ্বাস মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ ধরনের সংস্কারের দায়িত্ব সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়। আর এ সকল অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর অবস্থা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সামাজিক আন্দোলনই সমাজ সংস্কারের পথকে প্রশস্ত করে।

গ রোকসানার সাথে বেগম রোকেয়ার কাজের মিল পাওয়া যায়।
অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি আমৃত্যু নারী শিক্ষা, লিঙ্গের সমতায়ন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলিতে নারীদের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। উদ্দীপকের রোকসানাও যেন বেগম রোকেয়ার দেখানো পথেই হেঁটেছেন।
রোকসানার গ্রামের তৎকালীন অবস্থা বেগম রোকেয়ার সময়কার পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রোকসানা তার গ্রামের পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাছাড়া নারীদের অবস্থার উন্নয়নে তিনি গ্রামে একটি মহিলা সমিতিও স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়াও নারী শিক্ষার বিস্তারে ভূয়সী অবদান রেখে গেছেন। মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া তিনি নারীদের কল্যাণে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামক সমিতি গড়ে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, সুলতানার কার্যক্রম আমাদেরকে বেগম রোকেয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়। যিনি নারীদের মুক্তি ও শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন।

ঘ আমি মনে করি নারী শিক্ষার বিস্তারে রোকসানার মতো আরো অনেকেরই এগিয়ে আসা উচিত।
আমাদের দেশের নারীরা এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। কারণ এ দেশের অনেক মানুষই মনে করেন মেয়েরা ঘরে থেকে সংসার সামলাবে, সন্তান লালন-পালন করবে। তাদের পড়াশোনার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে মনে করেন মেয়েদের বিয়ে দিলে অন্যের বাড়ি চলে যাবে। তাই তাদেরকে বেশি পড়াশোনা শিখিয়ে লাভ নেই। এসব ভ্রান্ত ধারণার কারণে আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে এ দেশের নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ যদি উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ না করে তাহলে দেশও পিছিয়ে পড়বে। এর জন্য নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। আর এ কাজের জন্য উদ্দীপকের রোকসানার মতো সমাজের সচেতন অংশকে এগিয়ে আসতে হবে।
উদ্দীপকে রোকসানা ক্ষুদ্র পরিসরে নিজস্ব উদ্যোগে মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে তার প্রচেষ্টায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে যায়। রোকসানার মতো সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের উচিত

https://teachingbd24.com

নিজেদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারের নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা। এছাড়া নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। পরিবার ও সমাজের লোকদের নারী শিক্ষার বিস্তারে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রকাশ বাড়াতে হবে। নারী শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এভাবে নারী-শিক্ষার প্রসারে গৃহীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একসময় দেশের নারী উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারী শিক্ষার প্রসারে উদ্দীপকের রোকসানার মতো সমাজের সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন ▶৪ সীতানাথ বসু এবং রিয়াজুল ইসলাম একই গ্রামের বাসিন্দা। ধার্মিক ও দানশীল হিসাবে উভয়েরই গ্রামে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জীবন সায়াহ্নে এসে উভয়েই স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং জনকল্যাণের জন্য তাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ যে যার ধর্মমতে আইনের সাহায্য নিয়ে দান করে দিলেন। উক্ত দানকৃত সম্পত্তির দ্বারা গ্রামে মন্দির, মসজিদ, বিদ্যালয়সহ নানা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো।

[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৫]

ক. প্রাক শিল্প যুগের সমাজকল্যাণ ধারার নাম কী? ১

খ. দানশীলতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সীতানাথ বসুর দান প্রথাটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রিয়াজুল ইসলামের দান প্রথাটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক শিল্পযুগের সমাজকল্যাণ ধারার নাম সনাতন সমাজকল্যাণ।

খ দানশীলতা বলতে শর্তহীনভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকে বোঝায়।

দানশীলতা মানবপ্রেম থেকে সৃষ্ট একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। তবে প্রত্যেক ধর্মই দুস্থ ও অসহায়দের কল্যাণে ধনী বা সম্পদশালীদের দান করার জন্য উৎসাহিত করে। সুতরাং দানশীলতা হলো মানবপ্রেম থেকে সৃষ্ট একটি মহৎ গুণ, যা দুস্থদের কল্যাণকে ত্বরান্বিত করে।

গ উদ্দীপকে সীতানাথ বসুর দান দেবোত্তরের অন্তর্ভুক্ত।

দেবোত্তর হিন্দুধর্মের একটি সমাজকল্যাণ প্রথা। হিন্দুধর্ম মতে, দেবোত্তর হচ্ছে ঈশ্বরের বা দেবতার সম্পত্তি। অর্থাৎ ধর্মীয় উদ্দেশ্য কোনো সম্পত্তি উৎসর্গ করলে তাকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলে। সনাতন সমাজকল্যাণ প্রথাগুলোর মধ্যে হিন্দু ধর্মের দেবোত্তর প্রথা অন্যতম। এটি মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ প্রথার মতো একটি স্বেচ্ছামূলক দান ব্যবস্থা। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ, অনাথ আশ্রম ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেবোত্তর প্রথার সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়। এ প্রথা সাধারণত দু'ধরনের হয়। যথা- আংশিক দেবোত্তর এবং সার্বিক দেবোত্তর।

উদ্দীপকের সীতানাথ বসু হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ধার্মিক ও দানশীল হিসেবে গ্রামে তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। শেষ বয়সে এসে তিনি তার সম্পত্তির একটি বড় অংশ ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দান করেন। তার দানকৃত সম্পত্তি মন্দির প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। সীতানাথ বসুর এ দান পাঠ্যবইয়ের দেবোত্তর প্রথাকে নির্দেশ করছে।

ঘ সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবায় রিয়াজুল ইসলামের দান প্রথা অর্থাৎ ওয়াক্‌ফের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াক্‌ফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বা সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন— দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রভৃতি স্থাপনে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা অনবদ্য। ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করে পরোপকার ও সেবামূলক কাজে ব্রতী হওয়ায় ওয়াক্‌ফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াক্‌ফ-ই-খাইরি রীতিতে দরিদ্র, অসহায় মানুষের কল্যাণে সাধারণত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হয়। এর ফলে সমাজের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। পাশাপাশি গরিব-আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিত ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ-ই-আহলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের রিয়াজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে নিজ সম্পত্তির একটি বড় অংশ ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন। ইসলামি আইন অনুযায়ী তার দানকৃত সম্পত্তি মসজিদ, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে ব্যয় করা হয়। রিয়াজুল ইসলামের এ দানটি ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভুক্ত। আর ওয়াকফ উপরোল্লিখিতভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সমাজের পশ্চাৎপদ ও অসহায় জনগণের কল্যাণে ওয়াকফ্ সম্পত্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৫ ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে অতসী দেবনাথ। মহা ধুমধামের সাথে তার বিয়ে হল আর এক ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে অভিজিৎ সাহার সাথে। কিন্তু বছর না ঘুরতেই অতসীর স্বামী মারা যাওয়ায় তাকে বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হল। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় কিছুদিনের মধ্যে অতসী শোক কাটিয়ে উঠলো। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মা-বাবা পুনরায় সৎ ও যোগ্য পাত্র ইন্দ্রজিৎ এর সাথে মেয়েকে বিয়ে দিলেন। *[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৬; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত কাকে বলা হয়? ১

খ. সমাজ সংস্কার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের অতসী দেবনাথের সাথে ইন্দ্রজিৎ এর বিয়ে হবার ঘটনা ভারত উপমহাদেশের যে সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতসীর স্বামী মারা গেলে তার যে ভয়াবহ পরিণতি হতো পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতীয় উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয় বেগম রোকেয়াকে।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের অতসী দেবনাথের সাথে ইন্দ্রজিৎ এর বিয়ের ঘটনাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ভারতীয় উপমহাদেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম সমাজ সংস্কারক। তার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফসল হলো হিন্দু সমাজে বিধবা মেয়েদের বিবাহ প্রথার প্রচলন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে অল্পবয়সী কিশোরীদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু স্বামী

https://teachingbd24.com

মারা গেলে এ সব বিধবারা অমানবিকভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। কারণ এ সময় সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুসমাজের এ প্রথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

সমাজ থেকে এ সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অশোক কুমার দত্তের মতো ব্যক্তিদের নিয়ে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করেন। ধীর ধীরে তার এ আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই লর্ড ডালহৌসির সহায়তায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। আইনের বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের ছেলেকে এক বিধবার সাথে বিবাহ দেন। তার এ কর্মকাণ্ড হিন্দু সমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। উদ্দীপকে অতসী দেবনাথের বিয়ের এক বছর হওয়ার আগেই তার স্বামী মারা যায়। পরবর্তীতে অতসীর বাবা তার ভবিষ্যত চিন্তা করে তাকে আবার বিয়ে দেন। অতসীর এই বিবাহের ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতসীর স্বামী মারা গেলে তাকে অমানবিক ও দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দু সমাজে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বরং মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রচলন ছিল। এটি সে সময় সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত ছিল। তবে রাজা রামমোহনের রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হলে এ সমস্যা নতুন মোড় নেয়। সে সময় হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহও ব্যাপক প্রচলিত ছিল। বংশের মান রক্ষার অজুহাতে অল্প বয়সেই মেয়েদের দ্বিগুণ বয়সের পুরুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ না থাকায় স্বামী মারা গেলে আজীবন তাদের বিধবা হয়ে থাকতে হতো। এছাড়া হিন্দু আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ছিল না। এ কারণে হিন্দু বিধবারা পিতা বা ভাইদের সংসারে অথবা শ্বশুরবাড়ি বা অন্য কোথাও মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হতো। অনেক সময়ে তারা নানারকম অসামাজিক কাজে জড়িত হতো। এমনকি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা পতিতাবৃত্তিতে সংশ্লিষ্ট হতো।

উদ্দীপকে অতসীর স্বামী মারা গেলে তাকে দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু তার স্বামী যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারা যেত তাহলে সে আবার বিবাহ করতে পারত না। বরং তাকে তার বাবার বাড়ি অথবা শ্বশুর বাড়ি বা অন্য কোথাও পরাধীন জীবনযাপন করতে হতো। আবার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সেও হয়তো কোনো অসামাজিক কাজে জড়িত হতে বাধ্য হতো। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতসীর স্বামী মারা গেলে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতো।

প্রশ্ন ▶ ৬ আলম সাহেব তার গ্রামে দীর্ঘদিন চলতে থাকা বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিন বছর চেষ্টার ফলে তার গ্রাম থেকে বাল্যবিবাহ দূর হয়। *[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৫; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৬; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সতীদাহ উচ্ছেদ আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. বেগম রোকেয়া এত বিখ্যাত কেন? ২

গ. আলম সাহেবের কাজ সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে উক্ত প্রত্যয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ উচ্ছেদ আইন ১৮২৯ সালে প্রণীত হয়।

খ বাংলার নারী জাগরণে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বেগম রোকেয়া এত বিখ্যাত।

বেগম রোকেয়া আমৃত্যু নারী শিক্ষা, লিঙ্গের সমতায়ন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলিতে নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে নারীশিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি তাঁর লেখা ও কর্মের মাধ্যমে নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। বলা যায়, তাঁর হাত ধরেই বাংলার নারীরা মুক্তির আলোয় উদ্ভাবিত হয়েছে।

গ আলম সাহেবের কাজ সমাজকর্মের 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন' প্রত্যয়টির সাথে সম্পর্কিত।

যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার বা পরিবর্তন সাধন হয়, তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়। মূলত সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। আর এরূপ পরিবর্তন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের অন্যতম সমস্যা। উদ্দীপকে আলম সাহেবের গ্রামেও এই সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। তিনি তার গ্রাম থেকে এই সমস্যা দূরীকরণে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিন বছর চেষ্টার ফলে তার গ্রাম থেকে বাল্যবিবাহ দূর হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো আলম সাহেব প্রথমে সমাজ সংস্কারের অর্থাৎ বাল্যবিবাহ দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরপরই তিনি ধীরে ধীরে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সুতরাং তাঁর পরিচালিত আন্দোলনটি সমাজকর্মের প্রত্যয়সমূহ বিবেচনায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনেরই বাস্তব উদাহরণ।

ঘ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে উক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ সমাজ সংস্কার আন্দোলন প্রধান নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা থেকে সামাজিক আন্দোলন পরিচালিত হয়। অর্থাৎ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমেই সমাজ থেকে নানা কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক আন্দোলন ব্যতীত সমাজ সংস্কার কখনোই সম্ভবপর নয়।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি বিদ্যমান। মূলত অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী। মানুষ যদি শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত না হয় তাহলে মানুষের মন কুসংস্কার হতে মুক্ত হতে পারে না। শিক্ষিত লোক সহজেই কুসংস্কারকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং সমাজে এর কুফল সম্পর্কে বুঝতে পারেন। তখন তারা সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে কুসংস্কার দূর করতে উদ্যোগী হন এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইতিহাসে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবা বিবাহ প্রচলন, বেগম রোকেয়ার নারীশিক্ষা আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তাদের সাহসী ভূমিকার কারণে সমাজ থেকে নানা কুসংস্কার দূর হয়ে গেছে। উদ্দীপকেও আলম সাহেবের বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য পরিচালিত আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের উপযোগিতা উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রত্যয় অর্থাৎ সমাজ সংস্কার আন্দোলন সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সুলতানা একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে একজন কলেজ শিক্ষকের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি তার স্বামীর সহযোগিতায় পড়াশোনা করেন এবং বিএ,বিএড পাস করেন। সুলতানার গ্রামের অধিকাংশ মহিলা পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তিনি তার গ্রামের মহিলা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তিনি তাদের সংগঠিত, শিক্ষিত এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তার গ্রামে একটি মহিলা সমিতি এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৯; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৯]

ক. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

https://teachingbd24.com

খ. সামাজিক আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সুলতানার কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে সুলতানার কর্মকাণ্ড কীভাবে সহায়তা করতে পারে? আলোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়।

খ সামাজিক আন্দোলন বলতে এমন এক ধরনের যৌথ প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয় যা সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অনাচার, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।
সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন থেকেই সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। সমাজ থেকে শোষণ-বঞ্চনা এবং প্রচলিত বিভিন্ন কু-প্রথা দূর করাই এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পন্থা অবলম্বন না করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। আর সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের সংস্কার সাধিত হয়।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সুলতানার কর্মকাণ্ড সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
আমাদের দেশে নারীরা এখনও অবহেলিত এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর অন্যতম কারণ হলো নারীশিক্ষার অভাব এবং অধিকার সম্পর্কে তাদের অসচেতনতা। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের অধিকার রক্ষায় তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।
উদ্দীপকের সুলতানা নারীমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন। তার কার্যক্রম নিজ গ্রামেই সীমাবদ্ধ হলেও এর সফলতা সমগ্র বাংলাদেশের নারীসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে সুলতানা নিজের এলাকার নারীদের কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার এ ভূমিকা নারীমুক্তির জন্য আদর্শস্বরূপ। তাছাড়া সুলতানা তার গ্রামে মহিলাদের একটি সমিতিও স্থাপন করেছেন যা নারীদের অধিকার সচেতন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। সারা দেশজুড়ে এ ধরনের নারী সংগঠন, সমিতি ইত্যাদি গড়ে তোলা হলে মেয়েরা আর পশ্চাৎপদ হয়ে থাকবে না। তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এভাবে সুলতানার কর্মকাণ্ড এ দেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, সুলতানার কর্মকাণ্ড উপরোল্লিখিতভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶৮ সুবর্ণপুর গ্রামের জব্বার সাহেব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করেন। সাহায্যদানের ক্ষেত্রে তিনি কোনো বৈষম্য করেন না। তবে তিনি কর্মক্ষমদের সাহায্য না দিয়ে কাজের ব্যবস্থা করেন। *[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১০; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ৭; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ১১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৪; শাহ্ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. যাকাত কী? ১
খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জব্বার সাহেবের সেবা কার্যক্রম সমাজকল্যাণের কোন ধারাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জব্বার সাহেবের সমাজসেবায় আধুনিক সমাজকর্মের উদ্দেশ্য গভীরভাবে লক্ষণীয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত হলো কল্যাণমুখী ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

খ দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়, অর্থাৎ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, গ্রহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রথা স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ফলে এর মাধ্যমে মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট হয় এবং ব্যক্তি পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী।

গ জব্বার সাহেবের সেবা কার্যক্রম ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণের অন্যতম ধারা দানশীলতাকে নির্দেশ করে।
প্রাক-শিল্পযুগের সময়ে গড়ে ওঠা বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজসেবামূলক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণ নামে পরিচিত। সমাজকল্যাণের এ ধারা প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবতাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। দানশীলতা সনাতন সমাজকল্যাণ ধারারই সবচেয়ে পুরনো এবং শক্তিশালী রূপ।
সাধারণভাবে শর্তহীনভাবে স্বত্ব ত্যাগ করে অন্যের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকেই দানশীলতা বলে। এটি সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও মানবপ্রেমের সর্বজনীন আদর্শই মানুষকে দানশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। দান প্রথার মাধ্যমে মানুষ ইহলৌকিক প্রশান্তি এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভের বাসনা চরিতার্থ করে।
উদ্দীপকের সুবর্ণপুর গ্রামের জব্বার সাহেব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করেন। সাহায্যদানের ক্ষেত্রে তিনি কোনোরকম বৈষম্য করেন না। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি দানশীলতারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ঘ জব্বার সাহেবের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সনাতন সমাজকল্যাণের ধারা অনুসরণ করা হলেও এর মাধ্যমে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্দেশ্যগত বাস্তবায়ন ঘটেছে।
সনাতন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত, দুস্থ ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণে গৃহীত যাবতীয় কার্যাবলিকেই সমাজসেবা বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ধারণায় সমাজসেবা হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠিত কার্যক্রমের সমষ্টি। এক্ষেত্রে দানশীলতা সনাতন পদ্ধতির মতো অপরিকল্পিত নয়।
জব্বার সাহেবের সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব প্রশংসনীয়। সেটি হলো তিনি কর্মক্ষমদের সাহায্য না দিয়ে তাদের কাজের ব্যবস্থা করেন। তার এই পদক্ষেপ সমাজকর্মের আধুনিক রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আধুনিক সমাজকর্মে পরিচালিত সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সনাতন সমাজকল্যাণের মতো অপরিকল্পিত বা অনির্দিষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করা হয় যেন সে আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজের সমস্যার নিজে সমাধান করতে পারে। কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তিকে অর্থ দান করার চেয়ে তাকে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া বা জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলাই আধুনিক সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকের জব্বার সাহেবও একই কাজ করছেন।
আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জব্বার সাহেবের কর্মকাণ্ডে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৯ আলী আহমদ সাহেব সম্প্রতি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি অনেক টাকা পেনশন পান। এ টাকাই তার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। *[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১১; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ৪; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বায়তুল মাল কী? ১
খ. সামাজিক বিমা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আলী আহমদ সাহেবের পেনশন লাভ সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মানুষের জীবনে উক্ত প্রত্যয়ের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল মাল বলতে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যয়ভারসহ জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

খ সামাজিক বিমা বলতে কোনো ব্যক্তির স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজের ও তার পরিবারের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের প্রাক্কালে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে বোঝায়।
সামাজিক বিমা ব্যক্তিকে আর্থিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে রক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। সামাজিক বিমার মধ্যে রয়েছে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বিমা ইত্যাদি। বর্তমানে সারাবিশ্বে এ ধরনের বিমা বেশ জনপ্রিয়।

গ আলী আহমদ সাহেবের পেনশন লাভ সমাজকর্মের অন্যতম প্রত্যয় সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
আধুনিক সময়কালে কল্যাণরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বর্তমানে কল্যাণরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান যেমন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য তেমনি এরূপ নিরাপত্তা লাভ নাগরিকের অধিকারও বটে। উদ্দীপকের আলী আহমদ এ নিরাপত্তাই লাভ করেছেন।
প্রত্যেক মানুষকেই জীবনের শেষ পর্যায়ে বার্ধক্যের মুখোমুখি হতে হয়। তখন মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ায় জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের আলী আহমদও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তবে তাকে নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে হয়নি। কারণ তিনি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে চাকরি শেষ হবার পরও পেনশন লাভ করছেন। এটি মূলত সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রকারভেদ সামাজিক বিমার অন্তর্ভুক্ত। চাকরিজীবীদের জন্য সরকারিভাবেই সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে এরূপ পেনশন প্রদানের বিধান রয়েছে; যাতে বার্ধক্যে তারা স্বচ্ছল জীবন কাটাতে পারে। তাই বলা যায় আলী আহমদের পেনশন লাভের বিষয়টির সাথে সমাজকর্মের অন্যতম প্রত্যয় সামাজিক নিরাপত্তার মিল রয়েছে।

ঘ মানুষের জীবনে উক্ত প্রত্যয়ের অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সাধারণত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে আধুনিক সমাজজীবনের বিভিন্ন বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গৃহীত হয়। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন, বিমা, শিশুকল্যাণ ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মানুষের জীবনে এক ধরনের নিশ্চয়তা বিধান করছে।
উদ্দীপকেও এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের আলী আহমদ চাকুরি থেকে অবসরের পর পেনশন হিসেবে অনেক টাকা পান যা তার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল। এ বিষয়টি সমাজকর্মের প্রত্যয় সামাজিক নিরাপত্তাকে নির্দেশ করছে।
আধুনিক শিল্প-সমাজে জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক জীবনযাপনের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রতিবন্ধিত্ব, বেকারত্ব, বার্ধক্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকেই কোনো না কোনো সময়ে আকস্মিকভাবে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষ অক্ষম ও কর্মহীন হয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করছে। এসব আকস্মিক ও শোচনীয় অবস্থা মোকাবিলা করে জীবনধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কেবল ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের উপায় নয়; এটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যকর হাতিয়ার ও অন্যতম পূর্বশর্ত।
পরিশেষে বলা যায়, মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্দীপকে নির্দেশিত সামাজিক নিরাপত্তার ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১০ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে উইল করে তার সম্পত্তি তিন ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেক ভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। এই দানকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুঃস্থ, এতিম অসহায়দের ভরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যাকাত কোন শব্দ? ১
খ. ধর্মগোলা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম কোন সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দানকৃত সম্পত্তি কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যাকাত আরবি শব্দ।

খ ধর্মগোলা বলতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে গৃহীত এক ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে বোঝায়।
ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় সেখান থেকে কৃষকদের বিনাসুদে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হতো। মূলত দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করা ছিল ধর্মগোলা গঠনের মূল কারণ।

গ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ওয়াক্‌ফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। এটি ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। উদ্দীপকে নাসিম আলী তার সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনগত ভিত্তিই অনুসরণ করেছেন।
মোঃ নাসিম আলী তার সম্পত্তি উইল করে তিন ভাগে ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেকভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। তার এই তিন ভাগকে যথাক্রমে ওয়াক্‌ফ-ই খায়রি, ওয়াক্‌ফ-ই-আহলি এবং ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ বলা যায়। যখন কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে দান করে, তখন তাকে ওয়াকফ-ই-খায়রি বলে। অন্যদিকে, যখন কোনো দাতা ও ওয়াক্‌ফকারী নিজ বংশধর বা তার আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণে সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি দান করে তখন তাকে ওয়াক্‌ফ-ই-আহলি বলে। আর এই দান যদি কোনো ধর্মীয় কাজে করা হয় তবে তাকে বলা হয় ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ। উদ্দীপকে এ তিন ধরনের ওয়াক্‌ফ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর কাজের সাথে ওয়াক্‌ফের সাদৃশ্য আছে।

ঘ ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে দানকৃত সম্পত্তি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবায় ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াক্‌ফ মানবকল্যাণের লক্ষ্যে বৈষয়িক সহায়তা ও দানকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়। অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। এর ফলে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।
উদ্দীপকে মোঃ নাসিম আলীর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুঃস্থ, এতিম ও অসহায়দের ভরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে সার্বিক আর্থ-

https://teachingbd24.com

সামাজিক উন্নয়ন অবশ্যই প্রভাবিত হবে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন– দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রভৃতি স্থাপনে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা অনবদ্য। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর ফলে সমাজের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। আর এভাবেই সমাজের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থারও ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনকল্যাণের নানা পথ উন্মোচনের মাধ্যমেই ওয়াক্‌ফ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ শিল্প বিপ্লব মানুষকে যেমন দিয়েছে প্রাচুর্য ও বিলাসিতা, ঠিক তেমনি দিয়েছে অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বেকারত্ব ও অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোকদের প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আবার নাগরিকগণ তাদের অসহায় ও বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নিজেরাও পরিকল্পিতভাবে কর্মসূচির আওতায় আসে।

[রা. বো., ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. এতিমখানা কী? ১

খ. বায়তুল মাল কেন গঠিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে কোন কল্যাণমূলক কর্মসূচির ইঙ্গিত দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেরা কীভাবে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলা করে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এতিমখানা হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন এবং নির্ভরশীল, দুস্থ ও অসহায় শিশুদেরকে লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

খ রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বায়তুল মাল গঠিত হয়েছিল।

বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা সরকারি তহবিলকে বোঝায়। এটি মূলত জনকল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় থেকে বায়তুল মালের অর্থ ও সম্পদ দুস্থ, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো এবং পঙ্গু, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা হতো। মূলত, জনকল্যাণই ছিল বায়তুল মাল গঠনের মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজসেবা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

আধুনিক সমাজে জীবনের সাধারণ ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনযাপনের সাধারণ ঝুঁকির মধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রত্যেক সদস্যেরই কোনো না কোনো সময়ে এসব ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বিপর্যয় মোকাবিলা করে জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমাদের সমাজের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বেকারত্ব, অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা প্রভৃতি সমস্যার কথা বলা হয়েছে, এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকার বা রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। আর এ ধরনের কর্মসূচি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্যই গৃহীত হয়। সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, আধুনিক শিল্প সমাজের অসুস্থতা, বেকারত্ব বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা, পেশাগত দুর্ঘটনা প্রভৃতি মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত বিপর্যয় মোকাবিলায় সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচিই সামাজিক নিরাপত্তা। উদ্দীপকে আলোচ্য কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকেরা নিজেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় সচেষ্ট হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে একটি দেশের নাগরিকদেরকে আকস্মিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। রাষ্ট্র কর্তৃক এই কর্মসূচি গৃহীত হলেও সকল নাগরিকের উচিত এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং নিজেদেরকে পরিকল্পিত কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা।

যেকোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলায় সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে আধুনিক শিল্প সমাজে যে সকল আকস্মিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয় সেগুলো থেকে বাঁচতে নাগরিক সচেতনতা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা প্রত্যেক নাগরিকেরই উচিত। নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন না হলে এবং তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি না রাখলে দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সে অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলায় অনস্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকগণ সচেতন হলে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করলে খুব সহজেই আলোচ্য বিপর্যয় সামাল দেওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১২ ২২ বছর বয়সে নারায়ণপুর গ্রামের রহিমার স্বামী মারা যায়। সামাজিক কুসংস্কার ও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে তার পুনরায় বিবাহ হচ্ছিল না। রহিমার বয়স যখন ৩০ বছর তখন গ্রামের আব্দুর রব মাস্টার নামে এক শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তার ৩০ বছরের ছেলে গিয়াসের সাথে বিধবা রহিমার বিয়ে দেন। এতে বাবা, ছেলে ও রহিমা খুশি থাকলেও তাদেরকে সামাজিকভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

[সকল বোর্ড ২০১৬। প্রশ্ন নং ৪]

ক. বায়তুল মাল কী? ১

খ. সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুর রব মাস্টারের ছেলেকে বিবাহ করানোর ঘটনার সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ প্রথা দূরীকরণে উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল মাল হলো ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা সরকারি তহবিল।

খ সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের মধ্যে কর্মপরিধি ও কর্ম প্রক্রিয়ার দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

সমাজকল্যাণের বৃহৎ পরিধিতে পেশাদার, অপেশাদার এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবাকর্মও স্থান পায়। কিন্তু সমাজকর্ম বলতে কেবল পেশাদার ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবাকর্মকে বোঝায়। আবার সমস্যা সমাধানে সমাজকল্যাণের নিজস্ব কোনো পদ্ধতি নেই। কিন্তু সমাজকর্মের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তাছাড়া সমাজকল্যাণে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অপরিহার্য না হলেও সমাজকর্মে তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুর রব মাস্টারের ছেলেকে বিবাহ করানোর ঘটনার সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) একজন সফল শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফসল হলো তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিধবা মেয়েদের পুনরায় বিবাহ প্রথার প্রচলন। তিনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামী, কঠোর বর্ণবৈষম্য, কুসংস্কার ও কু-প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে

Teachingbd24.com

তোলেন। সেই সাথে হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলনের মাধ্যমে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সরব।
উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুর রব মাস্টার নিজের ছেলেকে একজন বিধবার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলনের জন্য তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের সাথে লড়াই করেছিলেন। তার সময়ে হিন্দু বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে পারত না। ফলে তারা পিতা বা ভাইয়ের সংসারে অথবা শ্বশুরবাড়ি বা অন্য কোথাও মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতো। তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এগিয়ে আসেন। তার একক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এর মাধ্যমে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আইন বাস্তবায়নে তার ছেলে নারায়ণচন্দ্রকে জনৈক বিধবার সাথে বিবাহ দেন। উদ্দীপকের ঘটনাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সচেতনতা ও অন্যায় না মানার মনোভাব জনগণের মাঝে জাগ্রত হলে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ প্রথা দূর করা সম্ভব।
যেকোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার সময়ে সমাজে সংস্কারের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির কাজটিই করেছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে প্রভাবশালীদের সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই পিছপা হননি। বর্তমানে বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহের মতো সমস্যার সমাধানে তার আদর্শই অনুসরণীয়।
বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ অন্যতম। এ সমস্যাগুলোর সমাধানে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তার এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিক্ষার প্রসারে বেশি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। সেই সাথে সবাইকে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে অবগত করতে হবে। আবার বাল্যবিবাহ দূরীকরণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে জনগণকে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। তার মতো আমাদেরকেও এ ব্যাপারে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে নিরক্ষরতা ও বাল্যবিবাহ সমস্যা সমাধানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সাহানা হায়াত একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বছর বয়সে একজন কলেজ শিক্ষকের সাথে তার বিয়ে হয়। তিনি তার স্বামীর সহযোগিতায় পড়াশোনা করেন এবং বি এ, বি এড পাস করেন। সাহানা হায়াতের গ্রামের অধিকাংশ মহিলা পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তিনি তার গ্রামের মহিলাদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তিনি তাদের সংগঠিত, শিক্ষিত এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেষ্টা করেন। এলক্ষ্যে তিনি তার গ্রামে একটি মহিলা সমিতি এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. ধর্মগোলা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ড কীভাবে সহায়তা করতে পারে? আলোচনা কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়।

খ ধর্মগোলা বলতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে গৃহীত এক ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে বোঝায়।
ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় সেখান থেকে কৃষকদের বিনাসুদে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হতো। মূলত দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করা ছিল ধর্মগোলা গঠনের মূল কারণ।

গ নারী উন্নয়নে অবদান রাখার দিক থেকে উদ্দীপকের সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ড বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি আমৃত্যু নারীশিক্ষা, লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি দূর করা এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে নারীদের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। উদ্দীপকের সাহানাও বেগম রোকেয়ার দেখানো পথেই হেঁটেছেন।
সাহানার পারিবারিক ইতিহাস ও প্রাথমিক জীবন বেগম রোকেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে তাদের দুজনের মধ্যে মূল সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় নারী মুক্তির জন্য কাজ করার মাধ্যমে। সাহানা তার গ্রামের পশ্চাৎপদ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাছাড়া নারীদের অবস্থার উন্নয়নে তিনি গ্রামে একটি মহিলা সমিতিও স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়াও নারী শিক্ষার বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এর যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া রোকেয়া নারীদের কল্যাণে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সুতরাং বলা যায়, সাহানার কার্যক্রম আমাদেরকে বেগম রোকেয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা জরুরি। আর তা করার জন্য সাহানা হায়াতের কর্মকাণ্ড সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
আমাদের দেশে নারীরা এখনও অবহেলিত এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর অন্যতম কারণ হলো নারীশিক্ষার অভাব এবং অধিকার সম্পর্কে তাদের অসচেতনতা। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণে নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের অধিকার রক্ষায় তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।
উদ্দীপকের সাহানা হায়াত নারীমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছেন। তার কার্যক্রম নিজ গ্রামেই সীমাবদ্ধ হলেও এর সফলতা সমগ্র বাংলাদেশের নারীসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে সাহানা হায়াত নিজের এলাকার নারীদের কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার এ ভূমিকা নারীমুক্তির জন্য আদর্শস্বরূপ। তাছাড়া সাহানা তার গ্রামে মহিলাদের একটি সমিতিও স্থাপন করেছেন যা নারীদের অধিকার সচেতন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। সারা দেশজুড়ে এ ধরনের নারী সংগঠন, সমিতি ইত্যাদি গড়ে তোলা হলে মেয়েরা আর পশ্চাৎপদ হয়ে থাকবে না। তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সুতরাং সাহানার কর্মকাণ্ড এ দেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, সাহানার মতো সবাই আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এলে বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়নের কাজটি সহজ হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ চেয়ারম্যান সামাদ অত্যন্ত দয়ালু ও সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তিনি প্রতিদিন ভিক্ষুকদের টাকা দেন, রাস্তায় পড়ে থাকা শিশুদের হাতে কাপড় ও খাবার তুলে দেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করেন। পক্ষান্তরে তার স্ত্রী রেবেকা একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। তিনি মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ দানসহ, ত্রিবিধ ভূমিকা পালন করে থাকেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. দানশীলতার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ওয়াক্‌ফ-এর ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সামাদ সাহেবের কাজের ধরনটি চিহ্নিত করে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সামাদ ও রেবেকার কাজের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দানশীলতা বলতে শর্তহীনভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করাকে বোঝায়।

খ 'ওয়াক্‌ফ' একটি আরবি শব্দ; যার বাংলা অর্থ হলো আটক। এখানে আটক বলতে সম্পত্তির মালিকানাকে আটক করা এবং সেই আটককৃত সম্পত্তি দরিদ্রদের দান করা বা কোনো উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে বোঝায়।
ওয়াক্‌ফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। ওয়াক্‌ফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত ইসলামি আইন মোতাবেক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের কাজের ধরনটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করেছে।
প্রাক শিল্প যুগের বিচ্ছিন্ন ও সংগঠিত সমাজসেবা প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রথা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণার্থে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে যে মানবপ্রেম প্রকাশ পায় তাই ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। সম্পদশালী ও মানবহিতৈষী দানশীল ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর অপরিকল্পিত সাহায্য প্রদানও ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, চেয়ারম্যান সামাদ সাহেব ভিক্ষুকদের টাকা, ছিন্নমূল শিশুদের খাবার ও কাপড় এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ-সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি যেসব সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। তা নিঃশর্তভাবে অপরের কল্যাণে স্বত্ব ত্যাগ করেই দান করেন তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি হিসাবে সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের মাধ্যমে বা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রদান করেন না। বরং তার ইচ্ছার উপর এ সাহায্য নির্ভর করে। অক্ষম ব্যক্তি অর্থাৎ ভিক্ষুক, অনাথ পথশিশু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সামাদ সাহেব স্বত্ব ত্যাগ করে যথাসম্ভব সাহায্য সহযোগিতা ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণকে তুলে ধরে। এ কারণে সামাদ সাহেবের কাজটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের কাজটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের দান প্রথা এবং রেবেকার কাজটি আধুনিক সমাজকল্যাণকে নির্দেশ করে, যাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।
ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত বদান্যতা নির্ভর যেসব সমাজকল্যাণমূলক প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রাচীনকাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে সেগুলোকে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ বলা হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে দান, এতিমখানা, দেবোত্তর লঙ্গরখানা প্রভৃতি। আর সমাজে বিরাজমান যেকোনো প্রকার সমস্যার সমাধান করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই আধুনিক সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য।
উদ্দীপকের সামাদ সাহেব নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। কিন্তু তার স্ত্রী রেবেকা আন্তর্জাতিক সংস্থার হয়ে মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করেন। সামাদ সাহেবের কাজটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং করুণা নির্ভর আর্থিক সাহায্যদানের মাধ্যমে সমস্যার সাময়িক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এটিই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণকে তুলে ধরে। পক্ষান্তরে, রেবেকার কাজটি ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে তার সুপ্ত ক্ষমতা বিকাশের জন্য পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সমাজকল্যাণ সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সমস্যামুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। তাই রেবেকার কাজটি আধুনিক সমাজকল্যাণের মধ্যে পড়ে।
উপরের আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ ও আধুনিক সমাজকল্যাণের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষণীয় এবং আধুনিক সমাজকল্যাণ অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধে একটি সামাজিক শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। এ শস্যভাণ্ডার স্থানীয়দের উদ্যোগে ও সরকারি সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে জনগণ নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ সহায়তা ও বিনাসুদে ঋণ বিতরণ করে মহাজনি শোষণ-বঞ্চনা থেকে প্রান্তিক চাষিদের রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. সমাজ সংস্কারের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকটি সনাতন সমাজকল্যাণের যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের অগ্রগতির পর্যায়ের প্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।
সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ধর্মগোলাকে ইঙ্গিত করছে।
ধর্মগোলা এমন একটি কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা যা ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব মোকাবিলা করা। উদ্দীপকেও এ প্রতিষ্ঠানকেই তুলে ধরা হয়েছে।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধে একটি সামাজিক শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। এর মাধ্যমে জনগণ নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নানা সহায়তা ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করে থাকে। উদ্দীপকের এ প্রতিষ্ঠানটি ধর্মগোলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করে রাখা হতো। দুর্ভিক্ষের সময় তা বিনা সুদে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হতো। ধর্মগোলা অবিভক্ত ভারতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট দুরবস্থা থেকে মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ধর্মগোলা এবং তৎকালীন সময়ে ধর্মগোলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ধর্মগোলা হলো একটি খাদ্যশস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় জমা রাখা হতো। অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় বিনা সুদে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হতো। তবে দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হতো। সেক্ষেত্রে শর্ত থাকতো পরবর্তী মৌসুমে ফসল উঠলে তা পরিশোধ করতে হবে।

ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ ও আপদকালীন খাদ্য সংকট মেটাতে ধর্মগোলা সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ব্রিটিশদের শোষণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারি প্রথার কুফল এবং বিশ্বযুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার লক্ষ্যে ধর্মগোলা গড়ে ওঠে। ধর্মগোলার মাধ্যমে অনাহারী ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষ আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা পেয়ে বিপদের সময় উপকৃত হতো। তবে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের প্রাণ রক্ষার জন্যই নয়; গ্রাম্য মহাজনদের অত্যাচার প্রতিরোধেও এই ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি মোকাবিলায় স্থানীয়দের উদ্যোগ ও সরকারি সহায়তায় শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা ধর্মগোলাকে ইঙ্গিত করছে। আর এ প্রতিষ্ঠানটি উপরে বর্ণিতভাবে তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের রক্ষায় ভূমিকা রেখেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান ধর্মগোলা অসহায় মানুষকে রক্ষা ও তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রনজিত দাস ও সুমন একই গ্রামের দু'জন ধর্মপ্রাণ মানুষ। রনজিত তাঁর সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ধর্মীয় কাজে ও মাতৃ-পিতৃহীন শিশুদের শিক্ষার জন্য দান করে গেছেন। অন্যদিকে সুমন তার সম্পত্তির ১/২ অংশ মসজিদ, মাদ্রাসা, ও এতিমখানার জন্য স্থায়ীভাবে দান করে গেছেন। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. দেবোত্তর কী? ১

খ. সমাজ সংস্কার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রনজিত দাসের দানকার্যটি সনাতন সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রনজিত দাস ও সুমনের দানকার্যের বর্তমানে কোনো গুরুত্ব আছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবোত্তর হলো সনাতন হিন্দু ধর্মানুসারে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি উৎসর্গ করা।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক সামাজিক পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রনজিত দাসের দানকার্যটি সনাতন সমাজকর্মের দেবোত্তর প্রত্যয়টিকে নির্দেশ করে।

হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপমুক্তি, মোক্ষলাভ ও ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেবতা বা কোনো বিগ্রহের নামে ব্যক্তির সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার উপায়কে দেবোত্তর বলা হয়। এটি একটি স্বেচ্ছামূলক দান ব্যবস্থা। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ এবং অনাথ আশ্রম ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই সম্পত্তি দেবোত্তর প্রথায় উৎসর্গ করা হয়। দেবোত্তর সাধারণত দু'ধরনের। যথা—আংশিক দেবোত্তর ও সার্বিক দেবোত্তর। দেবোত্তর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সরকার কর্তৃক সেবায়েত নিয়োগ করা হয়। সমাজকল্যাণে দেবোত্তর প্রথার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের রনজিত দাস তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ধর্মীয় কাজে ও মাতৃ-পিতৃহীন শিশুদের শিক্ষার জন্য দান করেন। তার এ কাজটি উপরে বর্ণিত দেবোত্তর প্রথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রনজিত দাসের দানকার্যটি সনাতন সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান দেবোত্তরকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ রনজিত দাস ও সুমনের দানকার্যটি বর্তমান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর ও ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

দেবোত্তর ও দানশীলতা দুটি প্রথাই দানশীলতার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। দেবোত্তর ব্যবস্থা দ্বারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে অনাথ আশ্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনাথ, অসহায়, দুস্থদের উপকার সাধিত হয়। অন্যদিকে সমাজসেবার এক বৃহত্তম ক্ষেত্র হিসেবে ওয়াকফ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এতিমখানা, সহায়তাকেন্দ্র, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা দ্বারা অসংখ্য মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত আছে। উদ্দীপকেও তার প্রতিফলন পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একই গ্রামের ধর্মপ্রাণ রনজিত দাস ও সুমন ধর্মীয় কাজে ও অসহায় দুস্থ শিশুদের নিজ সম্পত্তি দান করে। এতে করে তাদের দানকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও এর গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক অনাথ ও দরিদ্র শিশু-কিশোর মৌল-মানবিক চাহিদাসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। এসকল সমস্যা মোকাবিলায় ওয়াকফ ও দেবোত্তরকৃত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি দেবোত্তর সম্পত্তি দ্বারা পূজা-অর্চনার ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মীয় কল্যাণ সাধন করা হয়। আবার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন— স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং আয়-উপার্জনকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, রনজিত দাস ও সুমনের দানকার্যটি হলো দেবোত্তর ও ওয়াকফ এবং বর্তমান সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর ও ওয়াকফ উভয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে উইল করে তার সম্পত্তি তিন ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেক ভাগ তার বংশধরদের দান করে এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। এই দানকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুঃস্থ, এতিম অসহায়দের ভরণপোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম কোন সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দানকৃত সম্পত্তি কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়।

খ বায়তুল মাল বলতে ইসলামিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বোঝায়।

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যয়ভারসহ জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

Teachingbd24.com

গ সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর 'সম্পত্তি দান' কার্যক্রম সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ওয়াক্‌ফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। এটি ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। উদ্দীপকে নাসিম আলী তার সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে উক্ত আইনগত ভিত্তিই অনুসরণ করেছেন।

মোঃ নাসিম আলী তার সম্পত্তি উইল করে তিন ভাগে ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেকভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। তার এই তিন ভাগকে যথাক্রমে ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রি, ওয়াক্‌ফ-ই-আহলি এবং ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ বলা যায়। যখন কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে দান করে, তখন তাকে ওয়াকফ-ই-খায়রি বলে। অন্যদিকে, যখন কোনো দাতা ও ওয়াক্‌ফকারী নিজ বংশধর বা তার আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণে সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি দান করে তখন তাকে ওয়াক্‌ফ-ই-আহলি বলে। আর এই দান যদি কোনো ধর্মীয় কাজে করা হয় তবে তাকে বলা হয় ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ। উদ্দীপকে এ তিন ধরনের ওয়াক্‌ফ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, সৈয়দ মোঃ নাসিম আলীর কাজের সাথে ওয়াক্‌ফের সাদৃশ্য আছে।

ঘ ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে দানকৃত সম্পত্তি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবায় ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াক্‌ফ মানবকল্যাণের লক্ষ্যে বৈষয়িক সহায়তা ও দানকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয়। অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। এর ফলে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

উদ্দীপকে মোঃ নাসিম আলীর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুঃস্থ, এতিম ও অসহায়দের ভরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবশ্যই প্রভাবিত হবে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন– দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রভৃতি স্থাপনে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা অনবদ্য। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর ফলে সমাজের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। আর এভাবেই সমাজের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থারও ইতিবাচক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনকল্যাণের নানা পথ উন্মোচনের মাধ্যমেই ওয়াক্‌ফ সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মহব্বত সাহেব প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। তিনি সকল সম্পত্তির আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব রাখেন। কেননা গচ্ছিত সম্পত্তি ও অর্থের উপর তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান খয়রাত করতে হয়। উক্ত ব্যক্তির এ দান সমাজে শান্তি সৃষ্টি করে। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. Charity কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত? ১

খ. দেবোত্তর বলতে কী বোঝ? ২

গ. মহব্বত সাহেবের দানের ক্ষেত্রে কোন সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ব্যবস্থা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে— উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Charity ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত।

খ দেবোত্তর বলতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোনো সম্পত্তি উৎসর্গ করাকে বোঝায়।

হিন্দু ধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপমুক্তি, মোক্ষলাভ ও ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেবতা বা কোনো বিগ্রহের নামে ব্যক্তির সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার উপায়কে দেবোত্তর বলা হয়। সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ, অনাথ আশ্রম ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেবোত্তর প্রথায় সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়।

গ মহব্বত সাহেবের দানের ক্ষেত্রে যাকাতের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নিজের ও পরিবারের সারা বছরের যাবতীয় প্রয়োজন ও ঋণ নির্বাহের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ সম্পদ কারো নিকট যদি এক বছর পর্যন্ত সঞ্চিত থাকে, তবে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে বাধ্যতামূলক ব্যয় করার বিধানকেই যাকাত বলা হয়। যাকাত ধনী মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর বিশেষ। যাকাতের অর্থ যে কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। যাকাতের অর্থ বণ্টনের ৮টি খাত আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

উদ্দীপকে মহব্বত সাহেব প্রচুর ধন সম্পদের মালিক। তিনি সকল সম্পত্তির আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব রাখেন। গচ্ছিত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ তিনি দান করেন। তার এই দান ইসলামি শরিয়তের যাকাত ব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, মহব্বত সাহেব যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন।

ঘ উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ যাকাত ব্যবস্থা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে —উক্তিটি যথার্থ।

যাকাত ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে কুক্ষিগত হতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দরিদ্রতা দূর করে সামাজিক সংহতি, প্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উত্তম পন্থা হলো যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যাকাত সম্পদশালীদের লোভ-লালসা এবং সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে। সমাজের অসহায়, বঞ্চিত ও নিঃস্ব শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে।

যেকোনো রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে মানুষ জমানো টাকা অলসভাবে ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। এতে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবার সম্ভাবনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ইত্যাদি বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য দরিদ্র শ্রেণিকে আর্থিক দিক দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমে আসবে এবং মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মহব্বত সাহেব দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের যাকাত প্রদান করেন। তার দানকৃত যাকাতের অর্থ দরিদ্র ব্যক্তিদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। এর ফলে বিদ্যমান নানা সমস্যা দূর হয়ে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত যাকাত ব্যবস্থা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ উদয়পুর গ্রামের মেয়েরা চিরাচরিত অবহেলিত। তার উপর গ্রামের মোল্লাদের দ্বারা ফতোয়ার শিকার। ইবনাত উক্ত এলাকায় একটি নিয়মিত সংবাদ প্রচারের জন্য একটি টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে। উক্ত গ্রামের সচেতনতা বেশ কয়েকজন ইবনাতের সাথে যোগ দেয় এবং এ অবস্থার পরিত্রাণের উদ্যোগ নেয়।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. সমাজ সংস্কার কী? ১

খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ইবনাত ও গ্রামের সচেতন লোকের ভূমিকা কী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ থেকে সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা দূর করে একটি কাঙ্ক্ষিত সমাজ কাঠামো প্রণয়নই হলো সমাজ সংস্কার।

খ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা যা নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর তাই নারী নির্যাতন। নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি নানা অজুহাত দেখিয়ে নারীর ওপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো বা ক্ষেত্র বিশেষে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে কোনো অবৈধ কিছু করাই হলো নারী নির্যাতন।

গ উদ্দীপকের ইবনাত ও গ্রামের সচেতন লোকের ভূমিকাকে সমাজ সংস্কার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মূলত সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক পরিবর্তন। এর ফলে সমাজ থেকে ক্ষতিকর দিকগুলো দূর করে বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। সাধারণত সমাজে কিছু প্রচলিত ও ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ থাকে যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো অপসারণ করে তার পরিবর্তে ইতিবাচক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে সমাজ সংস্কার বলা হয়। এক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ও গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সমাজ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে উদয়পুর গ্রামের নারীরা অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার। ইবনাত ও গ্রামের সচেতন ব্যক্তিরা এই ক্ষতিকর অবস্থা দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এজন্য তারা এলাকায় নিয়মিত সংবাদ প্রচারের জন্য একটি টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করে। তাদের এই কাজ সমাজ সংস্কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে ইবনাত ও গ্রামের সচেতন ব্যক্তিরা ক্ষতিকর প্রথা দূর করার জন্য কাজ করছে।

ঘ উক্ত কার্যক্রম অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো অপসারণ বা সংশোধন করা হয়। এ কার্যক্রমকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমেই ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করতে হয়। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজের সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করেন। সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করার পর তা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক আন্দোলনের। সামাজিক আন্দোলনের জন্য জনগণকে উক্ত বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হয়। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। সমাজ সংস্কারের জন্য জনগণ ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সমাজকর্মী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনার জন্য সরকারকে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকে ইবনাত ও তাদের গ্রামের সচেতন লোক ক্ষতিকর প্রথা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ কাজের মাধ্যমে তাদের গ্রামে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। তাদের এরূপ সমাজ সংস্কারমূলক কাজে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ রহমত মিয়া পোশাক শিল্প কারখানায় ১২ বছর মেশিন অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মেশিন চালনার সময়ে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন এবং একটি হাত হারান। রহমানের সহকর্মী মালেকও এ দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। পোশাক শিল্প কারখানার মালিক মালেকের জন্য বিধি অনুযায়ী সুবিধা দিলেও রহমতের জন্য তেমন কোনো সুবিধা না দেওয়ায় তার পরিবার আইনের আশ্রয় নেয়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. ওয়াক্‌ফ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. রহমতের জন্য শিল্প মালিক বিধি অনুযায়ী কী সুবিধা প্রদান করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'রহমতের পরিবারের আইনের আশ্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার আদায় করা সম্ভব' —তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে দান করাই ওয়াক্‌ফ।

খ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া। তাই সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সংঘবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিবর্তনই হলো সামাজিক পরিবর্তন।

গ রহমতের জন্য শিল্প মালিক বিধি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা প্রদান করতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে বিপর্যয়কালীন সময়ে মানুষকে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া। সামাজিক নিরাপত্তার একটি অংশ হচ্ছে আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় অর্থনৈতিক সহায়তা করা। অর্থাৎ কোনো পোশাক কারখানা বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের কোনো ক্ষতি হলে মালিক পক্ষ তাকে আর্থিক সামর্থ্য প্রদান করবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমত পোশাক শিল্পকারখানায় মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজ করার সময় হঠাৎ দুর্ঘটনায় তার একটি পা হারান। এ ক্ষেত্রে তিনি আজীবন পা না থাকার বেদনা অনুভব করবেন এবং পরিবারের জন্য উপার্জন করতে পারবেন না। তাই পোশাক মালিকের উচিত রহমতকে এককালীন কিছু টাকা দেওয়া— যাতে সেই টাকা দিয়ে যেকোনো কাজ করে সংসার চালাতে পারেন। এ ধরনের সাহায্য শ্রমিক হিসেবে রহমতের ন্যায্য অধিকার, যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঘ 'রহমতের পরিবারের আইনের আশ্রয়ের মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার আদায় করা সম্ভব'— বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রকৃতপক্ষে অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তির জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। সামাজিক নিরাপত্তার মূল কথা হলো— ব্যক্তি যখন কর্মক্ষম তখন তাকে কাজ দেওয়া এবং যখন সে কাজ করতে পারবে না তখন আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এর ব্যত্যয় ঘটলে ভুক্তভোগী প্রয়োজনীয় আইনের সাহায্য নিতে পারবে, যা রহমতের পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

Teachingbd24.com

কোনো ব্যক্তি যখন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বেঁচে থাকেন তখন এটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন তখন তার পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মালিক যদি ক্ষতিপূরণ দিতে না চায় তবে তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কারণ দেশের আইন অনুযায়ী কোনো বক্তির ন্যায্য অধিকার আদায়ের সুযোগ রয়েছে। সে আইনের আশ্রয় নিয়ে তার ন্যায্য অধিকার মালিকের নিকট থেকে আদায় করতে পারে। দুর্ঘটনার শিকার হয়ে হাত হারানো রহমতের পরিবার অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় পড়বে। কারণ, তিনি পরিবারের আয়ের উৎস ছিলেন। এক্ষেত্রে মালিক যদি তার পরিবারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আইনের মাধ্যমে রহমতের পরিবার তাদের অধিকার আদায় করতে পারে। কারণ দেশের প্রচলিত আইনে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. রমেক্স 'একমেব অদ্বিতীয়ময়' বা এক ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'একেশ্বরবাদের' উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ। কাজ করেন ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। গড়ে তোলেন আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক সমাজ যেখানে মানুষ পরিণত হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. Charity শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে এবং তার অর্থ কী? ১
খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের রমেক্স-এর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ব্যক্তিত্বের মিল খুঁজে পাবে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Charity শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Charitas থেকে এসেছে যার অর্থ হলো মানবপ্রেম।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।
সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. রমেক্স-এর সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের রাজা রামমোহন রায়ের মিল পাওয়া যায়।
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তিনি তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে লক্ষ করেন। এ সময় তিনি নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেন । তিনি হিন্দু সমাজের সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনি ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করেন এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি সমাজ গড়ে তোলেন। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকের মি. রমেক্স এই ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনিও ধর্ম, সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলেন যেখানে মানুষ ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন। উদ্দীপকের রমেক্স-এর এ কাজগুলো পাঠ্যবইয়ের রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মি. রমেক্স এর সাথে পাঠ্যবইয়ের রাজা রামমোহন রায়ের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠিত সমাজ অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতন করে তুলেছিল।
রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা পর্যবেক্ষণ করে নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। এ লক্ষ্যে তিনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে 'আত্মীয় সভা' গঠন করেন। উদ্দীপকের মি. রমেক্স-এর মাধ্যমে রাজা রামমোহন রায়ের এসব কার্যক্রমকেই তুলে ধরা হয়েছে।
উদ্দীপকের মি. রমেক্স-এর মতো রাজা রামমোহন রায় তার সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যবৃন্দ ঐ সময়কার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতেন। ধীরে ধীরে এর মাধ্যমে একটি প্রভাবশালী মহল গড়ে ওঠে। এদের মাধ্যমে তিনি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কার সাধন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান। এতে সমাজে একটি সচেতন শ্রেণি তৈরি হয়। রাজা রামমোহন রায় ইউরোপীয় রাজনৈতিক গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই আধুনিক চিন্তাধারা তার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি তার চিন্তাধারার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন যা মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এভাবে তিনি সমাজে আধুনিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটান যা পরবর্তীতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতন করে তুলে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা মানুষকে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সমাজকল্যাণে দানশীলতার প্রচলন বহু আগে থেকেই প্রবাহমান হলেও পেশাগত কমাজকর্মে দিন দিন এটিকে নিরুৎসাহিত করে সাংগঠনিকভাবে সাহায্য প্রদানের প্রচলন শুরু করা হয়। যার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি, দানগ্রহণ ইত্যাদি হ্রাস পেয়ে সমস্যাগ্রস্ত নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হচ্ছে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সদকা কী? ১
খ. ধর্মগোলার গুরুত্ব কোথায়? ২
গ. সমাজকল্যাণে দানশীলতার স্বরূপ কেমন ছিল-ব্যাখ্যা কর? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত দানশীলতার পরিবর্তে বর্তমানে সমাজকর্ম পেশার আলোকে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব বলে তুমি মনে কর? ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকে সাহায্য করার নামই সদকা।

খ ধর্মগোলা একটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত শস্যভান্ডার। দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ বা অভাব মেটানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ধর্মগোলা একটি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, ফসলহানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দরিদ্র কৃষক ও সাধারণ মানুষ যেন খাদ্যাভাবে না পড়ে সেজন্য ধর্মগোলা গঠন করা হয়। ধর্মগোলার মাধ্যমে সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি অবস্থাসম্পন্ন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। পাশাপাশি মানুষ বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলার সাহস সঞ্চার করে। ধর্মগোলার মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে নিজেদের চাহিদা পূরণ করা হয়।

Teachingbd24.com

গ সমাজকল্যাণে দানশীলতার স্বরূপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রাচীনকালে মানুষ ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখত। এক্ষেত্রে দানশীলতা ছিল একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপকে মহান হিসেবে দেখা হতো। সেইসাথে এ ধরনের কাজকে পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ প্রেক্ষিতেই মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়।

মধ্যযুগে সারা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকার সাথে ইসলামের পূর্ণ পরিচয় ঘটে। ফলে ইসলামের আদর্শ বিশেষ করে দানশীলতা সমাজকল্যাণের সুষ্ঠু বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া অন্যান্য ধর্ম যেমন—খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম প্রভৃতিও দানশীলতার ওপর বিশেষ জোর দেয়। এ সকল ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখে। ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের প্রভাব এবং ইংল্যান্ডে গির্জার মাধ্যমে দানকার্য পরিচালনা করা হতো। আধুনিক সমাজকল্যাণ অর্থাৎ ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজকল্যাণের ইতিহাসেও দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দানশীলতার পরিবর্তে বর্তমান সমাজকর্ম পেশার আলোকে ব্যক্তিকে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা যায়।

আধুনিক সমাজকর্ম মূলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান ও সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। দানশীলতার মাধ্যমে নয় বরং সমস্যার কার্যকর ও বাস্তবসম্মত সমাধানে সমাজকর্ম দৃঢ় প্রত্যয়ী। সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তার মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদান করে থাকে। সনাতন পদ্ধতিতে সহায়তা দানের পরিবর্তে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দানের অন্তর্ভুক্ত করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অধিক সক্রিয়। এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এ জন্য সমাজকর্ম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করে। সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। এ জন্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন পদ্ধতির আওতায় ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতায় বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার কারণে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সমাজকর্ম ব্যক্তির এসকল সমস্যার কারণ উদঘাটন করে তা সমাধানে চেষ্টা করে। এর ফলে ব্যক্তি তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

পেশাদার সমাজকর্ম ব্যক্তিকে সাময়িক সহায়তা দানের পরিবর্তে তাকে নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে। এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল ও সক্ষম হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সমাজকর্ম ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে। এর ফলে ব্যক্তি অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে না। পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক পেশাদার সমাজকর্ম ব্যক্তিকে সাময়িক ও আর্থিক সহায়তা দানের পরিবর্তে তাকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আফিয়া খাতুন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের নারী সমাজ ছিল চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আফিয়া খাতুন অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় বাবার ও স্বামীর সম্পত্তি পরবর্তীতে তিনি নারী শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করেন।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন হয় কত সালে? ১

খ. সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিয়া খাতুনের সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের কাজের মিল পাওয়া যায়?-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ড বর্তমানে সমাজে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে?-ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হয় ১৮২৯ সালে।

খ সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

সমাজ জীবনের শুরুতেই অক্ষম; অসহায় ও দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য লাঘব করার জন্য সমাজকল্যাণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সমাজকর্মের বিকাশ সাধিত হয় মূলত শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে। মূলত শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে সৃষ্ট আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। তাই সমাজকল্যাণে দানশীলতা, মানবপ্রেম, ব্যক্তিগত সদিচ্ছা প্রভৃতির আধিক্য থাকলেও সমাজকর্ম এসব গুণাবলিকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করে। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান ও সেবামূলক কাজে ব্রতী হয়। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সমাজকর্মে পেশাগত মূল্যবোধ ও ব্যবহারিক নীতিমালার সংযোজন ঘটেছে। অন্যদিকে এসকল বিষয় আবার সমাজকল্যাণের অন্তভুক্ত নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আফিয়া খাতুনের সাথে বেগম রোকেয়ার কাজের মিল পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি আমৃত্যু নারী শিক্ষা, লিঙ্গের সমতায়ন ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়াবলিতে নারী সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং অধিকার অর্জনের আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। বেগম রোকেয়া যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলিম সমাজ ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পরিবারে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। সামান্য কিছু আরবি ও ফার্সি শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট। এ সময় বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রসারে হাত বাড়ান। ১৯০৯ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর ঐ বছরই তিনি পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯১৫ সালে স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারি স্কুলে উন্নতি হয়। তার ঐকান্ত প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের আফিয়া খাতুন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। আফিয়া খাতুন অল্পবয়সে বিধবা হওয়ায় বাবা ও স্বামীর সম্পত্তি নারী শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করেন। তাই বলা যায়, আফিয়া খাতুনের সাথে বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বেগম রোকেয়ার সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বর্তমান সমাজে খুবই ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে।

বর্তমানে নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয় তার গোড়াপত্তন করেছেন বেগম রোকেয়া। তিনি একদিকে যেমন নারী শিক্ষার অগ্রদূত তেমনি সাহিত্যসেবী এবং সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তারই প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের আফিয়া তার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী ও বাবার সম্পত্তি নারী শিক্ষা প্রসারে ব্যয় করেন। তার মতোই অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি উচ্চ প্রাইমারিতে উন্নীত করেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়-এ উন্নীত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের নারী জাগরণ ও

https://teachingbd24.com

প্রগতির ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের অনেকেই ছিলেন রোকেয়া পরিচালিত এ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বেগম রোকেয়া ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। মুসলিম নারীদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি তাদেরকে সংগঠিত করার প্রয়াস চালান। রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম ও লেখনিতেও নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা 'মুসলিম মহিলা সমিতি' নামে একটি দলীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার প্রধান অস্ত্র ছিল তার সাহিত্য কর্ম। তিনি তার লেখার মাধ্যমে মুসলিম নারী জাতিকে তাদের অধিকার আদায়ে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেগম রোকেয়ার কার্যক্রম বর্তমান নারী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রিফাত সাহেব সম্প্রতি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে। অবসর গ্রহণের পর তিনি অনেক টাকা পেনশন পান। এ টাকাই তার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বায়তুল মাল কী? ১

খ. সামাজিক বিমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রিফাত সাহেবের পেনশন লাভ সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানুষের জীবনে উক্ত প্রত্যয়ের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল মাল বলতে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যয়ভারসহ জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

খ সামাজিক বিমা বলতে কোনো ব্যক্তির স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজের ও তার পরিবারের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের প্রাক্কালে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে বোঝায়।

সামাজিক বিমা ব্যক্তিকে আর্থিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে রক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। সামাজিক বিমার মধ্যে রয়েছে শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বিমা ইত্যাদি। বর্তমানে সারাবিশ্বে এ ধরনের বিমা বেশ জনপ্রিয়।

গ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ফরিদা ইসলাম অনেক সম্পদের মালিক। তিনি প্রতি বছর তার মোট সম্পদের হিসেবে করে একটি নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দান করেন। এটি ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী তার একটি বাধ্যতামূলক কাজ।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. দানশীলতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সতীদাহ প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ফরিদা ইসলামের কাজে কোন ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার রূপ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মে উক্ত ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দানশীলতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো 'Charity'.

খ সতীদাহ প্রথা বলতে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর একই চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে মরে যাওয়ার রেওয়াজকে বোঝায়।

সতীদাহ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত একটি বর্বর ও অমানবিক প্রথার নাম। সতীদাহ শব্দের অর্থ সৎ-সাধ্বী স্ত্রী আর দাহ শব্দের অর্থ আগুনে পোড়ানো। হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীর সহমরণ প্রথাই 'সতীদাহ' নামে পরিচিত। সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করে জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হতো।

গ উদ্দীপকে ফরিদা ইসলামের কাজে যাকাত ব্যবস্থার রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোনো ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলো সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমমূল্যের সম্পদ। যাকাত বছরে একবার দেওয়া হয়। এটি সঞ্চিত সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে দরিদ্র মুসলিমদের দান করা হয়। যাকাত ব্যয়ের খাত আটটি। যাকাত দানের ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকেও এ কথাকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের ফরিদা ইসলাম অনেক সম্পদের মালিক। তিনি প্রতিবছর তার মোট সম্পদের হিসাব করে একটি নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দান করেন। ফরিদা ইসলামের এ কাজটি উপরে বর্ণিত যাকাত ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফরিদা ইসলামের কাজে যাকাত নামক ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ সমাজকর্মে উদ্দীপকে নির্দেশিত যাকাত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম মানবকল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিশেষ জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা সম্পন্ন একটি পেশা। এটি সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন, জীবনমান উন্নয়ন, বহুমুখী সমস্যার সমাধান, সম্পদের সদ্ব্যবহার, জনসেবা, উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন প্রভৃতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। আর, যাকাত হচ্ছে এমন একটি ইসলাম ধর্মীয় বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক বিধান যা সমাজের দরিদ্র ও দুস্থ শ্রেণির আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে সমতা আনয়নে ভূমিকা রাখে। সমাজকর্ম মানব কল্যাণ নিয়ে কাজ করার দরুণ সমাজকর্মে যাকাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

উদ্দীপকের ফরিদা ইসলাম একজন সম্পদশালী ব্যক্তি যিনি তার মোট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে দান করেন। উক্ত ব্যবস্থা সামাজিক সমন্বয় সাধন করে। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রতি তোলার ক্ষেত্রে যাকাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করে না রেখে দরিদ্র, দুঃস্থদের কল্যাণে দান করে। এ ধর্মীয় প্রথা একদিকে ব্যক্তির মধ্যে যেমন দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, অন্যদিকে নৈতিক উন্নয়ন সাধনেও ভূমিকা পালন করে। এভাবে যাকাত মানুষের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সমাজকর্মের অধিকাংশ লক্ষ্যার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। সমাজব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে যাকাতের আদায় নিশ্চিত করতে পারলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজকর্মের লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জনে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ তনুদের গ্রামের নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে না। নানা বাধা বিঘ্নের কারণে নারী শিক্ষার হার কম এখানে। তনু বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উজ্জীবিত করে। তনু তার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থের দ্বারা নিজ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ওয়াকফ কয় প্রকার? ১

খ. ধর্মগোলা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের তনুর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবই এর কোন মহিয়সী নারীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়? সেই মহিয়সী নারীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩

ঘ. নারী সমাজের কল্যাণে সেই মহিয়সী নারীর অবদান আলোচনা কর। ৪

Teachingbd24.com

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবহারিক দিক থেকে ওয়াক্‌ফ তিন প্রকার।

খ ধর্মগোলা বলতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে গৃহীত এক ধরনের কল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে বোঝায়।
ধর্মগোলা মূলত খাদ্যশস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি। ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ধর্মগোলায় সংরক্ষণ করা হতো। পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের সময় সেখান থেকে কৃষকদের বিনাসুদে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো। দুর্ভিক্ষ ছাড়াও ধর্মগোলা থেকে অভাবের সময় কৃষকদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়া হতো। মূলত দরিদ্র কৃষকদের সহযোগিতা করা ছিল ধর্মগোলা গঠনের মূল কারণ।

গ উদ্দীপকের তনুর কর্মকাণ্ডের সাথে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার মিল পাওয়া যায়।
বিংশ শতকের প্রথম দিকে প্রশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবে গৃহবন্দী নারীদের অধিকার আদায়ে অবিভক্ত বাংলায় যার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি হচ্ছেন মহিয়সী বেগম রোকেয়া। তিনি রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর বাবা জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা বাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, তনু, নারী শিক্ষা উন্নয়নে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদেরকে অনুপ্রেরণা এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেগম রোকেয়াও সারাজীবন ধরে নারী শিক্ষা ও মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেগম রোকেয়া পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে বড় হন। তাঁর অদম্য আগ্রহ এবং বড় ভাই ইব্রাহিম সাবির, বড় বোন করিমুন্নেসা এবং স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ঘরে বসেই তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে লেখাপড়া করেন। ১৯০৯ সালের ৩ মে তাঁর স্বামী মারা যান। এরপর তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যকর্মী এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নারী হলেন— বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যাকে 'বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত' বলা হয়।
অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সহিত নারীর শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, আজকে নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয় তার গোড়াপত্তন করেছেন বেগম রোকেয়া। তারই প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ হাজী ফজলুল হক একজন ভূস্বামী। তিনি অনেক জমির মালিক। তার গ্রামে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ঈদগাহ নেই। তাই হাজী ফজলুল হক তার একটি জমি বিনামূল্যে গ্রামবাসীদের কল্যাণে ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন। তিনি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী শরিয়া মোতাবেক দান করেন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কত তোলা স্বর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হয়? ১
খ. ওয়াকফ-ই-আহলি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. হাজী ফজলুল হকের জমি দান সমাজকর্মের কোন দৃষ্টান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? শনাক্ত কর। ৩
ঘ. সমাজকর্ম ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত দৃষ্টান্তের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক $৭\frac{১}{২}$ (সাড়ে সাত) তোলা স্বর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হয়।

খ ওয়াকফ-ই-আহলি ওয়াকফের একটি ধরন।
যখন কোনো দাতা ও ওয়াকফকারী নিজ বংশধর বা তার আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণে সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি ওয়াকফের মাধ্যমে দান করেন তখন তাকে ওয়াকফ-ই-আহলি বলে। এ ধরনের ওয়াকফের সম্পত্তি জনহিতকর কাজে দান করা হলেও দাতার বংশধর বা আত্মীয় স্বজনদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ভোগ, দখল ও তত্ত্বাবধানের উল্লেখ থাকে।

গ হাজী ফজলুল হকের জমি দান সমাজকর্মের ওয়াকফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশ বিশেষ স্থায়ীভাবে দান করাকে বোঝায়। ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত ইসলামি আইন মোতাবেক ওয়াকফ সম্পত্তি প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত হাজী ফজলুল হক একজন ভূস্বামী। তিনি অনেক জমির মালিক। তার গ্রামে ঈদের নামায পড়ার জন্য কোনো ঈদগাহ নেই। এ কারণে ঈদগাহের জন্য তিনি তার একটি জমি বিনামূল্যে রেজিস্ট্রি করে দেন। তিনি শরীয়ত মোতাবেক এ দান করেন। হাজী ফজলুল হক তা গ্রামবাসীর কল্যাণে দান করেন। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় কাজের জন্য তার সম্পত্তি দান করেন। জমি দান করার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। তার এই দান ওয়াকফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, হাজী ফজলুল হক ওয়াকফের মাধ্যমে তার সম্পত্তি দান করেন।

ঘ সমাজকর্ম ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত দান অর্থাৎ ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম।
ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন— দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রভৃতি স্থাপনে ওয়াকফের ভূমিকা অনবদ্য। ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করে পরোপকার ও সেবামূলক কাজে ব্রতী হওয়ায় ওয়াকফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়াকফকৃত সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অসহায় ও দরিদ্রদের দান-খয়রাত করার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানেও ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াক্‌ফ-ই-খাইরি রীতিতে দরিদ্র, অসহায় মানুষের কল্যাণে সাধারণত সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। এর ফলে সমাজের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধিত হয়। পাশাপাশি গরিব-আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিত ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে ওয়াকফ-ই-আহলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে হাজী ফজলুল হক ওয়াকফের মাধ্যমে তার গ্রামে ঈদগাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করে। ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত হলে তার গ্রামের লোকজনের ঈদের নামায পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না। এ ব্যবস্থা গ্রামের মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করবে, যা সমাজকল্যাণের সাথে সম্পর্কিত।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওয়াকফ একটি ইসলামি শরীয়তের বিধান মোতাবেক জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এর ফলে সমাজের বিশেষ করে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজ ত্বরান্বিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ **প্রেক্ষাপট-১:** মায়া বেগম একজন অসহায় বিধবা। ছোট ছোট শিশু সন্তানদের চাহিদা পূরণে তিনি অনেক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাকে বিধবা ভাতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেন।

প্রেক্ষাপট- ২: মাসুক সাহেব একজন অবসরভোগী সরকারি কর্মকর্তা। সরকার প্রদত্ত অবসর ভাতা তার পরিবারের চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করছে। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সামাজিক পরিবর্তন কী? ১

খ. ওয়াকফ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ ও প্রেক্ষাপট-২ এর আলোচিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করো। ৩

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনের একটি হাতিয়ার —বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামো এবং তার সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলি পরিবর্তন।

খ 'ওয়াক্‌ফ' একটি আরবি শব্দ; যার বাংলা অর্থ হলো আটক। এখানে আটক বলতে সম্পত্তির মালিকানাকে আটক করা এবং সেই আটককৃত সম্পত্তি দরিদ্রদের দান করা বা কোনো উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে বোঝায়।

ওয়াক্‌ফ বলতে ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। ওয়াক্‌ফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। এর সুপ্রতিষ্ঠিত আইনগত ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত ইসলামি আইন মোতাবেক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

গ প্রেক্ষাপট-১ এবং ২-এ যথাক্রমে সামাজিক সাহায্য এবং সামাজিক বিমা কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা মূলত অন্যতম ও অসহায় ব্যক্তিদের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ ধরনের কর্মসূচি মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে মানুষকে সুখি ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

প্রেক্ষাপট-১ এ উল্লিখিত মায়া বেগম একজন অসহায় বিধবা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাকে বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। মায়া বেগমের ভাতা প্রাপ্তি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত এক ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা হচ্ছে সামাজিক সাহায্য। এক্ষেত্রে সরকার তার রাজস্ব আয় বা নিজস্ব তহবিল থেকেও এ ধরনের কাজে অর্থায়ন করে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অন্ধ সাহায্য, নির্ভরশীল শিশুদের পরিবারের সাহায্য প্রভৃতি সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রেক্ষাপট-২ উল্লিখিত মাসুক সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সরকার কর্তৃক অবসর ভাতা ভোগ করেন। তার এই অবসর ভাতা সামাজিক বিমার অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক বিমা বার্ধক্য, অক্ষমতা, উপার্জনকারীর মৃত্যু, পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার মতো সংবিধিবদ্ধ শর্তাধীনে ঝুঁকির বিরুদ্ধে নাগরিকদের রক্ষায় সরকার বা সংস্থা কর্তৃক অর্থনৈতিক কর্মসূচি। যেমন- চাকরিজীবীদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল, পেনশন, কল্যাণ তহবিল, যৌথ বিমা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি। তাই বলা যায়, সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বিমা সামাজিক নিরাপত্তার দুটি ভিন্ন কর্মসূচি।

ঘ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

সমাজকর্ম আজ যে পেশাদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। মূলত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সমাজকর্মের আধুনিকতার বীজ রোপিত।

উদ্দীপকে বিধবা মায়া বেগম এবং মাসুক সাহেব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সাহায্য পেয়ে থাকেন। এ ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা সমাজের অসহায় মানুষকে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করে। এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের উদ্দেশ্য পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে সামাজিক ভূমিকা পালনে উদ্যোগী করে তোলা হয়। সমাজকর্ম যেমন মানুষের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি সমস্যার সমাধানপূর্বক সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলে তেমনি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ ও উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। সমাজকর্ম মূলত ব্যক্তির বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য একটি অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্ম ব্যক্তি ও পরিবারকে এই অধিকার ও নিরাপত্তা লাভে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মুনিম সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি সাধনে তিনি ইসলামের একটি অন্যতম ফরজ যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি এবং এই ফরজ পালন গরিবদের অধিকার বলে তিনি বিশ্বাস করেন। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সরাইখানার মূল চালিকাশক্তি কী? ১

খ. ধর্মগোলা কীভাবে গড়ে তোলা হয়? ২

গ. মুনিম সাহেব কিছু শর্তপূরণ সাপেক্ষে ফরজ কাজটি পালন করেন —ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুনিম সাহেবের কার্যক্রমের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরাইখানার মূল চালিকাশক্তি হল মানবতাবোধ।

খ ধর্মগোলা মূলত দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব মোকাবিলার জন্য গঠন করা হয়।

ব্রিটিশ শাসিত ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিশেষ করে ১৭৭০ ও ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। এসব দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য ধর্মগোলার সৃষ্টি হয়। এ লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকরা গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা স্থাপন করেন। এ ধর্মগোলায় ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করে রাখা হতো এবং অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় তা বিনাসুদে বিতরণ করা হতো।

গ মুনিম সাহেব যাকাত বিতরণের শর্তসমূহ মেনেই যাকাত প্রদান করেন।

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ বিতরণের বিধানই যাকাত।

Teachingbd24.com

মুনিম সাহেব একজন সম্পদশালী ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ধর্মীয় বিধান অনুসারে তিনি তার সম্পদের নির্ধারিত অংশ গরিবদের মাঝে বিতরণ করেন। তার এ কাজটি ইসলাম ধর্মের যাকাতকে নির্দেশ করছে। যাকাত বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি এর শর্তসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলেন। এক্ষেত্রে তিনি দরিদ্র, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত, চুক্তিবদ্ধ দাসদাসী, মুসাফির, ধর্মযোদ্ধা যাকাত আদায়কারী কর্মচারী এবং নওমুসলিমদের মধ্যে যাকাত বিতরণ করেন। এছাড়া মুসলমান নয় এমন ব্যক্তি এবং তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের তিনি যাকাত প্রদান করেন না। মুনিম সাহেব তার যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণ, রাস্তাঘাট এবং হাসপাতাল তৈরি ও সংস্কারের কাজে ব্যয় করেন না। কারণ যাকাতের অর্থে শুধুমাত্র গরিবেরই অধিকার থাকে। মুনিম সাহেব এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করেই যাকাত প্রদান করেন।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মুনিম সাহেবের যাকাত প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

যাকাত ধনীদের প্রতি গরিবের অধিকার। যাকাত অসহায়, দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধানে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দান করে। আমাদের দেশে সম্পদের সুষম বণ্টন দেখা যায় না। এক্ষেত্রে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সম্পদশালী ব্যক্তিরা সম্পদ কুক্ষিগত না রেখে একটি নির্দিষ্ট অংশ অসহায়, দরিদ্র ও দুঃস্থদের কল্যাণে দান করবে। এর ফলে সম্পদশালী ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বণ্টিত হবে। যাকাত সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে সম্পদশালী মুসলমানদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণের পাশাপাশি তা পালনে তাদেরকে বাধ্য করে। এ ধরনের নির্দেশনা যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যাকাতের অর্থে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যাকাতের অর্থ মানুষ অভাব মেটাতে সাহায্য করবে। এর ফলে সমাজ থেকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে মুনিম সাহেব ইহকালীন ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করেন। এর মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে তিনি তার ফরজ পালন করেন। তার যাকাতের অর্থ সমাজের দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় হয়। সমাজের-সামগ্রিক উন্নয়নে যা কার্যকর ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মুনিম সাহেবের কার্যক্রমের অর্থাৎ যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩০ শাহিদা সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কঠোর পর্দা প্রথার ভিতর মাধ্যমিক পাস করার পরই শাহিদাকে এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে বিয়ে দেয়া হয়। তার সংসারমনা ও বিদ্যানুরাগী স্বামীর অনুপ্রেরণায় শাহিদা নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের শাহিদার সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শাহিদার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ড বর্তমানে কতটা গ্রহণযোগ্য? মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সাথে একই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবিত স্ত্রীর সহমরণই সতীদাহ।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্র প্রদত্ত আয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়।

মূলত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের শাহিদার সাথে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার মিল পাওয়া যায়।

মুসলিম নারী সমাজের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও অধিকার অর্জন আন্দোলনের পৃথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত গোঁড়া ও মুসলিম জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে পর্দা প্রথার মধ্যে তিনি বেড়ে ওঠেন। বড় ভাই ও বোনের কাছে শিক্ষাগ্রহণ শুরুর পর স্বামী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বেগম রোকেয়া অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তার হাতেই প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার এই কার্যক্রমের সাথে উদ্দীপকের শাহিদার মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাহিদা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, যা বেগম রোকেয়ার পারিবারিক জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বেগম রোকেয়ার মতো শাহিদাকেও অল্প বয়সেই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্বামীর অনুপ্রেরণাতেই শাহিদা নারী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার সাথে উদ্দীপকের শাহিদার মিল লক্ষণীয়।

ঘ শাহিদার কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমাজ সংস্কারক হলেন বেগম রোকেয়া এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার কর্মকাণ্ড পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য।

বেগম রোকেয়া মেয়েদের স্কুল, সাহিত্যকর্ম, মুসলিম নারী সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে কাজ করেন। আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে মহিলাদের সংগঠিত করায় ভূমিকা রাখেন। লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, নারী জাতির অলসতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার সংস্কারে কাজ করেন। বেগম রোকেয়ার কর্মপদ্ধতি তার যুগে যেমন কার্যকর হয়েছিল তেমনিভাবে বর্তমানেও ফলপ্রসূ হতে পারে।

বিশ্বায়নের এই সময়েও নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। নারীদের শিক্ষার হার এখনো শতভাগ করা সম্ভব হয়নি। সেই সাথে দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার হারও আশাপ্রদ নয়। সমাজের এই সমস্ত অনগ্রসর দিকগুলোতে কাজ করার জন্য বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত মহিলা সমিতি, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি সমাজের অনগ্রসর নারী সমাজকে এগিয়ে আনতে সহায়ক হবে। তার রচিত সাহিত্যকর্ম নারীদের অধিকার সচেতন করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, নারীদের উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶৩১ রাবেয়া বেগম একাডেমিক কোনো শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাননি। নিজের আগ্রহ ও ভাইয়ের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে উদ্ধারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সমাজ সংস্কারক কী? ১

খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় দাও। ৩

ঘ. নারী শিক্ষা আন্দোলনে তার অবদান আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন।

https://teachingbd24.com

খ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়, ব্যবস্থা ও ক্রিয়ার পরিবর্তন।

পরিবর্তন হলো এক ধরনের রূপান্তর। সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সরকারব্যবস্থার পরিবর্তন, বিবাহ-বিচ্ছেদ হারের হ্রাসবৃদ্ধি, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বা পেশাগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। বৃহত্তর পরিসরে শিল্পায়ন, নগরায়ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক বিন্যাসগত পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ উদ্দীপকের রাবেয়া বেগমের সাথে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার মিল পাওয়া যায়।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবে গৃহবন্দী নারীদের অধিকার আদায়ে অবিভক্ত বাংলায় যার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন মহীয়সী বেগম রোকেয়া। পারিবারিক বিধি-নিষেধের কারণে তিনি কোনো বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি নারীদের শিক্ষার প্রসার ও মুক্তির জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া বেগম একাডেমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। নিজের আগ্রহে ভাইয়ের সহযোগিতায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। নারী সমাজকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বোঝা যায়, রাবেয়া বেগমের সাথে বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।

বেগম রোকেয়া রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর বাবা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা বাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা ও মুক্তির লক্ষ্যে সারাজীবন ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেগম রোকেয়া পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনদের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে বড় হন। তার অদম্য আগ্রহ এবং বড় ভাই ইব্রাহিম সাবির, বড় বোন করিমুন্নেসা এবং স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ঘরে বসেই তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে লেখাপড়া করেন। ১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামী মারা যান। ঐ বছরই তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একাধারে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবক, সাহিত্যকর্মী এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বেগম রোকেয়া অবিভক্ত বাংলার নারী শিক্ষা আন্দোলনের পৃথিকৃৎ।

বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে বেগম রোকেয়ার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বেগম রোকেয়া তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেয়েদের স্কুল, সংগঠন এবং সাহিত্য ও লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। শিক্ষা অর্জনে তিনি নিজে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি নারী শিক্ষা বিস্তারে ভূয়সী অবদান রেখে গেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া বেগম নিজের ভাইয়ের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করে নারী সমাজের উত্তরণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যা বেগম রোকেয়ার কার্যক্রম ও উদ্যোগের প্রতিফলন। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম রোকেয়া স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থে একটি প্রাথমিক মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটিকে কলকাতা লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সালে এ স্কুলে ৮৫ জন ছাত্রী হয় এবং প্রাইমারিতে উন্নীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে 'মুসলিম মহিলা সমিতি' নামে একটি দলীয় সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ, অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজ পরিচালনা করতেন। এছাড়া, তার সাহিত্যকর্মে সবসময় নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির জয়গান প্রতিফলিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আজকে নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয় তার গোড়াপত্তন করেছেন বেগম রোকেয়া।

প্রশ্ন ▶ ৩২ সৈয়দ মো. নাসিম আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে উইল করে তার সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করেন। একভাগ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য, আরেক ভাগ তার বংশধরদের দান করেন এবং বাকি অংশ ধর্মীয় কাজে দান করেন। এ দানকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা দুস্থ, এতিম অসহায়দের ভরণ-পোষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. যাকাত কী? ১

খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সৈয়দ মো. নাসিম আলী সম্পত্তির দান কার্যক্রম কোন সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দানকৃত সম্পত্তি কীভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকলে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ বিতরণের বিধানই যাকাত।

খ দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়, অর্থাৎ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, গ্রহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রথা স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ফলে এর মাধ্যমে মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট হয় এবং ব্যক্তি পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী।

গ সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১০ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ ৯ ডিসেম্বর একটি জাতীয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সৈয়দা হক বলেন, 'তিনি সুতীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন স্থবির সমাজব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং সমাজের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিলেন। তিনি নারীদের সংঘটিত করেছিলেন, নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা তাই তাকে আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।' *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সতীদাহ প্রথা কী? ১

খ. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সৈয়দা হক কোন সমাজ সংস্কারকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ইঙ্গিতকৃত সমাজ সংস্কারকের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা বলতে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সাথে একই অগ্নিকুণ্ডে জীবিত স্ত্রীর সহমরণকে বোঝায়।

খ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যাবলির পরিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন মূলত একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বোঝায়। পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। পরিবর্তন ছাড়া সমাজের কল্যাণ আশা করা যায় না। কেননা কল্যাণ

Teachingbd24.com

অর্থই হচ্ছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আর এই সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে সৈয়দা হক বেগম রোকেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মেয়েদের স্কুল, সাহিত্যকর্ম, মুসলিম নারী সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে কাজ করেন। তাদের শিক্ষার প্রসারে তিনি ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের আশ্রয় এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে মহিলাদের সংগঠিত করায় ভূমিকা রাখেন। লেখনীর মাধ্যমে তিনি নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, নারী জাতির অলসতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার সংস্কারে কাজ করেন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ৯ ডিসেম্বর একটি দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি সৈয়দা হক একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে, তিনি সুতীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে স্থবির সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং সমাজের মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি নারীদের সুসংগঠিত ও নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সৈয়দা হকের এ কথাগুলো বেগম রোকেয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, সৈয়দা হক বেগম রোকেয়ার কথাই বলেছিলেন।

ঘ নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেগম রোকেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সহিত নারীর শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন। উদ্দীপকে সৈয়দা হক প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেগম রোকেয়ার কথাই বলেছেন। আর বেগম রোকেয়া নানাভাবে নারী মুক্তি ও তাদের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন।
উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলার নারী সমাজের মুক্তি ও তাদের শিক্ষার প্রসারে বেগম রোকেয়ার অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ রাম ও রহিম দুজন বাল্য বন্ধু। তারা নিজ নিজ ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। রাম মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ একটি অনাথ আশ্রমে দান করে দিলেন। নিঃসন্তান রহিম তার সম্পত্তির অর্ধেক গ্রামের একটি মসজিদে এবং বাকি অর্ধেক তার ছোট ভাইয়ের ছেলেকে দালিলিকভাবে দান করে গেলেন। যেন তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়। */ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৫/*

ক. সরাইখানার আধুনিক রূপ কী? ১
খ. দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে রামের সম্পত্তি দানকে কী নামে অভিহিত করা যেতে পারে? বুঝিয়ে লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রাম ও রহিমের সম্পত্তি দান ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও সমাজসেবা ও মানব কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরাইখানার আধুনিক রূপ হলো– হোটেল বা মোটেল।

খ দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয় অর্থাৎ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। এতে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, দান গ্রহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। দান স্বাবলম্বন নীতি বর্জিত বিধায় মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে পরনির্ভরশীলতা গড়ে তোলে। এটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী। এগুলোই হলো দানশীলতার দুর্বল দিক।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে রাম ও রহিমের সম্পত্তির দান সমাজকল্যাণে দেবোত্তর ও ওয়াকফকে নির্দেশ করে। যা মানবকল্যাণে ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
কোনো হিন্দুর সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করাকে দেবোত্তর বলে। কিন্তু তাদের এ দানকৃত সম্পত্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন- অনাথ আশ্রম, মন্দির, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যা মানবকল্যাণ ও সমাজসেবায় নিয়োজিত। হিন্দুধর্মের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেবোত্তর অন্যতম। মূলত এ সম্পত্তি উৎসর্গ করার পেছনে ভগবানের সন্তুষ্টি, পুণ্যার্জনে, পাপ মোচন ইত্যাদি কাজ করে। ওয়াকফ হলো কোনো ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে মুসলমানের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তি স্থায়ীভাবে দান করা। সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াকফের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দ্বারা বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, কবরস্থান, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও সংস্কার, অসহায় ও দরিদ্রদের দান খয়রাত করা হয়। এভাবে দেবোত্তর ও ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় প্রতিষ্ঠানিক নিয়মশৃঙ্খলা মাফিক সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়। সেই সাথে এ সম্পত্তি দ্বারা অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন জনহিতকর কাজকে ত্বরান্বিত করে।
উদ্দীপকে রাম ও রহিম নিজ নিজ ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। রাম মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ একটি অনাথ আশ্রমে দান করেন। অন্যদিকে, রহিম তার সম্পত্তির অর্ধেক গ্রামের মসজিদে এবং বাকি অর্ধেক ছোট ভাইয়ের ছেলেকে দালিলিকভাবে দান করেন। এতে একদিকে যেমন ধর্মীয় কল্যাণ হয়, অন্যদিকে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ সাধিত হয়।
সুতরাং বলা যায় রাম ও রহিমের দান ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও মানব কল্যাণে ও সমাজসেবায় এর ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মিসেস রেহেনা ১৮৮০ সালে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, প্রতিবাদী ও সমাজসংস্কারক। প্রতিকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিজের চেষ্টায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষা বিস্তার, নারী জাগরণ, নারীদের অধিকার আদায়, সাহিত্য সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। */জা. আবুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৬/*

ক. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন ১৮২৯ সালের কোন তারিখে প্রণীত হয়? ১
খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মিসেস রেহেনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন মহীয়সী নারীর মিল রয়েছে? তার পরিচয় দাও। ৩

https://teachingbd24.com

ঘ. শিক্ষাবিস্তার এবং নারী জাগরণে উক্ত মহীয়ষী নারীর অবদান উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে প্রণীত হয়।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।
সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মিসেস রেহেনার সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের বেগম রোকেয়ার মিল রয়েছে।
বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে বনেদি মুসলিম পরিবারগুলো পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবে ফার্সি ভাষাকে প্রাধান্য দিত। বেগম রোকেয়ার পরিবারেও বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল না। কিন্তু তিনি তার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের সহায়তায় সবার অগোচরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন। নিজে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখেন। নারী শিক্ষার প্রচলন ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।
উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসেস রেহেনা ১৮৮০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে তিনি সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। শিক্ষা বিস্তার, নারী জাগরণ, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। মিসেস রেহেনার এসব কর্মকাণ্ড বেগম রোকেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রেহেনা বেগমের মাধ্যমে বেগম রোকেয়ার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ শিক্ষা বিস্তার এবং নারী জাগরণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেগম রোকেয়ার অবদান অপরিসীম।
অবিভক্ত বাংলা মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সহিত নারীর শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তী স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন।
নারীদের অধিকার আদায়ে বেগম রোকেয়া লেখনীর মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। উদ্দীপকে মিসেস রেহেনার কর্মকাণ্ডে বেগম রোকেয়ার কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে এবং বেগম রোকেয়া উপরে বর্ণিতভাবে শিক্ষা বিস্তার ও নারী জাগরণে ভূমিকা রেখে গেছেন।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেগম রোকেয়ার প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব সুলতান শ্যামনগর এলাকায় একজন দানবীর নামে পরিচিত। তিনি সারাজীবন প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছেন। তার অর্জিত সম্পদ থেকে তিনি প্রতিদিন গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেন। আর যখন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে তখন তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৪]

ক. ওয়াকফ অর্থ কী? ১
খ. যাকাত বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন সনাতন সমাজকল্যাণের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে উক্ত সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াকফ অর্থ আটক।

খ ইসলামি অর্থনীতির ভাষায় যাকাত বলতে ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর নিসাব অর্থাৎ ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ বা ৫২ $\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্য বা মূল্যের কোনো অর্থ কারও নিকট পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকলে, তার নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করার বিধানকে বোঝায়।
ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মুসলমানের বার্ষিক যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্ধারিত খাতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ বিতরণের বিধানই যাকাত। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত একটি— এর অর্থ পবিত্রকরণ বা বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণের দানশীলতার ইঙ্গিত রয়েছে।
দানশীলতা সনাতন সমাজকল্যাণের সবচেয়ে পুরনো অথচ শক্তিশালী রূপ। সাধারণত শর্তহীনভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকেই দানশীলতা বলে। এটি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। সামাজিক বা ধর্মীয় কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। ব্যক্তির ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ওপরই দানশীলতা নির্ভরশীল।
উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব সুলতান শ্যামনগর এলাকায় একজন দানবীর হিসেবে পরিচিত। তিনি সারাজীবন প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছে। তার অর্জিত সম্পদ থেকে তিনি প্রতিদিন গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি দুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। তার এ কাজটি দানশীলতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। মানবপ্রেম এবং ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতেই তিনি দান করে থাকেন। তার দানশীলতা মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ, দুঃস্থ ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণ সাধন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে দানশীলতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান দানশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক বা পেশাদার সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হয় সনাতন সমাজকল্যাণ থেকেই। আর এ ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণের মূল ভিত্তি ছিল দানশীলতা। তাই সনাতন কিংবা আধুনিক সমাজকল্যাণের যেকোনো রূপেই দানশীলতা ভূমিকা অনস্বীকার্য।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতান সাহেব দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অর্থব্যয় করেন। তার এ কার্যক্রম সনাতন সমাজকল্যাণের দানশীলতাকে নির্দেশ করে। আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে এই দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। প্রাচীনকালে সামাজিক বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো ধর্ম ও দর্শনের অনুপ্রেরণা থেকে। সে সময় মানুষ ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখত। এক্ষেত্রে দানশীলতা ছিল একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতাভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপকে মহান করে দেখা হতো। সেই সাথে এ ধরনের কাজকে পরকালের মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ প্রেক্ষিতেই মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাত ঘটায়। মধ্যযুগেও দানশীলতাভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের প্রভাবে বিভিন্ন দানকার্য পরিচালিত হতো। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে দানশীল কার্যক্রমগুলো সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণের বিকাশে উদ্দীপকে নির্দেশিত দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶৩৭ সনাতন সমাজকল্যাণের উদাহরণ জানতে চাওয়া হলে সোহান তার উত্তর সম্বলিত একটি স্লাইড তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষককে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেয়। স্লাইডের তথ্যে সোহান উল্লেখ করে—

১. প্রতিবছর একবার প্রদান করা হয়।
২. শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে সম্পদ দান করা হয়।
৩. এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
৪. আটটি খাতে প্রদান করতে হয়।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. সদ্‌কা শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ওয়াক্‌ফ ও দেবোত্তর এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণের কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান বিশ্বে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সদকা দানশীলতার একটি বিশেষ রূপ।

খ ওয়াকফ ও দেবোত্তর উভয়ই সেবা বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পদ উৎসর্গের ধারণার কথা ব্যক্ত করে বিধায় দুটির মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান।

ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় বা সমাজকল্যাণমূলক কাজে কোনো মুসলমানের সম্পূর্ণ সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে উৎসর্গ বা দান করাকে বোঝায়। ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে প্রচলিত জনহিতকর কাজে সম্পত্তি দানের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। আর, হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী, পাপমুক্তি, মোক্ষলাভ ও ভগবানের সন্তুষ্টি লাভের জন্য দেবতা বা কোনো বিগ্রহের নামে ব্যক্তির সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার প্রক্রিয়াকে দেবোত্তর বলা হয়। ওয়াকফ ও দেবোত্তর দানব্যবস্থা হওয়ায় সম্পর্ক লক্ষণীয়।

গ উদ্দীপকে সনাতন সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান যাকাতকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোনো ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলো সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমমূল্যের সম্পদ। যাকাত বছরে একবার দেওয়া হয়। সঞ্চিত সম্পদের আড়াই শতাংশ যাকাত হিসেবে দান করা হয়। যাকাত ব্যয়ের খাত আটটি। যাকাত দানের ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষক সনাতন সমাজকল্যাণের উদাহরণ জানতে চাইলে সোহান একটি স্লাইড তৈরি করে। সেখানে সে উল্লেখ করে যে, এটি শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে বছরে একবার প্রদান করা হয়। এটি প্রদানের খাত আটটি এবং এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সোহানের স্লাইডে উল্লিখিত এই তথ্যগুলো উপরে বর্ণিত যাকাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানটি হলো যাকাত।

ঘ দরিদ্র্য বিমোচনে যাকাত কর্মসূচির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক।

যাকাতব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে কুক্ষিগত হতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দরিদ্রতা দূর করে সামাজিক সংহতি, প্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উত্তম পন্থা হলো যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যাকাত সম্পদশালীদের লোভ-লালসা এবং সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে। সমাজের অসহায়, বঞ্চিত ও নিঃস্ব শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে।

যেকোনো রাষ্ট্রে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে অলসভাবে অর্থ জমা এবং তা থেকে প্রতিবছর যাকাত দান করে জমানো টাকা হ্রাস করতে কেউ চাইবে না। বরং স্বাভাবিকভাবে মানুষ জমানো টাকা অলসভাবে ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে। এতে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবার সম্ভাবনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ইত্যাদি বহুমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য দরিদ্র শ্রেণিকে আর্থিক দিক দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এভাবে যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে সোহানের স্লাইডে উল্লিখিত তথ্যগুলো যাকাতকে নির্দেশ করে। আর যাকাত দানের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩৮ কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশি আন্দোলন এদেশের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারাও সমাজজীবনে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বও এদেশের স্বাধীনতা এনেছিল, যা সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করেছে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বেগম রোকেয়া কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. সমাজ সংস্কার বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজন সমাজ সংস্কারক হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুটি সংস্কার এনেছিলেন। সংস্কার দুটি কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. একজন সমাজকর্মী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যেসকল গুণাবলি অনুসরণ করতে পারে- উদ্দীপকের আলোকে ৪টি গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত

Teachingbd24.com

সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথাক্রমে হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেন এবং হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন।

রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তাদের এই আন্দোলনসমূহ সমাজ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সতীদাহ প্রথা অনুযায়ী হিন্দু সমাজে জীবিত স্ত্রীকে জলন্ত অগ্নিকাণ্ডে সহমরণের জন্য বাধ্য করা হতো। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় এ ক্ষতিকর প্রথা রহিত করতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া সতীদাহকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের এ উদ্যোগের ফলে তৎকালীন হিন্দু বিধবারা এ নিষ্ঠুর প্রথা অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। আবার তৎকালীন ভারতীয় সমাজে কোনো হিন্দু বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এসকল বিধবা নারীরা সমাজে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতো। নারীদের এ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্ব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উদ্বুদ্ধ করে। এর বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জুলাই- লর্ড ডালহৌসির সহায়তায় 'হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন' পাস করা হয়।

উদ্দীপকে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং তারা হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ ও হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন।

ঘ একজন সমাজকর্মী বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, স্বনির্ভরতা অর্জন এ চারটি গুণাবলি অনুসরণ করতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন আদর্শ নেতা ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। একজন সমাজকর্মী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলি অনুসরণ করে তার পেশাগত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বলিষ্ঠ নেতা। একজন সমাজকর্মীও তার এ গুণ অনুসরণ করতে পারেন। তার এ গুণের কারণে সবাই তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলবে। এর ফলে সহজেই তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজকর্মীকেও গণতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। এ গুণের কারণে তিনি সাহায্যার্থীকে মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিবেন। এর ফলে সাহায্যার্থী নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে উঠবে। অসাম্প্রদায়িকতা বঙ্গবন্ধুর একটি অন্যতম চারিত্রিক গুণ। একজন সমাজকর্মীকে এ গুণটি অবশ্যই অর্জন করতে হবে। এর ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে তিনি একদৃষ্টিতে বিবেচনা করতে পারবেন যা সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। বঙ্গবন্ধু সবসময় মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। একজন সমাজকর্মীও এ গুণটি অনুসরণ করতে পারেন। স্বনির্ভর হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজকর্মী সমাজের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলবেন। এর ফলে ব্যক্তি নিজের উন্নতির পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মী বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত গুণগুলো অনুসরণ করে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ ইব্রাহিম খলিল কায়িক পরিশ্রম করে সংসার চালান। একদিন কাজে যাওয়ার সময় দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া পেট্রোল বোমায় তার শরীরের অধিকাংশ ঝলসে যায় এবং ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ইব্রাহিম খলিল মৃত্যুবরণ করায় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ইব্রাহিম খলিলের পরিবারকে সরকার এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়।

[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. কোন দুর্ভিক্ষকে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয়? ১

খ. তৎকালীন হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রকারের সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমাজকর্মের লক্ষ্য পূরণে কতটা সক্ষম? সুচিন্তিত মতামত দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষকে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয়।

খ সতীদাহ প্রথা বলতে হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সাথে একই অগ্নিকুণ্ডে জীবিত স্ত্রীর সহমরণকে বোঝায়।

সতীদাহ প্রথা হিন্দু সমাজে অনেক আগ থেকেই চলে আসছিল। এ প্রথা অনুযায়ী জীবিত স্ত্রীকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সহমরণের জন্য বাধ্য করা হতো। হিন্দু ধর্মমতে, স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বর্গবাসী হবে এবং স্বামীর পিতৃমাতৃ উভয় কুলের তিন পুরুষ পাপমুক্ত হবে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক নিরাপত্তার সামাজিক বীমা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক বিমা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেই দিক যাতে কোনো ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিজেকে ও তার পরিবারকে ভবিষ্যৎ আর্থিক বিপর্যয়ের প্রাক্কালে আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। যেমন- শিল্প দুর্ঘটনা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, যৌথ বিমা প্রভৃতি।

সাধারণত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বিমা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশে সামাজিক বিমার আওতায় কতকগুলো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন- পেশাগত দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, প্রসবকালীন আর্থিক সুবিধা প্রভৃতি। এগুলো বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মসূচিগুলো হলো- শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, যৌথ বা দলীয় বিমা, মাতৃত্ব সুবিধা, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং কল্যাণ তহবিল। উদ্দীপকে দুর্বৃত্তদের ছোড়া পেট্রোল বোমায় ইব্রাহিম খলিলের শরীর ঝলসে যায় এবং এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়। এতে তার পরিবারের অন্য সদস্যরা আর্থিকভাবে অসহায় হয়ে পড়লে সরকার তার পরিবারকে এক লক্ষ টাকা সহায়তা দেয়। এটি সামাজিক বিমা কর্মসূচির দৃষ্টান্ত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিত দানকারী সামাজিক বিমা কর্মসূচিটির অবদান সমাজকর্মের বিকাশে অবিস্মরণীয়।

সমাজকর্ম বিকাশের প্রধান দেশ ইংল্যান্ডে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচির গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়ন সাপেক্ষে সামাজিক বিমা ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডে সৃষ্টি হওয়া সামাজিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা নিরসনের কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৪২ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শুরু হয়।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ প্রদত্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়। বিভারিজ প্রদত্ত রিপোর্ট সমাজকর্মের অগ্রযাত্রাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ বিভারিজ রিপোর্টে যেসব বিষয়ের সুপারিশ করা হয় তার প্রত্যেকটি ছিল সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। বিভারিজ রিপোর্টেই একটি একীভূত ও সমন্বিত সামাজিক বিমা কর্মসূচি

Teachingbd24.com

প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়েছিল। বিভারিজ রিপোর্টটিকে সমাজকর্ম বিকাশের প্রধান দলিল বলা হয়। তাই বিভারিজ রিপোর্টের সুপারিশকৃত সামাজিক বিমা কর্মসূচিও সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ভূমিকা রেখেছিল। বিভারিজ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৬ সালে ইংল্যান্ডে জাতীয় বিমা আইন পাস করা হয়।

১৯৪২ সালে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিমা আইনসহ অন্যান্য আইন সমাজকর্মের ভিত্তি গড়ে দেয়। সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্যই হলো সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা। তার অংশ হিসেবে বিমা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজকর্মীরা মানুষের আর্থিক অনিশ্চয়তার বিষয়টি ঘোচাতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে সামাজিক বিমা সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইমা। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তিনি। তাই বলে হাল ছাড়েন নি। বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শিখে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। সর্বক্ষেত্রে নারীদের শিক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম করেন তিনি। *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বায়তুল শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নারীর সাথে কোন মহীয়সী নারীর ব্যক্তিগত জীবনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'এ মহিলা ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী আন্দোলনের অগ্রদূত' বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বায়তুল' শব্দের অর্থ হলো ঘর।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নারীর সাথে বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত জীবনের মিল রয়েছে।

আমাদের সমাজবাস্তবতায় যুগ যুগ ধরে নারীরা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে কিছু কিছু মহীয়সী নারী নিজেদের প্রচেষ্টা আর পারিবারিক সহায়তায় সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। এরকমই দুজন মহীয়সী নারী হচ্ছেন উদ্দীপকের ইমা এবং বেগম রোকেয়া।

বেগম রোকেয়া সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বনেদী মুসলিম পরিবারগুলো পড়াশোনার মাধ্যম হিসেবে ফার্সি ভাষাকে প্রাধান্য দিতেন। বেগম রোকেয়ার পরিবার ও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনাকে পছন্দ করত না। কিন্তু বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বেগম রোকেয়া সবার অগোচরে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন। নিজের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহান ভূমিকা পালন করে তিনি ইতিহাসের পাতায় মর্যাদার আসন করে নেন। উদ্দীপকে বর্ণিত ইমার জীবনের ক্ষেত্রে একই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। তিনিও বড় ভাইয়ের সহায়তায় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে নারী শিক্ষায় অবদান রাখেন। তাই বলা যায় ইমা যেন বেগম রোকেয়ারই প্রতিরূপ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নারী হলেন— বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যাকে 'বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত' বলা হয়ে থাকে।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যাজনিত কারণে ১৯১১ সালে তিনি স্কুলটি ভাগলপুর হতে কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তর করেন। তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবলের সাথে নারীর শিক্ষা বিস্তারের কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন। পরবর্তীতে স্কুলটি সরকারি সাহায্য লাভ করে এবং ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তারই প্রচেষ্টায় শিক্ষিকাদের মানোন্নয়নের জন্য ১৯২৯ সালে সরকারি সাহায্যে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দান, বিধবা, দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থাসহ নানা সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, আজকে নারী মুক্তির যে জয়গান চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয় তার গোড়াপত্তন করেছেন বেগম রোকেয়া। তারই প্রত্যক্ষ অবদানে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ জনাব আবুল কাশেম একজন স্বচ্ছল কৃষক। তিনি প্রতি বৎসর তার সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করেন। সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মাইকেল এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ মর্জিনা খাতুনকেও তিনি ঐ অর্থ থেকে দান করেন। তবে তিনি নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতের বাইরে ঐ অর্থ বিতরণ করেন না। *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. বায়তুল মাল কী? ১

খ. সমাজসংস্কার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবুল কাশেমের অর্থ বিতরণ সমাজকল্যাণের কোন ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থ সুনির্দিষ্ট খাতে বিতরণের তাৎপর্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার এমন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিভিন্ন উৎস হতে জমাকৃত অর্থ ও সম্পদ রাষ্ট্রের ব্যয়ভারসহ জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

খ যখন সমাজের কোনো অবস্থার সংস্কার করে কল্যাণকর অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয় তখন তাকে সমাজ সংস্কার বলা হয়।

সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ যেগুলো সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক বলে বিবেচিত সেগুলো অপসারণ করে তার স্থলে মঙ্গলজনক রীতিনীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভৃতি স্থাপন বা পরিবর্তন আনয়নকেই সমাজ সংস্কার বলা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আবুল কাশেমের অর্থ বিতরণ সমাজকল্যাণের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান যাকাতের উদাহরণ।

ইসলাম ধর্মের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হলো বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক বিধান। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকলে নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ বা সম্পদ আকারে বিতরণের বিধানই যাকাত। যাকাত গরিবের হক হলেও সব দরিদ্রই যাকাত পাওয়ার অধিকারী নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃস্ব মুসলমান, নিসাব পরিমাণ সম্পত্তিহীন দরিদ্র, ঋণশোধে অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কপর্দকহীন ও বিপদগ্রস্ত বিদেশি, ধর্মযোদ্ধা ও চুক্তিবদ্ধ দাসদাসী প্রমুখ শ্রেণির লোকজন যাকাত পাওয়ার অধিকারী। পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি ও সংস্কার কাজে এবং হাসপাতাল স্থাপন ও সংস্কারেও যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আবুল কাশেম তার সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে, নব্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মাইকেল এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ মর্জিনা খাতুনের মাঝে বিতরণ করেন। অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে আবুল কাশেমের এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয় সমাজকল্যাণের ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান যাকাতের মধ্যে। তাই বলা যায়, সমাজে আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণে যাকাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যাকাতের অর্থ সুনির্দিষ্ট খাতে বিতরণের তাৎপর্য অপরিসীম।

ঐতিহ্যবাহী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত অনন্য। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ ও অর্থ কুক্ষিগত না হয়ে সমাজের অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে যাতে সমাজে সম্পদের ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা হলো যাকাতের মূল লক্ষ্য। যাকাত প্রদানের কিছু সুনির্দিষ্ট খাত রয়েছে, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়। উদ্দীপকে যাকাত গ্রহণকারী হিসেবে দরিদ্র ও অসহায়, নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ তিনটি খাত ছাড়াও যাকাতের আরো কিছু খাত বিদ্যমান এবং খাতগুলোতে যাকাতের অর্থ বিতরণের তাৎপর্যও অপরিসীম।

যাকাত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে। এটি দরিদ্র কল্যাণে প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা ধনী-গরিবের দূরত্ব কমিয়ে আনে। যাকাত সমাজের ধনী অংশকে বাধ্য করে সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে তাদের দায়িত্ব পালন করতে। এছাড়াও আধুনিক সমাজকল্যাণ ভিক্ষাবৃত্তিকে কখনোই সমর্থন দেয় না। সেই সূত্র ধরে যদি সুনির্দিষ্ট খাতে যাকাতের অর্থ যদি সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় তবে দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বলা যায়, সমাজকল্যাণের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যার্জনে যাকাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই যাকাত ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট খাতে সঠিকভাবে বিতরণ করা হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে অধিক ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বিবেকানন্দ একজন ধার্মিক পুরুষ। তিনি দেব দেবীর পূজায় বিশ্বাস করেন। তিনি শিবের ভক্ত এবং উপাসক। তিনি দেবদেবীর পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সমাজের অন্যদের উৎসাহিত করতেন। এজন্য তিনি প্রকাশ করেছেন দেব-দেবী সৃষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষার জন্য সৃষ্টি ও কৃষ্টি পত্রিকা। প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক মন্দির। তিনি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এছাড়া পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীকরণে তিনি বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার উপলব্ধি 'নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন ঘটবে না।' *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সমাজ সংস্কার কী? ১

খ. সমাজকর্মীদের সমাজ সংস্কার ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন কেন? ২

গ. বিবেকানন্দের ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্যগত দিক রাজা রামমোহন রায়ের কোন বৈশিষ্ট্যের বিপরীত প্রতিফলন? তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বিবেকানন্দের উপলব্ধি রাজা রামমোহন রায়ের সমাজচিন্তার প্রতিফলন'— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন।

খ সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক প্রথাসমূহ সংস্কারের প্রয়োজনে সমাজকর্মীদের জন্য সমাজ সংস্কারের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন জরুরি। সমাজকর্মীদের পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আইন-কানুন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে অনুপযোগী হয়ে পড়লে তা সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সমাজকর্মীরা এই ধরনের নেতিবাচক প্রথা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করেন। তাই সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের জন্য সহায়ক হবে।

গ বিবেকানন্দের ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্যগত দিক রাজা রামমোহন রায়ের 'একেশ্বরবাদ' বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত প্রতিফলন।

'একেশ্বরবাদ' হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস। হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি সম্ভব। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য কোনো দেব-দেবীর আরাধনার প্রয়োজন নেই। সরাসরি ঈশ্বরের আরাধনা করলেই তিনি মানুষের ডাকে সাড়া দেন— এই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসই হলো একেশ্বরবাদ। রাজা রামমোহন রায় এ ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের বিবেকানন্দ বহু দেব-দেবীর আরাধনায় লিপ্ত রয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় বিবেকানন্দ শিবভক্ত উপাসক। শিব হিন্দুদের একজন দেবতা। দেব-দেবীর উপাসনার মধ্যে বিবেকানন্দ মানুষের মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছেন। তাই তিনি এ পথে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একেশ্বরবাদী। মানুষের মধ্যে এক ঈশ্বরের ধারণা প্রচার করতে তিনি গড়ে তোলেন ব্রাহ্ম সমাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে বিবেকানন্দ বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। তাই তার মাঝে রামমোহন রায়ের ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত প্রতিফলনই লক্ষ করা যায়।

ঘ বিবেকানন্দের উপলব্ধি হচ্ছে 'নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন ঘটবে না' যা রাজা রামমোহন রায়ের সমাজচিন্তার প্রতিফলন।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাই তাদেরকে ছাড়া সমাজ উন্নয়ন প্রত্যাশা করা যায় না। এক্ষেত্রে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করাই সমাজসচেতন মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। আর এ মহান কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত মানুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। যার চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বিবেকানন্দের মধ্যে।

রাজা রামমোহন রায় নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারীর অধিকার আদায়ে এবং নারীদের কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ব্রতী হন। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়, তৎকালীন সমাজে প্রচলিত 'সতীদাহ প্রথা' বা 'সহমরণ' নামে ভয়ানক কুপ্রথা দূর হয়। এ প্রথায় মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই অবস্থা থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য তিনি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ লেখেন। যাতে সতীদাহ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। এতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা

https://teachingbd24.com

রদের আন্দোলনে সফল হন। উদ্দীপকের বিবেকানন্দও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নারীর অধিকার প্রদানে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নারী মুক্তি এবং নারী স্বাধীনতার জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ।
পরিশেষে বলা যায়, রাজা রামমোহন রায়ের সমাজচিন্তার এসব ইতিবাচক দিকের উপলব্ধি দেখা যায় বিবেকানন্দের চরিত্রে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব আলী সম্প্রতি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর এক সাথে অনেক টাকা তার প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছে। এটাই তার বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা। অন্যদিকে কেরামত ৬৫ বছর বয়সে গ্রামে জেলা অপিস থেকে মাসিক ১০০০ টাকা পায়। যা তাকে সারা মাসের খরচ যোগাতে সাহায্য করে। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সমাজ সেবা কী? ১
খ. "দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন প্রত্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে— এর শ্রেণিবিভাগ লিখ। ৩
ঘ. সমাজ কর্মের সাথে উক্ত প্রত্যয়ের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়নকে সমাজসেবা বলা হয়।

খ দানশীলতা ত্রুটিমুক্ত নয়, কারণ দানশীলতার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
দান ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সেবামূলক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে দাতার উদ্দেশ্যই মুখ্য, গ্রহীতার প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রথা স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ফলে এর মাধ্যমে মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট হয় এবং ব্যক্তি পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিপন্থী।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের সামাজিক নিরাপত্তাকে নির্দেশ করা এবং ৩টি বিষয় বা কর্মসূচি এর অন্তর্ভুক্ত।
সামাজিক নিরাপত্তা মূলত বিপর্যয়কালীন সময়ে মানুষকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। আধুনিককালে ৩টি বিষয় বা কর্মসূচিকে সামাজিক নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো– সামাজিক বিমা, সামাজিক সাহায্য ও স্বাস্থ্য সমাজসেবা।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আলী তার চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক টাকা পেনশন পেয়েছেন এবং কেরামত বয়স্ক ভাতা হিসেবে মাসিক ১০০০ টাকা পান। যা উভয়ের জন্যই সামাজিক নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করছে। এ ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩ ধরনের কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে সামাজিক বিমা হচ্ছে বার্ধক্য, অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার সংবিধিবদ্ধ ঝুঁকি থেকে নাগরিকদের রক্ষা কর্মসূচি। আর বার্ধক্য সাহায্য, অন্ধ সাহায্য, পারিবারিক সাহায্য পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তার অন্য একটি শ্রেণি সাস্থ্য ও সমাজসেবা, যা সমস্যাগ্রস্ত জনগণের কল্যাণে গৃহীত। বিভিন্ন প্রতিকার, প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব আলীর পেনশন প্রাপ্তি সামাজিক বিমা এবং কেরামতের বয়স্ক ভাতা সামাজিক সাহায্যের মধ্যে পড়ে। এ সব কার্যক্রম দেশের নাগরিকদের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে।

ঘ সমাজকর্মের সাথে উক্ত প্রত্যয় অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।
সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রত্যয় দুটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজকর্ম আজ যে পেশাদার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। মূলত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সমাজকর্মের আধুনিকতার বীজ রোপিত। সমাজকর্ম ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রায় এক ও অভিন্ন। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা। সমাজকর্ম যেমন মানুষের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি সমস্যা সমাধানপূর্বক সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলে তেমনি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ ও উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।
উদ্দীপকের জনাব আলী ও কেরামত যথাক্রমে পেনশন ও বয়স্কভাতা প্রাপ্তির মাধ্যমে বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তা পাচ্ছে। এটি উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ও তাদের পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। সমাজকর্ম ব্যক্তি ও পরিবারকে এই অধিকার ও নিরাপত্তা লাভে বিশেষভাবে সহায়তা করে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, একটি উন্নত সমাজ গঠনে সমাজকর্ম যে কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচি সেই পদক্ষেপকে যথার্থভাবে রূপায়ন করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ শীতকালীন ছুটিতে জনাব আসাদ সাহেব ফেনী থেকে তার পরিবার নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে 'সিগাল' নামে একটি হোটেলের দু'টি কক্ষ ভাড়া নেন। যেখানে অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছা অনুযায়ী যতদিন থাকতে চাইবে ততদিন থাকা যায়। আর জনাব মুসলেম সাহেবও একই সাথে কক্সবাজারে গিয়ে তার বন্ধুর বাসায় তিন দিন থাকেন। আসার সময় আসাদ সাহেব ও মুসলেম সাহেবের পরিবার একই সাথে বাসযোগে ঢাকা চলে আসেন। *[ফেনী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে আসাদ সাহেবের 'সিগাল হোটেল' সনাতন সমাজকর্মের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আসাদ সাহেব ও মুসলেম সাহেবের কক্সবাজারে অবস্থানের দিক দু'টির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ওয়াক্‌ফ' শব্দের অর্থ হলো আটক।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্র প্রদত্ত আয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়।
মূলত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে আসাদ সাহেবের সিগাল হোটেল সনাতন সমাজকর্মের সরাইখানাকে নির্দেশ করে।
সাধারণ অর্থে 'সরাইখানা' হচ্ছে বিশ্রামাগার। সরাইখানা রাস্তার পাশে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে ক্লান্ত পথিক, পীর, ফকির, দরবেশ, পর্যটক প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের বিনামূল্যে ও নিরাপদে বিশ্রাম, খাদ্য, পানীয় সরবরাহ ও চিকিৎসা প্রদান করা হতো। সরকারি উদ্যোগে এটি চালানো হতো।
আধুনিককালে সরাইখানার অস্তিত্ব নেই। তবে প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করে সরাইখানার মতো বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পর্যটকদের জন্য আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস প্রভৃতি। তবে সরাইখানায় বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে বর্তমানে সরাইখানা ধারণা থেকে উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে। এগুলোতে অর্থের বিনিময়ে যতদিন ইচ্ছা থাকা যায়।
উদ্দীপকের আসাদ সাহেব কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়ে পরিবারসহ সিগাল হোটেলের কক্ষ ভাড়া করে থেকেছেন। এতে অর্থের বিনিময়ে যতদিন

Teachingbd24.com

খুশি থাকা যায়। এ ধরনের হোটেল সনাতন সরাইখানা ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বলা যায়, আসাদ সাহেবের সিগাল হোটেল সনাতন সরাইখানাকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকের আসাদ সাহেবের অবস্থান সনাতন সমাজকর্মের সরাইখানা বা বর্তমান হোটেল ব্যবস্থা এবং মুসলেম সাহেবের অবস্থান চিরায়ত প্রথা বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে অবস্থানকে নির্দেশ করেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে পরিশ্রান্ত পথিক ও পর্যটকদের আশ্রয়ের জন্য সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্র সরাইখানা নামে পরিচিত ছিল। তবে আধুনিককালে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস প্রভৃতি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যাতে অর্থের বিনিময়ে অবস্থান করা যায়। আর সেই প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত জনদের বাসায় রাত্রি যাপনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিনীতি, সংস্কৃতি, মানবিকতা, মূল্যবোধের চর্চা ও প্রয়োগ গতিশীল থাকে।

উদ্দীপকের আসাদ সাহেবের হোটেলে অবস্থান অর্থাৎ পর্যটক হিসাবে সুবিধা গ্রহণ ব্যবসাকে নির্দেশ করে। কিন্তু মুসলেম সাহেবের বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনকে নির্দেশ করে। বর্তমান আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউস এক ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে যা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে। কিন্তু বন্ধুর বাসা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতজনদের বাসায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক সম্পর্ক নেই বরং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হওয়া একটি উপায় এটি। হোটেল কর্মী বা ব্যবস্থাপনার আর্থিক সম্পর্কটাই মুখ্য। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে অবস্থানে মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। উদ্দীপকের আসাদ সাহেব ও মুসলেম সাহেবের যথাক্রমে আবাসিক হোটেলে ও বন্ধুর বাড়িতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলোই ঘটেছে।

সুতরাং বলা যায়, আবাসিক হোটেল, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউসের মতো ব্যবসায়িক আবাসন ব্যবস্থার চেয়ে বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে অবস্থান উত্তম, যা সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ কবি মুকুন্দ দাশের স্বদেশি আন্দোলন এ দেশের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করেছিল। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারাও সমাজজীবনে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এদেশের স্বাধীনতা এনেছিল, যা সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করেছে। *[ঝালকাঠি সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সমাজ সংস্কারের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার প্রভাবে সৃষ্ট নবজাগরণ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের কোন উপাদানের প্রভাব? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ সংস্কার হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস অথবা বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বা যেকোনো প্রত্যাশিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম।

খ সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার একটি কারণ হলো কুপ্রথা ও কুসংস্কার।

সমাজসংস্কার একটি ক্রমিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সমাজে বিদ্যমান কুপ্রথা ও কুসংস্কার যখন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করে তখন সেই প্রথা ও সংস্কারকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন– সতীদাহ প্রথা। এ প্রথায় স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত। এ কুপ্রথা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যা দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাই দেখা যায় যে, কুপ্রথা ও কুসংস্কার সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠার একটি মুখ্য কারণ।

গ রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার প্রভাবে সৃষ্ট নবজাগরণ প্রকৃতিগত সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক রীতি-নীতি, আইন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার পরিবর্তনকে বোঝায়। এই পরিবর্তন দুভাবে ঘটতে পারে। যেমন— প্রকৃতিগত সামাজিক পরিবর্তন এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন। প্রকৃতিগত সামাজিক পরিবর্তন মূলত প্রাকৃতিক, পরিবেশগত, স্বাভাবিক এবং অপরিকল্পিত প্রভৃতি উপায়ে হয়ে থাকে। সমাজে এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফল আসতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনে একটা আধ্যাত্মিকতার বিষয় দেখা যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথা রদ ও বিধবা বিবাহ নামে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের সংস্কারমূলক আন্দোলন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজের মানুষদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার প্রভাবে সৃষ্ট নবজাগরণে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতিগত উপাদানের প্রভাব বিদ্যমান।

ঘ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবর্তন সাধন করা হয় বলে সমাজে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয়। এ পরিবর্তন সব সময় উদ্দেশ্যমূলক এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অভিযোজন করতে পারে। এর ফলে অনেক সময় নতুন ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। যেমন— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। আর এটা ছিল তার পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের অংশ। কারণ তিনি জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে একত্রিত করেছিলেন এবং স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক লাল-সবুজের পতাকা সমৃদ্ধ একটি দেশ পেয়েছি।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমাজ পরিবর্তনের পরিকল্পিত উপাদনের প্রভাব ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ সাধ্যাতীত খরচ করে অষ্টাদশী রাধিকা দাসের বিয়ে দেওয়া হলো। বছর তিনেক স্বামীর সংসারে সুখেই কাটলো। বিপত্তি ঘটলো তখনই যখন মাত্র তিনদিনের জ্বরে রাধিকার স্বামী মারা গেলেন। বিধবার বেশে রাধিকা দাস ফিরে এলো দরিদ্র বাবার বাড়িতে। অর্থাভাব এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন রাধিকাকে পুনরায় বিয়ে দেবার। অবশেষে যতীন দাস নামের এক স্কুল শিক্ষকের সাথে রাধিকার বিয়ে সম্পন্ন হয়। *[জমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল | প্রশ্ন নং ১]*

ক. ওয়াক্‌ফ এর সাথে সব থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির নাম লিখ। ১

খ. 'সামাজিক নিরাপত্তা' ধারণাটি বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের যতীন দাসের সাথে রাধিকার দাসের বিয়ের ঘটনার সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম নিলে রাধিকা দাসের অবস্থা কীরূপ হতে পারত? তোমার বক্তব্য দাও। ৪

Teachingbd24.com

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়াক্‌ফ এর সাথে সব থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো দেবোত্তর।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্র প্রদত্ত আয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়।
দ্রুত পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে যতীন দাসের সাথে রাধিকা দাসের বিয়ের ঘটনা সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।
সাধারণত বিবাহিত নারীর স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সাথে ঐ নারীর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বিধবা বিবাহ বলা হয়ে থাকে। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে কোনো কারণে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেহেতু সে সময় বাল্যবিবাহ চালু ছিল সেহেতু অল্প বয়স্ক নারী বিধবা হলে তাকে আজীবন বৈধব্য নিয়ে থাকতে হতো। তারা পিতা বা ভাইদের সংসারে অথবা শ্বশুর বাড়ি বা অন্য কোথাও অন্যের গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবনে বাধ্য হতো। নারীদের এ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্ব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উদ্বুদ্ধ করে।
উদ্দীপকে রাধিকার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দরিদ্র বাবার বাড়িতে ফিরে এলো। বিধবা রাধিকার আবার তার বাবা-মা বিয়ে দিল যতিন দাসের সাথে- যাকে আমরা বিধবা বিবাহ বলে বিবেচনা করি। আর এই বিধবা বিবাহের প্রচলন সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে।

ঘ অষ্টাদশ শতকে যেহেতু বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটেনি সেহেতু রাধিকা দাসকে অবশ্যম্ভাবী মানবেতর জীবন যাপন করতে হতো।
তৎকালীন ভারতীয় সমাজে কোনো কারণে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেহেতু সময় বাল্যবিবাহও চালু ছিল সেহেতু অল্প বয়স্ক নারী বিধবা হলে তাকে আজীবন বৈধব্য নিয়ে থাকতে হতো। তারা পিতা বা ভাইদের সংসারে অথবা শ্বশুর বাড়ি বা অন্য কোথাও অন্যের গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতো। তারা অনেক সময় নানাবিধ পাপাচার ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করত। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হতো।
উদ্দীপকে রাধিকা দাস যদি অষ্টাদশ শতকে জন্ম নিতেন তাহলে রাধিকা দাসকে অন্যান্য বিধবা নারীদের মতো তাকেও পতিতাবৃত্তি গ্রহণসহ মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো।
পরিশেষে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে বিধবা নারীদের অবস্থা ছিল করুণ। তারা অন্যের গলগ্রহ হয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতো।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ শিক্ষা জীবন শেষে অনেক চেষ্টা করেও মারুফ কর্মসংস্থানের কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা করতে না পেরে বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। অবশেষে ভাগ্যান্বেষণে একদিন সে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমালো। সৎপথে কঠোর পরিশ্রম করে পাঁচ বছর পর যখন সে দেশে ফিরলো তখন সে মোটামুটি সম্পদশালী ব্যক্তি। মারুফের গ্রামের ইমাম সাহেব বললেন যে, মারুফের সম্পদে গরিবের হক রয়েছে। তাই প্রতি বছরই তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্দেশিত শ্রেণির মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াটা মারুফের কর্তব্য। *[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল | প্রশ্ন নং ২]*

ক. দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী কী নামে পরিচিত? ১

খ. বায়তুল মাল কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে মারুফের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া কোন অর্থ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত অর্থ ব্যবস্থাটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী" — বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী সেবায়েত নামে পরিচিত।

খ 'বায়তুল মাল' হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার। 'বায়তুল মাল' একটি আরবি শব্দ- যার অর্থ হলো সম্পদের ঘর। বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা তহবিলকে বোঝায়। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে জনকল্যাণের জন্য গঠিত রাষ্ট্রীয় সাধারণ তহবিলকে বায়তুল মাল নামে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে মারুফের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত যাকাতকে নির্দেশ করে।
ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর কোনো ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ একবছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত পথে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করাই হলো যাকাত। যাকাতের নিসাব হলো সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমমূল্যের সম্পদ। যাকাত বছরে একবার দেওয়া হয়। এটি সঞ্চিত সম্পদের আড়াই শতাংশ হিসাবে দরিদ্রদের দান করা হয়। এটি ধনীদের ওপর গরিবদের অধিকার।
উদ্দীপকের মারুফ যেহেতু সম্পদশালী সেহেতু তার সম্পদের ওপর গরিবের হক রয়েছে। তাই প্রতি বছর তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্দেশিত শ্রেণির মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াটা মারুফের কর্তব্য। এতে বোঝা যায়, মারুফের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যাকাতকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ উক্ত ইসলামি অর্থব্যবস্থাটি অর্থাৎ যাকাতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।
যাকাত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাপ্তসম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকদের মধ্যে কুক্ষিগত হতে পারে না। তাছাড়া যাকাতের মাধ্যমে সমাজের স্বচ্ছল জনগণের আয়ের একটি অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। সমাজের কল্যাণ করতে হলে প্রথমে দরকার অর্থনৈতিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। যাকাত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে থাকে। আবার যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। যাকাত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে। যাকাত সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য প্রদেয় ফরজ কাজ। যাকাত যেমন একটি অর্থনৈতিক কর তেমনি এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। অন্যদিকে যাকাত সমাজের দরিদ্র মুসলমানদের কল্যাণে সম্পদশালী মুসলমানদের কী ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে তা শুধু নির্ধারণই করে না বরং তা পালনে তাদেরকে বাধ্য করে। দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে যাকাত মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সাধনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মারুফ সম্পদশালী হওয়ার পর প্রতিবছর সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাজটি যাকাতকে নির্দেশ করছে যা সমাজের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ যাকাত সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

চতুর্থ অধ্যায়: সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয়

★★ সমাজকল্যাণের ধারণা, সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. প্রাক-শিল্প যুগের অর্থকেন্দ্রিক সমস্যার সাথে বর্তমানে কোনটি যুক্ত হয়েছে? [জ্ঞান]
ক মানসিক সমস্যা
খ অর্থনৈতিক সমস্যা
গ রাজনৈতিক সমস্যা
ঘ পেশা নির্বাচনের সমস্যা
ক

২. আধুনিক সমাজকল্যাণ বিকাশের পটভূমি হলো— [অনুধাবন]
ক সামাজিক সমস্যার গতি পরিবর্তন
খ সমাজকল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি
গ প্রযুক্তির ব্যবহার
ঘ সনাতন সমাজকর্মের দুর্বলতা
ক

৩. কীভাবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সৃষ্টি হয়েছে? [অনুধাবন]
ক প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসের ফলে
খ বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় থেকে বাঁচার তাগিদে
গ সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের ফলে
ঘ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমে
গ

৪. কার সংজ্ঞায় মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে? [জ্ঞান]
ক Grace Coyle
খ James Midgley
গ Gertrude wilson
ঘ Walter A. Friedlander
ঘ

৫. ফ্রিডল্যান্ডার কত সালে সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা প্রদান করেন? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৩ সালে খ ১৯৬২ সালে
গ ১৯৬১ সালে ঘ ১৯৬০ সালে
ক

৬. 'নিয়ত পরিবর্তনশীল মানব সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আদিম প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান না হবার ফলেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়'— সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [জ্ঞান]
ক রোনাল্ড সি ফেডারিকো
খ অগবার্ন
গ ওয়েন ডেসি ঘ চার্লস জাস্ট্র
খ

৭. আধুনিক সমাজকল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ
খ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
গ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি
ঘ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান
ক

৮. মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে কোনটি? [জ্ঞান]
ক সমাজ ব্যবস্থা খ সমাজ কল্যাণ
গ সমাজ পরিক্রমা ঘ সামাজিক কার্যক্রম
খ

৯. জনাব আরিফ প্রতিষ্ঠিত 'আলোময় গ্রাম' নামক সংগঠনটি সমাজের সকল শ্রেণির কল্যাণ সাধন করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটির ধরনগত দিক কোনটি? [প্রয়োগ]
ক সেবামূলক খ ধর্মীয়
গ সাংস্কৃতিক ঘ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
ক

১০. পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নে মানুষকে সচেতন করে তোলে কোনটি? [জ্ঞান]
ক সনাতন সমাজকল্যাণ
খ আধুনিক সমাজকল্যাণ
গ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ
ঘ অপেশাদার সমাজকল্যাণ
খ

১১. আধুনিক সমাজকর্ম অপরাধ ও কিশোর অপরাধ নিরসনে কোন ব্যবস্থাকে অধিক গুরুত্ব দান করে থাকে? *(উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)*
ক সংশোধনমূলক খ প্রতিরোধমূলক
গ প্রতিরক্ষামূলক ঘ শাস্তির মাধ্যমে
ক

১২. প্রাক শিল্পযুগে মানুষ আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করত— [অনুধাবন]
i. মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে
ii. প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে
iii. ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

১৩. James Midgley-এর মতানুযায়ী সমাজকল্যাণ প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে প্রয়োজন হবে— [অনুধাবন]
i. বর্ণাত্মক বিশ্লেষণ
ii. বাস্তব পরিমাপযোগ্যতা
iii. গুণাত্মক বিশ্লেষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১৪. সমাজকল্যাণকে System হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ— [অনুধাবন]
i. এটি সুসংগঠিতভাবে সেবা প্রদান করে
ii. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেবা দান করে
iii. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

Teachingbd.com

১৫. আধুনিক সমাজকল্যাণ প্রগতিশীল তথা বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে— [অনুধাবন]
i. কুসংস্কার দূর করে
ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিহার করে
iii. অদৃষ্টবাদিতা পরিহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সমাজকল্যাণের প্রথম ক্লাসে সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন মান্নান স্যার। আলোচনাকালে তিনি একজন মনীষীর নাম উল্লেখ করেন। যার সংজ্ঞায় আধুনিক সমাজকল্যাণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. উদ্দীপকে মান্নান স্যার কোন মনীষীর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেন? [প্রয়োগ]
ⓚ ফ্রিডল্যান্ডার ⓚ জেমস মিজলে
ⓖ ওয়েন ভেসি ⓖ চার্লস জাস্ট্র ক

১৭. উদ্দীপকে যে মনীষী সম্পর্কে বলা হয়েছে তার সংজ্ঞায় সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি ও দলের— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সন্তোষজনক জীবন নিশ্চিত করা
ii. উন্নত স্বাস্থ্যমান অর্জনে সহায়তা করা
iii. সার্বিক কল্যাণের পথ উন্নততর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii ঘ

★ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, দানশীলতা

১৮. শর্তহীনভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কোনো কিছু দান করার রীতিকে কী বলে? [জ্ঞান]
ⓚ দানশীলতা ⓚ সদকা
ⓖ বায়তুল মাল ⓖ সমাজসেবা ক

১৯. সমাজকল্যাণের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি কী? [জ্ঞান]
ⓚ প্রযুক্তিগত সহায়তা ও চিকিৎসাসেবা
ⓚ স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় মানবতার সেবা
ⓖ অন্নহীনে অন্নদান ও আর্তের সেবা
ⓖ মানবাধিকার ও বিশ্ব শান্তি গ

২০. সনাতন সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি কোনটি? [সকল বোর্ড-২০১৬]
ⓚ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ⓚ ধর্ম ও মানবতাবোধ
ⓖ পরোপকারিতা ও সহযোগিতা
ⓖ শান্তি ও জনকল্যাণমুখিতা ঘ

২১. অন্নহীনে অন্ন দান, আর্তের সেবা করা, দানশীলতা এগুলো কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]
ⓚ আধুনিক সমাজকর্ম ⓚ সনাতন সমাজকর্ম
ⓖ ধর্মীয় মূল্যবোধ ⓖ সাংগঠনিক কার্যাবলি ঘ

২২. সমাজকল্যাণের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি কী? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ প্রযুক্তিগত সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা
ⓚ স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় মানবতার সেবা
ⓖ অন্নহীনদের অন্নদান ও আর্তের সেবা
ⓖ মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি গ

২৩. সমাজের পশ্চাৎপদ, দুস্থ ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণে সাহায্য করা কোনটির মূল লক্ষ্য? [অনুধাবন]
ⓚ দানশীলতার ⓚ বায়তুল মালের
ⓖ সরাইখানার ⓖ ধর্মগোলার ক

২৪. দানশীলতা নির্ভরশীল— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর
ii. ব্যক্তির সামর্থ্যের ওপর
iii. ব্যক্তির মূল্যবোধের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii ক

★ সদকা

২৫. বাধ্যতামূলক সদকার উৎস কয়টি? [জ্ঞান]
ⓚ একটি ⓚ দুইটি ⓖ তিনটি ⓖ চারটি ঘ

২৬. 'উত্তম ও মিষ্টি কথা বলা সদকা' সহীহ বুখারী হাদিসের কত নং এ বর্ণিত আছে? [জ্ঞান]
ⓚ ২৯৮৬ ⓚ ২৯৮৭ ⓖ ২৯৮৮ ⓖ ২৯৮৯ ন ঘ

২৭. ঐচ্ছিক সদকা প্রদানের ফলে— [অনুধাবন]
i. মানুষের লঘু পাপ মোচন হয়
ii. অধিক সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়
iii. পাপ মোচন হওয়ার আশায় মুসলমানরা সদকা প্রদানে উৎসাহী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii খ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মজিদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। যাত্রাপথে মসজিদ কিংবা হাসপাতাল নির্মাণে সাহায্য চাওয়া হয়। তিনি অকাতরে সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেন।

২৮. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দান প্রথাটির নাম কী? [প্রয়োগ]
ⓚ বায়তুল মাল ⓚ সদকা
ⓖ ওয়াকফ ⓖ যাকাত খ

২৯. উক্ত প্রথা — [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল
ii. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইবাদত
iii. ধনী-দরিদ্র উভয় কতৃক পালিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii ঘ

http://teachingbd.com

★★ যাকাত

৩০. ইসলামি অর্থনীতির ভাষায় কত তোলা স্বর্ণের যাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক? [জ্ঞান]

ⓚ $৫\frac{১}{২}$ ⓛ $৬\frac{১}{২}$ ⓜ $৭\frac{১}{২}$ ⓝ $৮\frac{১}{২}$ **গ**

৩১. ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর কত পরিমাণ যাকাত দিতে হয়? *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]*

ⓚ ৫২*১/২ ভাগ ⓛ ৭*১/২ ভাগ
ⓜ ১/২০ ভাগ ⓝ ২*১/২ ভাগ **ক**

৩২. ৬০টি গরু থাকলে কয়টি বাছুর যাকাত হিসেবে দিতে হবে? [জ্ঞান]

ⓚ একটি ⓛ দুটি ⓜ তিনটি ⓝ চারটি **খ**

৩৩. প্রাকৃতিক সেচের মাধ্যমে ফসল ফললে তার কত ভাগ যাকাত দান ফরজ? [জ্ঞান]

ⓚ $\frac{১}{৫}$ ⓛ $\frac{১}{১০}$ ⓜ $\frac{১}{১৫}$ ⓝ $\frac{১}{২০}$ **খ**

৩৪. যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীকে কে 'মুরতাদ' বলে গণ্য করেছেন? [জ্ঞান]

ⓚ ইমাম আবু হানিফা (র.)
ⓛ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)
ⓜ হযরত উমর (রা.) ⓝ মহানবি (স.) **খ**

৩৫. যাকাত ধনীদের ওপর ফরজ কেন? [অনুধাবন]

ⓚ সামাজিক বাধ্যবাধকতার জন্য
ⓛ সম্পদে গরিবদের অধিকার আছে বলে
ⓜ সম্পদ পবিত্র করার জন্য
ⓝ সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য **খ**

৩৬. কুরআনের আয়াতে যাকাত প্রাপকদেরকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে? [জ্ঞান]

ⓚ পাঁচ ⓛ ছয় ⓜ সাত ⓝ আট **ঘ**

৩৭. কোন খলিফার শাসনামলে আরব রাষ্ট্রে যাকাত গ্রহণ করার মতো কোনো দরিদ্র ব্যক্তি ছিল না? [জ্ঞান]

ⓚ ওমর বিন আব্দুল আজিজ
ⓛ হারুন-অর-রশিদ ⓜ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
ⓝ ওমর ফারুক **ক**

৩৮. সম্পদের প্রয়োজন মূলত কীসের জন্য? *[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]*

ⓚ ভোগ বিলাসের জন্য ⓛ ব্যবসা করার জন্য
ⓜ চাহিদা পূরণের জন্য ⓝ শিক্ষার জন্য **গ**

৩৯. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘোষণায় যাকাতের মাধ্যমে বজায় থাকে— [অনুধাবন]

i. সামাজিক প্রগতি ii. সামাজিক সমন্বয়
iii. সামাজিক সংহতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **গ**

৪০. $২\frac{১}{২}$ % (শতকরা আড়াই ভাগ) বা সমপরিমাণ মূল্য যাকাত হিসেবে দান করতে হবে— *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

i. $৭\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ জমা থাকলে
ii. $৫২\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্য জমা থাকলে
iii. স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ের পরিমাণ $৫২\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যের সমান হলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii **ক**

৪১. সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. দরিদ্র শ্রেণির কল্যাণে সম্পদশালীদের সচেতন করে তোলে
ii. সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উত্তম পন্থা
iii. অসংখ্য দরিদ্র শ্রেণিকে আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii
ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহমুদার প্রায় দশ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। তার স্বামী তাকে বলল এ স্বর্ণের ওপর গরিবদের হক রয়েছে। তাই স্বর্ণের দাম হিসাব করে টাকা দান করতে হবে। মাহমুদা রাজি না হলে তার স্বামী এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন।

৪২. উদ্দীপকে কোন ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [প্রয়োগ]

ⓚ বায়তুল মাল ⓛ যাকাত
ⓜ ওয়াকফ ⓝ সদকা **খ**

৪৩. সমাজকল্যাণে উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. ব্যক্তির আত্মোন্নয়ন ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়
ii. নৈতিক উন্নয়ন সাধন করে
iii. সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii **ঘ**

★ ধর্মগোলা, সরাইখানা ও দেবোত্তর

৪৪. কোন নীতির ওপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার উদ্ভব? [জ্ঞান]

ⓚ সুদহীন ঋণদানের মাধ্যমে কৃষকের মুক্তি
ⓛ দুর্গত মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা
ⓜ স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা
ⓝ জাতীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা **গ**

http://teachingbd.com

৪৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্য সমস্যা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়? [জ্ঞান]

ক লঙ্গরখানা খ সরাইখানা
গ ধর্মগোলা ঘ এতিমখানা **গ**

৪৬. কে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু-মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরাইখানার ব্যবস্থা করেছিলেন? [জ্ঞান]

ক ফিরোজ শাহ খ সম্রাট অশোক
গ শের শাহ ঘ সিরাজ শাহ **গ**

৪৭. ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল— [অনুধাবন]

i. স্থানীয় পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার লক্ষ্যে
ii. কৃষকদের মধ্যে শস্য বিতরণ
iii. স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্যাভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৪৮. দেবোত্তর সম্পত্তি দান করতে দেখা যায়— [অনুধাবন]

i. সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের
ii. সাবেক হিন্দু জমিদারদের
iii. হিন্দু মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ বায়তুল মাল

৪৯. বায়তুল মালের প্রধান উদ্দেশ্য কী? [জ্ঞান]

ক সকলের মৌল চাহিদা নিশ্চিতকরণ
খ রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা
গ রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় নির্বাহ করা
ঘ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ করা **ঘ**

৫০. কার আমলে প্রথম রাষ্ট্রের ধনসম্পদে আপামর জনগণের হিস্যা স্বীকার করে নেওয়া হয়? [জ্ঞান]

ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত আলী (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত ওমর (রা) **ঘ**

৫১. বায়তুল মালে জমাকৃত সম্পদের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত— [অনুধাবন]

i. উত্তরাধিকারবিহীন ধনসম্পত্তি
ii. অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া কর
iii. মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছায় দানকৃত ধনসম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ ওয়াক্‌ফ ও এতিমখানা

৫২. কোনো মুসলমানের সম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে স্থায়ীভাবে দান করাকে ইসলামি পরিভাষায় কী বলে? [জ্ঞান]

ক সদকা খ ওয়াক্‌ফ
গ যাকাত ঘ ধর্মগোলা **খ**

৫৩. ওয়াকফের শাব্দিক অর্থ কী? *[শাহজালাল সিটি কলেজ, সিলেট]*

ক ঘর খ আগার গ মাল ঘ আটক **ঘ**

৫৪. কার মতে 'ওয়াক্‌ফ' শব্দের অর্থ কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফ? [জ্ঞান]

ক ইমাম আবু ইউসুফের
খ ইমাম মুহাম্মদের
গ ইমাম আবু হানিফা-এর (র)
ঘ ইমাম তিরমিযির **গ**

৫৫. খান বাহাদুর ওয়াক্‌ফ এস্টেট কোথায় অবস্থিত? [জ্ঞান]

ক ঢাকায় খ চট্টগ্রামে
গ সিলেটে ঘ খুলনায় **গ**

৫৬. ১৯৪৩ সালে তৎকালীন সরকার কয়টি এতিমখানা স্থাপন করেন? [জ্ঞান]

ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি **গ**

৫৭. ওয়াক্‌ফের শর্ত হলো— [অনুধাবন]

i. ওয়াক্‌ফকারীকে সাবালক হতে হবে
ii. ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হতে হবে
iii. ওয়াক্‌ফকারীকে সুস্থ মনের অধিকারী হতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫৮. সমাজকল্যাণে ওয়াকফের গুরুত্ব হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে
ii. সমাজের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করে
iii. কেবলমাত্র ধনীদের কল্যাণ সাধন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

http://teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফিরোজ আহমেদ গত ৩০ বছর যাবৎ একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যক্ত, এতিম ও দুস্থ পরিবারের শিশু ও কিশোরদের আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এটি সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫৯. উদ্দীপকে ফিরোজ সাহেব কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন? [প্রয়োগ]

ক এতিমখানা
খ ডে-কেয়ার সেন্টার
গ প্রাথমিক বিদ্যালয়
ঘ কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র

উত্তর: ক

৬০. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. শিশু-কিশোরদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের জন্যে শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা
ii. মেয়ে নিবাসীদের বিয়ে দিয়ে সাংসারিক জীবনে পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করা
iii. একঘেয়েমি দূর করার জন্যে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

★ সমাজকর্ম ও সমাজসেবার সম্পর্ক

৬১. সমাজসেবার মূল লক্ষ্য কী? [অনুধাবন]

ক মানুষকে সচেতন করা
খ মানুষকে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিপূর্ণ করা
গ মানুষকে সহায়তা করা
ঘ মানুষকে আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া

উত্তর: গ

৬২. আধুনিক পরিবর্তনশীল সমাজজীবনে সমাজকর্ম ও সমাজসেবার উদ্ভব হয়েছে কীসের ওপর ভিত্তি করে? [অনুধাবন]

ক মানুষের আনন্দ সুখের প্রেক্ষিতে
খ মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে
গ মানুষের নানাবিধ ও বিচিত্র সমস্যার প্রেক্ষিতে
ঘ মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে

উত্তর: গ

৬৩. প্রাক-শিল্পযুগে সমাজসেবার চালিকাশক্তি ছিল— [জ্ঞান]

ক ধর্মীয় অনুশাসন খ বিভিন্ন ট্যাবু
গ ভ্রাতৃত্ববোধ ঘ সেনা শাসন

উত্তর: ক

৬৪. সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবার মধ্যে সাদৃশ্য হলো উভয়টি— [অনুধাবন]

i. মানবকল্যাণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপৃত
ii. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংগঠিত কার্যক্রম
iii. শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি

নিচের কোনটি ঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ক

৬৫. সমাজকর্ম ও সমাজসেবার মূল লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]

i. পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
ii. মানুষকে স্বাবলম্বী করা
iii. কল্যাণরাষ্ট্রের ভিত তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ক

★★ সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

৬৬. সমাজকর্মের আধুনিকতার বীজ রোপিত রয়েছে কোন কর্মসূচির মাধ্যমে? [জ্ঞান]

ক সমাজসেবা খ সামাজিক নিরাপত্তা
গ সদকা ঘ দানশীলতা

উত্তর: খ

৬৭. কোন কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন করা হয়? [অনুধাবন]

ক আকস্মিকভাবে উৎপন্ন বিপদের মোকাবিলায়
খ সামাজিক উন্নয়নের অভিপ্রায়ে
গ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে
ঘ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে

উত্তর: ক

৬৮. কোনটি ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য একটি অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]

ক সামাজিক নিরাপত্তা খ সামাজিক অনুষ্ঠান
গ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘ সামাজিক রীতিনীতি

উত্তর: ক

৬৯. সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টান্ত হলো— [অনুধাবন]

ক বার্ধক্যের নির্ভরশীলতায় প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম
খ শিল্প দুর্ঘটনা ও বিকলাঙ্গতাজনিত অক্ষমতায় গৃহীত প্রতিরোধ কর্মসূচি
গ বেকারত্বজনিত অক্ষমতায় পুনর্বাসন কর্মসূচি
ঘ অসুস্থতাজনিত সেবা কার্যক্রম

[নোট: উত্তর সবগুলো]

৭০. কোন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতার আইনগত কোন অধিকার নেই? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক অবসর ভাতা খ জীবন বিমা
গ সামাজিক সাহায্য ঘ কল্যাণ তহবিল

উত্তর: গ

৭১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সৃষ্টি হয় কোন আইন দ্বারা? *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*

ক ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন
খ ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন
গ ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট
ঘ ১৯৮৫ সালের আইন দ্বারা

উত্তর: গ

http://teachingbd.com

৭২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে যেসব বিষয়ের মিল রয়েছে— [অনুধাবন]

i. সমাজকর্ম
ii. সামাজিক নিরাপত্তা
iii. রাষ্ট্রবিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ সমাজকর্ম ও সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক

৭৩. সামাজিক পরিবর্তনের ফলে— [অনুধাবন]

ক সামাজিক আইন, রীতিনীতি, মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়
খ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়
গ সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়
ঘ সামাজিক সমস্যা তৈরি হয় **ক**

৭৪. শহরায়ন পরিকল্পিত পরিবর্তন কেন? *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক জীবনমান উন্নয়নের জন্য
খ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন ঘটায় বলে
গ বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন করে বলে
ঘ অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন করে বলে **ক**

৭৫. সামাজিক পরিবর্তনকে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এটি ছাড়া— [অনুধাবন]

i. কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায় না
ii. সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশের পরিবর্তন সম্ভব নয়
iii. সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

৭৬. সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে জনসমষ্টির জীবনমান উন্নয়নে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [অনুধাবন]

ক সমাজবিজ্ঞান খ সমাজকর্ম
গ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘ নৃবিজ্ঞান **খ**

৭৭. সামাজিক উন্নয়ন বলতে বোঝায়- *[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]*

ক অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক পরিবর্তন
খ বাঞ্ছিত ইতিবাচক পরিবর্তন
গ অপরিকল্পিত প্রাকৃতিক ও পরিবর্তন
ঘ সমাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে রূপান্তর **খ**

৭৮. সমাজকর্মী আবুল হোসেন কিছু কৌশল অবলম্বন ও প্রয়োগ করে সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নে বেশ তৎপর। উদ্দীপকে বর্ণিত আবুল হাসেন কীভাবে সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন? [প্রয়োগ]

ক সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে
খ সম্পদ ও সামর্থ্যের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে
গ সম্পদ ও সামর্থ্যের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে
ঘ সম্পদ ও সামর্থ্য পরিমাপের মাধ্যমে **ক**

৭৯. সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে— [অনুধাবন]

i. সমাজের পরিবর্তন সাধন
ii. সরকার কাঠামোর পরিবর্তন সাধন
iii. কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকর্ম

৮০. রেহানা তার স্বামীর নির্যাতনে দিশেহারা। রেহানা কী করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। এমন সময় 'ক' নামক একজন ব্যক্তি তাকে তার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পরামর্শ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তার সমস্যা সমাধান করে দেন। 'ক'-এর পরিচয় হচ্ছে? [প্রয়োগ]

ক সমাজকর্মী খ আইনজীবী
গ প্রকৌশলী ঘ শিক্ষক **ক**

৮১. কতকগুলো আদর্শ মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সমষ্টি মানুষের শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণকে পরিচালিত করলে তাকে কী বলে? [জ্ঞান]

ক সামাজিক পরিবর্তন খ সামাজিক উন্নয়ন
গ সমাজ সেবা ঘ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ **ঘ**

৮২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]

i. সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা
ii. সমাজের সংহতি বজায় রাখা
iii. পরিবর্তনশীল সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সামাজিক আন্দোলন, সমাজ সংস্কার

৮৩. সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, আইন, সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ— যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত সেগুলো অপসারণের জন্য জনগণের সুসংগঠিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টাকে কী বলে? [জ্ঞান]

ক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খ সামাজিক পরিবর্তন
গ সামাজিক আন্দোলন ঘ সামাজিক রীতিনীতি **গ**

http://teachingbd.com

৮৪. 'সামাজিক আন্দোলন হলো অনেক মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা পূরণে আইন, সরকারের নীতি বা সামাজিক আদর্শ পরিবর্তনের একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা'— সংজ্ঞাটির উৎস কী? [জ্ঞান]
ক সমাজবিজ্ঞান অভিধান
খ সমাজকর্ম অভিধান
গ সমাজকল্যাণ অভিধান
ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান — খ

৮৫. সমাজ সংস্কার করা হয় কেন? /বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/
ক উন্নত সমাজ গঠনের জন্য
খ সমাজের দোষত্রুটি অপসারণের জন্য
গ সামাজিক আন্দোলনের জন্য
ঘ সমাজসেবার জন্য — খ

৮৬. *'The Dictionary of Sociology'* গ্রন্থটিকে সম্পাদনা করেন? [জ্ঞান]
ক হেনরি ফেয়ারচাইল্ড
খ আর এম ম্যাকাইভার
গ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার
ঘ জন লক — ক

৮৭. সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক সচেতনতা সৃষ্টি → জনমত গঠন → প্রশাসনিক কাঠামো গঠন
খ জনমত সৃষ্টি → সংগঠন → সচেতনতা সৃষ্টি
গ প্রশাসনিক কাঠামো গঠন → জনমত → সচেতনতা সৃষ্টি
ঘ সামাজিক আন্দোলন → জনমত সৃষ্টি → সংগঠন — ক

৮৮. কোনটি সৃষ্টিতে সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে? [জ্ঞান]
ক অর্থনৈতিক পরিবেশ খ সামাজিক পরিবেশ
গ রাজনৈতিক পরিবেশ ঘ সাংস্কৃতিক পরিবেশ — খ

৮৯. সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থাকে— [অনুধাবন]
i. কল্যাণকর অবস্থায় নেওয়া যায়
ii. মঙ্গলজনক অবস্থায় নেওয়া যায়
iii. উন্নতির পথে নেওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৯০. সংস্কার অর্থ হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. সংশোধন ii. পরিবর্তন iii. স্থিতিশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

★★ কতিপয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা

৯১. কোন ধর্ম মতে, স্বামীর সাথে একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বর্গবাসী হবে এবং পতির পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের তিন পুরুষ পাপমুক্ত হবে? [জ্ঞান]
ক ইসলাম ধর্ম খ হিন্দু ধর্ম
গ জৈন ধর্ম ঘ খ্রিষ্ট ধর্ম — খ

৯২. কে সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য হিন্দু সমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করেছিল? [জ্ঞান]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রাজা রামমোহন রায়
গ লর্ড বেন্টিংক ঘ লর্ড ডালহৌসি — খ

৯৩. সহমরণ বিষয়ে *'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'* গ্রন্থটি কার লেখা? [জ্ঞান]
ক রাজা রামমোহন রায় খ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ বেগম রোকেয়া
ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ক

৯৪. *'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'* গ্রন্থটি কত সালে রচিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৮১৮ সালে খ ১৮১৯ সালে
গ ১৮২০ সালে ঘ ১৮২১ সালে — ক

৯৫. মুহসিন ট্রাস্ট গঠন করা হয়— /সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর/
ক সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
খ ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
গ গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষালাভে সহায়তার জন্য
ঘ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য — গ

৯৬. *তুহফাত-উল-মুয়াহিদীন* গ্রন্থের রচয়িতা— /লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ/
i. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ii. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর iii. রাজা রামমোহন রায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii — গ

★ হিন্দু বিধবা বিবাহ

৯৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা রেনেসাঁর প্রতীকী পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য
খ মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য
গ হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য
ঘ উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কারে ভূমিকা রাখার জন্য — গ

http://teachingbd.com

৯৮. 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]

ক ১৮৫৪ খ ১৮৫৫
গ ১৮৫৬ ঘ ১৮৫৭ **খ**

৯৯. 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন কে? [জ্ঞান]

ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ রাজা রামমোহন রায় ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **ঘ**

১০০. বিধবা বিবাহ আইন পাস হয় কোন সালে? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক ১৮২৯ খ ১৮৩৩ গ ১৮৫৬ ঘ ১৮৭০ **গ**

১০১. 'বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের প্রধান সৎকর্ম'— উক্তিটি কার? *[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]*

ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রাজা রামমোহন রায়
গ স্বামী বিবেকানন্দ ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **ক**

১০২. নিপা রানি পাল নামের একজন হিন্দু বিধবার পুনরায় বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় কোন মনীষীর জন্য? *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক রাজা রামমোহন রায় খ মহাত্মা গান্ধী
গ নারায়ণ চন্দ্র ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **ঘ**

১০৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন পত্রিকায় বাল্যবিবাহের দোষ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন? [জ্ঞান]

ক হিতকারী খ সর্বশুভকারী
গ সমাচার দর্পণ ঘ মিহির **খ**

১০৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর— [অনুধাবন]

i. বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন
ii. সতীদাহ প্রথা রোধ করেন
iii. বহুবিবাহ রোধে সোচ্চার হন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১০৫. বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময় তৎকালীন সমাজের অবস্থা যে রকম ছিল— [অনুধাবন]

i. আশি বছরের বৃদ্ধের সাথে নাবালিকার বিয়ে হতো
ii. নারীরা স্বামীগৃহে নির্যাতিত হতো
iii. নারীদের স্বাধীনতা ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ নারী শিক্ষা আন্দোলন

১০৬. স্বামীর মৃত্যুর কত বছর পর বেগম রোকেয়া ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন? [জ্ঞান]

ক ৫ বছর খ ১০ বছর
গ ১৫ বছর ঘ ২০ বছর **ক**

১০৭. বেগম রোকেয়া কোন গ্রন্থটি অসমাপ্ত রেখে যান? [জ্ঞান]

ক নারীর অধিকার খ পদ্মরাগ
গ মতিচুর ঘ অবরোধবাসিনী **ক**

১০৮. নারী জাগরণের শাণিত হাতিয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থের লেখক কে? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক নওয়াব ফয়জুন্নেছা খ ভিকারুন্নেছা
গ বদরুন্নেছা ঘ বেগম রোকেয়া **ঘ**

১০৯. কত সালে কলকাতায় আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]

ক ১৯৩৬ খ ১৯৩৭ গ ১৯৩৮ ঘ ১৯৩৯ **ক**

১১০. ভাগলপুরের সোমার পড়াশোনার প্রতি অদম্য আকাঙ্ক্ষা সমাজপতিদের বাধা-নিষেধকে উপেক্ষা করে জয়ী হয়েছে। শিক্ষা তার অধিকার এ মনোভাবই তাকে জয়ী করে তুলেছে। তার মনোভাবে নিচের কোন মহীয়সীর চিন্তা প্রতিফলন ঘটেছে? [প্রয়োগ]

ক বেগম রোকেয়ার খ সেলিনা হোসেনের
গ জাহানারা ইমামের ঘ সুফিয়া কামালের **ক**

১১১. বেগম রোকেয়া 'মুসলিম মহিলা সমিতি' সংগঠনের মাধ্যমে— [অনুধাবন]

i. ধনী বালিকাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেন
ii. বিধবা ও আশ্রয়হীনদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেন
iii. দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কুটির শিল্প স্থাপন করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একাদশ শ্রেণির সমাজকর্মের ক্লাসে পড়াতে গিয়ে স্যার বললেন, বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রচেষ্টা এবং সরকারি সাহায্যে ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১২. অনুচ্ছেদে স্যার কার কথা উল্লেখ করেছেন? [প্রয়োগ]

ক সেলিনা হোসেন খ বেগম রোকেয়া
গ নূরজাহান বেগম ঘ সুফিয়া কামাল **খ**

১১৩. উক্ত মহীয়সীর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. সাহিত্যকর্মে নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটান
ii. মুসলমান নারীদের মূল্যবোধ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন
iii. পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৫: সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

প্রশ্ন ▶১ রিফাত উচ্চ শিক্ষা শেষে এখন গবেষণায় মন দিতে চায়। সে তার গবেষণায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চায়। তাই তাকে ঐ জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যেমন জ্ঞানার্জন করতে হচ্ছে তেমনি তাদের জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর, জনসংখ্যা কাঠামো ও বন্ধন সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করতে হচ্ছে। *[ঢা., দি., সি., য. বোর্ড-২০১৮। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা কয়টি? ১

খ. মনোবিজ্ঞানকে কেন সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে রিফাতের গবেষণার সাথে জড়িত বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জন্ম-মৃত্যুহার সম্পর্কিত যে বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে একজন সমাজকর্মীর জন্য তার আবশ্যকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা দুইটি।

খ মনোবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে বিবেচিত।

মনোবিজ্ঞান সমাজের মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন করে। যার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষণ, সামাজিকীকরণ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা, উপযোজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। আর এ সকল বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই মনোবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে রিফাতের গবেষণার সাথে জড়িত বিষয়টি হচ্ছে নৃ-বিজ্ঞান।

নৃ-বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে।

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে নৃ-বিজ্ঞানকে দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বর্ণ পরিচয় এবং তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। আর সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানে মানুষের অর্জিত ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করা হয়। আদিম মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয় সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়।

উদ্দীপকে রিফাত তার গবেষণায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চায়। এজন্য তাকে ঐ জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হচ্ছে। উদ্দীপকের রিফাতের গবেষণার সাথে জড়িত বিষয়টি নৃ-বিজ্ঞানকেই নির্দেশ করে।

ঘ একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জন্ম ও মৃত্যুহার সম্পর্কিত বিষয় তথা জনবিজ্ঞানের জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

জনবিজ্ঞান জনসংখ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে। এ বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জন্ম ও মৃত্যুহার, জনসংখ্যার স্থানান্তর, বিবাহ, জনসংখ্যার আকৃতি, গঠনকাঠামো, বণ্টন, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান প্রভৃতি।

উদ্দীপকে রিফাতকে তার গবেষণার জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্ম ও মৃত্যুহার, স্থানান্তর, জনসংখ্যার কাঠামো ও বণ্টন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা জনবিজ্ঞানকে নির্দেশ করছে। জনবিজ্ঞানের জ্ঞান একজন সমাজকর্মীকে নানাভাবে সহায়তা করে। পেশাদার সমাজকর্মীদেরকে সমাজ এবং সমাজের মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। সামাজিক সমস্যাগুলো পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা কীভাবে অন্য সমস্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করে তা জনবিজ্ঞান পাঠ করে জানা যায়। বিশেষ করে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সৃষ্টিতে জনসংখ্যার ভূমিকা সম্পর্কে জনবিজ্ঞান আলোচনা করে। দেশের মোট জনসংখ্যা, নারী প্রতি প্রজনন ক্ষমতা, মৃত্যুহার, জন্মহার, প্রসূতি মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার প্রভৃতি জনসংখ্যা চলকের অস্বাভাবিকতার কারণ ও সমাধান ব্যবস্থা সম্পর্কে সমাজকর্মীরা জনবিজ্ঞান থেকেই জ্ঞান অর্জন করে। এছাড়া সমাজকর্মীদের শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করতে বয়সকাঠামো, জনসংখ্যা বণ্টন, লিঙ্গভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। জনবিজ্ঞান থেকে সমাজকর্মীরা এ সব বিষয়ে ধারণা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয় তথা জনবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন ▶২ মিসেস শায়লা একজন কলেজ শিক্ষক। শিক্ষকতা তার পেশা হলেও নিজের অন্য ধরনের একটি শখ আছে। সময় সুযোগ পেলেই তিনি তার শখ পূরণে লেগে যান। তার শখ হচ্ছে আশেপাশের মানুষদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সেসব আচরণের পেছনে যেসব চালনা শক্তি রয়েছে সেগুলো উদঘাটন করা। *[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. 'Positive Philosophy' গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. সামাজিক বিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মিসেস শায়লার শখ সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাটির জ্ঞান অর্জন করা জরুরি— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Positive Philosophy' গ্রন্থের লেখক হলেন অগাস্ট কোঁৎ।

খ সমাজে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলে।

সামাজিক বিজ্ঞানকে মূলত সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠ বলা হয়। কেননা সমাজ এবং সমাজের মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার প্রধান শাস্ত্র।

গ উদ্দীপকের মিসেস শায়লার শখ সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মনোবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হলো মনোবিজ্ঞান। এ শাস্ত্র মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোজগত সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে। মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন বিশেষ আচরণ করে মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের

https://teachingbd24.com

উত্তর অনুসন্ধান করে। বাহ্যিক আচরণের পেছনে যে চালনা শক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে তা আবিষ্কার করা এর মূল লক্ষ্য। বাহ্যিক আচার-আচরণের পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো হলো— প্রত্যক্ষণ, প্রেষণা, শিক্ষণ, আবেগ, চিন্তন, অনুভূতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এগুলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত। এছাড়া সমাজস্থ ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

উদ্দীপকের শিক্ষক শায়লার শখ হচ্ছে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং মানুষের আচরণের পেছনে যেসব চালনা শক্তি রয়েছে তিনি সেগুলো উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। তার এ শখের বিষয়টি মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। কেননা মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং এর পেছনে দায়ী কারণ অনুসন্ধান করে। উদ্দীপকের শায়লার শখ মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে।

ঘ সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে একজন সমাজকর্মীর জন্য উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা তথা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা জরুরি— উক্তিটি যথার্থ।

সমাজকর্মীরা ব্যক্তিগত, দলীয়, সমষ্টিগত ও বিভিন্ন আর্থ-মনোসামাজিক সমস্যা সমাধানে সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান সমাজকর্মীদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মীকে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে সমাজকর্মীরা তাদের আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ সম্বন্ধে জানতে পারে। আবার অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণের শর্তাবলি সমন্ধেও জানতে পারে। ফলে সমাজকর্মী নিজের আবেগ, অনুভূতি ও আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে। মানব আচরণের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানের পৃথক শাখা গড়ে উঠেছে। যেমন— চিকিৎসা, শিশু, অস্বাভাবিক, শিল্প ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। সমাজকর্মের বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে এসব শাখার জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা। এজন্য সমাজকর্মীদের সমস্যার কারণ, উৎস, প্রভাব, উপাদান ইত্যাদি উদ্‌ঘাটন করতে হয়। আর এগুলো অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের শক্তিশালী প্রভাব। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞনের জ্ঞান সমাজকর্মীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে শিক্ষক শায়লার শখ হলো মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যা মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করছে। সমাজের বিভিন্ন আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধান করার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক। পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মীর জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩ নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়ে। নীলা যে বিষয়ে অনার্স পড়ে তার জ্ঞান সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ, বণ্টন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারে সহায়তা করবে।

[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৬; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৫; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৬]

ক. Anthropos শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কোন বিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নীলার পঠিত বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজকর্মীদের উক্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Anthropos' শব্দের অর্থ 'মানুষ'।

খ মনোবিজ্ঞানকে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়।

মনোবিজ্ঞান বলতে মন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। মূলত যে বিজ্ঞান মানুষের বা প্রাণীর মন তথা আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে, তাকেই মনোবিজ্ঞান বলা হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষা, সামাজিকীকরণ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাজে মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নই মনোবিজ্ঞান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যানুসারে নীলার পঠিত বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সামাজিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যাতে সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকে নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বিষয়ে অনার্স করছে। উক্ত বিষয়ের জ্ঞান তাকে সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ, বণ্টন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চতকরণে সহায়তা করবে। এ থেকেই বোঝা যায়, সে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স পড়ছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসমূহ সাধারণীকরণ করে বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণ ও পছন্দমতো বণ্টন করে তা নিয়ে আলোচনা করে, তাই হলো অর্থনীতি। এ সংজ্ঞার ভেতরেই উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদ অর্জন, সম্পদের সঠিক ব্যবহার, বিনিয়োগ, বণ্টন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতিকেই নির্দেশ করে।

ঘ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে বলা যায়, সমাজকর্মীদের অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয় শাখাতেই সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সমাজ বহির্ভূত মানুষের আচার-আচরণ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির বিবেচ্য বিষয় নয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বিধায় উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে, যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে অর্থনীতির জ্ঞান সমাজকর্মীকে সহায়তা করে। একজন সমাজকর্মী সম্পদ ও অর্থনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বন অর্জনে গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া একজন সমাজকর্মী অর্থনীতির জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে কার্যকরভাবে সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতির প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

উপরের আলোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক দুটি শাস্ত্র। তাই সমাজকর্মীদের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶৪ প্রতি বছর কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আদমশুমারি করে। আদমশুমারির লক্ষ্য হলো দেশের জন্ম-মৃত্যু, নারী-পুরুষ, বয়স কাঠামো, পরিবারের সন্তান সংখ্যা, আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, কর্মক্ষম মানুষ ও লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিতে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেশের ও পরিবারের উন্নয়নে সহায়তা করা।

[রা. বো.; ব. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়? ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়সমূহ জনসংখ্যা নীতি গ্রহণে কীভাবে প্রভাব ফেলে? মতামত দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Psyche' শব্দের অর্থ 'আত্মা'।

খ সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করা হয় বলে এটিকে সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান। এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সমাজ। সমাজের বিকাশ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক কার্যাবলি, স্তরবিন্যাস, প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া, মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এককথায় বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আদমশুমারী কার্যক্রম সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রায়োগিক শাখা জনবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

শব্দগতভাবে জনবিজ্ঞানের অর্থ হলো জনসংখ্যার বিবরণ বা লিখন। অর্থাৎ জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞানের এ শাখায় জনসংখ্যা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়। এ বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার বণ্টন ও স্থানান্তর, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান প্রভৃতি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আলোচনায় আদমশুমারী সম্পর্কে বলা হয়েছে। একটি দেশের জনসংখ্যার সামগ্রিক অবস্থা, জন্ম-মৃত্যুহার, নারী-পুরুষের সংখ্যা, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের অবস্থা, পরিবারের সন্তান সংখ্যা, লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি তথ্য আদমশুমারী থেকে জানা যায়। পরবর্তীতে এই তথ্য সামগ্রিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। আর জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত সকল বিষয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের এ শাখায় আলোচিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে জনবিজ্ঞান একটি বিশেষায়িত শাখা। আদমশুমারীর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে জনবিজ্ঞান জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট নানা তত্ত্ব, সমস্যা নিয়ে কাজ করে এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোকে দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে জনসংখ্যা নীতির নানা দিক নির্ধারণ করা হয়।

একটি দেশের জনসংখ্যা নীতিতে ঐ দেশের জনসংখ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এজন্য জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের পূর্বে দেশের জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর জনবিজ্ঞান আদমশুমারী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এ কাজটিই করে থাকে।

আদমশুমারীর মাধ্যমে একটি দেশের মোট জনসংখ্যা, নারী-পুরুষের সংখ্যা, কর্মক্ষম ও নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এর ফলে দেশটির জনসংখ্যা সমস্যা না সম্পদ তা বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত, শিশু জন্মহার ও মৃত্যুহার কত, শিক্ষার অবস্থা কেমন, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের প্রকৃতি কেমন প্রভৃতি বিষয়ও আদমশুমারী হতে জানা যায়। এর ফলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা সহজ হয়। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। আর এ বিষয়গুলোই জনসংখ্যা নীতির নানা ধারায় সন্নিবেশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তথ্যসমূহ ব্যতীত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন এক প্রকার অসম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনসংখ্যা নীতি গ্রহণে জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য-উপাত্তের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৫ ঐশী ২০১৪ সালে নতুন ভোটার হয়েছে। এখন সে আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগে নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে গর্ববোধ করে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনেক বেশি সচেতনও হয়েছে। ইয়ুথ হাংগার প্রজেক্ট নামে একটি এনজিও যুব ছায়া সংসদ গঠন করেছিল। সেই সংসদের খাদ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে ঐশীর দেওয়া বক্তব্যে ফুটে উঠেছে, প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও কর্মের অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক শাসন ব্যবস্থার। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ৮; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কে প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন? ১

খ. একজন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানের জন্যে কেন নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঐশীর সংসদে দেওয়া বক্তব্যের মধ্যেই কি বিষয়টির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন।

খ মানুষকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় বলে একজন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। এজন্য সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যকীয়। জৈবিকভাবে এই বিষয়গুলো সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান প্রয়োগ করে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে ব্যক্তির মূল্যবোধের অভাব সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

পৌরনীতি এমন একটি বিষয় যা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক বা সমাজের সদস্য হিসেবে কারও অধিকার ও দায়িত্বের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। আর এ দুটি বিষয়ই উদ্দীপকের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয় নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে ভোট প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। আবার সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ঐশীর ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের উল্লেখ বা ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি পৌরনীতিতে আলোচিত হয়। অন্যদিকে ইয়ুথ হাংগার প্রজেক্ট এনজিও কর্তৃক গঠিত ছায়া সংসদ ব্যবস্থাও পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। আর উদ্দীপকে যে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে পৌরনীতি ও সুশাসন এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, অধিকার-কর্তব্য এবং স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলো অর্থাৎ পৌরনীতি ও সুশাসনের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ সংসদে দেওয়া উদ্দীপকের ঐশীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়টির সামগ্রিক কার্যক্রম ফুটে ওঠেনি।

পৌরনীতি ও সুশাসন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ শাখা। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি অনেক বিস্তৃত। ঐশীর বক্তব্যে উল্লিখিত প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও কর্মের অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক

https://teachingbd24.com

শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি উঠে এসেছে, যা পৌরনীতি ও সুশাসনের সামগ্রিক কার্যক্রমের সামান্যই প্রতিফলিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই শাখা আরও অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করে।

পৌরনীতি ও সুশাসনের আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, সম্পত্তি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পৌরনীতি ও সুশাসনে রাষ্ট্র এবং নাগরিকের বিভিন্ন বিষয়াবলি এবং এর সাথে জড়িত নানাবিধ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। পৌরনীতি ও সুশাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো— এটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করে, নাগরিকদেরকে কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং জনগণের সেবায়, রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এই শাস্ত্রে নাগরিকের আচার-আচরণ ও কার্যাবলি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়, যা ঐশীর বক্তব্যে পুরোপুরি উপস্থিত নয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ঐশীর বক্তব্য পৌরনীতি ও সুশাসনের উল্লিখিত কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে না।

প্রশ্ন ▶ ৬

[সকল বোর্ড '১৬ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. সামাজিক বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সুশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের কোন ধরনের প্রয়োগকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের সমস্যার কার্যকর সমাধান উদ্দীপকের কাঠামোর জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Social Science।'

খ সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশাসনকে বোঝায়।

সুশাসন একটি গতিশীল ও চলমান ধারণা। এটি শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। মূলত বলিষ্ঠ ও ন্যায়ানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখাই হলো সুশাসন।

গ উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগকে ইঙ্গিত করে।

সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণ ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান, যেমন— সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, জনবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার জ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। আর এগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও তার ব্যবহার ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের কাঠামোতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, জনবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্য সমাজকর্মে বিশেষভাবে সংযোজিত হয়। মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো তাত্ত্বিক জ্ঞাননির্ভর। কিন্তু সমাজকর্ম সরাসরি অনুশীলনভিত্তিক একটি বিজ্ঞান। সমাজ ও মানুষের সার্বিক গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, মানুষের চাহিদা প্রভৃতি পূরণের লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এজন্য উদ্দীপক কাঠামোয় উল্লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়। এ দিকটিই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের কাঠামোতে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত শাখাগুলোর যে সমন্বিত প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে তা সমাজের বিচিত্র সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি দেশে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। প্রতিটি সমস্যার প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি সমাধান পদ্ধতিও ভিন্ন। আর এজন্য বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সমন্বিত প্রয়োগ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ দুটি শাখা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির আলোকে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে এবং তার সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়। আবার আধুনিক সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সমাজকর্মে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন- বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, দারিদ্র্য, হতাশা, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো দেশের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তাই এ সকল বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির যোগসূত্র বিদ্যমান। অন্যদিকে পৌরনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে একজন সমাজকর্মী সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করে। এমনিভাবে জনবিজ্ঞানও সমাজকর্মের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বহুমুখী সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৭ মুন্নার বয়স ১৪ বছর। সে সমবয়সীদের সাথে ক্লাসে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অক্ষম হওয়ায় এবং বাড়িতে অস্বাভাবিক আচরণ করায় তাকে তার বাবা একজন মানসিক ডাক্তার দেখান। ডাক্তার বলেছেন মুন্নার বয়সের তুলনায় বুদ্ধি কম। তাই তাকে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং চিকিৎসা করাতে হবে। মুন্নার বাবা তাকে একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। সেখানে একজন সমাজকর্মী মুন্নাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে ও পড়াশোনা করতে সাহায্য করেন।

[সকল বোর্ড '১৬ | প্রশ্ন নং ৬; ঝালকাঠি সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. Anthropos শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সামাজিক বিজ্ঞান ধারণাটি বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে মুন্নাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে কোন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়তা দিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মুন্নার মতো দেশের অন্যান্য মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানে কোন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? বুঝিয়ে লেখো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক শব্দ Anthropos অর্থ মানুষ।

Teachingbd24.com

খ সমাজে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞানকে মূলত সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠ বলা হয়। কেননা সমাজ এবং সমাজের মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। তাই বলা যায়, সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার শাস্ত্র।

গ উদ্দীপকে মুন্নার স্বাভাবিক আচরণে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নিতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব আচরণ। তাই সমাজকর্মে মানব আচরণ সম্পর্কিত কোনো সমস্যার সমাধানে মনোবিজ্ঞানের কৌশল ও প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব যেমন— ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব, শিক্ষণ তত্ত্ব, মনো-সমীক্ষণ তত্ত্ব, বুদ্ধি অভীক্ষণ প্রভৃতি সমাজকর্মের জ্ঞানের মৌলিক উৎস।

উদ্দীপকে ১৪ বছর বয়সী মুন্না একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি কম হওয়ায় তার আচরণ অন্যান্য শিশুর মতো স্বাভাবিক নয়। এজন্যই একজন সমাজকর্মী মুন্নাকে স্বাভাবিক আচরণ ও পড়াশোনা করতে সক্ষম করে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে মুন্নার আচরণ বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ মনোবিজ্ঞান শিশুদের এ ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কাজ করে থাকে। কেবল এ বিষয়েই মুন্নার মতো বিশেষ শিশুদের সঠিক পরিচর্যার ক্রিয়া-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় তাই সহজেই মুন্নার সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মুন্নার সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে সহায়তা করবে।

ঘ উদ্দীপকে মুন্নার মতো মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগ মানব প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাহায্যার্থীকে সহায়তা করা হয়। মুন্নার মতো মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে।

মানসিক প্রতিবন্ধিতা শিশুদের স্বাভাবিক আচরণকে বাধাগ্রস্ত করে। এর ফলে শিশুরা সামাজিকভাবে অবহেলিত হয়। এ অবস্থা থেকে শিশুকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই তার সমস্যার ধরন নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক হতে পারে। এরপর শিশুর জন্য কী ধরনের পরিচর্যা ও চিকিৎসা প্রয়োজন, সেটিও মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় নির্ধারণ করতে হবে। একজন সমাজকর্মী এই ব্যবস্থাপত্র অনুসরণেই সমস্যাগ্রস্ত শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করে সমস্যা মোকাবিলায় ধীরে ধীরে তাকে সক্ষম করে তুলবেন। এভাবে সমাজকর্মী শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মুন্নার মতো মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার সকল শিশুর জন্য এ ধরনের সমন্বিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে তারা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মীকে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ও সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন ▶৮ সালমান ও রিয়াদ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র। সালমান ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে বিষয়টি পড়ছে তাতে সামাজিক সমস্যার কারণ উদঘাটনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হয় তার বিবরণ আছে। অন্যদিকে রিয়াদের পাঠক্রমে মানুষের অভাব, প্রাপ্ত সম্পদ, সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার, আর জাতীয় উন্নয়নের বিবরণ রয়েছে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. জনবিজ্ঞান কী? ১

খ. এক জন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য কেন নৃবিজ্ঞানির জ্ঞান প্রয়োজন হয়? ২

গ. সালমান ও রিয়াদের পাঠ্য বিষয় দুটি তুমি কীভাবে চিহ্নিত করবে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. সামাজিক উন্নয়নের জন্য সালমান ও রিয়াদের পঠিত বিষয় দুটি কীভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে? তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা বিষয়ক বিজ্ঞান, যা জনসংখ্যা ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

খ মানুষকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয় বলে একজন সমাজকর্মীর সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। এজন্য সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যকীয়। জৈবিকভাবে এই বিষয়গুলো সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান প্রয়োগ করে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে ব্যক্তির মূল্যবোধের অভাব সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে সালমান ও রিয়াদের পাঠ্যবিষয় দুটিকে চিহ্নিত করা যায়।

সালমান তার ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে বিষয় নিয়েছে সেটি সামাজিক সমস্যার কারণ উদঘাটনের পাশাপাশি এর বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার কৌশল বর্ণনা করে। এ দিকগুলো বৈশিষ্ট্যগতভাবে সমাজকর্মকে নির্দেশ করে। আধুনিক যুগে সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পেশা হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার আলোকে সেগুলোর বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দেয়। এছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার কৌশলও বর্ণনা করে।

অন্যদিকে, রিয়াদের অধ্যয়নরত বিষয় মানুষের অভাব, প্রাপ্ত সম্পদ, সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার, আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করে। রিয়াদের পঠিত বিষয়টি তাই অর্থনীতিকে নির্দেশ করে। অর্থনীতি হলো সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এ শাস্ত্র সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার নির্দেশ করার পাশাপাশি উৎপাদনের উপকরণগুলোর বিকল্প ব্যবহার যোগ্যতাও চিহ্নিত করে। মোট কথা, সম্পদের উৎপাদন, পরিবর্তন, ভোগ, বিনিময়, বণ্টন, সঞ্চয় সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনাই অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায়, সালমান সমাজকর্ম ও রিয়াদ অর্থনীতিকে ঐচ্ছিক পাঠ হিসেবে নিয়ে পড়াশোনা করছে।

ঘ সমাজকর্ম ও অর্থনীতি বিষয় দু'টি পরস্পরকে পরিপূরকভাবে সাহায্য করে।

পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায়- সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। দুটি বিষয়ই চেষ্টা করে সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সীমিত সম্পদ ও অসীম চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে। এছাড়া সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়েই সমাজের উন্নয়ন করতে চায় এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন সামাজিক উন্নয়নের সহায়তা দরকার হয়, তেমনিভাবে সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগিতা

Teachingbd24.com

অপরিহার্য। আবার, সমাজকর্মের বহুমুখী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হলো অর্থনীতি। অর্থনীতির মৌলিক জ্ঞান ব্যতীত সামাজিক সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা যায় না। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এ সমস্যাসমূহ প্রতিরোধে সমাজকর্ম কাজ করে। সমাজকর্ম পেশায় যেমন পেশাগত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন, তেমনিভাবে যেকোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নীতি বিবেচনায় আনতে হয়। আর এসব নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্ম অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সামাজিক উন্নয়নের জন্য সালমান ও রিয়াদের পঠিত বিষয় দুটি অর্থাৎ সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। দুটি বিষয়ই নীতি, কার্যক্রম পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে পরস্পরকে সাহায্য করার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ তানজিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে যা মৌলিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষ ও প্রাণীর আচরণ, আবেগ, প্রেষণা, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু তার বন্ধু যাকোব একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে যা একই সাথে বিজ্ঞান, কলা ও পেশা হিসেবে পরিচিত। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. নৃবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ২

গ. তানজিনের পঠিত বিষয়টির নাম উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। ৩

ঘ. তানজিন ও যাকোবের পঠিত বিষয় দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমাহীন অভাব অনুভবকারী ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণের জন্য পছন্দমতো বণ্টন করে তা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই অর্থনীতি।

খ নৃবিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Anthropology'। যা গ্রিক শব্দ 'Anthropos' অর্থ 'মানুষ' এবং 'Logos' অর্থ 'বিজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

গ উদ্দীপকের তানজিনের পঠিত বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মনোবিজ্ঞান ।

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হলো মনোবিজ্ঞান। এ শাস্ত্র মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোজগত সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে। মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন বিশেষ আচরণ করে মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে। বাহ্যিক আচরণের পেছনে যে চালনা শক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে তা আবিষ্কার করা এর মূল লক্ষ্য। বাহ্যিক আচার-আচরণের পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো হলো— প্রত্যক্ষণ, প্রেষণা, শিক্ষণ, আবেগ, চিন্তন, অনুভূতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এগুলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত। এছাড়া সমাজস্থ ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

উদ্দীপকের তানজিন যে বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে তার বিষয়বস্তু হলো মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। এছাড়া মানুষের আচরণের পেছনে যেসব চালনা শক্তি রয়েছে তিনি সেগুলো উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। তার এ শখের বিষয়টি মনোবিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। কেননা মনোবিজ্ঞানও মানুষ ও প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং এর পেছনে দায়ী কারণ অনুসন্ধান করে। তাই বলা যায়, তানজিনের পঠিত বিষয় হলো সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মনোবিজ্ঞান।

ঘ উদ্দীপকের তানজিন ও যাকোবের পঠিত বিষয় দুটি যথাক্রমে মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম। এদের মধ্যে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, তেমনি মৌলিক বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

সমাজকর্ম হলো মানুষের সন্তোষজনক জীবন-যাপন ও সামাজিক সম্পর্ক লাভের জন্য সুসংগঠিত সাহায্যকারী পেশা। আর, মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় মানব আচরণ। এটি সমাজে মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন।

উদ্দীপকে নির্দেশিত তানজিনের পঠিত বিষয় মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ, আবেগ, প্রেষণা, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে, যাকোবের পঠিত বিষয় সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায়োগিক বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজ থেকে বিভিন্ন জটিল ও বহুমুখী সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট। মনোবিজ্ঞান মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণীর আচরণ নিয়ে ব্যাখ্যা করে কিন্তু সমাজকর্ম কেবল মানব আচরণ ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা সমাজকর্মের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কিত জৈবিক ও সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞান মানুষের সবরকম মানবিক গুণাবলি ও ক্ষমতা পরিমাপের প্রণালী উদ্ভাবন করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সুমনা ২০১৪ সালে নতুন ভোটার হয়েছে। এখন সে আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগে নিজেকে উপযুক্ত বলে মনে করছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে গর্ববোধ করে এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনেক বেশি সচেতনও হয়েছে। ইয়ুথ হাংগার প্রজেক্ট নামে একটি এনজিও যুব ছায়া সংসদ গঠন করেছিল। সেই সংসদের খাদ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে সুমনার দেওয়া বক্তব্যে ফুটে উঠেছে প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও কর্মের অধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতামূলক শাসনব্যবস্থার। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. Anthropos শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জনবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ: সুমনার সংসদে দেওয়া বক্তব্যের মধ্যে কি বিষয়টির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক শব্দ Anthropos অর্থ মানুষ

খ "মানুষের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানিক বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান হলো জনবিজ্ঞান।"

জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Demography'। শব্দটি গ্রিক শব্দ Demos ও Graphia থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণভাবে জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয় যে বিজ্ঞানে তাকে জনবিজ্ঞান বলে।

গ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ সমাজকর্মী জামি অপরাধ সংশোধন ও শ্রমকল্যাণের ওপর পিএইচডি অর্জন করার জন্য আবেদন করেছেন। তার তত্ত্বাবধায়ক তাকে পরামর্শ দিয়েছেন এ সম্পর্কিত বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে মানব আচরণ-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জামি জানাল সে মানব বিকাশ ও আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করছে তার কাজের সহায়তার জন্য। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. Anthropo শব্দের অর্থ কী? ১

খ. অর্থনীতির জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য কেন? ২

গ. উদ্দীপকটির কোন বিষয়ের জ্ঞান জামিকে তার কাজে সহায়তা করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাফল্য লাভের জন্য তত্ত্বাবধায়ক জামিকে উক্ত বিষয়ের জ্ঞানের পরামর্শ দেন-বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Anthropo শব্দের অর্থ মানুষ।

খ সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান অপরিহার্য।

সমাজকর্ম সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে। এজন্য সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থনীতি সমাজকর্মের এ নীতি অনুসরণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করতে পারবে। সমাজর্ক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। সমাজকর্মের এই জ্ঞান অনুশীলন করে অর্থনীতিও মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারবে। সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে সমাজকর্ম আলোচনা করে। অর্থনীতি সমাজকর্মের এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের অসীম অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকমী জামিকে তার কাজে সহায়তা করেছে।

মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করে। অন্যকথায় বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কী ধরনের আচরণ করে বা ভবিষ্যতে করতে পারে এবং কেন এমন আচরণ করে, তার আলোচনাই মনোবিজ্ঞান। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে উপলব্ধি, অনুভূতি, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, উৎসাহ-প্রচেষ্টা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাজকমী জামি অপরাধ সংশোধন এবং শ্রমকল্যাণের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করার জন্য আবেদন করেছে। এ কাজে সহায়তার জন্য সে মানব বিকাশ ও আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেছে। অর্থাৎ জামি মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেছে। কেননা মনোবিজ্ঞানই মানব বিকাশ ও মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুতরাং বলা যায়, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানই সমাজকমী জামিকে তার কাজে সহায়তা করছে।

ঘ পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাফল্য লাভের জন্যই তত্ত্বাবধায়ক সমাজকমী জামি মানব আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দিলেন।

সমাজকর্ম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তুলতে চায়। এজন্যে সমাজকমীকে মানবীয় আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হয়– যা মনোবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে সম্ভব। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভার মাধ্যমে তার সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম। তাই সমাজকমীগণ মানুষকে সহায়তা করতে গিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভা জানার জন্যে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেন।

যেকোনো পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সফলতা সংশ্লিষ্ট জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে। সমাজকমীগণ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নকালে মানবীয় আচরণ ও আগ্রহ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাদেরকে মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে সমাজকমীগণ নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ সম্বন্ধে জেনে এগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সাথে উপযুক্ত আচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। মানুষ যখন বিভিন্ন মানসিক চাপে অস্বাভাবিক আচরণ করে তখন তার চিকিৎসার জন্যে সমাজকমীগণ মনোচিকিৎসা সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করেন। আর এজন্যে তাদেরকে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান পড়তে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের জামি একজন সমাজকমী। সমাজকমী হিসেবে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন জ্ঞান সহায়তা করে থাকে। এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক তাকে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১২ মকবুল স্যার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে ধারণা দেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক আদর্শ বিকাশ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশদ আলোচনা সাপেক্ষে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেন। যা রাষ্ট্র নাগরিককে দিতে সচেষ্ট। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমাজবিজ্ঞানকে কেন সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়? ২

গ. মকবুল সাহেবের বিষয়বস্তু কোন সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটির উল্লিখিত শেষোক্ত ভূমিকার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কর্মসূচির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Demography.

খ সমাজবিজ্ঞান সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন করে বলে একে সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বস্তুনিষ্ঠ পাঠ। সমাজের সামগ্রিক দিক যেমন- সমাজের বিকাশ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক কার্যাবলি, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণ, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক পরিবর্তন ও এর ধারা, ধর্ম; আইন প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সমাজের সার্বিক দিক আলোচনা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়।

গ মকবুল সাহেবের বিষয়বস্তু পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics ল্যাটিন শব্দ Civics ও Civitas হতে উদ্ভূত। যার অর্থ যথাক্রমে নাগরিক এবং নগররাষ্ট্র। অন্যদিকে সুশাসন হলো রাষ্ট্রের সামগ্রিক কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণের যাবতীয় সুবিধা নিশ্চিত করা। সুতরাং পৌরনীতি ও সুশাসন হলো সেই শাস্ত্র যাতে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের কার্যাবলি ও সুশাসনের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্রে নাগরিকদের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মকবুল স্যার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে ধারণা দেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক আদর্শ বিকাশ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেন। তার আলোচ্য এসকল বিষয় পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, মকবুল সাহেব পৌরনীতি ও সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষোক্ত ভূমিকাটি হলো সামাজিক নিরাপত্তা। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম কর্মসূচির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা মূলত অক্ষম ও অসহায় ব্যক্তির জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্ম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Teachingbd24.com

সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ব্যতীত সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়। সমাজকর্মের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত সহায়ক। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌল মানবিক চাহিদা। এ কারণে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োগ করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সমাজের দুস্থ, অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহকে অধিক বাস্তবমুখী করে তোলে।
উদ্দীপকে মকবুল স্যার রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেন। একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম উক্ত কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবমুখী ও কার্যকরী করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সিরাজ ও রফিক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র। সিরাজ ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যে বিষয়টি পড়ছে তাতে সামাজিক সমস্যার কারণ উৎঘাটনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হয় তার বিবরণ আছে। অন্যদিকে রফিকের পাঠ্যক্রমে মানুষের অভাব, প্রাপ্ত সম্পদ, সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার, আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের বিবরণ রয়েছে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? ২
গ. সিরাজ ও রফিকের পাঠ্যবিষয় দুটি তুমি কীভাবে চিহ্নিত করবে? আলোচনা কর। ৩
ঘ. সামাজিক উন্নয়নের জন্য সিরাজ ও রফিকের পঠিত বিষয় দুটি কীভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Anthropology.

খ সমাজবিজ্ঞান বলতে এমন একটি বিজ্ঞানকে বোঝায়, যা সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Sociology'। শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Socius' এবং 'Logos' এর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান শব্দের অর্থ হলো সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তথা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে তাকেই সমাজবিজ্ঞান বলে।

গ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ১৯৬০ সালের 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশে অপরাধীদের সংশোধনে 'প্রবেশন' চালু হয়। ১৯৬৪ সালে এ আইনটি সংশোধন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স এ্যাক্ট-১৯৬৪। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এ আইনটি প্রণয়ন করা হয়। প্রবেশনাধীন অপরাধীদের বেশ কিছু শর্ত মানা সাপেক্ষে মুক্তি প্রদান করা হয় এবং এই আইন তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. Civis কোন শব্দ? ১
খ. পৌরনীতি ও সুশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্ম ও পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আইনটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাজকর্ম ও পৌরনীতি ও সুশাসন উভয় শাস্ত্রেরই সমর্থন পাবে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civis ল্যাটিন শব্দ।

খ পৌরনীতি ও সুশাসন এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা নাগরিকের আচরণ ও কার্যাবলি এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা ব্যাখ্যার মানদণ্ড হিসেবে সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক প্রশাসনকে বোঝায়, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, আইনের শাসন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে।

গ উদ্দীপকের আইনটি উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।
পৌরনীতি ও সুশাসন রাষ্ট্র এবং নাগরিকের বিভিন্ন বিষয়াবলি এবং এর সাথে জড়িত নানাবিধ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। যার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজকর্মও বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে কাজ করে। কাজেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।
উদ্দীপকে আইনের মাধ্যমে প্রবেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৬০ সালের 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশের অপরাধীদের সংশোধনে 'প্রবেশন' চালু করা হয়। ১৯৬৪ সালে এ আইনটি সংশোধন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অ্যাক্ট-১৯৬৪'। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ আইন প্রবর্তন করা হয়। পৌরনীতি ও সুশাসন আইনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। যার অন্যতম উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ সাধন। আর এ প্রবেশন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যার উদ্দেশ্য অপরাধ সংশোধন করে সমাজের কল্যাণ করা। তাই বলা যায়, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনকে সম্পর্কযুক্ত করেছে।

ঘ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অ্যাক্ট-১৯৬৪ সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন শাস্ত্রের সমর্থন পাবে– বক্তব্যটি যথার্থ।
যেকোনো আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য থাকে সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলোর অপসারণ করা। আর এ আইন প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিয়ে পৌরনীতি ও সুশাসন আলোচনা করে। সমাজকর্ম প্রণীত আইনগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান একে অপরকে সাহায্য করে থাকে।
উদ্দীপকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রবর্তিত প্রবেশন আইনের কথা বলা হয়েছে। সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা এ আইনটির অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ শাস্তি না দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা যায়। অপরাধ সংশোধন সমাজকর্মের অন্যতম কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে প্রবেশন আইনের আওতায় সমাজকর্ম তার এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। সমাজকর্ম তার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রবেশন আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে। আইন সম্পর্কিত আলোচনা পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উল্লিখিত আইন সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন উভয় শাস্ত্রের সমর্থন পাবে।
সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমাজকর্মের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে পৌরনীতি ও সুশাসনের জ্ঞান অপরিহার্য।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৫

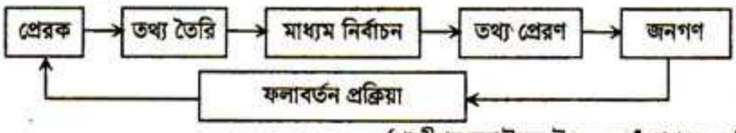

[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. 'Civis & Civitas'-এর অর্থ কী? ১

খ. 'সংবাদপত্র হলো জাতির দর্পণ'-বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের কর্মপ্রক্রিয়া কোন পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনমত গঠন ও সমাজকর্ম পেশার প্রচার ও প্রসারে ইঙ্গিতকৃত পেশার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।"-তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civis অর্থ নাগরিক এবং Civitas অর্থ নগররাষ্ট্র।

খ সংবাদপত্র যেকোনো জাতির সামগ্রিক অবস্থা আমাদের সামনে তুলে ধরে বলে সংবাদপত্রকে জাতির দর্পণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সংবাদপত্র সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রকৃতি অনুসন্ধানপূর্বক সত্য ঘটনা তুলে ধরে। ফলে ঐ সমাজ বা জাতির সার্বিক চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠে। এজন্য সংবাদপত্রকে জাতির দর্পণ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের কর্মপ্রক্রিয়া সাংবাদিকতা পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সাংবাদিকের কাজকেই সাংবাদিকতা বলা হয়। সাংবাদিকতা পেশা বর্তমান সময়ে একটি মূল্যবোধ নির্ভর মুক্তচিন্তার পেশা হিসেবে সমাজের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সাংবাদিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করেন। এরপর তিনি কোনো গণমাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করেন। গণমাধ্যম তথ্যটি জনগণের কাছে তুলে ধরে। উদ্দীপকেও এই প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হয়েছে।

ছকচিত্রে একটি প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ক্রমানুসারে প্রেরক, তথ্য তৈরি, মাধ্যম নির্বাচন, তথ্য-প্রেরণ, জনগণ প্রভৃতি উল্লেখ রয়েছে। আর সাংবাদিকতা পেশায় একজন সাংবাদিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য তৈরির পর গণমাধ্যম নির্বাচন করে সেখানে তথ্য প্রেরণ করেন। গণমাধ্যম তথ্যটি জনসাধারণের কাছে প্রচার করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কর্মপ্রক্রিয়া সাংবাদিকতা পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, সমাজকর্ম পেশার প্রচার প্রসারে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সাংবাদিকতা পেশার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে – উক্তিটির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা পেশার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজকর্মী এবং সমাজসেবা সংগঠন সম্পর্কে জনগণকে প্রভাবিত করা খুব সহজ হয়। তাছাড়া সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা সমাজকর্মী, জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটি অপরিহার্য সংযোগ সৃষ্টি করে। সমাজ ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সমাজকর্মীকে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য জানতে হয়। এ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য জানার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের সাংবাদিকতা পেশা সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিকদের নিম্নমজুরি, বঞ্চনা, শিশুশ্রম, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও অন্যান্য সমস্যার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহে সমাজকর্মী ও প্রগতিশীল যুগের সাংবাদিকগণ একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মিডিয়ার ব্যবহার করে সমাজকর্মীগণ তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মক্ষেত্র, সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার ও জনগণকে জানাতে পারে।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহের সমাজকর্ম সংগঠনগুলো মিডিয়ার সাথে হাত ধরাধরি করে চলে। তাছাড়া জাতীয় নীতি নির্ধারকগণ ও সমাজকর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে সাংবাদিকগণ সহায়তা করছে। সাংবাদিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও জনসমর্থন সৃষ্টি করে সমাজকর্মীর কাজকে সহজ করে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

উপরের আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়, সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৬

[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. দৈহিক নৃবিজ্ঞান কী নিয়ে আলোচনা করে? ১

খ. "অর্থনীতির জ্ঞান সমাজকর্মের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ"-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের কোন ধরনের প্রয়োগকে ইঙ্গিত করে? ৩

ঘ. "বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের সমস্যার কার্যকর সমাধান উদ্দীপকের কাঠামোর জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব"-বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠন প্রণালি নিয়ে আলোচনা করে।

খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কলাকৌশলগত জ্ঞান অর্জনের জন্য সমাজকর্মীকে অর্থনীতির জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সমাজকর্ম সবসময় মানবকল্যাণ বা মানবসেবার উদ্দেশ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আর এ ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন জরুরি। তাছাড়া সমাজকর্মীরা সামাজিক পরিবর্তনকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে, যা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই সমাজকর্মের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকের কাঠামো সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞানের সমন্বিত প্রয়োগকে ইঙ্গিত করে।

সমাজ সম্পর্কিত পূর্ণ ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান, যেমন– সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, জনবিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার জ্ঞানের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়। আর এগুলোর সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান ও তার ব্যবহার ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের কাঠামোতে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পৌরনীতি, জনবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান বা তথ্য সমাজকর্মে বিশেষভাবে সংযোজিত হয়। মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো তাত্ত্বিক জ্ঞাননির্ভর। কিন্তু সমাজকর্ম সরাসরি অনুশীলনভিত্তিক একটি বিজ্ঞান। সমাজ ও মানুষের সার্বিক গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, মানুষের চাহিদা প্রভৃতি পূরণের লক্ষ্যে সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (যেমন: ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে। এজন্য উদ্দীপকের কাঠামোতে উল্লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়। এ দিকটিই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের কাঠামোতে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত শাখাগুলোর যে সমন্বিত প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে তা সমাজের বিচিত্র সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

Teachingbd24.com

একটি দেশে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকে। প্রতিটি সমস্যার প্রকৃতি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি সমাধান পদ্ধতিও ভিন্ন। আর এজন্য বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সমন্বিত প্রয়োগ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ দুটি শাখা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির আলোকে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে এবং তার সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হয়। আবার আধুনিক সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সমাজকর্মে চিকিৎসা, মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন- বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, দারিদ্র্য, হতাশা, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো দেশের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তাই এ সকল বহুমুখী সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির যোগসূত্র বিদ্যমান। অন্যদিকে পৌরনীতির জ্ঞান ব্যবহার করে একজন সমাজকর্মী সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করে। এমনিভাবে জনবিজ্ঞানও সমাজকর্মের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বহুমুখী সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ নীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে পড়ে। নীলা যে বিষয়ে অনার্স পড়ে তার জ্ঞান সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ বণ্টন ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারের সহায়তা করবে। *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সুশাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. নীলার পঠিত বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজকর্মীদের উক্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার-বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Psyche' শব্দের অর্থ 'আত্মা'।

খ সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশাসনকে বোঝায়।

সুশাসন একটি গতিশীল ও চলমান ধারণা। এটি শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। মূলত বলিষ্ঠ ও ন্যায়ানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখাই হলো সুশাসন।

গ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ আবির ও রাকিব একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আবির মনোঃসামাজিক সমস্যার সমাধানে কাজ করে আর রাকিব উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। দুজনই চেষ্টা করে সমস্যাগ্রস্ত গ্রাহকদের উৎকৃষ্ট সেবা প্রদান করে সমস্যার সমাধান করার। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. নৃবিজ্ঞান কী? ১

খ. সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজনের বিষয়ের মিল-অমিল সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক-তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সামগ্রিক সত্তা এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত সামগ্রিক পাঠই হলো নৃবিজ্ঞান।

খ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে।

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। আর সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান যা সমাজের সার্বিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকর্মের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সুষ্ঠু সমাধান। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক আচরণ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ পরিবর্তনের ধারা প্রভৃতি। সমাজকর্ম মূলত একটি অনুশীলনধর্মী বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান একটি অধ্যয়নধর্মী বিজ্ঞান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আবির মনোসামাজিক সমস্যার সমাধানে কাজ করে। অর্থাৎ আবিরের বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্ম। আর রাকিবের বিষয়টি হচ্ছে অর্থনীতি। কারণ উৎপাদন ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি বিষয় অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। অন্যদিকে, অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করতে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। সমাজকর্ম মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। তাই এটি মৌলিক চাহিদা পূরনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মে সম্পদ ও অর্থনীতির জ্ঞান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। সমাজকর্ম ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। অন্যদিকে অর্থনীতিও মানুষের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনে গুরুত্বারোপ করে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন—সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা যা সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। এখানে অর্থনৈতিক দিকটা মুখ্য নয়। পক্ষান্তরে, অর্থনীতি হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলিকে পর্যালোচনা করে। সমাজকর্মে মানুষের জীবনের সকল দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনীতি কেবল সম্পদ ও উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকর্ম হলো অনুশীলনের বিজ্ঞান। আর অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

ঘ সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি দুটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে, তার নির্দেশনা দান করে অর্থনীতি। সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া স্বাবলম্বন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। মানুষের আওতাধীন সম্পদ ও সামর্থ্যের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করাই সমাজকর্মের লক্ষ্য। নীতিগত দিক হতে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেকোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অপরিহার্য দু'টি খাত হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। অন্যদিকে,

Teachingbd24.com

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে সমাজ কাঠামোতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদের সুষম বণ্টন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন হলো সামাজিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যেমন— অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে যদি জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়াতে হয়, তবে সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করতে হয়। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মের বহুমুখী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হলো অর্থনীতি। অর্থনীতির মৌলিক জ্ঞান ব্যতীত সামাজিক সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা যায় না। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ, সামাজিক আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যার একটি অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্যা অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ▶১৯ সোহেল ও জনি দুই বন্ধু। সোহেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যেটি মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, মানুষের দৈহিক গঠন, আকার, সংস্কৃতি, পরিবার, ধর্ম ইত্যাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে জনিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যেটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাদের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. Sociology শব্দটি সর্ব প্রথম কে ব্যবহার করেন? ১

খ. জনবিজ্ঞান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সোহেল যে বিষয়টি নিয়ে পড়েছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোহেল ও জনির অধ্যয়নকৃত বিষয় দুইটির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Sociology শব্দটি সর্ব প্রথম অগাস্ট কোঁৎ ব্যবহার করেন।

খ 'মানুষের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানিক বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান হলো জনবিজ্ঞান।'

জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Demography'। শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' ও 'Graphia' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণভাবে জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয় যে বিজ্ঞানে তাকে জনবিজ্ঞান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী সোহেলের পঠিত বিষয় হলো নৃ-বিজ্ঞান।

নৃ-বিজ্ঞান বলতে মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা এবং মানুষের জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সোহেল এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ছে যে বিষয়টি মানুষের জন্ম পরিচয়, ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, ধর্ম ইত্যাদির উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। তাই বলা যায়; সোহেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে পড়েছে।

ঘ সোহেলের পড়ার বিষয়টি নৃ-বিজ্ঞান এবং জনির পড়ার বিষয় সমাজকর্ম।

নৃ-বিজ্ঞান এবং সমাজকর্ম বিষয় দুটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এজন্যে সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যকীয়। জৈবিকভাবে এই বিষয়গুলো অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ভূমিকা রাখে। দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, সমাজকর্ম সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরিতেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর অভাবে সমাজে নানা সমস্যা ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম নীতি হলো ব্যক্তির মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং তার যথাযথ স্বীকৃতি দান। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অনেক সময় আধুনিক জটিল সমাজে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি নিজেকে সমাজের সাথে সার্বিকভাবে খাপখাইয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নৃ-বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মানব জীববিজ্ঞান বা অভিযোজ্যতার জ্ঞান মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶২০ তনয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে মাস্টার্স পাস করার পর ইউনিসেফের একটি প্রকল্পে চাকরি নেয়। তাকে চাকরি সূত্রে বান্দরবানে পোস্টিং দেয়া হয়। সেখানে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাই তার কাজ। এজন্য তাকে পায়ই পাহাড়ী এলাকায় শিশুদের মায়েদের সাথে কথা বলতে হয়। কিন্তু শুরতে ভাষাগত পার্থক্যের জন্য তনয়কে কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তনয়ের কাছে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমাজবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে তনয়ের কাজের ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করতে পারে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তনয়ের পাঠ্যবিষয় সমাজকর্মের সাথে নৃ-বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যের মাত্রা বেশি—ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Demography

খ সমাজবিজ্ঞান বলতে এমন একটি বিজ্ঞানকে বোঝায়, যা সমাজের সামগ্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Sociology'। শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Socius' এবং 'Logos' এর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান শব্দের অর্থ হলো সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান। সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তথা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে।

গ উদ্দীপকে তনয়ের কাজের ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করতে পারবে।

নৃ-বিজ্ঞান বলতে মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কিত চর্চা এবং মানুষের জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃ-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সাধারণত মানুষের জৈবিক ও সামাজিক বিষয়গুলো সমন্বিত রূপ ধারণ করেছে।

Teachingbd24.com

নৃ-বিজ্ঞানের শাব্দিক অর্থ মানববিজ্ঞান। অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে। উদ্দীপকে তনয় সমাজকর্মে মাস্টার্স করার পর ইউনিসেফের একটি প্রকল্পে চাকরি নেয়। বান্দরবানে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সে কাজ করে। এজন্য তাকে প্রায়ই পাহাড়ি এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলতে হয়। তনয়কে এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করবে। কারণ নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে। তনয় নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকার জনগণের ভাষা, জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে। এর ফলে সে সহজেই তাদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। যা তার কার্যক্রম সফল করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ঘ তনয়ের পাঠ্যবিষয় সমাজকর্মের সাথে নৃ-বিজ্ঞানের বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে সাদৃশ্যের মাত্রা বেশি —বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্ম মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে নিজস্ব কৌশল ও পদ্ধতিতে মানবসেবায় প্রয়োগ করে। তাই পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ও অনুশীলনে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এটি সর্বদাই মানবকল্যাণে এর জ্ঞান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে। কিন্তু নৃ-বিজ্ঞান মূলত তাত্ত্বিক বিজ্ঞান। এর জ্ঞান মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে তেমন একটা প্রয়োগ করা হয় না। সমাজকর্মের তুলনায় নৃ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাপক। নৃ-বিজ্ঞান মানুষকে প্রাণী ও সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষকে কেবল সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা করে। এসব বৈসাদৃশ্য থাকলেও নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজকর্ম মানুষের সামাজিক, মানসিক ও অস্বাভাবিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত বহুমুখী সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সমাজকর্মে ব্যক্তির দৈহিক গঠন, আকৃতি, প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। কোনো কোনো জৈবিক বিষয় মনো-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখে। সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের এই জ্ঞান প্রয়োগ করে। তাছাড়া সমাজকর্ম পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এর অভাবে সমাজে নানা সমস্যা ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কেননা সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান হলো সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস। অনেক সময় আধুনিক জটিল সমাজে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিনিজেকে সমাজের সাথে সার্বিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নৃ-বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা মানব জীববিজ্ঞান বা অভিযোজ্যতার জ্ঞান মানুষকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে। এই অভিযোজনের বিষয়টিকে সমাজকর্ম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে তনয় তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমাজকর্মের জ্ঞানের সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান একে অপরকে সহায়তা করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২১ বাংলাদেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের সুরক্ষার জন্য ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যৌতুক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. 'Psyche' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. নৃবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'আইন সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্যার্জনে সহায়ক'— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Psyche' শব্দের অর্থ আত্মা।

খ নৃবিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Anthropology'। যা গ্রিক শব্দ 'Anthropos' অর্থ 'মানুষ' এবং 'Logos' অর্থ 'বিজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত।

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজকর্মও এই একই উদ্দেশ্যে কাজ করে। আইনের যথার্থতা নির্ভর করে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর। এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের কথা বলা হয়েছে। এ আইনটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌতুকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করা। যৌতুক প্রথা দূর করা সম্ভব হলে সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সমাজকর্মও সমাজের অবহেলিত, দুস্থ জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে। এদিকে থেকে বিচার করলে বলা যায়, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উদ্দীপকের আইনটি সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত। আইন প্রণয়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার যথাযথ বাস্তবায়নও জরুরি। জনগণের সচেতনতার অভাব, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ, নিরক্ষরতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা প্রভৃতি কারণে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটে না। এ সকল সমস্যা দূর করে সমাজকর্ম আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এজন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য আইনটি সমাজকর্মের ওপর নির্ভরশীল।

ঘ আইন সমাজকর্ম পেশার লক্ষ্যার্জনে সহায়ক মন্তব্যটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

আইন ও সমাজকর্ম উভয়ই মানুষের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কাজ করে। আর এ উদ্দেশ্য পূরণে আইন ও সমাজকর্ম একে অপরকে নানাভাবে সহযোগিতা করে।

উদ্দীপকে ১৯৮০ সালে প্রণীত যৌতুক নিরোধ আইনের উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের যৌতুকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করাই আইনটির অন্যতম লক্ষ্য। এ আইনে যৌতুক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। যৌতুক নিরোধের মতো আইনসমূহ সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে। কারণ আইন ও সমাজকর্ম উভয়ই মানবসেবায় নিয়োজিত। আইন পেশাগত সমাজকর্মের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন করে সমাজের অর্থপূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। আইন কার্যকর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আধুনিক সমাজকর্ম অপরাধ এবং কিশোর অপরাধ নিরসনে

https://teachingbd24.com

শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনমূলক ব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সংশোধনমূলক কার্যক্রম যেমন- প্রবেশন, প্যারোল, কিশোর আদালত প্রভৃতিতে সমাজকর্মীগণ কাজ করে থাকেন। সংশোধনমূলক সেবায় সমাজকর্মী ছাড়াও আইনজীবীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে, সমাজকর্মের সংশোধনমূলক কার্যক্রমেও আইন পেশার ক্ষেত্র বিস্তৃত।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম হলো আইন ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যকার সমঝোতামূলক এক ধরনের সেবা। আর আইন সমাজকর্মের বৃহত্তর সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ মিসেস সেলিনা আহমেদ একজন জননেত্রী। তিনি তার এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি এক জনসভায় বলেন, ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের সঠিক কল্যাণ আশা করা যায় না। মূলত অর্থনীতিই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে। শেষে তিনি বলেন, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অর্থনীতির জনক কে? ১

খ. 'নৃবিজ্ঞান মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'অর্থনীতি সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে'—এ বক্তব্যের আলোকে অর্থনীতির পরিধি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস সেলিনা আহমেদের শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ।

খ নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করে বলে একে মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান বলা হয়।

নৃ-বিজ্ঞানকে এর আলোচ্য বিষয়ের আলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা— দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান। দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠন নিয়ে আলোচনা করে। আর সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ নৃ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতি। তাই বলা যায়, নৃ-বিজ্ঞান মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান।

গ মিসেস সেলিনা আহমেদ উদ্দীপকের প্রথম অংশে অর্থনীতির কথা বলেছেন যা সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় তার আলোচনাই অর্থনীতিতে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। অর্থনীতির লক্ষ্য হলো— সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করতে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণেও এটি বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালায়। মানুষের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনেও অর্থনীতি গুরুত্বারোপ করে। এতে বোঝা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার ও বিকল্প ব্যবহার, উৎপাদন প্রভৃতি হলো অর্থনীতির পরিধিভুক্ত বিষয়। আর অর্থনীতি এসব ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করে থাকে।

উদ্দীপকের মিসেস সেলিনা আহমেদ তার এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা করেন। তিনি এক জনসভায় বলেন, অর্থনীতিই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

ঘ মিসেস সেলিনা আহমেদের শেষোক্ত উক্তি হলো— "সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি সহায়ক ভূমিকা রাখে।"

সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। অন্যদিকে অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণকল্পে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই বিশেষ প্রয়াস চালায়। সমাজকর্মে সম্পদ ও অর্থনীতির জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। সর্বোপরি, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে নানা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে সমাজকর্ম যে প্রচেষ্টা চালায় অর্থনীতি ব্যক্তি ও সমষ্টির দক্ষতা উন্নয়ন ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে তা অর্জনে সচেষ্ট থাকে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির এই কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয়। উদ্দীপকের জননেত্রী মিসেস সেলিনা আহমেদ তার এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করেন। এক জনসভায় গিয়ে তিনি সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্ম ও অর্থনীতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন আর উপরোল্লিখিতভাবে এই দুটি বিষয় সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্মের ভূমিকা পরস্পর সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মজুমদার জুয়েল একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। মজুমদার জুয়েল দেখতে পায় ঐ এলাকার সকল সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থনৈতিক কারণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ কর। ১

খ. সমাজকর্মের একটি লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে মজুমদার জুয়েলকে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে? ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলফ্রেড মার্শাল বলেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।"

খ সমাজকর্মের একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যক্তিকে সহায়তা করা।

সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি মানুষকে নানা ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন তথা সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হয়। কারণ এ দায়িত্ব কর্তব্য পালন ব্যতীত সমাজে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বসবাস করা যায় না। প্রতিটি ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। তাই সমাজকর্ম মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে সে তাদের কাঙ্ক্ষিত সামাজিক ভূমিকা পালন করে সমাজের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সমাজের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করতে পারে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মী মজুমদার জুয়েলকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে।

সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনীতি হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষের সেসব কার্যাবলি নিয়ে

Teachingbd24.com

আলোচনা করে যেগুলো বিনিময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য। কীভাবে উৎপাদনের সীমিত উপকরণের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অসীম অভাব পূরণ করা যায়, তার বিশ্লেষণ করাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। সম্পদের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বণ্টন সংক্রান্ত মানুষের যে কর্মধারা অর্থনীতি তারই আলোচনা করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্মী মজুমদার জুয়েল তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ঐ এলাকায় গিয়ে দেখেন সেখানকার মানুষের সকল সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে অর্থ। অর্থনৈতিক কারণে তাদের সমস্যার সৃষ্টি। এক্ষেত্রে ঐ এলাকার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী জুয়েলকে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। কারণ অর্থনীতি শাস্ত্রটি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োগ করে সমাজকর্মী জুয়েল তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবেন।

ঘ অর্থনীতির সাথে সমাজকর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক কল্যাণের যে অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তার আলোচনাই অর্থনীতির মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। সমাজকর্মও সীমিত সম্পদ ও সমাজের সদস্যদের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে। তাই সমাজকর্ম ও অর্থনীতি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয় শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সমাজকর্ম সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে, যাতে সমস্যার যথোপযুক্ত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়। অন্যদিকে, অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের ওপর আলোচনা করে। সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ আবশ্যক, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ প্রয়াস চালায়। যেহেতু সমাজকর্ম মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়, তাই এটি মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

সমাজকর্ম ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। অন্যদিকে অর্থনীতিও সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনে গুরুত্বারোপ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। তাই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সুনয়না ও সুলোচনা দুজন বান্ধবী। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক দুটি বিষয়ে ভর্তি হয়। সুনয়নার বিষয়টি জাতীয় আয়, বন্টন, বিনিময়, ভোগ, বাজার, ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকপাত করে। অন্যদিকে সুলোচনা যে বিষয়ে পড়াশোনা করে যেখানে সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ১

খ. নৃবিজ্ঞান হলো মানুষের সামগ্রিক পাঠ-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুনয়না ও সুলোচনার অধ্যায়নরত বিষয় দুটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় দুটি একটি অন্যটির জ্ঞানের উৎস- বুঝিয়ে লেখ। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনবিজ্ঞান হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান, যা জনসংখ্যা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

খ মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশসহ মানুষের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা ও গবেষণা করে।

নৃ-বিজ্ঞানের শাব্দিক অর্থ মানববিজ্ঞান। নৃ-বিজ্ঞান প্রাণীকুলের অন্যতম জীব হিসেবে মানুষের কৃষ্টি, ক্রমবিবর্তন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে। অন্যদিকে সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করে। বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী ই.এ. হোবেল বলেন, নৃ-বিজ্ঞান মানুষ ও সংস্কৃতির বিজ্ঞান। তাই নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ পাঠ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুনয়না ও সুলোচনার অধ্যয়নরত বিষয় দুটি যথাক্রমে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম। এদের বিভিন্ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য থাকলেও সামাজিক বিজ্ঞানে উভয়ের পরিধি সুবিশাল। সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করাই অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের আওতাধীন সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সহায়তা করা। সুতরাং অর্থনীতি ও সমাজকর্ম উভয়ের লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুনয়নার বিষয়টি জাতীয় আয়, বণ্টন, বিনিয়োগ, ভোগ, বাজার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে, যা অর্থনীতি। অন্যদিকে সুলোচনার বিষয়টি বিভিন্ন সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজ করে, সেটি সমাজকর্ম। অর্থনীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিশীল করার লক্ষ্যে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও বরাদ্দের উপর আলোচনা করে। আর সমাজকর্ম মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়, তাই এটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। অর্থনীতি মানুষের সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে। সামজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পিত ও গঠনমূলক সামগ্রিক পরিবর্তন আনা। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ভিন্নতা দেখা গেলেও উভয়ই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আলোচিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত অর্থনীতি ও সমাজকর্ম একটি অন্যটির জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ই মানবকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন প্রত্যাশী। অর্থনীতি হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির আলোচনা। যেহেতু, সমাজকল্যাণ মানব কল্যাণ প্রয়াসী এবং সমস্যা সমাধান প্রত্যাশী সেহেতু অর্থনীতির জ্ঞান অর্জনে বাধ্য। কারণ, অর্থ ছাড়া যেমন কল্যাণ সম্ভব নয় তেমনি সমস্যার সমাধান ও কল্পনামাত্র। অর্থ ও কল্যাণ যে কারণে সম্পর্কযুক্ত অর্থনীতি ও সমাজকর্মের জ্ঞানও ঠিক সে কারণে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দীপকে উল্লেখ রয়েছে, সুনয়নার বিষয়টি জাতীয় আয়, বণ্টন, বিনিয়োগ ভোগ, বাজার, ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকপাত করে। অন্যদিকে উক্ত বিষয়গুলোসহ বিভিন্ন সমস্যার জ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধান খোঁজে সুলোচনার বিষয়টি। বিষয় দুটি অর্থনীতি ও সমাজকর্ম। সমাজকর্ম মানুষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন পূরণের এবং মিতব্যয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে সম্পদ বৃদ্ধিতে উৎপাদনের প্রতি জোর দেয়। সমাজকর্ম এরূপ জ্ঞান অর্জন করে অর্থনীতি থেকে। আর, অর্থনীতি সমাজকর্ম থেকে কল্যাণের শিক্ষা নেয়।

সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মে অর্থনীতির জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনীতিতে সমাজকর্মের জ্ঞানের গুরুত্ব থাকায় একটি অন্যটির জ্ঞানের উৎস।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৫ শফিক স্যার ক্লাসে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা সামাজিক সমস্যার কারণ উদঘাটনের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে মানুষকে সাহায্য করে। অন্যদিকে শাহিন স্যার ক্লাসে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষকে অভাব, সম্পদ, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান এবং জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. কোন ভাষা থেকে পেশা শব্দটিকে বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়েছে? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে শাহিন স্যারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শফিক স্যার ও শাহিন স্যারের বিষয় দুটি পরস্পর নির্ভরশীল হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান-তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফারসি ভাষা থেকে পেশা শব্দটিকে বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়েছে।

খ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Right of Self-determination) বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের (Self-determination) সুযোগকে বোঝায়।

এটি সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

গ উদ্দীপকে শাহিন স্যারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতি।

সামাজিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যাতে সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

উদ্দীপকের শাহিন স্যার ক্লাসে বললেন এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের অভাব, সম্পদ, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান ও জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে। এ থেকেই বোঝা যায়, সে অর্থনীতিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থনীতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাদের বক্তব্যে বলা হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণ ও পছন্দ মতো বণ্টন করে তা নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাই অর্থনীতি। উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় শাহিন স্যারের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি অর্থনীতিকে নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের শফিক স্যারের সমাজকর্ম ও শাহিন স্যারের অর্থনীতি বিষয় দু'টি পরস্পর নির্ভরশীল হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান-এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায়– সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। দুটি বিষয়ই চেষ্টা করে সম্পদের সর্বোত্তম ও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সীমিত সম্পদ ও অসীম চাহিদার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে। এছাড়া সমাজকর্ম ও অর্থনীতি উভয়েই সমাজের উন্নয়ন করতে চায় এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। সমাজকর্মের সাথে অর্থনীতির যেমন নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তেমনি এ দুটি বিষয়ের মধ্যে মৌলিক কতগুলো পার্থক্যও রয়েছে। সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর সাহায্যকারী পেশা। যা সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এখানে অর্থনৈতিক দিকটা মুখ্য নয়। পক্ষান্তরে অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নে ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী পর্যালোচনা করে। এছাড়া সমাজকর্ম হলো ব্যবহারিক বা অনুশীলনের বিজ্ঞান। অন্যদিকে অর্থনীতি হলো একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান। অর্থনীতি কেবল সম্পদ ও উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু সমাজকর্ম মানুষের সকল দিকের উপর গুরুত্ব দেয়। সেই সাথে সমাজকর্ম মানুষের কল্যাণে ও তাদের সমস্যার সমাধানে নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতির কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যা সমাজকর্মের পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এছাড়াও মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মৌলিক ও শব্দগত ইত্যাদি দিক থেকেও উভয়ের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সমাজের ও মানুষের কল্যাণে উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো। অর্থনীতির জ্ঞানই সমাজকর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছে।

তাই বলা যায়, শফিক স্যারের ও শাহিন স্যারের আলোচনাকৃত বিষয় দুটি অর্থাৎ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে উপরোল্লিখিত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶২৬ রায়হান সাহেব একজন নবীন সমাজকর্মী। পেশাগত প্রয়োজনে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মিশতে হয়। কিন্তু নবীণ সমাজকর্মী হিসেবে মানুষের আচরণিক বৈচিত্র্যের সাথে তিনি খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে বয়স, অবস্থান, সমাজ, জলবায়ু ও পরিবেশভেদে মানুষের আচার-আচরণ ভিন্ন হয়। এজন্য তিনি মানব আচরণের উপর গভীর অনুশীলন শুরু করেছেন। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. নৃ-বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক লেখ। ২

গ. রায়হান সাহেবকে সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখা মানব আচরণের উপর জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক বিজ্ঞানের উক্ত শাখার সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৃ-বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ– Anthropology.

খ সমাজকর্ম ও চিকিৎসাসেবা উভয় পেশাই মানবসেবামূলক।

সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশা উভয়েরই উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে মানবসেবার দর্শনের ভিত্তিতে। উভয় পেশাতেই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দক্ষতার সমাবেশ থাকতে হয়। চিকিৎসা পেশায় যেমন দক্ষতার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় তেমনি সমাজকর্মেও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্ম পেশায় মানব আচরণের জৈবিক ভিত্তি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে চিকিৎসা পেশা নানাভাবে সহায়তা করেছে।

গ মনোবিজ্ঞান রায়হান সাহেবকে মানব আচরণের উপর জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করবে।

মনোবিজ্ঞান হলো সমাজে মানুষ বা প্রাণীর সামগ্রিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। যার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষণ, সামাজিকীকরণ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা উপযোজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকের রায়হান সাহেব একজন নবীন সমাজকর্মী। পেশাগত প্রয়োজনে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মিশতে হয়। কিন্তু নবীন সমাজকর্মী হিসেবে মানুষের আচরণের বৈচিত্র্যের সাথে খাপ খাওয়াতে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের আচরণের ভিন্নতার পেছনে নানা কারণ দায়ী। এজন্য তিনি মানব আচরণের উপর অনুশীলন শুরু করেন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। কারণ মনোবিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ করে মানবীয় আচরণের পিছনে যে অভ্যন্তরীণ চালনা শক্তি রয়েছে তার অনুসন্ধান করে।

https://teachingbd24.com

ঘ মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
সমাজকর্ম হলো মানুষের সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সম্পর্ক লাভের জন্য সুসংগঠিত সাহায্যকারী পেশা। মানুষের এ সন্তোষজনক জীবন লাভে মানব প্রকৃতি ও আচরণ একটি সক্রিয় উপাদান। তাই বর্তমান সময়ে সমাজকর্ম অধিকমাত্রায় মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব আচরণ। অন্যদিকে সমাজকর্ম মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে। এ সকল সমস্যার পিছনে সাধারণত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আবেগ, বুদ্ধি, হতাশা বিশেষভাবে দায়ী। সমাজকর্মকে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের সময় এ বিশেষ দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির আচার-আচরণ, আবেগ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। সমাজকর্মে প্রয়োগকৃত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবিজ্ঞান জ্ঞাননির্ভর। বিশেষ করে ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তির সমস্যা সমাধান ও আচরণ সংশোধনের জন্য প্রয়োগকৃত জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তির মানসিক ক্ষমতা বা সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু কৌশল ও প্রক্রিয়া আছে। সমাজকর্ম এ সকল প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ সাধন করে।
উদ্দীপকে রায়হান সাহেব তার সমাজকর্ম পেশা অনুশীলন করতে গিয়ে মানব আচরণ সম্পর্কিত নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।
তাই বলা যায়, সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶২৭ জুয়েল একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। জুয়েল দেখতে পায় ঐ এলাকার সকল সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ কর। ১
খ. নৃবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে জুয়েলকে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলফ্রেড মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।"

খ নৃবিজ্ঞান বলতে মানুষের বিজ্ঞানকে বোঝায়।
নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Anthropology'। যা গ্রিক শব্দ 'Anthropos' অর্থ 'মানুষ' এবং 'Logos' অর্থ 'বিজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারাকে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মানুষের জন্ম পরিচয়, জন্ম ইতিহাস, সংস্কৃতি, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েই নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

গ সৃজনশীল ২৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৮ নিশাত সমাজকর্ম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে একটি সমাজকল্যাণ সংস্থায় কর্মী হিসেবে চাকরি নেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজকর্মের দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং উভয় বিজ্ঞানেরই কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করেন। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. জনবিজ্ঞানের দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২
গ. নৃ-বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিশাত সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামাজিক বিজ্ঞানের উক্ত শাখা দুটি সম্পর্ক যুক্ত হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে-বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ– Civics.

খ জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।
জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জনবিজ্ঞান আলোচনা করে। প্রথমত, জনবিজ্ঞান মূলত জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে সুশৃঙ্খল গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক তত্ত্ব প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত নীতি ও কার্যক্রমের প্রায়োগিক কৌশল অর্থাৎ জনসংখ্যা নীতি গ্রহণকরে।

গ নৃ-বিজ্ঞান সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা, প্রচলিত প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দান করে, যা কাজে লাগিয়ে নিশাত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।
মানুষের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ওপর দৈহিক গঠনের প্রভাব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে দৈহিক নৃ-বিজ্ঞান। নৃ-বিজ্ঞানের এ সকল দিক অধ্যয়ন করে নিশাত সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবেন এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারবেন। মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শবিরোধী কোনো কর্মসূচি মানুষ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞান প্রচলিত মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদান করে কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীদের সহায়তা করে থাকেন। নিশাত এ সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি প্রণয়ন করেন।
উদ্দীপকে নিশাত একটি সমাজকল্যাণ সংস্থার কর্মী। সমাজের মানুষের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করেন। মানুষ যেহেতু তাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধ বিরোধী কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে চায় না, তাই তিনি প্রচলিত মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করে সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান তাকে সহায়তা করে।

ঘ সমাজকর্ম এবং নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মানব জ্ঞানের দুটি শাখা হিসেবে উভয়ের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য থাকার কারণে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।
নৃবিজ্ঞান একটি মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান। কিন্তু সমাজকর্ম কোনো তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নয়। এটি একটি সংগঠিত সাহায্য ব্যবস্থা। এর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্যে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও বিষয় হতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ ও সমন্বয় করে একে একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া নৃবিজ্ঞান মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে বিধায় সমাজকল্যাণে নৃবিজ্ঞান হতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে সমাজকর্মের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন হয় না।
নৃবিজ্ঞানের বহু বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে- যা সমাজের প্রায় প্রতিটি দিকেই বিস্তৃত। কিন্তু সমাজকর্মের তেমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। সমাজকর্মের তুলনায় নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি অনেক ব্যাপক। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর গবেষণা ও অনুশীলন কার্যাদি পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজকর্মের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। সমাজকর্মের গবেষণা, প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানভিত্তিক এবং সমাজকর্মের অনুশীলন মোটামুটি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতানির্ভর।
পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মৌলিক উপাদান হচ্ছে মানুষ ও তাদের সমাজ। এদিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠলেও বিষয় দুটি এক নয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৯ মিসেস লায়লা একজন কলেজ শিক্ষক। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজস্ব একটি শখ পূরণেও তিনি যথেষ্ট সচেষ্ট, আর তা হলো সময় ও সুযোগ হলেই তিনি বিভিন্ন মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। কারণ এই আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি মানুষের মনোজগতকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এটা যখন তিনি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন তখন তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেন।

[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি আলোচনা করে কোন বিজ্ঞান? ১

খ. অর্থনীতির ধারণা বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. মিসেস লায়লা শখ পূরণের জন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমজকর্মীদের জন্য উক্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কী? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি আলোচনা করে জনবিজ্ঞান।

খ অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান বা বিষয় যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি এবং তার কারণ অনুসন্ধান করে।

অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Economics'। যা এসেছে গ্রিক শব্দ 'Oikonomia' থেকে। এর অর্থ হলো গৃহ পরিচালনা। অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। যার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার এবং অসীম অভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা মানবীয় আচরণকে বিশ্লেষণ করে। মূলত সীমাহীন অভাব অনুভবকারী ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণের জন্য পছন্দ মতো বন্টন করে তা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই হলো অর্থনীতি।

গ মিসেস লায়লা শখ পূরণের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন।

মনোবিজ্ঞান হলো এমন একটি বিজ্ঞান যার আলোচনার বিষয় মানুষ তথা প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া। মানবীয় আচরণের পেছনে যে চালিকাশক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করাই মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য। যার মধ্যে আছে– মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি, আচরণ, শিক্ষণ, সামাজিকীকরণ, অভিজ্ঞতা, প্রেষণা, উপযোজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, সামাজিক পরিবেশ, রীতি-নীতি, আদর্শ-মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়েও মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

উদ্দীপকে মিসেস লায়লা শখ পূরণে যথেষ্ট সচেষ্ট। সময় ও সুযোগ পেলে তিনি বিভিন্ন মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং এই আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি মনোজগতকে বুঝতে চেষ্টা করেন। আর এগুলোর সবই হলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

ঘ সমাজকর্মীদের জন্য উক্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

মানুষের সন্তোষজনক জীবন লাভে মানব প্রকৃতি ও আচরণ একটি সক্রিয় উপাদান। তাই বর্তমানে সমাজকর্ম অধিক মাত্রায় মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। মূলত ব্যক্তির বিভিন্ন মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান করে তাকে সমাজ ও পরিবেশের উপযোগী আচরণ করতে সাহায্য করাই সমাজ কর্মের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া সমাজকর্মে প্রয়োগকৃত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান নির্ভর।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, সমাজকর্মের যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্তে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। এছাড়া চিকিৎসা সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিশুকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, অপরাধ সংশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজকর্মে বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ব্যক্তির মানসিক বা সুপ্ত প্রতিভা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা বিকাশে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এর মাধ্যমে সমাজকর্মী একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ফাহিম এবং রিয়ান দুই বাল্যবন্ধু। সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তারা দেশের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। একদিন তারা নিজেদের পাঠ্যবিষয়ে নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তাদের কথোপকথনের একটি অংশ-

ফাহিম: আমার পাঠ্যবিষয়টি মানুষের কীভাবে সৃষ্টি হল, বিকাশ হল সে সম্পর্কিত পাঠ। সুতরাং আমার বিষয়টি সমাজ ও মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়।

রিয়ান: আমার পাঠ্যবিষয়টি মানুষের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে যোগ্য করে তোলে। সুতরাং আমার বিষয়টি মানুষ ও সমাজের জন্য বেশি প্রয়োজন। *[সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. Demography শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২

গ. ফাহিম ও রিয়ানের পাঠ্যবিষয় দুটির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজ ও মানুষের কল্যাণে উক্ত পাঠ্যবিষয় দুটি সহায়ক —উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক Demography শব্দের অর্থ- জনবিজ্ঞান।

খ সৃজনশীল ৩নং প্রশ্নের 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাহিমের পাঠ্যবিষয়টি হলো মনোবিজ্ঞান আর রিয়ানের পাঠ্যবিষয়টি হলো সমাজকর্ম।

ফাহিমের পাঠ্যবিষয়টির আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুপ্রেরণা প্রভৃতি যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর রিয়ানের পাঠ্যবিষয়টি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে জনগণকে সক্ষম করে তোলে, যা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জ্ঞানের এই উভয় শাখার মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও তাদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক বা অনুশীলনধর্মী বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিজ্ঞান মৌলিক বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম কেবল মানব আচরণ ও আচরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের একটি নির্দিষ্ট দিক (আচরণ) নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম মানুষ এবং তার যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের চেয়ে সমাজকর্মের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। মনোবিজ্ঞানের উপর সমাজকর্ম নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজকর্মের উপর মনোবিজ্ঞান নির্ভরশীল নয়। মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব তত্ত্ব রয়েছে। কিন্তু সমাজকর্মের নিজস্ব কোনো তত্ত্ব নেই। সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ভূমিকা মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বলা যায়, জ্ঞানের এই শাখা দুটি সম্পর্কযুক্ত হলেও তাদের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে।

ঘ সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিষয় দুটি সহায়ক।

উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয় দুটি হলো মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম। সমাজের সমস্যা বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে মূলত সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এজন্য সমাজকর্মীদের অবশ্যই সমস্যার কারণ, উৎস, উপাদান প্রভৃতি উদঘাটন করতে হয়। যা জানতে সমাজকর্ম সহায়তা করে। এছাড়া অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের শক্তিশালী প্রভাব। সুতরাং মনোবিজ্ঞানও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্যক্তি পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান আবশ্যক। এসব জ্ঞান প্রধানত মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমেই সমাজকর্মীরা পেয়ে থাকে। পাশাপাশি মানব আচরণ নিয়ে মনোবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম উভয়ই আলোচনা করে থাকে। নিজস্ব সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সমাজকর্ম সব সমস্যা মোকাবিলা করতে প্রয়াসী হয়। সমাধান

Teachingbd24.com

প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ধাপই মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং উভয় বিষয় সমাজকল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া জনমত গঠন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উভয়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম জ্ঞানের উভয়ের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, আবার মনোবিজ্ঞানকেও বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে সমাজকর্ম।

সার্বিক আলোচনায় স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মাহির একজন সমাজকর্মী। সম্প্রতি তার কাছে একজন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য আসেন। উক্ত ব্যক্তি সম্প্রতি সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরি হারিয়েছেন। চাকরি হারানোর ফলে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও তিনি বেশ অপমানিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত মানসিক চাপ ও অস্থিরতায় দিনাতিপাত করছেন। তাই তিনি তার মানসিক শান্তির জন্য একজনের পরামর্শে মাহিরের কাছে আসেন। *[গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. অর্থনীতির জনক কে? ১

খ. সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সহায়তা করতে মাহিরকে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাহিরকে উক্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হবে— যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির জনক হলেন এডাম স্মিথ।

খ প্রকৃতিগত ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

প্রকৃতিগত দিক থেকে উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান এবং উভয় বিজ্ঞানই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ কাঠামো, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও উভয় বিজ্ঞানের উপজীব্য বিষয় হলো সমাজ, সমাজের মানুষ, তাদের কর্ম ও আচরণ। তবে সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক থাকলেও সমাজকর্ম একটি সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান হলো মৌল সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা।

গ উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানের জন্য মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিক, সামাজিক, দৈহিক ইত্যাদি নানা সমস্যার শিকার হতে পারেন। এক্ষেত্রে তারা যদি সহায়তার আশায় মাহিরের মতো সমাজকর্মীর দারস্থ হন তবে তাদেরকে উত্তম পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে মাহিরের মতো সমাজকর্মীকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চাকরি হারিয়েছেন এবং পরিবার থেকেও অপমানিত হয়েছেন। তাই তিনি অত্যন্ত মানসিক চাপ ও অস্থিরতার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। একজনের পরামর্শে সহায়তা পাওয়ার আশায় তিনি সমাজকর্মী মাহিরের কাছে এসেছেন।

এমতাবস্থায় মাহিরকে তার সাহায্যার্থে প্রথমেই তার ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করতে হবে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে তার মানসিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। উক্ত ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদি অভ্যন্তরীণ মানসিক চাপ তার দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না এ বিষয়েও মাহিরকে খেয়াল রাখতে হবে। তাকে সামাজিক ভূমিকা পালন ও সামঞ্জস্য বিধানে উৎসাহিত করতে পারেন সমাজকর্মী মাহির। কিন্তু এসব জ্ঞান প্রয়োগ করতে হলে একজন সমাজকর্মী হিসেবে মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান নিতে হবে। এ বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া কোনো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সহায়তা করা সম্ভব হবে না এবং তার মনোদৈহিক সমস্যার অনুসন্ধান প্রক্রিয়াও সফল হবে না। তাই মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ঘ মাহিরকে উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হবে— বক্তব্যটি যৌক্তিক।

চিকিৎসা ও সমাজকর্ম উভয়ই পেশা। একজন সমাজকর্মী ও চিকিৎসক সর্বদাই মানুষকে সেবা দিয়ে থাকেন। চিকিৎসক ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা বিধানে কাজ করেন এবং একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিকে সুস্থতার জন্য পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মাহিরকে উভয় ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে হবে। উক্ত ব্যক্তিটি সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরি হারিয়ে এবং পরিবারের কাছে অপমানিত হয়ে অত্যন্ত মানসিক চাপের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। একজনের পরামর্শে তিনি সমাজকর্মী মাহিরের কাছে সমাধানের জন্য এসেছেন। উক্ত ব্যক্তিকে সেবা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে মাহিরকে সমাজকর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে। আবার তার মনোদৈহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে মাহিরকে চিকিৎসা পেশার জ্ঞান প্রয়োগ করে চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবেও ভূমিকা রাখতে হবে। মাহিরের দ্বৈত ভূমিকাই পারবে উক্ত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সকল সমস্যা থেকে মুক্ত করতে। একজন সমাজকর্মীকে সেবা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক সুস্থতার বিষয়েও অগ্রসর হওয়া সাহায্যপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়ক।

পরিশেষে বলা যায়, মাহিরকে উক্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পাশাপাশি চিকিৎসকের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে হবে। কেননা তা ছাড়া সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে না। তাই প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মনসুর আলী একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে একটি বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করে। সে দেখতে পায়, ঐ এলাকায় সকল সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থনৈতিক কারণে তাদের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ, সাভার | প্রশ্ন নং ৮]

ক. "Civitas" শব্দের অর্থ কী? ১

খ. রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞান কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে ঐ বিশেষ এলাকার সমস্যা সমাধানে মনসুর আলীকে কোন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়ের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্কের কারণে মনসুর আলীকে উক্ত বিষয় পাঠ করতে হয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর

ক "Civitas" শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র।

খ নৃ-বিজ্ঞান মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হওয়ায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

নৃ-বিজ্ঞান হলো মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান। এটি একদিকে যেমন মানুষের দৈহিক গঠন, বিকাশ, বিবর্তন ও পরিবর্তন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তেমনি সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন উপকরণ, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, সরকার, আইন, ধর্ম, আদর্শ রীতি-নীতি ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে। এ বিষয়গুলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন।

গ সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

★★ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

১. 'Sociology' শব্দটি কোন দুটি ভাষার শব্দ থেকে এসেছে? [জ্ঞান]
ক) গ্রিক + হিব্রু খ) হিব্রু + স্প্যানিশ
গ) জার্মান + গ্রিক ঘ) ল্যাটিন + গ্রিক **ঘ**

২. সামাজিক বিজ্ঞান কী নিয়ে আলোচনা করে? [জ্ঞান]
ক) সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক
খ) দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন দিক
গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্র
ঘ) মানব জীবনের বিভিন্ন দিক **ক**

৩. 'সামাজিক বিজ্ঞান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) ওয়াল্টার. এ. ফ্রিডল্যান্ডার
খ) এমিল ডুর্খেইম
গ) টমাস মুর ঘ) অগাস্ট কোঁৎ **খ**

৪. 'সমাজবিজ্ঞান মানুষের মানসিক সংযোগের বিজ্ঞান'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) Franklin Giddings
খ) Auguste Comte
গ) E A Hoebel
ঘ) M Jacoband BJ Stem **ক**

৫. 'সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে বাস্তব আলাদা সত্তা নেই'— এটি কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক) ম্যাক্স ওয়েবার খ) আরএম ম্যাকাইভার
গ) হার্বার্ট স্পেনসার ঘ) ফ্রিডল্যান্ডার **খ**

৬. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় কেন? *[মিলিটারি সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক) দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে
খ) গবেষণাগত পার্থক্যের কারণে
গ) পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে
ঘ) সময়গত পার্থক্যের কারণে **ক**

৭. রিচার্ড টি শেফার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন? [জ্ঞান]
ক) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
খ) ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়
গ) ওয়েস্টার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ) টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় **গ**

৮. শারমিন পরীক্ষার খাতায় সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে সে সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক আচরণ এবং সমাজের সুশৃঙ্খল এবং বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে কোন মনীষী প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লিখেছিল? [প্রয়োগ]
ক) রিচার্ড টি শেফার খ) ডেভিড পোপেনো
গ) নেইল জে স্মেলসার ঘ) এমিল ডুর্খেইম **খ**

৯. 'সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য হলো সামাজিক কার্যাবলির মধ্যে একটি কার্যকর সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাখ্যা দান করা।'- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) কিংসলে ডেভিসের খ) ম্যাকাইভারের
গ) ম্যাক্স ওয়েবারের ঘ) বটোমোরের **গ**

১০. 'মানবিক সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এসবের ব্যাখ্যা করা সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হলেও মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান হলো সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য।'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক) আর এম ম্যাকাইভারের
খ) টি বি বটোমোরের
গ) স্যামুয়েল কোয়েনিগের
ঘ) কিম্বল ইয়ং এর **গ**

১১. সমাজকল্যাণের মূল প্রতিপাদ্য— [অনুধাবন]
ক) সমাজস্থ মানুষের কল্যাণ
খ) সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা মোকাবেলা
গ) সমস্যা সমাধান
ঘ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ **ক**

১২. সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে কোন সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন যে, 'সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বা কার্যাবলির পাঠ্য— [অনুধাবন]
ক) কোভালেভস্কি খ) ম্যাক্স ওয়েবার
গ) ডেভিড পোপেনো ঘ) নেইল জে স্মেলসার **খ**

১৩. রিচার্ড টি শেফার সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যে বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো— [অনুধাবন]
i. মানবগোষ্ঠী ii. সামাজিক ক্রিয়া
iii. সামাজিক আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **গ**

১৪. সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের বিষয়গত পার্থক্য হলো— [অনুধাবন]
i. মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান
ii. বিষয়গত জ্ঞানের ভিত্তি নিজস্ব এবং জ্ঞানের ভিত্তি অন্যান্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল
iii. বিষয়বস্তু আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র সমাজকাঠামো এবং গবেষণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii **ক**

১৫. সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়— [অনুধাবন]
i. মানুষের আচরণ ii. সামাজিক সম্পর্ক
iii. সামাজিক প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা যা সমাজকাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কার্যাবলি প্রভৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দান করে।

১৬. উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখাটির কথা বলা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজকর্ম খ সমাজবিজ্ঞান
গ মনোবিজ্ঞান ঘ নৃবিজ্ঞান **খ**

১৭. উক্ত বিষয়টির আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মানুষের আচরণ ii. সমাজকাঠামো
iii. সামাজিক সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সমাজকর্ম ও নৃ-বিজ্ঞান

১৮. 'নৃবিজ্ঞানীরা একই বিষয়ের মধ্যে মানুষের জৈবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়েছে'– উক্তিটি কাদের? [জ্ঞান]
ক বিলস্ এবং হোজারের
খ জ্যাকব এবং স্টেমের
গ হ্যারিস এবং হোবেলের
ঘ ম্যালিনোস্কি এবং ডেগালুনারের **ক**

১৯. 'নৃবিজ্ঞান আদিম এবং আধুনিক মানবজাতি এবং তাদের জীবন প্রণালির অধ্যয়ন'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক বটোমোরের খ সরোকিনের
গ অগবার্নের ঘ মারভিন হ্যারিসের **ঘ**

২০. 'Anthropology' শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? [জ্ঞান]
ক গ্রিক Enthros এবং Logs
খ গ্রিক Anthropos এবং Logia
গ ল্যাটিন Enthrops এবং Logia
ঘ ল্যাটিন Antrics এবং Logos **খ**

২১. গ্রিক শব্দ 'Anthropos'এর অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক মন বা আত্মা খ মানুষ
গ পাঠ ঘ সমাজ **খ**

২২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবেদ চৌধুরী। তাকে মানুষের প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কোন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে? [প্রয়োগ]
ক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান খ দৈহিক নৃবিজ্ঞান
গ ভাষাতত্ত্ব ঘ সমাজবিজ্ঞান **খ**

২৩. সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে ও সমাধানে সমাজকর্মীদের নির্দেশনা দান করে কোনটি? [জ্ঞান]
ক দৈহিক নৃবিজ্ঞান খ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান
গ ভাষাতত্ত্ব ঘ ফলিত নৃবিজ্ঞান **ঘ**

২৪. প্রাচীন ও আধুনিক সাংস্কৃতিক জগতের সাধারণ ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন কোন বিজ্ঞানী? [জ্ঞান]
ক দৈহিক নৃবিজ্ঞানী খ ভাষাবিজ্ঞানী
গ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ঘ সমাজবিজ্ঞানী **গ**

২৫. 'The Anthropologist is the Astronomer or the Social Science' – উক্তিটি কোন সংস্থার? [জ্ঞান]
ক UNESCO খ UNICEF
গ UNFPA ঘ UNHCR **ক**

২৬. বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন রশিদ তালুকদার। তাকে কী বলা যায়? [প্রয়োগ]
ক নৃবিজ্ঞানী খ সমাজবিজ্ঞানী
গ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঘ জনবিজ্ঞানী **ক**

২৭. "আদিম ও সভ্য মানুষের জীবনধারার তুলনামূলক আলোচনা, বিবাহ ও পরিবারের বিবর্তন বিষয় আলোচনা"-সামাজিক বিজ্ঞানের কোন শাখার বিষয়বস্তু? [জ্ঞান]
ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান খ সামাজিক ইতিহাস
গ নৃবিজ্ঞান ঘ মনোবিজ্ঞান **গ**

২৮. সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করে কেন? *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য
খ মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ বিশ্লেষণে
গ শহরায়নজনিত সমস্যা সমাধানে
ঘ সমস্যা সমাধানে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহে **ক**

২৯. নৃবিজ্ঞান বিষয়টিকে অধ্যয়ন করতে হলে জানতে হবে— [অনুধাবন]
i. মানুষের রাষ্ট্রীয় অবস্থান সম্পর্ককে
ii. মানুষের দৈহিক গঠন সম্পর্কে
iii. মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩০. সামাজিক জীব হিসেবে নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে
ii. মানব সংস্কৃতি সম্পর্কে
iii. ভাষাগত উচ্চারণ সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আরিব যে বিষয় নিয়ে অনার্স করছে সে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

৩১. উদ্দীপকে আরিব কোন বিষয়ে অনার্স পড়ছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজবিজ্ঞান খ নৃবিজ্ঞান
গ সমাজকর্ম ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **গ**

৩২. উক্ত বিষয় সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া
ii. আলোচ্য বিষয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি
iii. সেবামূলক প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান, সমাজকর্ম এবং পৌরনীতি ও সুশাসন

৩৩. 'যে বিজ্ঞান মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার পারস্পারিক সম্পর্ক, বিশেষ করে যা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, তার অনুধ্যান করে তাকে মনোবিজ্ঞান বলে।'– উক্তিটি কীসে উল্লেখ আছে? [জ্ঞান]
ক এনসাইক্লোপিডিয়ায়
খ সমাজবিজ্ঞান অভিধানে
গ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে
ঘ সমাজকর্ম অভিধানে **ঘ**

৩৪. 'Psychology'এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? [জ্ঞান]
ক নৃবিজ্ঞান খ মনোবিজ্ঞান
গ সমাজবিজ্ঞান ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **খ**

৩৫. মানুষের বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ করে মানবীয় আচরণের পেছনে যে অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তি রয়েছে তার অনুসন্ধান করে কোন বিজ্ঞান? [জ্ঞান]
ক সমাজবিজ্ঞান খ মনোবিজ্ঞান
গ নৃবিজ্ঞান ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **খ**

৩৬. 'মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে হলে তার মানসিক বৃত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ই এ হোবেলের খ ম্যাকাইভারের
গ বটোমোরের ঘ জন স্টুয়ার্ট মিলের **ঘ**

৩৭. কোন বিষয়কে মানুষ ও প্রাণির মন ও আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়? [জ্ঞান]
ক নৃ-বিজ্ঞান খ মনোবিজ্ঞান
গ সমাজবিজ্ঞান ঘ জীববিজ্ঞান **খ**

৩৮. জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরীন শক্তি অনুসন্ধান করে? *[অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী]*
ক সমাজ বিজ্ঞান খ মনোবিজ্ঞান
গ পৌরনীতি ঘ সমাজকর্ম **খ**

৩৯. আচরণ → মানসিক প্রক্রিয়া → ?
উপরের (?) স্থানে কোনটি বসবে? *[সরকারি বজবন্ধু কলেজ, নড়াইল, খুলনা]*
ক মনোবিজ্ঞান খ সমাজবিজ্ঞান
গ জীববিজ্ঞান ঘ সমাজকর্ম **ক**

৪০. আধুনিক সমাজকর্মের পদ্ধতিগত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া মনোবিজ্ঞানের কোন শাখার ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল? [অনুধাবন]
ক চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান
খ শিশু মনোবিজ্ঞান
গ শিল্প ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
ঘ সমাজ মনোবিজ্ঞান **ঘ**

৪১. *'The Cultural Background of Personality'* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ক্রাইডার খ জন সিরাচ
গ জন এল ভোগেল ঘ আর লিনটন **ঘ**

৪২. মানুষ ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয় কোনটি? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্ম খ জীববিজ্ঞান
গ মনোবিজ্ঞান ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **ক**

৪৩. কোন অর্থে-পৌরনীতি হলো নগর রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণ ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিজ্ঞান? [জ্ঞান]
ক ব্যাপক অর্থে খ শব্দগত অর্থে
গ সংকীর্ণ অর্থে ঘ উৎপত্তিগত অর্থে **খ**

৪৪. 'পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষাই সভ্যতার একমাত্র রক্ষাকবচ'-কে বলেছেন? *[হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]*
ক বার্ট্রান্ড রাসেল খ জর্জ বার্নাড শ
গ এডাম স্মিথ ঘ মার্শাল

৪৫. সুশাসনের ধারণাটি কার্যকর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপাদানের ওপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করে— উক্তিটি কোন সংস্থার? [জ্ঞান]
ক বিশ্বব্যাংক খ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
গ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক
ঘ হিন্দুস্থান ব্যাংক **খ**

৪৬. 'পৌরনীতি হলো জ্ঞানভাণ্ডারের সে প্রয়োজনীয় শাখা— যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ই এম হোয়াইটের খ এফ আই গ্লাউডের
গ আর এম ম্যাকাইভারের
ঘ ই এ হোবেলের **ক**

Teachingbd.com

৪৭. কে পৌরনীতিকে জ্ঞানের মূল্যবান শাখা বলেছেন? [জ্ঞান]
ক ই এম হোয়াইট খ জন লক
গ জন মিলস ঘ ফস্টার **ক**

৪৮. পৌরনীতি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে? [অনুধাবন]
ক সামাজিক দৃষ্টিকোণ খ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ
গ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ
ঘ নাগরিকতার দৃষ্টিকোণ **ঘ**

৪৯. পৌরনীতিতে নাগরিক ও পৌরসভা সম্পর্কে আলোচনায় নাগরিকতার কোন দিক প্রকাশ পায়? [অনুধাবন]
ক স্থানীয় দিক খ সামাজিক দিক
গ জাতীয় দিক ঘ আন্তর্জাতিক দিক **ক**

৫০. পৌরনীতি কীভাবে সমাজের উন্নয়ন ঘটায়? [অনুধাবন]
ক নাগরিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে
খ বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
গ অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার মাধ্যমে
ঘ রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার মাধ্যমে **ক**

৫১. যতীন মণ্ডল সমাজের সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে নিচের কোন বিষয়টি তার জন্য উপযোগী নয়? [প্রয়োগ]
ক অর্থনৈতিক সম্পর্ক খ রাজনৈতিক সম্পর্ক
গ মানবিক সম্পর্ক ঘ সামাজিক সম্পর্ক **খ**

৫২. সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]
i. মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ
ii. সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন
iii. পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৩. সমাজকর্মী মানুষের সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক হতে পারে— [অনুধাবন]
i. মানবিক গুণাবলি বোঝার ক্ষেত্রে
ii. মানব আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে
iii. সামাজিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৪. একজন সমাজকর্মী অধ্যয়ন করেন— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তি আচরণের সঙ্গে জৈবিক এবং সামাজিক উপাদান সম্পর্কে
ii. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে
iii. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৫. পৌরনীতি ও সুশাসন এবং সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো— [অনুধাবন]
i. উভয়ই নাগরিকের কল্যাণ সাধন করে
ii. সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে
iii. রাষ্ট্রের উন্নয়নে কর্মসূচি প্রণয়ন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৬. মি. জামানের রাজনীতির প্রতি ঝোঁক রয়েছে। তাই সে 'ক' ও 'খ' নিয়ে আলোচনা করে এমন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে চায়। এ 'ক' ও 'খ' বিষয়টি নিচের কোনগুলোকে নির্দেশ করছে? *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. নাগরিক ii. নাগরিকতা
iii. বিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' বিষয়টি হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আচার-আচরণ, কার্যাবলি, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করে।

৫৭. 'X' বিষয়টি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করেছে? [প্রয়োগ]
ক নৃবিজ্ঞান খ সমাজবিজ্ঞান
গ মনোবিজ্ঞান ঘ পৌরনীতি ও সুশাসন **ঘ**

৫৮. সমাজকর্মের সাথে উক্ত বিষয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে
ii. নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর
iii. সমস্যার যথাযথ বিশ্লেষণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ সমাজকর্ম ও অর্থনীতি, সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান

৫৯. কোন শব্দ থেকে অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Economics' এসেছে? [জ্ঞান]
ক ল্যাটিন Oilonomia থেকে
খ ল্যাটিন Oiconomia থেকে
গ গ্রিক শব্দ Oikonomia থেকে
ঘ ল্যাটিন শব্দ Oickonomia থেকে **গ**

৬০. কোনটি সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে? [জ্ঞান]
ক পৌরনীতি খ অর্থনীতি
গ রাজনীতি ঘ সমাজনীতি **খ**

Teachingbd.com

৬১. বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মি. নয়ন বলেন, "অর্থনীতি হল সম্পদের বিজ্ঞান।" মি. নয়নের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— [জ্ঞান]
ক আলফ্রেড মার্শাল খ এল. রবিন্স
গ এ্যাডাম স্মিথ ঘ লর্ড কিনস **গ**

৬২. দ্রব্যের বন্টন, উৎপাদন ও ভোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে কোনটিকে বোঝায়? *[আলকাঠি সরকারি কলেজ]*
ক সমাজবিজ্ঞান খ রাষ্ট্রবিজ্ঞান
গ অর্থনীতি ঘ যুক্তিবিদ্যা **গ**

৬৩. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বলতে এডাম স্মিথ কোন শতাব্দী নির্দেশ করেছেন? [জ্ঞান]
ক ১৬০০-১৭০০ খ্রি: খ ১৭০০-১৮০০ খ্রি:
গ ১৮০০-১৯০০ খ্রি: ঘ ১৯০০-২০০০ খ্রি: **খ**

৬৪. *'Economics of Industry'* গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯২ সালে খ ১৯৯৩ সালে
গ ১৯৯৪ সালে ঘ ১৯৯৫ সালে **ক**

৬৫. 'মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাই অর্থশাস্ত্র।'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক এল রবিন্সের খ এডাম স্মিথের
গ জন স্টুয়ার্ট মিলের ঘ আলফ্রেড মার্শালের **ক**

৬৬. সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে অগ্রাধিকার দিতে হবে কোনটির ওপর? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক সামাজিক উন্নয়নের
খ ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
গ রাজনৈতিক উন্নয়নের
ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নের **খ**

৬৭. *'The Study of Population'* গ্রন্থটি কার? [জ্ঞান]
ক PM Hauser and Duncan
খ EM White and Gloud
গ Mak and Gloud ঘ Aedrian and white **ক**

৬৮. জনবিজ্ঞান কী? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কিত বিজ্ঞান
খ আচরণ ও বৃদ্ধি-বিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান
গ জন্মশীলতা, মরণশীলতা ও স্থানান্তর সম্পর্কিত বিজ্ঞান
ঘ মানব উৎস, বিবর্তন ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান **গ**

৬৯. কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অপরিহার্য দিক হলো— [অনুধাবন]
i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ii. সামাজিক উন্নয়ন
iii. রাজনৈতিক উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭০. সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এ দুটি বিষয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো— *[হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]*
i. উভয়েই সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সর্বোত্তম মানবকল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে
ii. সমাজকর্মীরা সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান অর্থনীতি পাঠ করে জানতে পারে
iii. উভয়েই জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭১. সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত
ii. উভয়ই ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত
iii. উভয়ই পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক, সমাজকর্ম ও আইন পেশার মধ্যে সম্পর্ক

৭২. পেশার আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়নের সাথে বিশেষভাবে জড়িত কারা? [জ্ঞান]
ক ডাক্তাররা খ সমাজকর্মীরা
গ রাজনীতিকরা ঘ বৈজ্ঞানিকরা **খ**

৭৩. আরাফাত মানুষের দৈহিক কাঠামো ও জৈবিক প্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করছে সিমন হালদার। সে নিজেকে কোন পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? [প্রয়োগ]
ক সাংবাদিকতা খ চিকিৎসা
গ আইন ঘ সমাজকর্ম **খ**

৭৪. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থাটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিচের কোন পেশা কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক সমাজকর্ম খ আইন
গ চিকিৎসা ঘ সাংবাদিকতা **ক**

৭৫. সমাজের অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা দূর করা যায় কীভাবে? *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*
ক সমাজকর্মের মাধ্যমে
খ মনোচিকিৎসকের মাধ্যমে
গ সাংবাদিকের সাহায্যে
ঘ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে **ঘ**

৭৬. সমাজকর্ম ও চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. উভয় পেশা মানবকল্যাণমূলক
ii. উভয় পেশা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে
iii. উভয় পেশা মানুষকে রক্ষণশীল করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

৭৭. আইন ও সমাজকর্মের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উভয়ই সেবা প্রদানকারী পেশা
ii. উভয়ই মানুষ ও সমাজের মঙ্গল কামনা করে
iii. উভয়ই মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৮. মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশা হলো— [অনুধাবন]
i. সাংবাদিকতা
ii. চিকিৎসা iii. আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক iii খ ii গ i ও iii ঘ i **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রমা ডাক্তারি পড়ছে। তার ইচ্ছা সমাজের অভাবগ্রস্থ ও নিঃস্বদের বিনা টাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। প্রমার বান্ধবী একথা শুনে বলে তোর সাথে আমার অনেক মিল। আমিও চাই সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির কল্যাণ করতে।

৭৯. প্রমার বান্ধবীর মনোভাবে কোন বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজবিজ্ঞান খ সমাজকর্ম
গ পৌরনীতি ও সুশাসন ঘ মনোবিজ্ঞান **খ**

৮০. প্রমার এবং তার বান্ধবীর চিন্তাধারা এক হওয়ার কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উভয়ই মানবসেবার দ্বারা অনুপ্রাণিত
ii. উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক
iii. উভয়ের কাজের পদ্ধতি এক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা পেশার সম্পর্ক, সমাজকর্ম জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

৮১. আধুনিক সমাজকর্ম কীসের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]
ক ধর্মীয় প্রথার খ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির
গ মূল্যবোধের ঘ নৈতিকতার **খ**

৮২. কোন পেশা মূল্যবোধনির্ভর মুক্ত চিন্তার পেশা হিসেবে সমাজের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্ম পেশা খ আইন পেশা
গ সাংবাদিকতা পেশা ঘ চিকিৎসা পেশা **গ**

৮৩. সমাজবিজ্ঞান সমাজকে কীভাবে জানতে চায়? [অনুধাবন]
ক আংশিক রূপে খ পূর্ণাঙ্গ রূপে
গ সংকীর্ণ রূপে ঘ সীমাবদ্ধ রূপে **খ**

৮৪. সমাজকর্ম কীভাবে মানুষকে স্বাবলম্বী করতে চায়? [অনুধাবন]
ক অর্থনৈতিক সাহায্যদানের মাধ্যমে
খ উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে
গ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে
ঘ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে **গ**

৮৫. সমাজকর্মের কর্মপরিধির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক সচেতনতাবোধ
ii. ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ
iii. ব্যক্তির আত্মস্বার্থ বোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৮৬. পেশাগত সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. সমাজের উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণে
ii. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে
iii. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৭. পৌরনীতি ও সুশাসন মানুষের মধ্যে— [অনুধাবন]
i. ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটায়
ii. সহমর্মিতাবোধের উন্মেষ ঘটায়
iii. স্বাবলম্বন মানসিকতা সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পর এবং ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিল্পী টঙ্গির কিশোর উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করে। জুয়েল নামক একটি ছেলের কেস হিস্ট্রি পর্যালোচনা করে তিনি জুয়েলের হোম ভিজিট করার সিদ্ধান্ত নেয়। হোম ভিজিট করতে গিয়ে শিল্পী মহল্লার বিভিন্ন লোকের কাছে জুয়েলের নেতিবাচক আচরণ ও হোম ভিজিটের কারণ বলতে থাকে। এতে জুয়েল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

৮৮. সমাজকর্মী হিসেবে শিল্পী কোন নীতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন?
ক গ্রহণনীতি
খ গোপনীয়তার নীতি
গ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি
ঘ সামাজিক দায়িত্ববোধের নীতি **খ**

৮৯. সমাজকর্মী শিল্পীর নীতি রক্ষার ব্যর্থতা জুয়েলের আচরণে যে প্রভাব ফেলতে পারে —
i. নিজেকে গুটিয়ে রাখবে
ii. নিজেকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে
iii. সমাজকর্মীকে সহায়তা করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৬: সমাজকর্মের পদ্ধতি

প্রশ্ন ▶১ লীনা একটি মোটিভেশন সেন্টারে কাউন্সিলর হিসেবে সমাজকর্মীর ভূমিকায় কাজ করে। রূপন নামের একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। সে লীনার সাথে তার ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে একান্তে আলাপ করে যাতে সমাধান ফলপ্রসূ হয়। লীনা একাই তার করণীয় নির্ধারণ করে এবং সমাধানের চেষ্টা করে।

[চা., দি., সি., য., বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কাউন্সিলর হিসেবে লীনার কাজটি পাঠ্যপুস্তকের যে পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার উপাদান বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটির সমস্যা সমাধানে আরো কিছু নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক— বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের আচার-আচরণের আদর্শ মান বা মানদণ্ডই হচ্ছে মূল্যবোধ।

খ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের সুযোগকে বোঝায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

গ কাউন্সিলর হিসেবে লীনার কাজটি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। মূলত এ পদ্ধতির লক্ষ্য নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলা। এর ফলে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকে লীনা একটি মোটিভেশন সেন্টারে কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছে। রূপন নামের একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। লীনা তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সহায়তা দেয়। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা দেওয়া হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের ৫টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি এবং প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যে সমস্যাগ্রস্ত। আর নিজের ক্ষমতায় সে তার সমস্যা সমাধানে অক্ষম। সমস্যা ব্যক্তি সমাজকর্মের দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত এমন একটি অবস্থা যা সমাজে ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা হয়। পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া। কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। এখানে প্রক্রিয়া বলতে সমগ্র সমাধান ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। এ পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

ঘ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটির সমস্যা সমাধানে লীনার গৃহীত নীতি ছাড়াও আরো কিছু নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সার্বিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। এসব নীতি হচ্ছে সমাজকর্মীর কাজের নির্দেশিকা। এগুলো ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়ে অনুসরণ করা হয়।

উদ্দীপকে রূপন নামের একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী লীনার কাছে আসে। এক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ নীতির প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানে তিনি একাই তার করণীয় নির্ধারণ করেছেন। যা ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সমাজকর্মী লীনাকে আরও কতগুলো নীতি গ্রহণ করতে হতো। যেমন- ব্যক্তি সমাজকর্মে যোগাযোগ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ নীতি একে অপরের ভূমিকা বুঝতে সহায়তা করে। এর ফলে সমস্যা সমাধান সহজ হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমাধান প্রক্রিয়া গ্রহণে সাহায্য করে। আবার অংশগ্রহণ নীতি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে যা সমস্যা সমাধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির মাধ্যমে সমাজকর্মীর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সাহায্যার্থী নিজেই তার ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি গোপন রাখাও ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম একটি নীতি। কারণ সাহায্যার্থী তার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে সমাজকর্মীর কাছে সে তার গোপন কথা প্রকাশ করবে না। এছাড়া আবেগ, হিংসা, পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে আত্মসচেতনতার নীতি তাকে সহায়তা করবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে লীনার গৃহীত নীতি ছাড়াও উপরে উল্লিখিত নীতিগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶২

[চা, বো,; দি. বো.; য. বো.; সি. বো ১৮। প্রশ্ন নং ৭]

ক. সমাজকর্মের অগ্রদূহিতা কাকে বলা হয়? ১

খ. সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার স্তরগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. চক্রটিতে একটি ছাড়া অন্যটি অচল— যথার্থতা বিচার করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যারি রিচমন্ডকে সমাজকর্মের অগ্রদূহিতা বলা হয়।

খ সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চাইলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে।
ব্যক্তি সমাজকর্ম কতগুলো অপরিহার্য বিষয় নিয়ে আবর্তিত একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ৫টি। যথা— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল উপাদান হলো ব্যক্তি। পেশাগতভাবে এই ব্যক্তি হলো সাহায্যার্থী। ব্যক্তি সমাজকর্মের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমস্যা। সমস্যা হচ্ছে সাধারণত সেসব প্রতিকূল পরিস্থিতি যা ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে বাধা সৃষ্টি করে। ব্যক্তি সমাজকর্মের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্থান বা প্রতিষ্ঠান; এখানে স্থান হলো সুসংগঠিত পেশাগত প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করে। চতুর্থ উপাদানটি হলো পেশাদার প্রতিনিধি। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল অনুশীলন করে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। ব্যক্তি সমাজকর্মের সর্বশেষ উপাদানটি হলো প্রক্রিয়া; সাহায্যার্থী এজেন্সিতে আসার পর থেকেই এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়া সমস্যার সমাধান, মূল্যায়ন ও অনুসরণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।
উদ্দীপকে ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া এই পাঁচটি উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে যা ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানকে নির্দেশ করে।

ঘ চক্রটিতে উল্লিখিত ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলোর একটি ছাড়া অন্যটি অচল— উক্তিটি যথার্থ।
সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্ম ৫টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলোর কোনো একটি ছাড়া সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে না। উদ্দীপকের ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ব্যক্তি, সমস্যা, প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।
ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম উপাদান হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সমাধান প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। তাই ব্যক্তি সমাজকর্মের জন্য সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অপরিহার্য। আবার সাধারণ কোনো মানুষ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির উপাদান হতে পারে না। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কোনো না কোনো সমস্যা থাকতে হবে। এখানে সমস্যা হচ্ছে এমন এক ধরনের অবস্থা যা ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে বাধা দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। এর সাহায্য ছাড়া সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে সহায়তা দিতে পারবে না। তাই ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য।
আবার ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া। কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।
পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া এ ৫টি উপাদানের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আবর্তিত হয়। এগুলোর কোনো একটি ছাড়া সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶৩ জিহান একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকাকালে একটি পোস্ট দেখলো। সেখানে বেসরকারি কিছু পেশাজীবী সংগঠন তাদের অবসরকালীন নিরাপত্তা চেয়েছেন। তারা বলেছেন, অবসরে গেলে তাদের জন্য পেনশন বা আর্থিক কোনো সুবিধা না থাকায় তারা অনেকেই মানবেতর জীবন-যাপন করেন। সুশীল সমাজের কিছু ব্যক্তিত্ব তাদের এই চাওয়াকে যৌক্তিক মনে করেছেন।

[চা. বো.; দি. বো.; য. বো.; সি. বো ১৮। প্রশ্ন নং ৮]

ক. 'Administration' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
খ. 'POSDCORB' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উপর্যুক্ত পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে আরো পদ্ধতির সাহায্য অপরিহার্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Administration' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Administrare' থেকে এসেছে।

খ মনীষী লুথার গুলিক (Luther Gulick) প্রশাসনের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত POSDCORB সূত্রের উদ্ভাবন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলির এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন—
P - Planning বা পরিকল্পনা;
O - Organizing বা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা;
S - Staffing বা কর্মী নিয়োগ;
D - Direction বা পরিচালনা;
Co- Coordination বা সমন্বয় সাধন;
R - Reporting বা কার্যবিরণী সংরক্ষণ করা;
B - Budgeting বা ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ বা বাজেট প্রণয়ন।
প্রশাসনের উপর্যুক্ত কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে সমাজকর্ম প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো চিহ্নিত করা যায়।

গ উদ্দীপকে পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানের জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
সাধারণত দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সমস্যাগ্রস্ত দলকে বিভিন্ন পন্থা বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করে। এটি সমাজকর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। দল সমাজকর্ম সামাজিক দল, দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান, দল সমাজকর্মী ও দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া এই চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটি কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে। এটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে দলের সমস্যা নির্ণয় করে তা সমাধানে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।
উদ্দীপকের জিসান একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট দেখে। সেখানে বেসরকারি কিছু পেশাজীবী সংগঠন তাদের অবসরকালীন নিরাপত্তা চেয়েছেন। অবসরে গেলে তাদের জন্য পেনশন বা আর্থিক কোনো সুবিধা না থাকায় তারা অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করেন। এসব পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের দল সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

ঘ বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির পাশপাশি অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য অপরিহার্য— বক্তব্যটি যথার্থ।
সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। কিন্তু বাস্তবে মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিভক্তি সম্ভব নয়। কারণ সমাজকর্ম তার মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কেননা ব্যক্তিই দল ও সমষ্টির একক হিসেবে বিবেচিত। আবার ব্যক্তি অবশ্যই কোনো না কোনো দলের সদস্য। কাজেই ব্যক্তি যদি সমস্যাগ্রস্ত হয়ে নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তবে তা দল ও সমষ্টিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ কারণে সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ করে। যেকোনো সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মে মনোসামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান এ তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে সমাজকর্মের তিনটি সহায়ক পদ্ধতি- সামাজিক গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম ও সামাজিক প্রশাসনের ওপর। এ থেকে বোঝা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো একে অপরের পরিপূরক।
উদ্দীপকের বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু পেশাগত সংগঠনের সদস্যরা প্রত্যেকেই ব্যক্তি এবং তারা সমষ্টিরও অংশ। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিও প্রয়োগ করতে হবে। আবার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকর সফলতা পেতে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলোও প্রয়োগ করতে হবে।
উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দল সমাজকর্ম পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগের জন্য সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য অপরিহার্য।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী সন্তান নিয়ে তাহসান সাহেবের সুখের সংসার। সকালে সন্তানকে স্কুলে দিয়েই অফিসে চলে যান। অফিস শেষ করেই বাসায় ফিরে মা-বাবার খোঁজ নেন। তারপর পরিবারের সকলের সাথে আনন্দে মেতে উঠেন। কখনও কখনও সবাইকে নিয়ে বাইরে কোথাও আনন্দ ভ্রমণেও বের হন। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। *[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি কোন ধরনের সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি কে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে যে ধরনের দলের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দলটির বন্ধন অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি।"— উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়।

খ ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি নিজ ক্ষমতাবলে সমস্যা সমাধানে অক্ষম।

ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ উদ্দীপকে প্রাথমিক দলের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিক দল বলতে সেই দলকে বোঝানো হয় যার সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচিতি, অন্তরঙ্গতা, যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের দলকে Face to face group বলা হয়। এদের মধ্যে 'আমরা ভাব' প্রকট থাকে। পরিবার, খেলার সাথি এ দলের অন্যতম উদাহরণ। সমাজবিজ্ঞানী সি এইচ কুলি প্রাথমিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন; যেমন— প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রাথমিক দল গড়ে ওঠে। এসব দলের পরিধি বা সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এবং সাহচর্য লাভই এ ধরনের দলের প্রধান লক্ষ্য। প্রাথমিক দল আবেগনির্ভর দল। এ দলগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। আনুষ্ঠানিক কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এ ধরনের দল গড়ে ওঠে না। প্রাথমিক দলের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ দলে সদস্যদের আচরণে আনুষ্ঠানিকতা তেমন থাকে না।

উদ্দীপকে তাহসান সাহেবের পরিবারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তার পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তানের সাথে অন্তরঙ্গতা বন্ধন এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিদ্যমান। পরিবার প্রাথমিক দলের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাহসান সাহেবের পরিবারকে প্রাথমিক দল এর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ "উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দলটির অর্থাৎ প্রাথমিক দলের বন্ধন অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি"— উক্তিটি সত্য।

প্রাথমিক দল হলো সর্বজনীন। মানবসমাজের বিকাশের প্রতিটি স্তরে এ দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক দলের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ ও মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় এ ধরনের দলে বন্ধন তুলনামূলক বেশি থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত তাহসান সাহেবের পরিবারে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান। তিনি প্রতিদিন তার সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আসেন। অফিস থেকে বাসায় ফিরে বাবা-মার খোঁজ-খবর নেন। এরপর পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। ছুটির দিনগুলোতে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যান। তার পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। প্রাথমিক দল হওয়ার কারণে তার পরিবারে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল এবং একে অপরের সাহায্য ছাড়া তার চলতে পারে না। তারা স্নেহ, মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। প্রাথমিক ছাড়া অন্য দল যেমন মাধ্যমিক দলের সদস্যরা পরোক্ষ পরিচয়ে আবদ্ধ হয়। এতে তাদের সম্পর্ক শিথিল থাকে। আবার বহিঃদলের সদস্যরা অপরের প্রতি উদাসীন থাকে। এছাড়া আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মধ্যেও বিভিন্ন কারণে দুর্বল সম্পর্ক থাকে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাথমিক দলের সদস্যরা প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। তাই অন্যান্য দলের তুলনায় এ দলের বন্ধন অপেক্ষাকৃত বেশি।

প্রশ্ন ▶৫ নিচের ছকটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ কর:

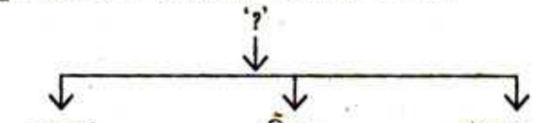

[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]

ক. প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা চালানো হয় সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিতে? ১

খ. সমাজকর্ম প্রশাসনের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির নাম বসিয়ে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাপগুলোই উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা চালানো হয় সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতিতে।

খ সমাজকর্ম প্রশাসন বলতে সামাজিক নীতি এবং প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তর করে তার মূল্যায়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন করার সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকর্ম প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করা। এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিচালক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে 'সমাজকর্ম গবেষণা' বসবে।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সমাজের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রপাত। এ ধরনের গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্মী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণ, প্রকৃতি, প্রভাব প্রভৃতি নির্ণয় করেন। পরবর্তী সময়ে এ সব তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাবলির সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। যার লক্ষ্যে সমাজকর্ম সমস্যার সমাধান নির্ণয়, সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণার প্রসার ঘটান। সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞান মানব কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম গবেষণা একটি ফলিত গবেষণা। এ গবেষণা বাস্তবে কোনো সমস্যা সমাধান বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ ধরনের গবেষণা শুধু জ্ঞানলাভের জন্য পরিচালিত হয় না। সমস্যা অনুধাবন ও তা মোকাবিলা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের ছকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিষয় নির্বাচন এবং অনুমান গঠন এ বিষয় তিনটি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সমাজকর্ম গবেষণা ধাপের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ছকটি সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপক উল্লেখিত ধাপগুলো সমাজকর্ম গবেষণার জন্য যথেষ্ট নয়— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সমাজকর্ম গবেষণা মূলত কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মসূচি। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সমাজকর্ম গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিতকরণ। এ ধাপে একজন সমাজকর্মী গবেষকের কাজ হলো গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন করা। সমস্যা চিহ্নিতকরণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে বিষয় নির্বাচন। এ ধাপে সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে গবেষণার জন্য একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা। এ পর্যায়ে গবেষককে তার গবেষণা বিষয়ের ওপর যথেষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এরপর গবেষক তার গবেষণাধীন বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এই অনুমিত সিদ্ধান্তই গবেষকের সমগ্র অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। অনুকল্প গঠনের পরবর্তী ধাপ হলো গবেষণার নকশা প্রণয়ন। এ ধাপে সমস্যা সম্পর্কে তথ্যাবলি সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে গবেষককে গবেষণা নকশা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এরপর তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ধাপে সংগৃহীত তথ্যকে কোডিং, শ্রেণিবদ্ধ ও সারণিবদ্ধ করা হয়। এরপর আসে তথ্য বিশ্লেষণ ধাপ। এখানে গবেষক গবেষণা অনুমানের সত্যতা যাচাই করেন। এরপর তথ্য মূল্যায়ন ধাপে গবেষক একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সর্বশেষ ধাপে গবেষণা ফলাফল প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু উদ্দীপকে মাত্র তিনটি ধাপ নির্দেশিত হয়েছে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্ম গবেষণায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাপগুলো সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ৬ মি. বার্কার একজন সমাজকর্মী। তিনি তাঁর কাছে আগত সাহায্য প্রার্থীদের কখনও রেস্টুরেন্টে, কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও বাজারে সাক্ষাত করতে বলেন। এতে সাহায্যপ্রার্থীরা বিরক্ত হয়ে সাক্ষাত করতে আসে না। *[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. বার্কারের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন উপাদানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মি. বার্কারের ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি, যথা- সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম, ও সমাজকর্ম গবেষণা।

খ পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকের বার্কারের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ উপাদান স্থান বা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে।

স্থান বলতে এক ধরনের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। সেখানে সমাজকর্মীরা সাহায্যার্থীকে তার সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো সংগঠিত ও পেশাভিত্তিক কাজের জন্যই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দীপকের ঘটনায় ব্যক্তি সমাজকর্মের এ উপাদানটির কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটেছে। উদ্দীপকের মি. বার্কার একজন পেশাদার সমাজকর্মী হলেও তিনি পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেননি। দেখা যায়, মি. বার্কার তার কাছে আসা সাহায্যার্থীদের একেক সময় একেক জায়গায় সাক্ষাৎ করতে বলেন। স্বাভাবিকভাবেই সাহায্যার্থীরা এতে তার ওপর বিরক্ত হয়। মি. বার্কারের উচিত ছিল, একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থাৎ কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট স্থানে সাহায্যার্থীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। স্থান বা প্রতিষ্ঠান উপাদানের মাধ্যমে সমাজকর্মের গোপনীয়তার নীতি রক্ষিত হয় এবং সমাজকর্মী ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে পেশাদার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মি. বার্কার ব্যক্তি সমাজকর্মের স্থান বা প্রতিষ্ঠান উপাদানটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ঘ একজন সমাজকর্মী হিসেবে উদ্দীপকের মি. বার্কার পেশাদারিত্ব রক্ষা না করায় তার ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক (Rapport) স্থাপনে সহায়ক নয়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির কেন্দ্রেই থাকে ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের বিষয়টি। আর এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক। এখানে সমাজকর্মী একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তার আচরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

উদ্দীপকের ঘটনায় দেখা যায়, মি. বার্কার একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে সাহায্যার্থীদের আস্থা বা বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফলপ্রসূ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ মি. বার্কার তার কাছে আসা সাহায্যার্থীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দেখা করতে বলেন। এক্ষেত্রে মি. বার্কারের কর্মকাণ্ডে সাহায্যার্থীরা বিরক্ত এবং তারা তার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। কিন্তু তিনি যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতেন এবং সাহায্যার্থীদের সাথে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতেন তাহলে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতো না। সাহায্যার্থীদের সাথে সফল পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারতেন। এক্ষেত্রে তিনি পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সাহায্যার্থীদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে মি. বার্কার আরও আন্তরিক হলে তার ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলায় "আত্মহত্যার হার অনেক বেশি" বলে প্রচলিত আছে। আত্মহত্যার হার সত্যিই বেশি কিনা জানার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ জিল্লুর রহমান স্যার কিছু শিক্ষার্থীকে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, কারণ, প্রেক্ষাপট, জীবিকা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি ও সুপারিশ করা। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সামাজিক কার্যক্রম কী? ১

খ. সমাজকর্ম বাস্তবায়নের জন্যে কেন সমাজকর্ম প্রশাসনের প্রয়োজন হয়? ২

গ. উদ্দীপকে ডঃ জিল্লুর রহমান স্যারের কাজটি সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য উদ্দীপকে কি কোনো ধাপ অনুসরণ করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক কার্যক্রম হলো পরিকল্পিত ও সংগঠিত উপায়ে সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

Teachingbd24.com

ঘ সমাজকর্ম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্ম প্রশাসনের প্রয়োজন হয়।

সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান; চাহিদা ও মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম প্রশাসন ছাড়া বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তেমন একটা গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সমাজকর্ম প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে ড. জিল্লুর রহমানের কাজ সামাজিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত যা সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি।

যখন কোনো সামাজিক বিষয় বা ঘটনার ওপর গবেষণা চালানো হয় তখন তাকে সামাজিক গবেষণা বলে। সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, আচরণ বা সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক গবেষণা একটি সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। উদ্দীপকে এ ধরনের গবেষণারই ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকের ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় আত্মহত্যার হার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সত্যিই বেশি কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন ড. জিল্লুর রহমান। এখানে আত্মহত্যার ঘটনা একটি সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে ড. জিল্লুর রহমান তার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাজ করছেন। তাদের উদ্দেশ্য আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, কারণ, প্রেক্ষাপট, জীবিকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। এ কাজের ধরন ও প্রকৃতি সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমকেই নির্দেশ করে।

ঘ হ্যাঁ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য উদ্দীপকের ঘটনায় সামাজিক গবেষণার ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণা যখন কোন সামাজিক সমস্যা বা ঘটনার উপর পরিচালিত হয় তখন সেটি সামাজিক গবেষণা। এ গবেষণাকর্মের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে রয়েছে সমস্যা নির্বাচন, অনুকল্প গঠন, নকশা বা পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য সংগৃত বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি।

উদ্দীপকেও গবেষক দল প্রথমেই একটি সমস্যা নির্বাচন করেছেন। এ সমস্যার ভিত্তিতে তাদেরকে গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত বা অনুকল্প দাঁড় করাতে হয়েছে। এর পরবর্তী ধাপে গবেষণাটি কীভাবে সম্পাদিত হবে সে বিষয়ে একটি নকশা বা পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়েছে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ীই প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। গবেষণার ফলাফল পাওয়া গেলে গবেষক তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা পেশ করেন। উদ্দীপকের গবেষক দলকে পর্যায়ক্রমে এর সকল ধাপই অনুসরণ করতে হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক গবেষণা পরিচালনার জন্য উল্লিখিত ধাপগুলো মেনে চলা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶৮ নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:-

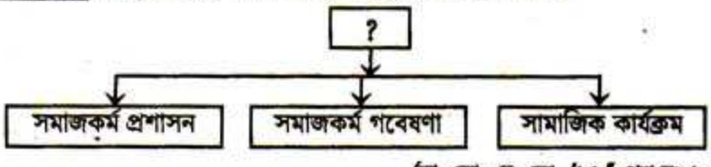

[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]

ক. সমষ্টি উন্নয়ন কী? ১

খ. গ্রহণ নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের যে ধরনের পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পদ্ধতি সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি উন্নয়ন হলো সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের পদ্ধতি।

খ গ্রহণ নীতি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মে একজন সমাজকর্মী কর্তৃক সাহায্যার্থীকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণের নীতিকে বোঝায়।

সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে কীভাবে গ্রহণ করবে সমস্যা সমাধান তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ সমাজকর্মী যদি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ না করে তবে তার প্রতি সাহায্যার্থীর বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাহায্যার্থী যে শ্রেণিরই হোক না কেন তাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। এটাই গ্রহণ নীতির মূলকথা।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে বাস্তব ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ এবং লক্ষ্যার্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে তাকে সহায়ক পদ্ধতি বলে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলো হলো— সমাজকর্ম প্রশাসন, সমাজকর্ম গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম। এই শ্রেণিবিভাগটিই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

সমাজকর্ম প্রশাসন পদ্ধতিটি সমাজকর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজকর্মের এমন একটি কৌশল ও প্রক্রিয়া যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় পরিণত করে এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। আর সমাজকর্ম গবেষণা এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান যার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে যথার্থ এবং সুসংহত করে তোলা হয়। এই পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির তৃতীয়টি হলো সামাজিক কার্যক্রম। সমাজব্যবস্থায় যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত অবস্থা বিরাজ করে তা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সামাজিক কার্যক্রম। উদ্দীপকে ছকের মাধ্যমে এ তিনটি পদ্ধতিই উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ উক্ত পদ্ধতি অর্থাৎ সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

সমাজকর্ম পদ্ধতি মৌলিক ও সহায়ক এ দুটি অংশে বিভক্ত। পৃথক পৃথক ভাবে এ পদ্ধতিগুলো আলোচিত হলেও এগুলো পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজকর্মে কোনো সমস্যার সমাধানে এই দুই শ্রেণির পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়। অর্থাৎ কেবল মৌলিক বা কেবল সহায়ক পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে শতভাগ কার্যকর নয়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এটি মূলত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে কাজ করে। এ প্রেক্ষিতেই সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম এ তিনটি পদ্ধতি সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেকোনো সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে এই তিনটির মধ্য থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। তবে এগুলোর পাশাপাশি সহায়ক পদ্ধতিরও প্রয়োজন আছে। সহায়ক পদ্ধতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের উপায় বা প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। আর এ দুই ধরনের পদ্ধতির সমন্বয়েই সমাজকর্মের আওতাধীন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগেই যেকোনো সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ লক্ষ্মীপুর গ্রামের বেশিরভাগ জনগণ অসচেতন, অসংগঠিত ও দরিদ্র। গ্রামের একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক আসির গ্রামের কয়েকজন যুবককে একত্রিত করে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন এবং সদস্যদের চাঁদা, অনুদান, সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম প্রভৃতি কর্মসূচি চালু করেন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও স্বাবলম্বী করতে প্রচেষ্টা চালান। *[সকল বোর্ড '১৬ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দল সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১

খ. সমষ্টি সংগঠন কী? ২

গ. উদ্দীপকে আসির কোন সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে লক্ষ্মীপুর গ্রামের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে আসিরের অনুসৃত পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দল সমাজকর্মের উপাদান ৪টি, যথা- দল; দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান; দল সমাজকর্মী ও দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

খ সমষ্টি সংগঠন হলো সামষ্টিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের পদ্ধতি।
সমষ্টি সংগঠন সমাজকর্মের এমন একটি অনুশীলন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো এলাকার জনগণ বা দলীয় প্রতিনিধির যৌথ প্রচেষ্টায় সমষ্টির সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো পূরণের উপায় সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন। সাধারণত উন্নত দেশের কিংবা উন্নয়নশীল দেশের উন্নত সমষ্টিতে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে এ প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হয়।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মী আসির দল সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে লক্ষ্মীপুর গ্রামের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।
সমাজকর্মের যে পদ্ধতি অনুসারে কোনো দলের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হয়, তাকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে দলের সমস্যা চিহ্নিত এবং এর কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হয়।
উদ্দীপকে লক্ষ্মীপুর গ্রামের জনগণ অশিক্ষা, অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের মতো সমস্যায় জর্জরিত। এ প্রেক্ষিতে আসির গ্রামের কয়েকজন যুবককে একত্রিত করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি একটি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সহায়তা করার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা পদ্ধতির সাথে দল সমাজকর্মের মিল পাওয়া যায়। কারণ এ পদ্ধতিতে দলের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এজন্য দল সমাজকর্মী কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তিনি দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দেন। এর ফলে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। উদ্দীপকের আসিরের ভূমিকাও দল সমাজকর্মীরই অনুরূপ। তার কর্মকাণ্ডে দল সমাজকর্মেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে আসিরের অনুসৃত দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, একতার অভাব ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত নয়। এ প্রেক্ষিতে তাদের সমস্যার সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি উদ্দীপকের মতো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
দল সমাজকর্ম পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও ধাপ রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সেই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও ধাপই অনুসরণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমেই সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে। যেমন-গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো মূলত শিক্ষার অভাব ও অসচেতনতার কারণেই সৃষ্টি হয়। এরপর সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রভাব কী ধরনের হতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর সামাজিক সমস্যাসমূহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এভাবে সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। উদ্দীপকের আসির -এর কর্মপদ্ধতি একজন দল সমাজকর্মীর জন্য আদর্শ হতে পারে। সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ এবং আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে উন্নত করে তুলতে একজন সমাজকর্মী আসিরের মতোই কাজ করতে পারেন।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ সফলতা বয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১০ ১৬ বছরের মেয়ে টুপুর নাচ-গান করতে গিয়ে সঙ্গদোষে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। ১৯ বছর বয়সে বিয়ে দেওয়ার পরও সে মাদক ছাড়েনি। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য মা-বাবাকে ও তার স্বামীকে নির্যাতন করে। তার মা-বাবা ও স্বামী তাকে একটি পেশাদার মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখানে একজন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং থেকে টুপুর চিকিৎসা নিচ্ছে। সমাজকর্মী টুপুরকে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করছেন।
[সকল বোর্ড '১৬ | প্রশ্ন নং ৮; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. সমাজকর্ম পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. টুপুরের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী কোন মৌলিক পদ্ধতিটি কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করে টুপুরের সমস্যার সমাধান দিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি ৩টি।

খ সমাজকর্ম পদ্ধতি (Social Work Method) বলতে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে অনুশীলনের বাহনকে বোঝায়।
সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা (Helping Profession)। পেশাদার সমাজকর্মে যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও নীতিমালা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়, সেসব সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম পদ্ধতি।

গ টুপুরের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন।
ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে সহায়তা করা হয়, যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং তাকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।
উদ্দীপকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যায়, মাদকাসক্ত নুপুরকে তার এ সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য তাকে একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করছেন। তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যবহার করে টুপুরকে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীর (Client) সঠিক নির্দেশনা, সহায়তা ও মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে সাহায্যার্থীকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে সে সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে। উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসারেই টুপুরের সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অবলম্বন করে টুপুরের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত কার্যপ্রণালিকে বোঝায়। এই নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি অনুসরণের মাধ্যমেই সমস্যার সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব, যা উদ্দীপকের টুপুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

টুপুরের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে প্রথমেই তার সমস্যা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যে প্রক্রিয়াকে মনো-সামাজিক অনুধ্যান বলে। এরপর তিনি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে টুপুরকে মানসিকভাবে সাহস ও প্রেরণা দান করবেন। এর ফলে তার মধ্যে সাময়িক স্বস্তি ফিরে আসবে। সমাজকর্মীর পরবর্তী কাজ হবে টুপুরের সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয় করা। এটি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলার উপায় নিরূপণ করা সমাজকর্মীর জন্য সহজ হবে। সমস্যা নির্ণয়ের পর তিনি টুপুরের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমর্থনমূলক পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। তবে সমস্যা সমাধানের পর গৃহীত ব্যবস্থার সফলতা ও বিফলতা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এর সাথে সমাজকর্মীকে টুপুরের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ বা অনুসরণ করতে হবে। সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সমাজকর্মী টুপুরের সমস্যার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটাবেন।

সুতরাং উদ্দীপকের সমাজকর্মী সাহায্যার্থী টুপুরের জন্য উপরে আলোচিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ "ফুল নেবেন স্যার ফুল" এমন সংলাপ উচ্চারণকারী অনেক শিশু-কিশোরদের ঢাকার রাস্তায় প্রতিনিয়ত দেখা যায়। এসব শিশু-কিশোরদের আবার অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ব্যবহার করছে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটনে। শিশু কল্যাণের কাজে জড়িত একটি NGO এসব ভাসমান শিশুদের উদ্ধার করে তাদেরকে সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে। বেশকিছু সমাজকর্মী তাদের সংশোধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি কোন ধরনের সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়? ১

খ. গোপনীয়তা নীতির তাৎপর্য লেখো। ২

গ. সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব শিশু-কিশোরদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব? অন্যান্য পদ্ধতি থেকে এটি কিভাবে আলাদা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শহরাঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়।

খ গোপনীয়তার নীতি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানের স্বার্থে সমস্যার সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তথ্য গোপন করার নিশ্চয়তা ছাড়া সার্বিক তথ্য সেবাপ্রার্থী দিতে চায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে এ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয়ত, পেশাগত সম্পর্ক (Rapport) স্থাপনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা জরুরি। এজেন্সি এবং সমাজকর্ম পেশার স্বার্থে সেবাপ্রার্থীর তথ্যাদি গোপন ও সংরক্ষণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ সমাজকর্মের দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব শিশু-কিশোরদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম নির্দিষ্ট ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা হয় যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে। আর সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের অনুভূতি চাহিদা, সম্পদ, সামর্থ্য, সমস্যা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সমষ্টির চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সন্তোষজনক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলো থেকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি আলাদা। কেননা দল সমাজকর্ম একটি নির্দিষ্ট দলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা সুসম্পর্ক, সংহতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলীয় সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকার রাস্তায় শিশু-কিশোররা ফুল বিক্রি করে আবার অনেক সময় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা তাদের দিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করায়। দল সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে এসব শিশুদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর দল সমাজকর্মের সাথে অন্যান্য পদ্ধতির উপরোল্লিখিত পার্থক্য রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতির অর্থাৎ দল সমাজকর্মের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য, পেশাগত মূল্যবোধ অনুসরণ করে দলগত পর্যায়ে সমস্যার সমাধান এবং দলীয় উন্নয়নে সেবাদান প্রক্রিয়াকে দল সমাজকর্ম বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও উন্নয়নে দলীয় প্রচেষ্টা হিসেবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম বাধা হলো অদক্ষ জনশক্তি। দল সমাজকর্ম পদ্ধতিতে এ জনশক্তিকে পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে। আবার এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে যেসব সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি চালু আছে সেসব ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে কৃষির উন্নয়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, পশুপালন, সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপরাধ মোকাবিলা ও অপরাধীদের পুনর্বাসনেও দল সমাজকর্ম এ দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে যেমন নারী উন্নয়ন, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অনেক শিশু-কিশোর ঢাকার রাস্তায় ফুল বিক্রি করে। আবার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে যুক্ত করে। এসব শিশুদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশের উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব ফারহান পড়াশোনা শেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কেয়ার'-এ মাঠসংগঠক হিসেবে নিয়োগ পান। তার কর্ম এলাকা ঢাকার মানিকনগর বস্তি। সেখানে তিনি উপার্জনহীন গৃহিণীদের নিয়ে ১৫-২০ জনের ভিন্ন ভিন্ন দল তৈরি করেন। তাদের চহিদা, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কর্মসূচি নির্ধারণ ও সমস্যদের নিয়ে গৃহীত কর্মসূচি নিয়মিত মূল্যায়ন করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. Social Diagnosis- গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকটি সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত পদ্ধতির যেসব উপাদানের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থটির লেখক ম্যারি রিচমন্ড।

Teachingbd24.com

খ সমষ্টি উন্নয়ন হলো সামষ্টিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে যে পদ্ধতিটি বিশেষভাবে নিয়োজিত তা হলো সমষ্টি উন্নয়ন। উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব ফারহান দল সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে মানিকনগর বস্তির উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

যে পদ্ধতি অনুসারে কোনো দলের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হয়, তাকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে দলের সমস্যা চিহ্নিত এবং এর কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দীপকে মানিকনগর বস্তি সমস্যায় জর্জরিত। এ প্রেক্ষিতে ফারহান বস্তির উপার্জনহীন ১৫-২০ জন গৃহিণীকে একত্রিত করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা পদ্ধতির সাথে দল সমাজকর্মের মিল পাওয়া যায়। কারণ এ পদ্ধতিতে দলের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এজন্য দল সমাজকর্মী (Group Worker) কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তিনি দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দেন। এর ফলে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। উদ্দীপকের ফারহানের ভূমিকাও দল সমাজকর্মীরই অনুরূপ। তাই বলা যায়, তার কর্মকাণ্ডে দল সমাজকর্মেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে দল সমাজকর্মের বেশ কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ আছে। এগুলো হলো— সামাজিক দল, দলীয় প্রতিষ্ঠান, দল সমাজকর্মী, দলীয় সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদা এবং দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

যেসব উপকরণ ও মৌল বিষয় নিয়ে দল সমাজকর্মের কাঠামো গঠিত হয় সেগুলোকে দল সমাজকর্মের উপকরণ বলা হয়। দল সমাজকর্মের প্রথম ও প্রধান উপাদান হলো সামাজিক দল। দলীয় সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী দলীয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে দল সমাজকর্মী কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফারহান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'কেয়ার'-এর মাঠসংগঠক। তিনি ঢাকার মানিকনগরের বস্তির মানুষকে সংগঠিত করে দল তৈরির মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি পরিচালনা করেন। উদ্দীপকের উপার্জনহীন গৃহিণীদের ১৫-২০ জনের দল হলো সামাজিক দল। কারণ দলীয় সদস্যরা একে অন্যকে বুঝতে পারে, জানতে পারে এবং দলীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। উল্লিখিত সংস্থা 'কেয়ার' একটি দলীয় প্রতিষ্ঠান, যা ফারহানের মাধ্যমে বস্তির দলটিকে সাহায্য বা সেবা দিচ্ছে। এটি দল সমাজকর্মের তৃতীয় উপাদান। ফারহান একজন সমাজকর্মী হিসাবে ভূমিকা পালন করছে, যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মী হিসেবে সমাজকর্মের উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া দল সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রক্রিয়া। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত দলের চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। উদ্দীপকে দল সমাজকর্মের এই উপাদানগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে আলোচিত পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়েই দল সমাজকর্ম আবর্তিত ও পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর শিক্ষার্থীরা ৪টি দলে বিভক্ত হয়। নির্দেশনা মোতাবেক প্রথম দলটি সাভারের 'বারাকা' মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে, দ্বিতীয়টি আগার গাঁও-এর বৃদ্ধনিবাসে, তৃতীয়টি টঙ্গীর কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে ও চতুর্থটি ঢাকার শিশু হাসপাতালে শিক্ষাসফরে যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ কৌশল পর্যবেক্ষণ করে তারা আলাদা আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সমষ্টি সমাজকর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সমন্বিত পদ্ধতির ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের যেসব প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এসব ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি সমাজকর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ Community Social Work.

খ সমাজকর্মের পদ্ধতি সমূহের সমন্বয়ে যে প্রায়োগিক পদ্ধতির ধারণা উদ্ভাষিত হয়, তা সমন্বিত পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের জন্য সমাজকর্মের পদ্ধতিকে মৌলিক ও সহায়ক দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে। এ দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে বাস্তবের জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করা সহজ হয়। যেমন- একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সহায়ক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গবেষণার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে মৌলিক পদ্ধতিগুলোর সাথে সমন্বয় করা হলে সেটি সমন্বিত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের মাদকাসক্ত রোগীর সমস্যা সমাধান, প্রবীণকল্যাণ, সংশোধন কর্মসূচি, শিশুকল্যাণ ক্ষেত্রগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের কার্যক্রম কতগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ব্যক্তির সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে— মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, সংশোধনাগার, সামাজিক সাহায্য প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণে ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, বৃদ্ধনিবাস, কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও শিশু হাসপাতাল সফর করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে মাদকসেবী ব্যক্তির সুস্থতার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রবীণ নিবাসে বৃদ্ধদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে অপরাধী ও কিশোর অপরাধী সংশোধনের পদ্ধতি হিসেবে প্রবেশন, আফটার সার্ভিস ও জাতীয় কিশোর-কিশোরী অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ হয়। উন্নত বা উন্নয়নশীল সব সমাজে শিশুদের লালন-পালন, সেবা-যত্ন, পুনবার্সন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যক্তি সমাজকর্মের কার্যকর প্রয়োগ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম ছাড়াও দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা সম্ভব।

দল সমাজকর্ম হলো দলকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি। উন্নত ও অনুন্নত সমাজব্যবস্থায় এ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি লক্ষ করা যায়। শিশুর স্বাস্থ্য ও সামাজিকীকরণ, প্রবীণদের কল্যাণ সাধন, মাদকাসক্তি দূরীকরণ, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ প্রভৃতিতে দল সমাজকর্মের প্রয়োগ হয়ে থাকে। আবার সমষ্টি সমাজকর্ম সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। সামাজিক সমস্যার সমাধান, সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিতে সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। শিশুকল্যাণ সেবা, প্রবীণকল্যাণ সেবাসহ অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ সম্ভব।

উদ্দীপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা সমাজকর্মের কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র পরিদর্শন করেছে। এগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্মের পাশাপাশি দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মেও প্রয়োগ করা যায়। যেমন- মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকসেবীদের ছোট ছোট দল করে মাদকের কুফল, প্রতিকার, প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য

https://teachingbd24.com

দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। বৃদ্ধ নিবাস ও শিশু হাসপাতালে সাহায্যার্থীদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সমস্যার কারণ, সমাধানে করণীয় প্রভৃতির মাধ্যমেদল সমাজকর্ম কাজ করতে পারে। আবার, বৃদ্ধদের মানসিক বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা সৃষ্টি, পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ সম্ভব। এছাড়া কিশোর অপরাধ কেন্দ্রে কিশোরদের সংশোধনের জন্য দলীয় ও সমষ্টিগত উভয়ভাবে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ করা যেতে পারে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগ সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মি. কামাল একজন সমাজকর্মী। তিনি তাঁর কাছে আগত সাহায্য প্রার্থীদের কখনও রেস্টুরেন্টে, কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও বাজারে সাক্ষাত করতে বলেন। এতে সাহয্যপ্রার্থীরা বিরক্ত হয়ে সাক্ষাত করতে আসে না। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সমাজকর্মের মূলপদ্ধতি কয়টি? ১
খ. র‍্যাপো (Rappport) বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. কামালের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন উপাদানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. কামালের ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক নয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের মূল পদ্ধতি ২টি।

খ 'র‍্যাপো' বলতে সাধারণত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে তৈরি হওয়া পেশাগত সম্পর্ককে বোঝায়।

ব্যক্তির সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র‍্যাপো। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তাকে পেশাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে তার আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কই হলো র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক।

গ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. সমষ্টি উন্নয়ন কী? ১
খ. দল সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত পদ্ধতি সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি উন্নয়ন হলো সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের পদ্ধতি।

খ দল সমাজকর্ম বলতে দলভুক্ত সকল সদস্যদের সাথে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক ও পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়।
দল সমাজকর্মের মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহকে চিহ্নিত করা হয়। ফলে সমস্যা মোকাবিলা এবং দলীয় সদস্যদের দক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সহজ হয়। এক্ষেত্রে সেবাকার্য গ্রহণ ও দলের উন্নয়নে কাজ করার জন্য এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়নশীল দেশ 'ক' নতুন উদ্যোগের কথা ভাবছে। প্রথমেই তারা বস্তির সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী। এ সমস্যা সমাধানে তারা বস্তিগুলি ভেঙে নতুন বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বস্তির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার জন্য সমাজকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. মৌলিক পদ্ধতি কী? ১
খ. র‍্যাপো বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকটির বর্ণিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সফলতার ক্ষেত্র সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যে সকল পদ্ধতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোই মৌলিক পদ্ধতি।

খ 'র‍্যাপো' বলতে সাধারণত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে তৈরি হওয়া পেশাগত সম্পর্ককে বোঝায়।

ব্যক্তির সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র‍্যাপো। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তাকে পেশাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে তার আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কই হলো র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন করতে হবে।
দল সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি যেখানে দলীয় সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে দলের সদস্যদের সক্ষম করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়।
গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে দলীয় সদস্যদের প্রত্যাশিত ও মঙ্গলজনক লক্ষ্যার্জনে চেষ্টা করতে হবে। দলের মধ্যে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দলীয় সদস্যদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ভূমিকা পালনে সহায়তা করতে হবে। দলীয় জীবনে গঠনমূলক ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে দলীয় সদস্যদের সাহায্য করতে হবে। এরপর দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সেক্ষেত্রে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে তারা সঠিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতান্ত্রিক উপায়ে দলীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি সুপরিকল্পিত ও গঠনমূলক দলীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে দলীয় সদস্যদের উন্নয়ন ও সঠিক ভূমিকা পালনে সাহায্য করাই দল সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য।

ঘ সমস্যাবহুল বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।
সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত সমবায় কার্যক্রমে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে বয়স্ক ও গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার হ্রাস করা সম্ভব। বাংলাদেশে অপরাধীদের সংশোধন ও

Teachingbd24.com

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবেশন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদি পুনর্বাসন কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সেই সাথে পরিবার কল্যাণ ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করে সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হতে আগত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও হাসপাতাল সমাজসেবা, চিত্তবিনোদন, প্রতিবেশী কেন্দ্র, শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণ, শিশুকল্যাণ, জনসমষ্টি উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, আদর্শ ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ণ কেন্দ্র স্থাপন করে। এ কেন্দ্রে প্রায় ৪০০ জন কিশোর রয়েছে। মূলত সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিশোরদের এখানে রাখা হয়েছে। অপরাধ সংশোধনের মাধ্যমে কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসন করাই এ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮; লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১

খ. পেশাগত সম্পর্ক বলতে কী বোঝ? ২

গ. সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের উক্ত পদ্ধতিটি আর কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান পাঁচটি।

খ সাধারণত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে তৈরি হওয়া সম্পর্ককেই পেশাগত সম্পর্ক বলে।

ব্যক্তির সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো পেশাগত সম্পর্ক। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তাকে পেশাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে তার আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ককেই পেশাগত সম্পর্ক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের কিশোরদের অপরাধ সংশোধনে দল সমাজকর্ম পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর।

দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং তাদের ব্যক্তিগত, দলীয় বা সমষ্টি সমস্যা অধিকতর কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সহায়তা করে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতিটি উপযুক্ত। কারণ দল সমাজকর্ম দলের সদস্যদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। মূলত সংশোধনের মাধমে কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসিত করাই এ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কেন্দ্রে ৪০০ জন কিশোর রয়েছে। কেন্দ্রের কর্মকর্তারা দলীয়ভাবে এসব কিশোরদের সংশোধনের মাধ্যমে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতিটি উপযুক্ত হবে।

ঘ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং তাদের ব্যক্তিগত দলীয় বা সমষ্টি সমস্যা অধিকতর কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সহায়তা করে।

কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রে এদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এর কারণ কৃষকদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি। দল সমাজকর্ম কৃষকদেরকে দলীয়ভাবে সংগঠিত করে তাদের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই অগণিত বাস্তুহারা ও ছিন্নমূল জনগণ মানবেতর জীবনযাপন করে। এ ধরনের জনগণের পুনর্বাসনে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৭৪ জন লোক নিরক্ষর। যার কারণে জনগণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। জনগণকে দলীয়ভাবে সংগঠিত করে দল সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করা যেতে পারে। বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম সমষ্টির উন্নয়নে বর্তমানে যে সকল কর্মসূচি চালু রয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দল সমাজকর্ম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ হচ্ছে মহিলা যারা সন্তান উৎপাদন, প্রতিপালন এবং গৃহকর্মেই আবদ্ধ থাকে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিতান্তই অপ্রতুল। মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন দল গঠন করে প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে উৎপাদনমুখী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে দল সমাজকর্ম ভূমিকা রাখতে পারে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মেজর খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে সেনা একটি টিম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সিয়েরালিওনে কাজ করছে। তারা সেখানকার অসহায় ও গরিব মানুষের নানারকম চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। তাদের পেশাগত দক্ষতা ও সততার কারণে সেখানকার জনগণ তাদেরকে খুব সহজে আপন করে নিতে পেরেছে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. সমষ্টি সংগঠন কী? ১

খ. সমাজকর্ম গবেষণা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সমষ্টির সাহায্যার্থে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ন্যায় অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টি সমাজকর্মের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টি কেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া।

খ সমাজকর্ম গবেষণা বলতে সাধারণত সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণাসমূহ প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও সাধারণীকরণের জন্য তথ্য সংগ্রহমূলক ধারাবাহিক অনুসন্ধানকে বোঝায়।

সমাজকর্ম গবেষণা পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি। মূলত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির তথা সমাজের বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রপাত হয়। এটি মূলত সমাজকর্ম ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যাবলি বিষয়ে সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান পদ্ধতি।

গ উদ্দীপকের সমষ্টির সাহায্যার্থে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হলো সমষ্টি উন্নয়ন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল প্রয়োগ করা হয়। ফলে ঐ

https://teachingbd24.com

এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবন মান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করা হয়। একই সাথে তাদেরকে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলা হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মেজর খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টিম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সিয়েরালিওনে কাজ করছে। সেখানে তারা অসহায় ও গরিব মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। এর পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করছে। সিয়েরালিওন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অনুন্নত দেশ। দেশটিতে শান্তিরক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে শান্তিরক্ষা মিশন কাজ করছে। এক্ষেত্রে তারা সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। কারণ এ পদ্ধতি অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সিয়েরালিওনের মতো অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য সমষ্টি সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, যা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ ধরন হলো সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও স্থবির সমাজের পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে অদক্ষ জনসমষ্টি, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনমসমষ্টি, অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনসমষ্টি প্রভৃতি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা সমাধান অসংগঠিত ও স্থবির অঞ্চলে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ সুফল বয়ে আনে।

উদ্দীপকের সিয়েরালিওনে অসহায় ও গরিব জনসমষ্টি, অনুন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ প্রভৃতি নানা সমস্যা বিদ্যমান। এ ধরনের সমস্যাগ্রস্ত অনুন্নত দেশের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির আশ্রয় নিলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। এ পদ্ধতির প্রয়োগে দক্ষতাবিহীন, অসংগঠিত জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। অনুন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, যৌথ খামারের উপকারিতা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, সামাজিক শিক্ষা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, রোগ প্রতিরোধের কর্মসূচি গ্রহণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া এসব দেশে নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অনুন্নত দেশসমূহের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগ বিশেষভাবে কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ১৯ মি. AT তাঁর নির্ধারিত সমাজকর্ম ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বললেন— আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়টি Yellow Program এ দেখেছ। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যার্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌথ কার্যাবলি ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করার একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল। এর রয়েছে সূত্রকেন্দ্রিক কিছু উপাদান যেগুলো আলোচ্য বিষয়ের কার্যাবলি হিসেবে এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'সেবাদানে' এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সামাজিক কার্যক্রম হলো 'প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা'— উক্তিটি কার? ১

খ. গবেষণার প্রকারভেদ লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের Yellow Program -এর নির্ধারিত বিষয়টি কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'আলোচ্য বিষয়ে কার্যাবলি হিসেবে এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সেবাদানে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে'— তুমি কি একমত? পাঠ্যবইয়ের আঙ্গিকে মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক কার্যক্রম হলো প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা— উক্তিটি আর্থার ডানহাম-এর।

খ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা দুই প্রকার— ১. মৌলিক গবেষণা ২. ফলিত গবেষণা।

প্রাকৃতিক বা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা হলো মৌলিক গবেষণা। অন্যদিকে কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধান বা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োজনে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা।

গ উদ্দীপকের Yellow Program-এর নির্ধারিত বিষয় ছিল প্রশাসন।

সমাজকর্ম প্রশাসন হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি কলা যার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়। সর্বোপরি বলা যায়, প্রশাসন হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌথ কার্যাবলি ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করার একটি কৌশল বা প্রক্রিয়া। বিশিষ্ট মনীষী লুথার গুলিক প্রশাসনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত POSDCORB সূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলির বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে।

উদ্দীপকের মি. AT সমাজকর্ম ক্লাসে শিক্ষার্থীদের Yellow Program-এর কথা বলেন। Yellow Program ছিল এমন একটি কৌশল যা উপরে বর্ণিত প্রশাসনের সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে Yellow Program-এর বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের সমাজকর্ম প্রশাসনকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় হলো সমাজকর্ম প্রশাসন। লুথার গুলিকের সূত্রটির উপাদান কার্যাবলি হিসেবে এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে স্বয়ং সেবাদান প্রক্রিয়ায় যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সমাজকর্ম প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়। মনীষী লুথার গুলিক তার বিখ্যাত POSDCORB সূত্রের বিস্তৃতির মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যাবলিকে উপস্থাপন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলির এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে P হলো Planning বা পরিকল্পনা; O হলো Organization বা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা; S হলো Staffing বা কর্মী নিয়োগ; D হলো Direction বা পরিচালনা; Co হলো Coordination বা সমন্বয় সাধন; R হলো Reporting বা কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা; এবং B হলো Budgeting বা বাজেট প্রণয়ন। এসব কৌশলগত উপাদানের সমন্বয়ে সামাজিক এজেন্সির প্রশাসন পরিচালিত হয়।

সমাজসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন গণতান্ত্রিক উপায়ে যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, কর্মচারীদের নির্দেশনা দান, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধানের মাধ্যমে পরিকল্পনা মোতাবেক যাবতীয় কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করে। একটি প্রতিষ্ঠান আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম হলেও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কারণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সহজে উপনীত হতে পারে। সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজসেবা কার্যাবলির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের শক্তি, গতি ও দক্ষতা সরবরাহ করে। এভাবে সেবাদানে প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্ম প্রশাসনের POSDCORB সূত্রকেন্দ্রিক উপাদানগুলো প্রশাসনের কার্যাবলির বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সেবাদানে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২০ নাদিম হায়দার একজন পেশাদার সমাজকর্মী। সে একটি পেশাগত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। তার কাছে একজন সাহায্যার্থী সমস্যা নিয়ে আসে সাহায্যের জন্য। নাদিম দেখতে পায় সাহায্যার্থীর সমস্যা একক ও ব্যক্তিগত। এজন্য নাদিম সাহায্যার্থীর সমস্যার ধরন অনুযায়ী সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে সাহায্য করে।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো বিদ্যমান রয়েছে।' কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে নাদিমের অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি।

খ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের স্বীকৃত পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো একটি বিজ্ঞানসম্মত কৌশল বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যাতে ব্যক্তি তার সুপ্ত ক্ষমতার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে ওঠে। ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো বিদ্যমান রয়েছে— কথাটি যথার্থ।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি। এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা এবং সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পাঁচটি উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই পাঁচটি উপাদান হলো— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি। এই পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে সমাজকর্মী তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাদিম পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানে সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীর আগমন ঘটে। সাহায্যার্থীর একক ও ব্যক্তিগত সমস্যার ধরন অনুযায়ী সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাহায্য করেন। নাদিমের কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি সমাজকর্মের পাঁচটি উপাদানই ফুটে উঠেছে। সাহায্যার্থী ব্যক্তির সমস্যা এবং তা সমাধানে নাদিমের পেশাদার সংগঠনে আসা সেই সাথে সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে নাদিমের মতো সমাজকর্মীর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলোর বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো বিদ্যমান কথাটির যথার্থতা রয়েছে।

ঘ ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে নাদিম পেশাদার সমাজকর্মীর অবস্থানে আছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি। এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা এবং সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পাঁচটি উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই পাঁচটি উপাদান হলো— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি। এই পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে সমাজকর্মী তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকের নাদিম মূলত পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। মূলত সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি যিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সক্ষম তিনিই পেশাদার প্রতিনিধি। ব্যক্তি সমাজকর্মে তার মাধ্যমেই যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন। পেশাদার প্রতিনিধিকে অবশ্যই সমদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে, সেই সাথে তাদের সাহায্যার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে উদ্দীপকের নাদিম একজন পেশাদার প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▶২১ উচিতপুর গ্রামে দিনের দিন যৌতুক ও নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের জনগণ একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ করেন। আর এসব পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের এই সংগঠনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সমষ্টি সমাজকর্ম কী? ১

খ. সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পদ্ধতিটির নীতিমালা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্ম পদ্ধতিটির প্রয়োগক্ষেত্রগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি সমাজকর্ম বলতে এমন এক পদ্ধতিকে বোঝায় যা সমষ্টির জনগণের সমস্যা দূর করে এবং তাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিস্থিতিতে উন্নীত করে।

খ সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করে।

সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবামূলক কর্মসূচির মান ও কার্যকারিতা উন্নয়নে সাহায্য করে। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর যথার্থতা নিরূপণের মানদণ্ড হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। বিজ্ঞানসম্মত পেশাদার সমাজকর্মের উন্নয়নে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধকল্পে সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়, যার নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

সমষ্টি সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি। সাধারণত সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে সমষ্টি সমাজকর্মের নীতিমালা গড়ে উঠেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি, অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক প্রয়োজন নীতি, পরিবর্তনশীল সাংগঠনিক কাঠামোদান নীতি, সমান সুযোগের নীতি, সমন্বয় ও যোগাযোগ নীতি, সকলের অংশগ্রহণের নীতি, সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি প্রভৃতি নীতিমালার ওপর সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এসব নীতির ওপর ভিত্তি করে সমাজকর্ম সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধকল্পে উচিতপুর গ্রামের জনগণ একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যেখানে সমাজকর্মীদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত সমস্যাটি সমষ্টির। তাই এক্ষেত্রে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির নীতিমালা অনুসরণ করে সমাধান আনা সম্ভব। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণ নিজেরাই তাদের উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেটি উচিতপুর গ্রামের জনগণের উদ্যোগে দেখা যায়। পরিবর্তনশীল সাংগঠনিক কাঠামোদান নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমষ্টি সমাজকর্ম সহজ ও নমনীয় হয়। আর সমান সুযোগ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সমন্বয় ও যোগাযোগ নীতির মাধ্যমে যথাক্রমে কার্যকর সংগঠনের সাথে সমন্বয় এবং বাস্তবমুখী যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। উন্নয়ন ও সেবামূলক তৎপরতার জন্য অংশগ্রহণ নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়ন সাধন নিশ্চিত হয়। উদ্দীপকের নারীকল্যাণের জন্য উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে মূলত সমাজকর্মের সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির সমষ্টি উন্নয়নকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়।

সমষ্টি উন্নয়ন অনুন্নত, অসংগঠিত এবং উন্নয়নশীল সমষ্টিতে কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টাই সমষ্টি উন্নয়ন। এটি এমন একটি যৌথ প্রচেষ্টা যা সমষ্টির জনগণের নিজেদের সহায়তা ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকার বা স্বেচ্ছামূলক সংস্থা প্রদত্ত কারিগরি সহায়তায় সমষ্টির উন্নয়ন সাধন করে। সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে সমষ্টির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উচিতপুর গ্রামের যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধকল্পে জনগণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জনগণের সমন্বয়ে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এরকম নারীকল্যাণের জন্য সমষ্টি সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমষ্টির অবহেলিত, দুস্থ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি এক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। সমষ্টির সদস্যদের সংগঠিত করা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সমষ্টির স্বাস্থ্য, বিনোদন, ভৌতকাঠামো, উন্নয়নমূলক কাজে সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্মের প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ এবং নারীদের সার্বিক কল্যাণে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টির সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগ সুফল এনে দিতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২২ রাফি মাদকাসক্ত বন্ধুদের সাথে মিশে ধীরে ধীরে নিজেও মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তার পরিবার বিষয়টি খোঁজ পেয়ে তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে সেবা দিতে নিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠান রাফিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। এতে তার পরিবার প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. সমাজকর্ম পদ্ধতি কী? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পেশার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩

ঘ. রাফির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া কেমন ছিল? বর্ণনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে পেশাগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকর্মীগণ যেসব কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করেন তাই সমাজকর্ম পদ্ধতি।

খ ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ৫টি। এগুলো হলো—ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি। সমস্যা ব্যক্তি সমাজকর্মের দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সমস্যা ব্যক্তিকে সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করে। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাদার প্রতিনিধি হলেন সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পেশাটি হলো সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও তাদের উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

উদ্দীপকে মাদকাসক্ত রাফিকে একটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করে সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সে সুস্থ জীবনে ফিরে আসে। রাফিকে সমাজকর্ম পেশার আওতায় সহায়তা প্রদান করা হয়। কারণ সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেবা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা বাস্তবমুখী সমাধানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের পদ্ধতিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি। মৌলিক পদ্ধতি আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা- ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম। ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়। আর দল সমাজকর্ম পদ্ধতি দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা- সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি সদস্যদের সমস্যা সমাধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনই এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোকে বাস্তবে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ এ লক্ষ্যার্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে তাকে সাহায্যকারী পদ্ধতি বলে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলো তিন প্রকার। যথা- সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কার্যক্রম। উল্লিখিত এ সকল পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজকর্ম পেশা তার সেবাকর্ম পরিচালনা করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাফির মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানে মূলত ব্যক্তি সমাজকর্মের সংশোধনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যা বৈজ্ঞানিক ও যথার্থ ছিল।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত কোনো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যা বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সমস্যার প্রকৃতি, সাহায্যার্থীর প্রত্যাশা, সম্পদ, সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা ও সমাজকর্মীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান ব্যবস্থাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে তার আচরণের পরিবর্তনের পরোক্ষ বা সংশোধনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

উদ্দীপকের রাফি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এ থেকে প্রতিকার পেতে তার পরিবার একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা নেন। তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাকে সুস্থ করে তোলে। এক্ষেত্রে তার সমাধান প্রক্রিয়ায় পরোক্ষ বা সংশোধনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। যার মধ্যে সমস্যার প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান, বিবেকবোধ জাগ্রতকরণ, র‍্যাপো স্থাপনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন হওয়া, গোপনীয়তা রক্ষা, উপদেশ, তত্ত্বাবধান প্রভৃতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। রাফিকে সুস্থ করার জন্যও উক্ত প্রক্রিয়াগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রাফির মতো মাদকাসক্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সংশোধনমূলক পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব জামিল সাহেব একজন ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। বেশ স্বচ্ছলভাবে তিনি জীবনযাপন করেন। কিন্তু একটা সময় তিনি লোভে পড়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি তিনি মাদকাসক্তও হয়ে পড়েন। নিজের অপকর্মের কথা লুকাতে পরিবারে মিথ্যা বলা শুরু করেন। ফলে এভাবে চলতে চলতে তিনি এক সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থার উত্তরণে তার পরিবার তাকে নিয়ে একজন সমাজকর্মীর দ্বারস্থ হন।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ৮]

https://teachingbd24.com

ক. সমাজকর্মের পদ্ধতি কয়টি? ১
খ. সমষ্টি উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য উক্ত পদ্ধতির সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ অপরিহার্য- মাতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রধানত দুইটি— মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি।

খ সমষ্টি উন্নয়ন বলতে সমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টাকে বোঝায়।
সাধারণভাবে সমষ্টি উন্নয়ন হলো একটি সমষ্টিকে বেছে নেওয়া এবং সেই সমষ্টির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। অন্যভাবে বলা যায়, স্বল্প উন্নত বা অনুন্নত দেশের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হলো সমষ্টি উন্নয়ন। সমাজকর্মের এই পদ্ধতিটি সমষ্টির উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর।

গ উদ্দীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।
ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে (Problemetic Person) নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে সহায়তা করা হয়, যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং তাকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।
উদ্দীপকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যায়, জামিল সাহেব একজন ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। স্বচ্ছল জীবনযাপন করার পরও একসময় তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া পরিবারের কাছে মিথ্যা কথা বলা এবং তথ্য গোপন করতে শুরু করেন; যা তাকে একসময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য তাকে একজন সমাজকর্মীর কাছে আনা হয়। এক্ষেত্রে তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যবহার করে জামিল সাহেবকে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীর সঠিক নির্দেশনা, সহায়তা ও মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে সাহায্যার্থীকে এ ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়। এর ফলে সে সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জামিল সাহেবের সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি করা যেতে পারে।

ঘ জামিল সাহেবের সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা অপরিহার্য।
ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সার্বিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে সমাজকর্মীর কাজের নির্দেশিকা। এক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি ব্যক্তি সমাজকর্মের সমগ্র প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা হয় যেগুলো সাধারণ নীতিমালা হিসেবে পরিচিত। উদ্দীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার কার্যকর সমাধানে এই সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ অপরিহার্য।
জামিল সাহেবের মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী গ্রহণ নীতির প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী যদি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ না করে তবে তার প্রতি সাহায্যার্থীর বিরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান বাধাগ্রস্ত হবে। এছাড়া সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সমাজকর্মীকে আরও কিছু নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ব্যক্তি সমাজকর্মে যোগাযোগ নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমাধান প্রক্রিয়া গ্রহণে সাহায্য করে। আবার অংশগ্রহণ নীতি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে যা সমস্যা সমাধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির মাধ্যমে সমাজকর্মীর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সাহায্যার্থী নিজেই তার ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি গোপন রাখাও ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম একটি নীতি। এছাড়া আবেগ, হিংসা, পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে আত্মসচেতনতার নীতি তাকে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি, মাদক, পরিবারের কাছে মিথ্যা বলা ও তথ্য গোপনসহ সমস্যায় বিপর্যস্ত জামিল সাহেবকে স্বাভাবিক করে তুলতে সবগুলো নীতিরই প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সুমন একজন সমাজকর্মী হিসেবে রূপপুর গ্রামে কাজ করছেন। তার কাজের মূল লক্ষ্য হলো রূপপুরবাসীর আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। এজন্য সুমন স্থানীয় সমাজকর্ম সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক গবেণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার পরিধি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকায় সুমন সমাজকর্মের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. Experiment কী? ১
খ. গবেষণা সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে সমস্যা সমাধানে সুমনের প্রয়োগকৃত পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ দিকগুলো তুলে ধর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Experiment মানে পরীক্ষা চালানো।

খ গবেষণা একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।
গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Research. এখানে দুটি শব্দ Re অর্থ 'পুনরায়' এবং Search অর্থ 'অনুসন্ধান' এর সংযুক্তির ফলে উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বারবার অনুসন্ধানই হলো গবেষণা। সাধারণভাবে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলে।

গ উদ্দীপকে সমস্যা সমাধানে সুমনের প্রয়োগকৃত পদ্ধতিসমূহ হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম।
ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের পাশাপাশি তাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। সমাজকর্ম গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। সমষ্টি সমাজকর্ম সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন এ দুভাগে বিভক্ত। সমষ্টি সদস্যদের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উদ্দীপকে সমাজকর্মী সুমন রূপপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সমাজকর্ম সংগঠনের গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্য হতে সে জানতে পারে, ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি ভেদে সমস্যার পার্থক্য দেখা যায়।
তাই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এ কারণে যে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি যেমন পরস্পর সম্পর্কিত তেমন এ পদ্ধতিগুলোও একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম, দলের সমস্যা সমাধানের জন্য দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি জনগণের সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মাঝে এ ধরনের বিভক্তি মোটেও সম্ভব নয়। কারণ সমাজকর্ম তার মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কেননা ব্যক্তি নিজেই দল ও সমষ্টির একক হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ সমাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই মৌলিক পদ্ধতিগুলো আবর্তিত। ব্যক্তি কখনোই সমাজে একা বসবাস করতে পারে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ পরিবারসহ কোনো না কোনো দলের সদস্য। কাজেই ব্যক্তি যদি সমস্যাগ্রস্ত হয়ে নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, তবে তা দল ও সমষ্টিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই ব্যক্তির সমস্যা মোকাবিলা করে স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের সাথে দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজকর্মের আবশ্যকতা রয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী সুমন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করেন। সমস্যার কার্যকরি সমাধানে এ পদ্ধতিগুলো একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ একটি বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায় 'Youth Power' নামের একটি এনজিও বিশ্বব্যাপী উন্নত সমাজ ও অনুন্নত স্থবির সমাজে কল্যাণমূলক কাজ করছে। এনজিও উন্নত সমাজ ও অনুন্নত সমাজে দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে। উন্নত সমাজে গৃহীত প্রক্রিয়াটি সাধারণত বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনুন্নত সমাজে গৃহীত প্রক্রিয়াটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা হয়। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সমষ্টি বলতে কী বোঝ? ১

খ. সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উন্নত সমাজ ও অনুন্নত সমাজে কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বসবাসকারী জনগণকে বোঝায় যাদের কতকগুলো সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে।

খ সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক এবং তিনটি সহায়ক পদ্ধতি রয়েছে।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যেসব পদ্ধতি বাস্তবে সরাসরি প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি। মৌলিক পদ্ধতি তিনটি হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে বাস্তবক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ এবং লক্ষ্যার্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে। সেগুলো সহায়ক পদ্ধতি। সহায়ক পদ্ধতি তিনটি হলো সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম।

গ উদ্দীপকে উন্নত সমাজে সমষ্টি সংগঠন এবং অনুন্নত সমাজে সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।

সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টিকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি মূলত উন্নত দেশসমূহের সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা সমাধানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক জীবন মান উন্নয়নে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি হলো সমষ্টি উন্নয়ন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকের 'Youth Power' এনজিওটি বিশ্বব্যাপী উন্নত ও অনুন্নত স্থবির সমাজে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করছে। এক্ষেত্রে এনজিওটি উন্নত সমাজের কল্যাণের জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কারণ সমষ্টি সংগঠন উন্নত এলাকার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষে কাজ করে। আর অনুন্নত সমাজের উন্নয়নের জন্য এনজিওটির ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন। এ পদ্ধতি অনুন্নত এলাকার জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা চালায়।

ঘ সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

সমষ্টি সংগঠন উন্নত ও সুসংগঠিত সমাজে প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টি উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অসংগঠিত সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিতে জনগণের চাহিদা ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয়। অপরপক্ষে সমষ্টি উন্নয়ন একটি পরিবর্তনমুখী পদ্ধতি। এতে সমষ্টির স্থানীয় উদ্যোগে সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চাহিদা পূরণ ও পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। সমষ্টি সংগঠনে জনগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এতে সরকারের অংশগ্রহণ তেমন নেই। কিন্তু সমষ্টি উন্নয়নে জনগণ ও সরকারের যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সমষ্টি সংগঠনে জনগণের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। অন্যদিকে, সমষ্টি উন্নয়নে সমষ্টির নিজস্ব সম্পদের সাথে সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সংযুক্ত থাকে। সমষ্টি সংগঠনে সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার প্রদান করে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। আর সমষ্টি উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর এখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিটি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা। আর সমষ্টি উন্নয়ন বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়। সমষ্টি সংগঠনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন, সাধারণ লক্ষ্য অর্জন ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এ তিনটি প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। অন্যদিকে সমষ্টি উন্নয়নে বাহ্যিক প্রতিনিধি, বহুমুখী ও আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টির উন্নয়নের মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ই সমষ্টির কল্যাণে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সমাজসেবী মিনারা বেগম তার একমাত্র ছেলের অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় সমাজকর্মী হ্যাপী তার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করে। মিনারা বেগমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হ্যাপী নানা কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. র‍্যাপো কী? ১

খ. হেলেন পার্লম্যানের ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা লেখ। ২

গ. মিনারা বেগমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হ্যাপী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উপাদান জড়িত? - মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে যে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তাই র‍্যাপো।

খ হেলেন হ্যারিস পার্লম্যান পেশাগত সমাজকর্মের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞায় তিনি বলেন, "ব্যক্তি সমাজকর্ম হচ্ছে কতিপয় মানব কল্যাণমূলক সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন সংক্রান্ত সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সহায়তা করা হয়।"

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিনারা বেগম সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সমাজকর্মী হ্যাপী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

সাধারণত সেবাপ্রার্থীকে সার্বিক অবস্থা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি যাতে কার্যকরভাবে তার সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়, সেজন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং জোরদারে সচেষ্ট হয়। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যাতে তার স্বীয় ক্ষমতা এবং প্রতিভার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তি সমাজকর্মীরা।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা হয়। ব্যক্তি যাতে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে পারে ব্যক্তি সমাজকর্ম তার ব্যবস্থা করে। ব্যক্তি যখন তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, তখনই সে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ব্যক্তির পরিচয়, মর্যাদা, সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার নির্ধারিত ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের মিনারা বেগম ছেলের অকাল মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দিশেহারা মিনারাকে সমাজকর্মী হ্যাপী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন। এভাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

ঘ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উপাদান জড়িত বলে আমি মনে করি।

ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রথম উপাদান হলো ব্যক্তি এবং ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। পেশাদার সমাজকর্মীর কাছে তিনি সেবাপ্রার্থী হয়ে আসেন। সেই সাথে যেসব আর্থ-সামাজিক মনোদৈহিক অবস্থা ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেগুলোকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সমস্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সাহায্য প্রক্রিয়ায় যে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা হয়, তাকেই স্থান বা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকেই বোঝানো হয়। পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্মীরা বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন। সর্বোপরি ব্যক্তি সমাজকর্মের সাহায্যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ব্যক্তি সমাজকর্মে সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক কার্যপ্রণালীকে প্রক্রিয়া বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কতগুলো স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এসব স্তরগুলো অনুসরণ করে ব্যক্তি সমাজকর্ম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী বলা যায়, সমাজকর্মী হ্যাপী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেবাপ্রার্থী মিনারা বেগমকে সুস্থ করে তুলেছে। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি কতগুলো অপরিহার্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। Helen Harris Perlman সাধারণত পাঁচটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন, যেগুলোকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আবর্তিত হয়।

উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়, এগুলোর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়িত বা পরিচালিত হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ২৭

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি কে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির নাম বসিয়ে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাপগুলো উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি ৩টি।

খ ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি নিজ ক্ষমতাবলে সমস্যা সমাধানে অক্ষম।

ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ফয়সাল সাহেব একজন সমাজকর্মী। সমাজকর্মের মূল্যবোধ, নীতি ও দর্শন যথাযথভাবে অনুসরণ করেন তিনি। সাহায্যার্থীদের সাথে আস্থা, বিশ্বাস ও পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে তার সক্ষমতা প্রশংসনীয়। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দল কী? ১

খ. উপযোজন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ফয়সাল সাহেবের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যক্তি সমাজকর্মে উদ্দীপকের ফয়সাল সাহেবের 'পেশাগত সম্পর্ক' স্থাপনের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একাধিক লোক যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে তখন তাকে দল বলে।

খ উপযোজন বলতে সাধারণত সমাজে সুস্থভাবে সামঞ্জস্য বিধানকে বোঝায়।

যেসব আচরণ বা কার্যাবলি দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশ বা দলের সাথে নিজেকে সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেসব আচরণ বা কার্যাবলির সমষ্টিই হলো উপযোজন। যৌক্তিক আচরণ, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, সমঝোতা, মধ্যস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তি বা দলের সদস্যদের উপযোজনে সমাজকর্মী সহায়তা করেন।

গ উদ্দীপকে ফয়সাল সাহেব সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন।

সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে পেশাগত সম্পর্ক বা র‍্যাপো বলে। এখানে সমাজকর্মী একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তার আচরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর সম্পর্কের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বন্ধুসুলভ আচরণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এটি সাহায্যার্থী সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানে সমাজকর্মীকে বিশেষভাবে সহয়তা করে। ফলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অধিক উপযোগী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের ফয়সাল সাহেব একজন সমাজকর্মী। সমস্যা সমাধানে তিনি সাহায্যার্থীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থী ও ফয়সাল সাহেব উভয়কেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। কতগুলো মানবীয় গুণাবলি বা উপাদানের ওপর নির্ভর করে র‍্যাপো প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব গুণাবলির মধ্যে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মনোভাব, প্রত্যাশা, প্রেষণা প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। এ উপাদানগুলোর বহিঃপ্রকাশ মূলত উভয়ের আচরণে ঘটে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমাজকর্মীর জ্ঞান, বুদ্ধি ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলি সাহায্যার্থীকে প্রভাবিত করে। ফলে সাহায্যার্থীর

https://teachingbd24.com

আচরণের ভালো দিকগুলো উৎসাহিত এবং খারাপ দিকগুলো সংশোধিত হয়। তাই বলা যায়, ফয়সাল সাহেবের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়াটি হলো র‍্যাপো।

ঘ ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমসাধানের জন্য ফয়সাল সাহেবের পেশাগত সম্পর্ক বা র‍্যাপো স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্কের ওপর ব্যক্তি সমাজকর্মীর সেবাদানের কার্যকারিতা নির্ভর করে। র‍্যাপো ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ ও গতিশীল করে তোলে। এ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর সমস্যার সার্বিক ও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। এমন অনেক গোপনীয় ও ব্যক্তিগত তথ্য থাকে, যা সাহায্যার্থী সহজে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু র‍্যাপো স্থাপনের ফলে সমাজকর্মীর পক্ষে এ ধরনের তথ্য জানা সম্ভব হয়। যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচিত হয়। মূলত র‍্যাপো শুধু সাহায্যার্থীর তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের সাথে জড়িত বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী ফয়সাল সমাজকর্মের মূল্যবোধ, নীতি ও দর্শন যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। তিনি সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পেশাগত স্থাপন করেন। এর ফলে তিনি সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। যা সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি কৌশল যার ওপর পুরো প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯

[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ১

খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির নাম বসিয়ে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাপগুলোই উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি; যথা— সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম।

খ পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রিপন এবার একাদশ শ্রেণিতে। সম্প্রতি রিপনের বাবা রিপনের আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলেন। ইদানীং রিপন অনেক রাত করে ঘুমায়, অনেক দেরিতে ওঠে, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না, লেখাপড়াতে মনোযোগ নেই। একদিন রিপনের বালিশের নিচে একটি বস্তু দেখতে পেয়ে রিপনের বাবা ছেলেকে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দিলেন। প্রতিষ্ঠানের লাবনীর সেবা-যত্নে রিপন এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সবচেয়ে স্থায়ী দল কোনটি? ১

খ. পরিবারকে প্রাথমিক দল বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে লাবনী রিপনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনতে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে লাবনীর অবলম্বনকৃত পদ্ধতিটি আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সবচেয়ে স্থায়ী দল হলো পরিবার।

খ পরিবার হলো প্রাথমিক দলের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দল বলতে সেই দলকে বোঝায়, যে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের মাঝেই বিদ্যমান তাই পরিবারকে প্রাথমিক দল বলা হয়। এছাড়াও এ দলের আরও রয়েছে প্রতিবেশী, খেলার সাথি, বন্ধু, ক্লাব ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের লাবনী রিপনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো এমন একটি মৌলিক পদ্ধতি যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা, দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে। এর মূল উপাদান হলো ব্যক্তি, যাকে কেন্দ্র করে মূলত ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থী হতে পারে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত। এছাড়া কোনো ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি কিংবা সমাজকর্মীর সাহায্য দরকার হয় এমন কোনো ব্যক্তিকেও এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা ও দক্ষতার বিস্তার ঘটায়। একই সাথে নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়তা করে। ফলে সে নিজের সমস্যার কার্যকর মোকাবিলা করে এবং সুষ্ঠুভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের রিপনের আচার-আচরণ পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার বাবা জানতে পারেন যে ছেলে মাদকাসক্ত। পরবর্তীতে তিনি ছেলেকে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করেন। সেখানকার সমাজকর্মী লাবনীর সহায়তায় তার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

ঘ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল সারাবিশ্বে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা হয়। উন্নত বিশ্বে সমাজসেবা খাতে নিয়োজিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক সেবায় নিয়োজিত এজেন্সিগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া যে সমস্ত বিশেষায়িত শাখায় ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ হয় তার মাঝে আছে— চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, স্কুল সমাজকর্ম, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম, মিলিটারি সমাজকর্ম প্রভৃতি। উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি মাত্র ক্ষেত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র রিপনের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী লাবনী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। রিপনের মতো কিশোরদের সাথে কাজ করা ছাড়াও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো যায়। জনসংখ্যাস্ফীতি সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া শিশুদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। দেশে বিদ্যমান বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ এবং স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতেও ব্যক্তি সমাজকর্ম উপযোগী। সেই সাথে মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সহযোগিতায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি মনোচিকিৎসা সমাজকর্মীগণ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি অবলম্বন করে রিপনকে সুস্থ করে তুলেছেন। তবে আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সঠিক প্রয়োগ সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩১ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী বিধবা ভাতা প্রাপ্ত মহিলাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এ রিপোর্টে তারা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্য উপস্থাপন, বিধবাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশ করেছে। এ কাজটি করতে গিয়ে তারা কতিপয় পর্যায় অতিক্রম করেছে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৯]

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মে উপাদান হিসেবে স্থান কয় প্রকার? ১

খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি তোমার পঠিত সমাজকর্মের কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উক্ত রিপোর্টটি তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট কতিপয় ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে— উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মের ৫টি উপাদানের মধ্যে স্থান ৫ প্রকার।

খ পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পেশাদার প্রতিনিধি হলেন সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণাকে নির্দেশ করছে।

যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার স্বরূপ, কারণ, প্রভাব, সমস্যা থেকে প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে সামাজিক গবেষণা বলে। সমাজকর্ম গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। উদ্দীপকের কাজটিও সমাজকর্ম গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী বিধবা ভাতা প্রাপ্ত মহিলাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্ট তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি তথ্য উপস্থাপন, বিধবাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য স্থান পায়। শিক্ষার্থীদের এ সকল কাজ উপরে বর্ণিত সমাজকর্ম গবেষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকের রিপোর্টটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণাকে নির্দেশ করে।

ঘ উক্ত রিপোর্টটি তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকগুলো ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট তৈরি করার জন্য অনুসৃত ধাপের মধ্যে রয়েছে সমস্যা নির্বাচন অর্থাৎ কোন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কাজ হবে তা নির্বাচন করা। যেমন— প্রথমত বিধবা ভাতা প্রাপ্ত মহিলাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন সে বিষয়ের উপর গবেষণা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকা, বই, প্রতিবেদনের সহায়তা নেওয়া হয়। তৃতীয়ত বিষয়টি সম্পর্কে একটি অনুকল্প তৈরি করা অর্থাৎ, গবেষণার ফলাফল কী হতে পারে তা অনুমান করা হয়। এ পর্যায়ে গবেষণার নকশা প্রণয়ন করতে হয়। সেই সাথে কত সময় নিয়ে গবেষণা করতে হবে সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণে কাজ করা হয়। তথ্য মূল্যায়নের সাথে অনুকল্পের সম্পর্ক নির্ণয় করে গবেষণা কাজের সাথে সংশ্লিষ্টরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যদি গবেষণাটি ইতিবাচক হয় তাহলে গবেষক দল ফলাফল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিবেদন আকারে তা প্রকাশ করেন।

উদ্দীপকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপরোল্লিখিত ধাপ অতিক্রম করে বিধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে তাদেরকেও উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হলে গবেষণা ফলপ্রসূ হবে না।

প্রশ্ন ▶৩২ নবাবগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দ্রুত শিল্প-কলকারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ এলাকা প্রায় আশি ভাগ মানুষ চাকরিজীবী এবং পঁচানব্বই ভাগ মানুষই শিক্ষিত। অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এখানকার যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৮]

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১

খ. সামাজিক কার্যক্রম বতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপজেলাসমূহে কোনটিতে কোন সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য এবং কেন? ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্র উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান পাঁচটি।

খ সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। সমাজব্যবস্থায় যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা বিরাজ করে তা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সামাজিক কার্যক্রম। এ পদ্ধতি সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে। সেই সাথে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য সামাজিক নীতি, আইন ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নবাবগঞ্জ উপজেলায় সমষ্টি সংগঠন এবং সেনপাড়া উপজেলায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নবাবগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় খুব দ্রুত এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এর সাথে সাথে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসার লাভ করেছে। নবাবগঞ্জ যেহেতু একটি উন্নত এলাকা এবং এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের উন্নয়নে কাজ করছে। তাই এ উপজেলার উন্নয়নের ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। কারণ সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টি কেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণ চাহিদা ও সমষ্টি সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে।

অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই এ উপজেলার ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি অধিক উপযোগী। কারণ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সেনপাড়া উপজেলাটি অনুন্নত বিধায় সেখানে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সমষ্টি সমাজকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সংগঠিত সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োগ করা হয়। আর সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থবির কৃষি সমাজের সমষ্টিতে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নবাবগঞ্জ উপজেলার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় শিল্প-কারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত ও চাকরিজীবী। এ ধরনের স্থানগুলোতে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের কার্যকর পদ্ধতি সমষ্টি সংগঠন। বাংলাদেশের

https://teachingbd24.com

শহরের জনসমষ্টির সমস্যা সমাধানে সংগঠিতকরণ, সহযোগিতার মনোভাব ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির আলোকে আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিনোদন, পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিবেশের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। আর সেনপাড়া দুর্গম পাহাড়ি এলাকার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়ন এ নির্ভরতা হ্রাসকল্পে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদ্দীপকের সেনপাড়ার মতো বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও মানবসম্পদ সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, সমবায় উন্নয়ন ও আত্মসাহায্য কর্মসূচি পরিচালনায় সমষ্টি উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি দুটির কার্যকর প্রয়োগ শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয়ের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ কালু খাঁ গ্রাম থেকে শহরে এসে অন্য কোনো কাজ না পেয়ে রিকশা চালায়। সে শহরে যে বস্তিতে বসবাস করে সেখানে প্রতিনিয়ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়। এগুলো প্রত্যক্ষ করতে করতে একদিন সেও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। একদিন কালু ছিনতাই করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তিন মাস জেলে থাকার পর সে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও জেলে থাকার বিষয়টি স্ত্রী এবং গ্রামের সবাই জেনে যাওয়ায় সে লজ্জায় গ্রামে ফিরে যেতে পারে না। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়। *[জ. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সমাজকর্ম পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. সমাজকর্ম পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের কালু খাঁ কে সাহায্য করার জন্য সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কালু খাঁর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি কি গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম পদ্ধতি দুইটি।

খ সমাজকর্ম পদ্ধতি (Social Work Method) বলতে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে অনুশীলনের বাহনকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা (Helping Profession)। পেশাদার সমাজকর্মে যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও নীতিমালা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়, সেসব সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম পদ্ধতি।

গ উদ্দীপকের কালু খাঁকে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। মূলত এ পদ্ধতির লক্ষ্য নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে ওঠে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা কোনো ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন করার ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার বা সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিজীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকে হস্তক্ষেপ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত কালু খাঁ ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিন মাস জেলে থাকে। জেল থেকে বের হয়ে সে সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার অপরাধের কথা স্ত্রী এবং গ্রামের সবাই জেনে যাওয়ায় লজ্জায় সে গ্রামে যেতে পারে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় কালু খাঁর সমস্যার সমাধান করবেন। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়।

ঘ কালু খাঁর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত কোনো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনের চেষ্টা চালানো হয়। একই সাথে সমষ্টি সম্পদের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

উদ্দীপকের কালু খাঁ বস্তিতে বসবাস করার সময় বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম দেখতে দেখতে সেও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সে তিন মাস জেলে কাটায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে সুস্থ জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু লজ্জার কারণে সে গ্রামে তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায় না। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সে সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়। সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্থ কালু খাঁর সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। সমাজকর্মী তার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করে তুলবেন। তাকে অপরাধজগতের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে জানাবেন। এর ফলে সে নিজেই তার সমস্যাগুলো উপলব্ধি করতে পারবে। সমাজকর্মী তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলবেন। কারণ কালু খাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে তার পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সহযোগিতা তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কালু খাঁ একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি। তাই তার সমস্যা সমধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ মাহিম একজন সমাজ গবেষক। তিনি বাংলাদেশি নারী নির্যাতন নিয়ে গবেষণা করবেন বলে ঠিক করলেন। তার বন্ধু তাকে বললেন, শুধু গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন করলেই হবে না গবেষণার আরও কতগুলো ধাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে, তা হলেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে। সে আরও বললেন, সমাজজীবনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনেক। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. Social Work Administration গ্রন্থটি কার রচিত? ১

খ. মুখ্য দল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মাহিমের বন্ধুর মতে, গবেষণার ক্ষেত্রে সে কোন ধাপগুলো অনুসরণ করবে? ৩

ঘ. 'সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনেক'— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Social Work Administration' গ্রন্থটি প্রখ্যাত সমাজকর্মী জন সি কিডনে রচনা করেন।

খ মুখ্য দল বলতে মূলত সার্বজনীন দলকে বোঝায়।

মুখ্য দল পৃথিবীর সব সমাজেই লক্ষ করা যায়। সাধারণত প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে তাকে মুখ্য দল বলে। পরিবার হলো মুখ্য দলের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এছাড়াও প্রতিবেশী, খেলার সাথি, বন্ধু, ক্লাব, নাট্যদল ইত্যাদি হলো মুখ্য দলের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাহিমের বন্ধুর মতে গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ, উৎস উদ্ধৃতকরণ প্রভৃতি ধাপ রয়েছে। প্রতিটি ধাপের কার্যকর ভূমিকাই সমাজকর্ম গবেষণাকে সার্থক করে তোলে।

সমাজকর্ম গবেষণায় সমস্যা, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যকে প্রথমে সম্পাদনা বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অতঃপর প্রাপ্ত তথ্যের

Teachingbd24.com

কোডিং, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সারণিবদ্ধ করা হয়। এখানে সংগৃহীত অপরিশোধিত তথ্যকে উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গবেষণা পরিকল্পনার উপযোগী করে তোলা হয়। সমাজকর্ম গবেষণায় তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পর প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়। এ স্তরে সারণিবদ্ধ তথ্যের সাথে অনুকল্পের সম্পর্ক ও বিভিন্ন চলকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এখানে গবেষক পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা অনুমানের সত্যতা যাচাই করেন। এ স্তরে তথ্য বিশ্লেষণ এবং অনুকল্পের সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করার পর সমাজকর্মী গবেষণা বিষয়ে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গবেষণার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। গবেষণার ফলাফল যদি গবেষকের অনুকূলে যায় তবে তিনি তা প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং গবেষণার ফলাফলকে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন। গবেষণা প্রতিবেদনের গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় যেসব তথ্য সহায়ক হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোকে যথার্থভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। এভাবে সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে মাহিমের বন্ধু তাকে উপরে উল্লিখিত গবেষণার ধাপসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে বলে। কারণ কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের ক্ষেত্রে এগুলো সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

ঘ সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার একটি সংস্করণ। সাধারণত সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন, সমস্যাবলির কারণ উদঘাটন ও সমাধান এবং সমাজকর্মের জ্ঞান ও প্রত্যয়সমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়াকে সমাজকর্ম গবেষণা বলা হয়। আধুনিককালে সমাজকর্ম পেশার যথাযথ অনুশীলনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং তা সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত কর্মসূচির যথাযথ মূল্যায়নে সমাজকর্ম গবেষণা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্ম বিষয়ে সুসংহত ও সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদ চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী তার সমস্যার সমাধান বা প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয়। সমাজের গঠন প্রকৃতি, সামাজিক বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে সমাজকর্ম গবেষণা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে সুষ্ঠু সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্ম গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষিতে সমাজসেবা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন, বাস্তব তথ্য সরবরাহ, সমাজকল্যাণ কর্মসূচির মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা দানে সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মীদের বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এর ফলে সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্ম প্রশাসনের কার্যকারিতা এবং সমাজকর্মীদের দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ শিল্পপতি আনোয়ারুল হক তার এলাকার নানা ধরনের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এখানে নিয়োগ দিয়েছে বেশ কিছু সমাজকর্মী। ম্যানেজিং কমিটি গঠনের মাধ্যমে এজেন্সির লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণসহ কল্যাণমূলক যাবতীয়, কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. সামাজিক কার্যক্রমের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩

ঘ. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উক্ত পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে— মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি।

খ সামাজিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

সামাজিক কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। এতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত, সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে। দ্বিতীয়ত, সমাজের বৃহৎ কল্যাণ সাধনের জন্য প্রচলিত ক্ষতিকর নীতির পরিবর্তন এবং নতুন সামাজিক নীতি প্রণয়নে এ পদ্ধতি যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনায় সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম প্রশাসনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সাধারণত সমাজকর্ম প্রশাসন বলতে সমাজসেবা প্রদানকারী কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনের মাধ্যমেই এ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে সংগতি রেখে সমাজকর্ম প্রশাসন বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। এজেন্সির উদ্দেশ্য ও দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিনির্ধারণ সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সমাজকর্ম প্রশাসন। সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি সচেতন থেকে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকর্ম প্রশাসন কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের সফলতা এবং ব্যর্থতার ধারাবাহিক গবেষণা ও মূল্যায়ন সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মৌলিক কাজের মধ্যে অন্যতম। উদ্দীপকেও শিল্পপতি আনোয়ারুল হকের কাজের সাথে সমাজকর্ম প্রশাসনে উল্লিখিত কাজের বর্ণনা রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্ম প্রশাসন সম্পর্কেই ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ঘ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের মূল বাহন হচ্ছে সমাজকর্ম প্রশাসন। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার যথার্থতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন সুচিন্তিত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মচারীদের নির্দেশনা দান এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এতে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম প্রশাসন সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সমাজকর্ম প্রশাসন যৌথ এবং সমবেত কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। কারণ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রতিটি পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজসেবায় নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন সুচিন্তিত উপায়ে যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে। সমাজকর্ম প্রশাসন পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৬ সমাজে "বাল্য বিবাহের কারণ ও প্রভাব" গবেষণা করতে গিয়ে ঈশিতা নিম্নোক্ত ধাপে যেমন সমস্যা বাছাই, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অনুমান গঠন, সাহিত্য পর্যালোচনা, নকশা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, যাচাই, ফলাফল প্রকাশসহ অগ্রসর হতে লাগল। ঈশিতা উপলব্ধি করলেন গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. দল সমাজকর্মের ৩টি উপাদানের নাম লেখ। ১

খ. সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন কেন? ২

গ. ঈশিতার গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্যাবলী আলোচনা কর। ৩

ঘ. ঈশিতার মতো তুমি কীভাবে "এসিড নিক্ষেপের কারণ ও ফলাফল" নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করবে-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দল সমাজকর্মের তিনটি উপাদান হলো সামাজিক দল, দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান ও দল সমাজকর্মী।

খ সামাজিক গবেষণা একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদ চিহ্নিত করা যায়। সে অনুযায়ী সমস্যার সমাধান বা প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয়। সামাজিক গবেষণা ব্যক্তি ও সমাজজীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে। এর ভিত্তিতে সুষ্ঠু সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। কোনো ঘটনা বা সমস্যার প্রকৃতি, কারণ প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথ কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ ঈশিতার গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হলো বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান।

গবেষণার মাধ্যমে যে কোন বিষয় বা সমস্যার কারণ, প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই সংগৃহীত তথ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যাটি আবার আরো নানা সমস্যার জন্ম দেয়। এ কারণে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আর তার জন্য প্রয়োজন বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান।

গবেষণার মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এই তথ্যের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। উদ্দীপকে ঈশিতা বাল্য বিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করে। তার এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যাটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করা। আর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ঘ 'এসিড নিক্ষেপের কারণ ও ফলাফল' নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাকে গবেষণার ধাপগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

গবেষণার জন্য প্রথমেই সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমার গবেষণার সমস্যা হবে এসিড নিক্ষেপের কারণ ও ফলাফল। দ্বিতীয় ধাপে আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন বই পুস্তক, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে হবে। পরবর্তী ধাপে আমাকে অনুকল্প গঠন করতে হবে। এর পরে কখন, কীভাবে, কতজন কর্মী দিয়ে, কত সময়ে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হবে তা গবেষণা নকশায় নির্ধারণ করবো। পরবর্তী ধাপে গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করবো। তথ্য বিশ্লেষণের পরের ধাপে আমি গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। সর্বশেষ ধাপে আমার গবেষণা ফলাফলটিকে প্রতিবেদন আকারে গবেষণা ফলাফলটিকে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করবো। গবেষণা প্রতিবেদনে গবেষণা কার্যে যে সব তথ্য সহায়ক হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোকে যথাথভাবে উল্লেখ করবো।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে যেকোনো গবেষণা কার্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ খুশি বর্ধিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সময়মতো বিয়ে না হওয়ায় এবং পরিবারের বোঝা বহন ও অন্যান্য কারণে তিনি এখন হতাশাগ্রস্ত। সাম্প্রতিক সময়ে তার আচরণে নানা অসংগতি লক্ষ করা যায়। তিনি এ সমস্যা হতে মুক্তি পেতে চান। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সমাজবিজ্ঞানের জনক কে? ১

খ. সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে দুটি সাদৃশ্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসঙ্গতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতি দূরীকরণে সমাজকর্মীর করণীয়সমূহ আলোচনা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ।

খ সমাজকর্মের সাথে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত ও সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা। বিভিন্ন সমস্যার কারণ, উৎস, প্রভাব, উপাদান প্রভৃতি উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের শক্তিশালী প্রভাব। কাজেই সমস্যা বিশ্লেষণে সমাজকর্মীরা মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব আচরণ। সমাজকর্মও মানুষের আচরণ অনুধাবন করে তাদের সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতি মনো-সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণত যে সকল বিষয় মানুষকে তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ করে সেগুলোই মনো-সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এ সব সমস্যার কারণে ব্যক্তির আচরণে নানা ধরনের অসংগতি দেখা দেয়। উদ্দীপকে খুশি বর্ধিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পরিবারের সকল ব্যয়ভার তাকে বহন করতে হয়। অর্থ সংস্থানের চিন্তা তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। এছাড়া তার সময়মতো বিয়ে হচ্ছে না। এ বিষয়টিও তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। এই হতাশাগ্রস্ততার কারণে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে তার আচরণে অসংগতি দেখা দিয়েছে।

সামাজিক যে কোনো সমস্যার পিছনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আবেগ, বুদ্ধি, হতাশা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কিত থাকে। যা ব্যক্তিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। মানুষের এ সকল সমস্যাই মনো-সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, খুশির আচরণগত অসংগতি মনো-সামাজিক সমস্যাকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতি দূরীকরণে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

সমাজকর্ম পেশা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যক্তির বহুমুখী সমস্যার সমাধান করে। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানও সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাই একজন সমাজকর্মী ব্যক্তির আচরণগত অসংগতি দূরীকরণেও কার্যকরী পদক্ষেপ রাখতে পারেন।

উদ্দীপকে খুশি বর্ধিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পরিবারের আর্থিক সমস্যা এবং ব্যক্তিগত জীবনের অনিশ্চয়তা তাকে হতাশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তার এই হতাশাগ্রস্ততা দূর করতে সমাজকর্মী তার পরিবারের সব সদস্যের সাথে কথা বলবেন। পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব খুশির ওপর না চাপিয়ে তারাও যাতে এর সমবণ্টন করেন সে জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেবেন। প্রয়োজনে তাদের জন্য বিভিন্ন আয়মূলক কাজের ব্যবস্থা করবেন। পরিবারের সদস্যরা যদি খুশিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে তাহলে তার ভার অনেকটা কমবে। এ ছাড়া সমাজকর্মী খুশির পরিবারের সদস্যদের তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দেবেন। তার সাথে সময় কাটাতে বলবেন। তাকে বিভিন্ন

https://teachingbd24.com

জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে বলবেন। অবসর সময়ে পরিবারের সবাই মিলে বিনোদনমূলক কাজে জড়িত থাকতে বলবেন। আনন্দমুখর পারিবারিক পরিবেশ খুশির হতাশা দূরীকরণে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে। সমাজকর্মী খুশিকে মানসিক সাহস দেবেন। এ ছাড়া তার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ প্রয়োগ করে সমাজকর্মী খুশির আচরণগত অসংগতি দূর করতে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ হেলেন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বিদ্যালয় যাওয়ার পথে বখাটে কর্তৃক হয়রানির শিকার হত। একথা হেলেন কাকেও বলত না। এক পর্যায় রাস্তাঘাটে বের হওয়ার ভয় তাকে পেয়ে বসে। তার আচরণে নানা সমস্যা দেখা দিলে তাকে নিয়ে তার বাবা "সোফিয়া সমাজসেবা" কর্মসূচিতে আসেন। কয়েকজন সমাজকর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী অজন্তা রানী দে হেলেনের কেসটি গ্রহণ করেন। অজন্তা হেলেনের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠতে না উঠতেই তার সমস্যা নির্ণয়ের প্রতিবেদন তৈরি করে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হেলেনের সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. বিভারিজ কে ছিলেন? ১

খ. 5p কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার ৩টি সাধারণ নীতিমালা আলোচনা কর। ৩

ঘ. অজন্তার প্রতিবেদনে সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠল কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উইলিয়াম বিভারিজ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন অধ্যাপক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

খ ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল ৫টি উপাদানকে সংক্ষেপে 5p বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান প্রসঙ্গে পার্লম্যানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর ৫টি উপাদান পাওয়া যায় যাকে 5p বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের এ ৫টি উপাদান হলো Person, Problem, Place, Professional Representative, Process. ব্যক্তি সমাজকর্মে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ পাঁচটি উপাদান অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা হয় যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো গ্রহণ নীতি। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে কীভাবে গ্রহণ করবে তার ওপর সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে। সাহায্যার্থী যেকোনো স্তর বা শ্রেণিরই হোক না কেন তাকে আন্তরিকতা, আগ্রহ ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া যোগাযোগ বলতে সাধারণত তথ্য বিনিময়কে বোঝায়। যোগাযোগ নীতি একে অপরের ভূমিকা বুঝতে সহায়তা করে যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রত্যেক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করে তাদের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমাধানের উপায় নির্ণয় করে। উদ্দীপকের হেলেন বখাটে ছেলেদের কর্তৃক হয়রানির শিকার হতো। এ কারণে সে ভয়ে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তার আচরণে নানা অসংগতি দেখা দেয়। হেলেনের সমস্যা সমাধানের জন্য তার বাবা তাকে 'সোফিয়া সমাজসেবা' প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। সেখানকার একজন সমাজকর্মী হেলেনকে কেস হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সেবা প্রদান করে। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে কাজ করে।

তাই বলা যায়, হেলেনের সমস্যার সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্মের ৩টি নীতির প্রয়োগ ঘটানো যাবে।

ঘ হেলেনের সাথে র‍্যাপো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই অজন্তা সমস্যা নির্ণয়ের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে। সেজন্য হেলেনের সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে।

ব্যক্তির সমস্যার সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র‍্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক। এটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যকার পেশাগত সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। এখানে সমাজকর্মী একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তার আচরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন হবেন। এছাড়া তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বন্ধুসুলভ আচরণের ক্ষেত্রও তৈরি হয়। র‍্যাপো গঠনের মাধ্যমে সাহায্যার্থী ও তার সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা যায়। এর ফলে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী অজন্তা হেলেনের সমস্যা সমাধানে তাকে কেস হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই তিনি সমস্যা নির্ণয়ের প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদন তৈরির পর তিনি সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে হেলেনের সমস্যার সমাধান না হয়ে তা আরো জটিল হয়ে ওঠে। হেলেনের সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সমাজকর্মী অজন্তার উচিত ছিল সঠিকভাবে র‍্যাপো প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে তিনি হেলেনের সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতেন। হেলেনের সাথে র‍্যাপো প্রতিষ্ঠা তাকে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করত। এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি হেলেনের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করে সঠিক সমাধান দিতে পারতেন।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মী অজন্তার সাথে র‍্যাপো প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই হেলেনের সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ 'ক' নামক একটি ফুটবল ক্লাব পরপর তিনটি খেলায় পরাজিত হওয়ার পর ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য একজন মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করলেন। মনোবিজ্ঞানী খেলোয়াড়দের নিয়ে এক সপ্তাহ কাজ করার পর দেখা গেল ক্লাবটি পরবর্তী খেলায় জয়লাভ করে।

[ফেনী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. সমষ্টি সমাজকর্ম কী? ১

খ. সামাজিক গবেষণা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মনোবিজ্ঞানী দলের উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একটি মাত্র পদ্ধতির প্রয়োগই কি ক্লাবের ভালো হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমষ্টি সমাজকর্ম সামষ্টিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি মৌলিক পদ্ধতি।

খ সামাজিক গবেষণা বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের সত্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাকে বোঝায়।

সামাজিক গবেষণা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে যথার্থ ও সুসংহত করে তোলা হয়। এই পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের মনোবিজ্ঞানী 'ক' দলের উন্নয়নে সমাজকর্মের দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

সমস্যাগ্রস্থ দলকে বিভিন্ন উপায় বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্য করার প্রক্রিয়াকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয়। যখন দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে দল সমাজকর্মী উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে তখন তা দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে দলীয় সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দল সমাজকর্মী কিছু কৌশল অবলম্বন করেন। তার অর্জিত পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও

https://teachingbd24.com

নৈপুণ্যকে কাজে লাগিয়ে দলের সদস্যদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও সার্থক করে তোলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন মনোবিজ্ঞানী 'ক' নামক একটি পরাজিত ফুটবল দলের উন্নয়নের জন্য খেলোয়ারদের নিয়ে এক সপ্তাহ কাজ করেন। ফলশ্রুতিতে দলটি জয়লাভ করে। যখন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নয়নে দলীয় মিথস্ক্রিয়াকে সচেতনভাবে পরিচালিত করে, তখন তা দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার দুটি দিক রয়েছে। যেমন- উন্নয়নমূলক ও প্রতিকারমূলক। উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের কার্যকর ও গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। উদ্দীপকে 'ক' নামক ফুটবল দলটিতে এ কাজটিই করা হয়েছে। দলটির মধ্যে উন্নয়নমূলক দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তাদের সমস্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানী সমাধান করেছেন। ফলে দলটি খেলায় জয়লাভ করেছে। তাই বলা যায়, দল সমাজকর্ম পদ্ধতি উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যার মত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

খ না, একটিমাত্র পদ্ধতির প্রয়োগই ক্লাবের ভালো হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্লাবটির খেলায় ভালো হওয়ার জন্য দলসমাজকর্মের পাশাপাশি ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেত।

দলভুক্ত সদস্যদের সাথে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক তথা পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম দল সমাজকর্ম পদ্ধতি। দলীয় লক্ষ্যার্জনে দলের সদস্যদের আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে উপযুক্ত মিথস্ক্রিয়ার উপযোগী করে তুলতে দল সমাজকর্মী কাজ করে। আর, ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং নিজের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দীপকের 'ক' নামক একটি পরাজিত ফুটবল ক্লাবের খেলোয়ারদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানী দলীয়ভাবে কাজ করেন। তিনি দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করে দলটিকে পরবর্তী খেলায় জয়ী হতে সাহায্য করেন। মনোবিজ্ঞানীর দলভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ পরিচালনা দলটিকে উন্নত করেছে। তবে এ দলের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগও করা যেত। এ পদ্ধতির প্রয়োগ খেলোয়ারদের উপর এককভাবে প্রয়োগ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলতে পারত। কেননা প্রত্যেক খেলোয়ারের সমস্যা আলাদাভাবে নির্ণয় করার পর সমাধানের পথ খোঁজা এক্ষেত্রে জরুরি। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। এতে সমস্যাগ্রস্ত খেলোয়ারের সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধন সম্ভব হতো।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দলটির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকলেও দল এর পাশাপাশি ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ আরো ফলপ্রসূ হতো।

প্রশ্ন ▶৪০ মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ভিজিল্যান্স টিম গঠন করেন। ভিজিল্যান্স টিম কলেজের প্রত্যেক দিনের সার্বিক পরিস্থিতি লিখিত আকারে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট পেশ করে। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণ তথা সমাজের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেন।

[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. Follow up কী? ১

খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ৩

ঘ. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উক্ত পদ্ধতিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে, মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করাই Follow up বা অনুসরণ।

খ পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গবেষণার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

যখন কোনো সামাজিক বিষয় বা ঘটনার উপর গবেষণা চালানো হয় তখন তাকে সামাজিক গবেষণা বলে। এর মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থ তথ্য আহরণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, আচরণ বা সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক গবেষণা একটি সুশৃঙ্খলা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। এছাড়া গবেষণা পদ্ধতিতে গবেষণালব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি সামাজিক গবেষণায় যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ভিজিল্যান্স টিম গঠন করেন। এই টিম কলেজের প্রত্যেক দিনের সার্বিক পরিস্থিতি লিখিত আকারে অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে পেশ করেন। এ তথ্যের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন উদ্দীপকের এসব বৈশিষ্ট্য কাজের ধরন ও প্রকৃতি থেকে বোঝা যায়, এটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক গবেষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মপ্রক্রিয়া। এটি সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করে তোলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়, নির্ণীত সমস্যা সমাধানে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও সমস্যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই সমস্যা মোকাবিলায় সমস্যার বহুবিধ কারণ উদঘাটন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার উৎপত্তি হচ্ছে। তাই সমস্যার কারণ ও সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সামাজিক গবেষণা একটি যথাযথ মাধ্যম। সেই সাথে, বস্তুগত-অবস্তুগত, মানবীয়-অমানবীয়, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্ম লক্ষ্যার্জনে সামাজিক গবেষণা গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এভাবে সামাজিক গবেষণা সমাজকর্ম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে।

উদ্দীপকে মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ভিজিল্যান্স টিম গঠন করেন। এ টিম কলেজের প্রত্যেক দিনের সার্বিক পরিস্থিতি লিখিত আকারে অধ্যক্ষের মহোদয়ের কাছে পেশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণ তথা সমাজের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেন। উদ্দীপকের এসব তথ্য সমাজিক গবেষণাকে নির্দেশ করে। যা সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি কার্যকর পদ্ধতি।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুশীলনে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪১ কামাল পাড়ার ছেলেদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে এক সময় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য পরিবারের সবার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। ঘরের জিনিসপত্র চুরি করতে শুরু করে। কামাল এর পিতা তার সহকর্মীর নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে কামালকে পেশাদার মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখানে একজন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং থেকে কামাল চিকিৎসা নিচ্ছে। সমাজকর্মী কামালকে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করছেন।

[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি উপাদান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কামালের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী মৌলিক পদ্ধতিটির কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কামালের সমস্যার সমাধান দিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি।

খ ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি।

ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। যিনি সমস্যা সমাধানের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষী সমস্যা সমাধানের জন্যে সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকেই নিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ কামালের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social Case Work) পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে (Problemetic Person) নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে সহায়তা করা হয়, যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং তাকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।

উদ্দীপকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যায়, কামাল সঙ্গদোষে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। এ সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য তাকে একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করছেন। তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যবহার করে কামালকে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীর (Client) সঠিক নির্দেশনা, সহায়তা ও মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে সাহায্যার্থীকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে সে সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসারেই কামালের সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।

ঘ উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কামালের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত কার্যপ্রণালিকে বোঝায়। এই নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি অনুসরণের মাধ্যমেই সমস্যার সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব, যা উদ্দীপকের কামালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কামালের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে প্রথমেই তার সমস্যা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যে প্রক্রিয়াকে মনো-সামাজিক অনুধ্যান বলে। এরপর তিনি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কামালকে মানসিকভাবে সাহস ও প্রেরণা দান করবেন। এর ফলে তার মধ্যে সাময়িক স্বস্তি ফিরে আসবে। সমাজকর্মীর পরবর্তী কাজ হবে কামালের সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয় করা। কেননা, এটি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলার উপায় নিরূপণ করা সমাজকর্মীর জন্য সহজ হবে। সমস্যা নির্ণয়ের পর তিনি কামালের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমর্থনমূলক পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। তবে সমস্যা সমাধানের পর গৃহীত ব্যবস্থার সফলতা ও বিফলতা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এর সাথে সমাজকর্মীকে কামালের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ বা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কামালকে উন্নত সেবার জন্য অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থাও নিতে হতে পারে। সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সমাজকর্মী কামালের সমস্যার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটাবেন।

প্রশ্ন ▶৪২ রাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দ্রুত বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ এলাকার প্রায় আশি ভাগ মানুষ চাকরিজীবী এবং পঁচানব্বই ভাগ মানুষই শিক্ষিত। অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল।

[সরদহ সরকারি মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১

খ. "সামাজিক কার্যক্রম" পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উপজেলাসমূহের কোনটিতে কোন সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য এবং কেন? ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্র আলোচনা করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হলো ৫টি।

খ "সামাজিক কার্যক্রম" বলতে পরিকল্পিত ও সংগঠিত উপায়ে সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য সামাজিক নীতি, আইন ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে। সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত অবস্থা বিরাজ করে তা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সামাজিক কার্যক্রম।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজগঞ্জ উপজেলায় সমষ্টি সংগঠন এবং সেনপাড়া উপজেলায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় খুব দ্রুত এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এর সাথে সাথে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসার লাভ করেছে। রাজগঞ্জ যেহেতু একটি উন্নত এলাকা এবং এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের উন্নয়নে কাজ করছে। তাই এ উপজেলার উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। কারণ সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টি কেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণ চাহিদা ও সমষ্টি সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে।

অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি অত্যন্ত দুর্গম, পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই এ উপজেলার ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি অধিক উপযোগী। কারণ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সেনপাড়া উপজেলাটি অনুন্নত বিধায় সেখানে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উক্ত পদ্ধতি দুটি হলো সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমষ্টি সংগঠন।
সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমষ্টি জনগণের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসহ সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বাসস্থান সংকটের দরুণ কম খরচে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প সমস্যার সমাধান করা যায়। এছাড়া গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টি সংগঠন মূলত উন্নত দেশসমূহের সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, যুবকল্যাণ, নারী কল্যাণ, শ্রমিক কল্যাণ, ভোক্তা কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এ সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে রাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। সেখানে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে। অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল বিধায় এখানে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রয়োগযোগ্য।
পরিশেষে বলা যায় যে, সমস্যা ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু উন্নয়নের মাত্রাগত পরিবর্তনের কারণে পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶৪৩ রাতুল দশম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের শ্রেণিতে ১৫০ জন শিক্ষার্থী। গত পাঁচ বছর যাবৎ তারা এক সাথে লেখাপড়া করছে। রাতুল তার পরিবারের আদরের সন্তান। সে তার পাড়ার ছেলেদের একটি স্পোর্টস ক্লাবের সদস্য। *[লালবাগ সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১
খ. ফলিত গবেষণা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কয়টি দলের ইঙ্গিত রয়েছে? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রাতুল একজন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিরও সদস্য— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ৫টি।

খ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োজনে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা হচ্ছে ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা।
গবেষণা বলতে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল ও প্রণালিবদ্ধ অনুসন্ধানকে বোঝায়। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে গবেষণা দুভাগে বিভক্ত। ফলিত গবেষণা তার একটি।

গ উদ্দীপকে দুইটি দলের ইঙ্গিত রয়েছে- প্রাথমিক দল এবং অন্তর্দল।
প্রাথমিক দল হলো সর্বজনীন দল। এ দল পৃথিবীর সব সমাজেই রয়েছে। সাধারণত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে, তাকে প্রাথমিক দল বলে। পরিবার হলো এ ধরনের দলের বড় উদাহরণ। উদ্দীপকেও দেখা যায়, রাতুল তার পরিবারের আদরের সন্তান, যা তাকে একটি প্রাথমিক দলের সদস্য হিসেবে প্রমাণ করে।
অন্যদিকে মানুষ প্রাথমিকভাবে যে দলের সদস্য এবং যে দলের প্রতি তার অনুভূতি ও আনুগত্য প্রবল তা হলো অন্তর্দল। যেমন— পাড়ার বন্ধুবান্ধব, ক্লাব, স্কুলের বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি। উদ্দীপকে বর্ণিত রাতুলের ক্লাসে ১৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে তারা এক সাথে লেখাপড়া করছে। এছাড়া রাতুল পাড়ার অন্য ছেলেদের সাথে একটি স্পোর্টস ক্লাবেরও সদস্য। এ থেকে বোঝা যায়, সে প্রাথমিক দলের পাশাপাশি অন্তর্দলেরও সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাতুল একজন ব্যক্তি কিন্তু এছাড়া সে দল ও সমষ্টিরও সদস্য।
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সদস্য হিসেবে সে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্য সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল। দলের মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদা পূরণ ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাই বলা যায়, জন্মগতভাবে মানুষ কোনো না কোনো সামাজিক দলের অন্তর্ভুক্ত।
দলবদ্ধ জীবনে মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য একে অপরের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমষ্টিজীবনে প্রবেশ করে। সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন বিষয় যেমন— পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিন্ন মূল্যবোধ ও আদর্শ, সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি, সংস্কৃতি প্রভৃতি তার জীবনপ্রণালিকে প্রভাবিত করে। এভাবেই ব্যক্তি নিজেকে সমষ্টির পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সমষ্টির একজন সদস্য হিসেবে তার সামাজিক ভূমিকা পালন করে। রাতুলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শিক্ষার প্রয়োজন পূরণের জন্য সে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। এছাড়া সে পাড়ার একটি স্পোর্টস ক্লাবের সদস্য, যা তাকে একজন ব্যক্তি মানুষের পাশাপাশি দল ও সমষ্টির সদস্য হিসেবেও উপস্থাপন করেছে।
পরিশেষে বলা যায়, প্রাকৃতিকভাবেই একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে দল ও সমষ্টির সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত রাতুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৪৪ ছবির মিয়া নদীর পাশে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে। পরিবারের উদ্দেশ্য পূরণে সে বিবিধ জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। তার দেখাদেখি আরো কিছু পরিবার সেখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এতে ছবির মিয়ার একাকিত্ব দূর হয়। তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের সন্তানদের মধ্যে সামাজিকীকরণ ও প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়। এমনকি তারা মিলেমিশে নিরাপত্তা লাভ করে, সাহচর্য ও চাহিদা পূরণ করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ইত্যাদি সম্ভব হয়। *[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. সামাজিক দল কী? ১
খ. সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের কীসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩
ঘ. ছবির মিয়ার সামাজিক দলের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত হয় তা আলোচনা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক দল হলো দুই বা ততোধিক লোকের সমষ্টি যারা সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

খ সামাজিক দলের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।
মানুষ সামাজিক জীব। আর মানুষ সামাজিক দল গঠন করে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের মাধ্যমে কতকগুলো সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে। এখানে দুই বা ততোধিক লোকের সমাবেশ ঘটে এবং সদস্যদের মধ্যে দলীয় অনুভূতি বিদ্যমান। এর দলীয় কাঠামোতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নির্ভরশীলতার বন্ধন থাকে এবং বিভিন্ন বিধি-বিধানের আওতায় সামাজিক দল পরিচালিত হয়।

গ উদ্দীপকে সামাজিক দলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
মানুষ জন্মগতভাবে কোনো না কোনো সামাজিক দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য হিসেবে তার জীবন পরিচালনা করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক দল ধারণাটিরও বিকাশ সাধিত হয়েছে। সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দশ্যকে সামনে রেখে যখন কয়েকজন লোক সমষ্টিবদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতকগুলো বিধিবিধান ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে তখন তাকে সামাজিক দল বলা হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, ছবির মিয়া নদীর তীরে বসবাস শুরু করলে আরও কিছু পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করে। এতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এ ধরনের নির্ভরশীলতার বন্ধন একদিকে যেমন পারস্পরিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটায়, অন্যদিকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সামাজিকীকরণ ও প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। এভাবে একটি সামাজিক দল গড়ে উঠে। প্রতিটি সামাজিক দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান। দলগুলো সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বিধি-বিধানের আওতায় পরিচালিত হয়। যা উদ্দীপকের ছবির মিয়া ও অন্যান্য পরিবারের বসতি স্থাপনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত ছবির মিয়ার সামাজিক দল গড়ে ওঠার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহচর্য ও চাহিদা পূরণ, নিরাপত্তা প্রাপ্তি প্রভৃতি সুযোগ লাভ করেছে।

সামাজিক দল হলো দুই বা ততোধিক লোকের সমষ্টি যারা কতকগুলো সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দলের সদস্যদের মধ্যে দলীয় অনুভূতি এবং পরস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। এ দল মানসিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে উঠে, যা তাদেরকে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের ছবির মিয়ার বসতির পাশে আরও কিছু লোক বসতি স্থাপনের ফলে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারস্পরিক নানা সহযোগিতা বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সহযোগিতা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আদান-প্রদান প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ছবির মিয়া উপকার ভোগের সুযোগ পায়। তার পরিবার ও সন্তানেরা মানসিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ও প্রতিভার বিকাশের সুযোগ লাভ করে। সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠায় নিরাপত্তা লাভ করে এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিধি-বিধানের আওতায় শৃঙ্খলা ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ছবির মিয়া সামাজিক দলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি অর্জন, চাহিদা পূরণ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উপকৃত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ সুমন একটি পেশাদার সংগঠনের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। রশিদ দীর্ঘদিন জেল খেটে এলাকায় আসে। কিন্তু সমাজে স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না। তার অপরাধবোধ তাকে লজ্জা দেয়। তাই সে সাহায্যের জন্য সুমনের সংগঠনের কাছে আসে। বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুমন তাকে সাহায্য করেন।

[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. সমাজকর্মের পরিভাষায় সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে কী বলে? ১

খ. সমাজকর্ম গবেষণা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে রশিদকে সাহায্য করার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিশেষ পদ্ধতির কথা বোঝানো হয়েছে তার উপাদানগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের পরিভাষায় সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্যপ্রার্থী বলে।

খ সমাজকর্ম গবেষণা বলতে সাধারণত সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণাসমূহ প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও সাধারণীকরণের জন্য তথ্য সংগ্রহমূলক ধারাবাহিক অনুসন্ধানকে বোঝায়।

সমাজকর্ম গবেষণা পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি। মূলত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির তথা সমাজের বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রপাত হয়। এটি মূলত সমাজকর্ম ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যাবলি বিষয়ে সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান পদ্ধতি।

গ উদ্দীপকে রশিদকে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম। এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা বা সক্ষমতার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। ব্যক্তিকে তার সামাজিক পরিবেশ ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সচেতন ও কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম সাহায্য করে। সমাজকর্মের এ প্রক্রিয়ায় কতগুলো স্তর বা ধাপ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধান করা যায়। এই ধাপগুলো হলো, অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সমাধান, মূল্যায়ন এবং অনুসরণ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রশিদ দীর্ঘদিন জেল খাটার পর সমাজে স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না এবং অপরাধবোধে ভুগছে। এ অবস্থায় পেশাদার সমাজকর্মী সুমন তার উপর একটি বিশেষ পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিই তার জন্য উপযোগী। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত কোনো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় রশিদের তথ্য সংগ্রহ ও অনুধ্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এরপর সমাজকর্মী তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি, কারণ নির্ণয় করেন। পরবর্তী পর্যায়ে, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরপর মূল্যায়ন ও পর্যাপ্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলা হয়। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দীপকের রশিদ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যক্তি সমাজকর্ম কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

ব্যক্তি সমাজকর্ম কতগুলো অপরিহার্য বিষয়কেন্দ্রিক সাহায্য প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় অপরিহার্য তাই ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান। এইচ এইচ পার্লম্যানের মতে, কোনো ব্যক্তি তার সমস্যাসহ এমন স্থানে আগমন করে যেখানে পেশাদার প্রতিনিধি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে সহায়তা করে। এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি সমাজকর্মের ৫টি উপাদান পাওয়া যায়। যথা- ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া।

উদ্দীপকের রশিদ দীর্ঘদিন জেল খাটার পর লজ্জা ও অপরাধবোধে ভোগেন। এ হিসেবে তিনি সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তিনি একজন পেশাদার প্রতিনিধি সুমনের শরণাপন্ন হন। সুমন একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর হয়ে কাজ করেন। সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি রশিদকে সক্ষম করে তুলতে সমাজকর্মী সুমন একটি পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। সুমন ও রশিদের মধ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়, তা ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানেরই প্রয়োগিক রূপ। ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ব্যক্তি, যাকে সমাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। দ্বিতীয় উপাদান হলো সমস্যা, এটি একটি পীড়নমূলক অবস্থা যা সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে পেশাদার প্রতিনিধির উপর। এ পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, এ উপাদানগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্মীর সাথে সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা সমস্যার কার্যকর সমাধান দেয়।

Teachingbd24.com

ষষ্ঠ অধ্যায়: সমাজকর্ম পদ্ধতি

★ সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা ও ধরন

১. সমাজকর্মকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক অনুকল্পের বিজ্ঞান খ অনুশাসনের বিজ্ঞান
গ অনুশীলনের বিজ্ঞান ঘ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান **গ**

২. 'পদ্ধতি হচ্ছে সচেতন প্রক্রিয়া, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের একটি সুপরিকল্পিত উপায়'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ড. আব্দুল হাকিম খ এইচ বি ট্রেকার
গ ড. আলি আকবর ঘ ম্যারি রিচমন্ড **গ**

৩. *The Social System* গ্রন্থটি কার লেখা? [জ্ঞান]
ক টি.পারসন খ ফ্রিডল্যান্ডার
গ নিমকফ ঘ অগবার্ন **ক**

৪. যে সকল পন্থা অবলম্বন করে সমাজকর্মের জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে পেশার অনুশীলন করা হয় সেগুলোকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্মের উৎস খ সমাজকর্মের পদ্ধতি
গ সমাজকর্মের প্রকৃতি ঘ সমাজকর্মের পরিধি **খ**

৫. সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পদ্ধতি বলা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে বলে
খ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করে বলে
গ নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্র তৈরি হয় বলে
ঘ সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করে বলে **খ**

৬. সমাজকার্যের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি **ঘ**

৭. সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। এটি কী প্রমাণ করে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে
খ সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে
গ তাত্ত্বিক জ্ঞান রয়েছে
ঘ সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে **গ**

৮. রতন একটি বিষয় নিয়ে অনার্স করছে, যাতে গবেষণা, জরিপ প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হয়। উক্ত বিষয় নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক সমাজকর্ম খ মনোবিজ্ঞান
গ অর্থনীতি ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **ক**

৯. দল সমাজকর্ম দলীয় সদস্যদের সাহায্য করে— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে
ii. দলীয় সমস্যা সমাধানে
iii. সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০. সমষ্টি উন্নয়নে সমষ্টির জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সহায়তা করা হয় — [অনুধাবন]
i. জনগণের সম্পদ ও প্রচেষ্টা দ্বারা
ii. সরকারের সম্পদ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে
iii. বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পদ ও প্রচেষ্টা ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান, ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

১১. 'ব্যক্তি কর্ম (Case work) ধারণাটি কত সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১০ খ ১৯১১ গ ১৯২০ ঘ ১৯২১ **খ**

১২. ১৯৫৭ সালে ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন কে? [জ্ঞান]
ক স্কিডমোর খ সুইদান বাওয়ার্স
গ গ্যালাওয়ে ঘ হেলেন হ্যারিস পার্লম্যান **ঘ**

১৩. কোন সময়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম নির্দিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হয়ে বিকাশ লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে
খ ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে
গ ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে
ঘ ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে **খ**

১৪. ম্যারি রিচমন্ডের ভাষায় তিনি ব্যক্তি সমাজকর্মকে সমাজকর্মের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের কত বছর ব্যয় করেন? [জ্ঞান]
ক ২০ বছর খ ২৫ বছর
গ ৩০ বছর ঘ ৩৫ বছর **খ**

১৫. এইচএইচ পার্লম্যান যে গ্রন্থটি লিখেছেন তার নাম কী? *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*
ক *The Nursery of Human Nature*
খ *Social Work Year Book*
গ *World Community Social Case Work*
ঘ *A Problem Solving Process* **ঘ**

১৬. মক্কেলকে পুনর্বাসনে সহায়তা করে কোনটি? [অনুধাবন]
ক সামাজিক প্রশাসন খ সামাজিক গবেষণা
গ সামাজিক কার্যক্রম ঘ ব্যক্তি সমাজকর্ম **ঘ**

১৭. ব্যক্তি সমাজকর্মের নির্দেশিকা প্রস্তাবের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক অধ্যক্ষ কেয়ার্নস
খ ড. আব্দুল হাকিম সরকার
গ মার্শাল ঘ আব্দুল হালিম **খ**

http://teachingbd.com

১৮. সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক একক কোনটি? *[বঙ্গবন্ধু শহিদ স্মৃতি সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*
ক ব্যক্তি খ পরিবার
গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র **ক**

১৯. ব্যক্তি সমাজকর্মে একজন ব্যক্তির মক্কেল হওয়ার পূর্বশর্ত কী? [অনুধাবন]
ক পেশাদার প্রতিনিধি হওয়া
খ চরম সাহসী হওয়া গ প্রতিবন্ধী হওয়া
ঘ সমস্যাগ্রস্ত হওয়া **ঘ**

২০. ব্যক্তি ও সমস্যা ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন ধরনের উপাদান? [অনুধাবন]
ক নিজস্ব প্রধান উপাদান
খ অভ্যন্তরীণ উপাদান
গ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান
ঘ বাহ্যিক উপাদান **ঘ**

২১. মক্কেলের সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে এজেন্সি পরিচালনা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আছে? [জ্ঞান]
ক মক্কেলের
খ সরকারি প্রতিনিধির
গ পেশাদার প্রতিনিধির
ঘ বেসরকারি প্রতিনিধির **গ**

২২. ব্যক্তি সমাজকর্মে মক্কেলের সমস্যার সমাধান করা হয় কী অনুসারে? [জ্ঞান]
ক সমস্যার ধরন খ সামাজিক রীতি অনুসারে
গ ব্যক্তি অনুসারে ঘ প্রক্রিয়া অনুসারে **ঘ**

২৩. ব্যক্তি সমাজকর্ম একটি সাহায্য প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি —— [অনুধাবন]
i. সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে
ii. সমস্যা মোকাবিলা করে
iii. পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৪. মিনতী রায় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত। তার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় —— [প্রয়োগ]
i. ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়
ii. ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব
iii. অর্থনৈতিক বিপর্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে না। সেখানে গ্রামের মানুষ গরু বেঁধে রাখে। আবার, ঢাকা শহরের একটি গার্লস স্কুলের সামনে ইভটিজাররা প্রায়ই মেয়েদের উত্যক্ত করে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

২৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানে সমাজকার্যের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে?
ক ব্যক্তি সমাজকার্য খ দল সমাজকার্য
গ সমষ্টি উন্নয়ন ঘ সমষ্টি সংগঠন **ক**

২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় স্কুলের সমস্যা সমাধানে প্রথমেই—
i. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে
ii. শিক্ষার্থীদের বাবা মাকে সচেতন করা যেতে পারে
iii. সমাজে গণ্যমান্য লোকদের সচেতন করা যেতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

২৭. মক্কেলের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে না জানা পর্যন্ত কোন নীতি প্রয়োগ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ভিন্নধর্মী নীতি খ সাধারণ নীতি
গ গৌণ নীতি ঘ গ্রহণ নীতি **খ**

২৮. সমস্যার প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মোতাবেক সমস্যা নির্ণয়কে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? *[কুমারখালী ডিগ্রী কলেজ, কুষ্টিয়া]*
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি **ক**

২৯. ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া হলো সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়া যেখানে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক H H Perlman খ Marry Richmond
গ W A Fridlander ঘ H B Tracker **ক**

৩০. গোপনীয়তা রক্ষা, ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি, যোগ্যতার মূল্যায়ন, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান এগুলো কোন পদ্ধতির নীতি? *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক ব্যক্তি সমাজকর্মের খ দল সমাজকর্মের
গ সমষ্টি উন্নয়নের ঘ সামাজিক কার্যক্রমের **ক**

৩১. তথ্য সংগ্রহে কোনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস? [জ্ঞান]
ক দল খ সমষ্টি গ সমাজ ঘ ব্যক্তি **ঘ**

৩২. ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের প্রথম স্তর কোনটি? [জ্ঞান]
ক সমস্যা নির্ণয় খ অনুধ্যান
গ সমাধান ঘ সমাপ্তি **খ**

Teachingbd

৩৩. ব্যক্তি সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির মূল কথা হলো— [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মীর নিজের হস্তক্ষেপের ওপর গুরুত্ব প্রদান
খ মক্কেলের স্বাধীন পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বীকৃতি
গ সমস্যা সমাধানের পরিবেশ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ
ঘ সমাজকর্মের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ নীতির নিয়ন্ত্রণ
খ

৩৪. ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে তার আচরণের পরিবর্তনে সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে কোন পদ্ধতিতে? [অনুধাবন]
ক বৈষয়িক সাহায্যদান পদ্ধতি
খ সংশোধনমূলক পদ্ধতি
গ প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি
ঘ প্রতিকারমূলক পদ্ধতি
খ

৩৫. কোন স্তরের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে? [জ্ঞান]
ক সমস্যা নির্ণয় খ অনুধ্যান
গ মূল্যায়ন ঘ সমাপ্তি
ঘ

৩৬. সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করে কেন? *[ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী]*
ক মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য
খ মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ বিশ্লেষণ
গ শহরায়নজনিত সমস্যা সমাধানে
ঘ সমস্যা সমাধানে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহে
ক

৩৭. সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝ? *[আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]*
ক সমস্যার ধরন বিশ্লেষণ করে সেবাদান
খ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবাদান
গ সমাজস্থ বিভিন্ন দলকে নিরীক্ষণ পূর্বক সেবাদান
ঘ কোনোটিই নয়
ক

৩৮. ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন নীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্যাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে? *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]*
ক যোগাযোগ নীতি খ গ্রহণ নীতি
গ সাধারণ নীতি ঘ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ
ঘ

৩৯. সমস্যা নির্ণয় করার জন্যে যে মুখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় তার মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]
i. সমস্যার পরিমাপ
ii. উৎপত্তি ও পরিমিত অবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক
iii. সমস্যা নির্ণয়ের শ্রেণিবিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৪০. জুয়েল সাহেব একজন সমাজকর্মী। ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনে জুয়েল সাহেবের লক্ষ্য হলো— *[ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, ঝালকাঠি]*
i. মক্কেলের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা
ii. সমস্যা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ
iii. মক্কেলের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

★★ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সমাজকর্মীর সম্পর্ক (র‍্যাপো) ও ব্যক্তি সমাজকর্মে এর গুরুত্ব এবং ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

৪১. 'এই সম্পর্ক সমগ্র ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও হতে পারে যার দক্ষতা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা, অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে।' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক Henry S Mass খ Biestek
গ Gordon Hamilton ঘ Earl Eubank
খ

৪২. 'র‍্যাপো হলো সমাজকর্ম সাক্ষাৎকারের সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য ও সহমর্মিতাপূর্ণ অবস্থা যা সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি ও কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করে।'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক এনসাইক্লোপেডিয়া খ গর্ডন হ্যামিলটন
গ সমাজকর্ম অভিধান ঘ হেরি এস মাস
গ

৪৩. ব্যক্তি সমাজকর্মের সফলতা কীসের ওপর নির্ভর করে? *[বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]*
ক পেশাগত সম্পর্কের খ পারিবারিক বন্ধনের
গ সামাজিক মর্যাদার ঘ বংশীয় মর্যাদার
ক

৪৪. পারস্পরিক গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্মে মক্কেল ও সমাজকর্মীর মাঝে কীসের সূচনা হয়? *[এসওএস হারমেন মেইনার কলেজ, মিরপুর, ঢাকা]*
ক দ্বন্দ্বের খ আন্তরিকতার
গ পেশাগত সম্পর্কের ঘ মনোমালিন্যের
গ

৪৫. অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধনে বাংলাদেশের কয়টি জেলায় সংশোধনমূলক কর্মসূচি চালু আছে? [জ্ঞান]
ক ১২টি খ ১৭টি গ ২৩টি ঘ ২৭টি
গ

৪৬. বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে কোনটির ওপর? [অনুধাবন]
ক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর
খ স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের ওপর
গ স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর
ঘ স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার ওপর
গ

৪৭. কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মাদকাসক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়জনিত সমস্যা দূর করা যায়? [জ্ঞান]
ক সামাজিক দল খ সামাজিক নীতি
গ সমষ্টি সমাজকর্ম ঘ ব্যক্তি সমাজকর্ম
ঘ

Teachingbd.com

৪৮. বাংলাদেশের ব্যক্তি সমাজকর্মের ওপর ভিত্তি করে যে পুনর্বাসন কর্মসূচির চালু আছে তার নাম কী? *[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*

ক পঙ্গু কল্যাণ কর্মসূচি
খ প্রতিবন্ধী কর্মসূচি
গ প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি
ঘ অন্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি

গ

৪৯. র‍্যাপো স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়ের যেসব বিষয় বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]

i. মনোভাব ii. প্রত্যাশা iii. প্রেষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৫০. পল্লি উন্নয়নে ব্যক্তি সমাজকর্ম ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]

i. সঠিক নেতা নির্বাচনে
ii. নেতাদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে
iii. স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

★★ দল সমাজকর্ম: দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ

৫১. বয়স্কাউট, গার্লস গাইড, ওয়াই এম সি এ, সেটেলম্যান্ট হাউস, ওয়াই ডাব্লিউ সি এ —এগুলো কী? [জ্ঞান]

ক দল কর্মসংস্থা খ সমাজ কর্মসংস্থা
গ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঘ মানবাধিকার সংস্থা

ক

৫২. 'দল হচ্ছে এমন একটা সামাজিক কাঠামো যেখানে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়।' কার উক্তি? [জ্ঞান]

ক উইলসন এবং রাইল্যান্ড খ ম্যাকাইভার ও পেজ
গ বোগার্ডাস ঘ ডেভিড পপেনো

গ

৫৩. দলের কোন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে দলে গতিশীলতা সৃষ্টি করে? [অনুধাবন]

ক দলীয় বন্ধন খ দলীয় কাঠামো
গ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
ঘ সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

গ

৫৪. 'প্রাথমিক দল বলতে আমরা বুঝি এমন এক মুখোমুখি দল যেখানে আমরা পরস্পর নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকি।' কার উক্তি? [জ্ঞান]

ক সি এইচ কুলি খ জি ডি এইচ কোল
গ বোগার্ডাস ঘ ম্যাকাইভার

ক

৫৫. প্রাথমিক দলকে *'The nursery of human nature'* বলে অভিহিত করেছেন কে? *[মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট, ঢাকা]*

ক ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার খ এইচ এইচ পার্লম্যান
গ সিএইচ কুলি ঘ ম্যারি রিচমন্ড

গ

৫৬. প্রাথমিক ও গৌণ দলের মধ্যবর্তী দলকে কী বলে? [জ্ঞান]

ক দীর্ঘস্থায়ী দল খ ক্ষণস্থায়ী দল
গ প্রাতিষ্ঠানিক দল ঘ অন্তর্বর্তী দল

ঘ

৫৭. সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্যের মাঝে রয়েছে— [অনুধাবন]

i. সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
ii. পারস্পরিক সম্পর্ক iii. নির্দিষ্ট দলীয় কাঠামো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৫৮. সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দলীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের কাজ হলো— [অনুধাবন]

i. দলকে আলাদা সত্তা দান করা
ii. দলের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
iii. দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

৫৯. প্রাথমিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]

i. ব্যক্তিগত জীবনযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট
ii. অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত ও সীমিত
iii. সামাজিক সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

★★ দল সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান ও নীতিমালা, দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

৬০. গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে কোন পদ্ধতি? [জ্ঞান]

ক ব্যক্তি সমাজকর্ম খ দল সমাজকর্ম
গ সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন
ঘ সামাজিক প্রশাসন

খ

৬১. দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করাকে কী বলে? [জ্ঞান]

ক দল ও ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
খ দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
গ ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
ঘ সমষ্টি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

খ

৬২. সমাজকর্মী ও দল উভয়ে পরস্পরকে কীভাবে গ্রহণ করবে তার ওপর কোনটি নির্ভরশীল? [উচ্চতর দক্ষতা]

ক ব্যক্তি সম্পর্ক খ কর্মী সম্পর্ক
গ ব্যক্তি-দল সম্পর্ক ঘ কর্মী-দল সম্পর্ক

ঘ

http://teachingbd.com

৬৩. জনাব শিহাব এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যার নীতি ও কাঠামো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এটি দলের কোন নীতিকে ধারন করেছে? [প্রয়োগ]
ক নমনীয় কার্যসংস্থান নীতি
খ মূল্যায়ন নীতি
গ দলের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি
ঘ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি
ক

৬৪. অনেক মতামত বা প্রস্তাব গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানে সদস্যদের চিন্তা-চেতনার অনুশীলনকে প্রশস্ত করা দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার কোন ধাপের মূল লক্ষ্য? [অনুধাবন]
ক সমস্যা সুনির্দিষ্টকরণ
খ সমস্যা বিশ্লেষণ
গ সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণ
ঘ সর্বোত্তম সমাধান নির্বাচন
গ

৬৫. 'যখন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় উন্নয়নে, দলীয় মিথস্ক্রিয়াকে সচেতনভাবে পরিচালিত করে তখন দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া কার্যকর হয়'। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার এ সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেন? [জ্ঞান]
ক ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার
খ আর্ল ইউব্যাংক
গ এইচ বি ট্রেকার
ঘ রবার্ট ডি. ভিন্টার
গ

৬৬. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় কোনটির মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের কার্যকর ও গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়ায় ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়? (জ্ঞান)
ক উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
খ আপোষমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
গ প্রতিশোধমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
ঘ প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
ক

৬৭. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় দলীয় সমাজকর্মীর সাহায্যার্থীকে সেবাদানের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ বা ধাপ হবে কোনটি? [অনুধাবন]
ক অনুসন্ধান খ সমস্যা নির্ণয়
গ সমাধান ঘ মূল্যায়ন
গ

৬৮. দলীয় কর্মকাণ্ডে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক সাহায্যার্থীর খ সমষ্টি সমাজকর্মীর
গ ব্যক্তি সমাজকর্মীর ঘ দল সমাজকর্মীর
ঘ

৬৯. দল সমাজকর্ম সমাধান বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
i. দলের সুপরিকল্পিত গঠন ও বিকাশ
ii. পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ
iii. দলীয় কর্মসূচি নিরূপণ ও বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৭০. দল সমাজকর্মে দলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতিতে সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো— *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*
i. নিজের মতামত দলের ওপর চাপাবেন না
ii. নিজের মতামত দলকে মানতে বাধ্য করবেন
iii. সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলকে সহায়তা করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

★★ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা, দল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র

৭১. দল সমাজকর্মী দলের সকলের মতামত ও পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কীসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? [জ্ঞান]
ক পেশাদার সমাজকর্মীর
খ উন্নয়নকর্মীর
গ পর্যবেক্ষণকারীর ঘ সংগঠকের
গ

৭২. দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পদ খুঁজে বের করে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চয়তা দান করে দলকে সহায়তা করা কার অন্যতম কাজ? *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ]*
ক দলীয় সদস্যদের খ দল সমাজকর্মীর
গ সমাজবিজ্ঞানীর ঘ মনোবিজ্ঞানীর
খ

৭৩. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়নের সাথে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা যায়? [অনুধাবন]
ক পরিকল্পিত দল গঠন করে
খ লাগসই পদ্ধতি প্রয়োগ করে
গ কুসংস্কার দূরীভূত করে
ঘ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে
ক

৭৪. সমাজকর্মী নিলা মহিলাদের নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে উৎপাদনমুখী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি দল সমাজকর্মের কোন ধরনের কাজ? [প্রয়োগ]
ক মহিলাবিষয়ক খ গঠনমূলক
গ নারী কল্যাণমূলক ঘ পুনর্বাসনমূলক
গ

৭৫. দল সমাজকর্মী যেভাবে দলীয় আন্তঃক্রিয়া করে থাকেন— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সদস্যদের মাঝে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে
ii. দলের সদস্যদের মধ্যে Fellow-feeling সৃষ্টি করে
iii. দলের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

৭৬. মানব সম্পদ উন্নয়নে দল সমাজকর্মের প্রয়োগ হতে পারে— [অনুধাবন]
i. পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠনের মাধ্যমে
ii. সদস্যদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করে
iii. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

Teachingbd.com

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফরহাদ একটি দলের সদস্য। কিন্তু সে দলের সদস্যদের সাথে মানিয়ে চলতে পারছে না। এক্ষেত্রে জনাব 'ক' তাকে সাহায্য করেন। এছাড়া জনাব 'ক' দলের সদস্যদের যোগ্যতা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দেন।

৭৭. জনাব 'ক' এর সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক শিক্ষক খ চিকিৎসক
গ আইনজীবী ঘ দল সমাজকর্মী **ঘ**

৭৮. জনাব 'ক' এর ভূমিকা— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে
ii. দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে
iii. দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সমষ্টি ও সমষ্টির প্রকৃতি, সমষ্টি সমাজকর্ম ও এর শ্রেণিবিভাগ

৭৯. 'জনসমষ্টি বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যার সদস্যগণ দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে একই ভৌগোলিক এলাকার অংশীদার।' সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [জ্ঞান]
ক আর এম ম্যাকাইভার খ টি পারসন
গ এইচ বি ট্রেকার ঘ জি কনোপকা **খ**

৮০. সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলা, চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের জন্যে সমাজকর্ম যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা চালায় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি সমাজকর্ম খ দল সমাজকর্ম
গ সমষ্টি সমাজকর্ম ঘ সমাজকর্ম প্রশাসন **গ**

৮১. 'জনসমষ্টি সংগঠন' হচ্ছে এমন একটি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ভৌগোলিক এলাকায় সমাজকল্যাণ প্রয়োজন ও সম্পদের মাঝে ফলপ্রসূ সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।' কে বলেছেন? [জ্ঞান]
ক আর এম ম্যাকাইভার
খ আর্থার ডানহাম গ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার
ঘ মারি জি রস **গ**

৮২. অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুসংগঠিত সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয় কোনটি? *[হাজী মুহাম্মদ মহসীন সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক সমষ্টি সংগঠন খ সমষ্টি উন্নয়ন
গ ব্যক্তি সমাজকর্ম ঘ দল সমাজকর্ম **ক**

৮৩. *'Community Organization;Theory and Practice'* গ্রন্থটি কার? *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ডেমরা, ঢাকা]*
ক M G Ross খ Biestek
গ Gordon Hamilton ঘ Henry S Mass **ক**

৮৪. কোন সমষ্টির উন্নয়ন নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত? [জ্ঞান]
ক স্থানীয় খ দলীয়
গ জাতীয় ঘ আন্তর্জাতিক **ক**

৮৫. কোনটির মাধ্যমে উন্নত ও সুখী সমাজ গঠন করা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য? *[দনিয়া কলেজ, ঢাকা]*
ক সুসংগঠিত সেবার মাধ্যমে
খ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে
গ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
ঘ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে **ক**

৮৬. সমষ্টি সমাজকর্মের অংশগ্রহণ নীতি হল— *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক সমষ্টির উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনতার অংশগ্রহণ
খ সমষ্টির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে জনতার অংশগ্রহণ
গ সমষ্টির উন্নয়নে ঘরে বসে থাকা
ঘ সমষ্টির প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া **ক**

৮৭. কোন সমষ্টির উন্নয়ন নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত? *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক স্থানীয় খ দলীয়
গ জাতীয় ঘ আন্তর্জাতিক **ক**

৮৮. সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ কাজ হলো— [অনুধাবন]
i. সমষ্টির প্রয়োজন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ
ii. সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা
iii. কার্যক্রমভিত্তিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৯. আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্যে বর্তমানকালে সমষ্টি উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়— [অনুধাবন]
i. অনুন্নত দেশসমূহে ii. উন্নয়নশীল দেশসমূহে
iii. উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সমষ্টি সমাজকর্মের উপাদান ও সাধারণ নীতিমালা

৯০. সাহায্যনির্ভর সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে কোনটি? [জ্ঞান]
ক গৌণ প্রতিষ্ঠান খ সরকারি প্রতিষ্ঠান
গ মুখ্য প্রতিষ্ঠান ঘ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান **ক**

৯১. সমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় নাম কী? [জ্ঞান]
ক সমষ্টি সংগঠন খ সমষ্টি সমাজকর্ম
গ সমষ্টি উন্নয়ন ঘ দল সমাজকর্ম **গ**

৯২. কোন নীতির মাধ্যমে সকল সমষ্টি ও সমষ্টির সকল জনগণের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা হয়? [জ্ঞান]
ক সমষ্টির স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি
খ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি
গ যোগাযোগ নীতি
ঘ মর্যাদার স্বীকৃতি দান নীতি **ঘ**

Teachingbd.com

৯৩. দিলারা জামান সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন কর্মসূচিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করতে কাজ করছেন। তিনি কোন নীতি অনুসরণ করেছেন— [প্রয়োগ]
ক সকলের অংশগ্রহণ নীতি
খ সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি
গ সমান সুযোগের নীতি
ঘ সমন্বয় সাধন নীতি **খ**

৯৪. সমাজকর্মী বিভিন্ন সংস্থা হতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করে থাকে— [অনুধাবন]
i. সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে
ii. সদস্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে
iii. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৫. সমষ্টি সংগঠন হলো সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে— [অনুধাবন]
i. কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় জনগণের চাহিদা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া
ii. সমষ্টি সম্পদের মাঝে সুসামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া
iii. কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৬. সকলের অংশগ্রহণ নীতির প্রয়োগ করা হয়— [অনুধাবন]
i. উন্নয়ন ও সেবামূলক তৎপরতার ক্ষেত্রে
ii. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে
iii. সমাজের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র

৯৭. *'Case Histories in Community Organization'* গ্রন্থটি কার? [জ্ঞান]
ক M G Ross খ W A Friedlander
গ H H Perlman ঘ Marry Richmond **ক**

৯৮. অনুন্নত ও স্থবির সমাজের পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া হলো— [জ্ঞান]
ক দল সমাজকর্ম খ সমষ্টি সংগঠন
গ সমষ্টি উন্নয়ন ঘ সামাজিক কার্যক্রম **গ**

৯৯. কোনো সমাজবন্ধ বিষয়ের প্রণালিবন্ধ অনুসন্ধানকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি সমাজকর্ম খ দল সমাজকর্ম
গ সামাজিক গবেষণা ঘ সমষ্টি উন্নয়ন **ঘ**

১০০. যে সমষ্টির জনগণ তাদের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত কিন্তু সমস্যার সংশ্লিষ্ট কারণ ও সমাধান সম্পর্কে অজ্ঞ সেখানে কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়? [জ্ঞান]
ক একক প্রক্রিয়া
খ বহুমুখী প্রক্রিয়া
গ উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া
ঘ পরিকল্পনামূলক প্রক্রিয়া **ঘ**

১০১. *'Introduction to Social Welfare'* গ্রন্থটির লেখক কে? [জ্ঞান]
ক ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার
খ আর্থার ডানহাম
গ মারি জি রস ঘ এইচ বি ট্রেকার **ক**

১০২. সমষ্টিতে কর্মরত স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের ফেডারেশন কোনটি? [জ্ঞান]
ক বিশেষ সামাজিক সংস্থা
খ সামাজিক সেবা বিনিময়
গ সমষ্টি কল্যাণ কাউন্সিল
ঘ কমিউনিটি চেস্ট **ঘ**

১০৩. *'Social Organization'* গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]*
ক সমাজবিজ্ঞানী কুলি খ সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ
গ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার
ঘ এলিজাবেথ নিকোলডস **ক**

১০৪. চিত্তবিনোদনমূলক কাজের উন্নয়ন, পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি, শিশুদের জন্যে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি কোন সংগঠনের কাজ? [জ্ঞান]
ক প্রতিবেশী কাউন্সিল খ কমিউনিটি চেস্ট
গ সমন্বয় কাউন্সিল ঘ সমাজসেবা বিনিময় **ক**

১০৫. আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়ার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সমষ্টি জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ii. নিজস্ব প্রবল্প গড়ে তোলার ক্ষমতা ও দক্ষতা সৃষ্টি
iii. সমষ্টিতে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১০৬. সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ার ইতিবাচক দিক হলো— [অনুধাবন]
i. জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন কর্মসূচির অনুকূলে আনা
ii. কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ
iii. সহযোগিতা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

TeachingBD.com

১০৭. কমিউনিটি চেস্টের কাজ হলো— [অনুধাবন]
i. এর মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করা হয়
ii. প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন সংস্থায় আহরিত সম্পদ বন্টন করা হয়
iii. আহরিত সম্পদ বিশেষ দলের মাঝে বন্টন করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক, প্রশাসন ও সমাজকর্ম প্রশাসনের ধারণা, সমাজকর্ম প্রশাসনের উপাদান ও গুরুত্ব

১০৮. সাধারণত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমস্যার কার্যকর সমাধানের প্রচেষ্টা চালায় নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণ খ সমাজকর্ম
গ পৌরনীতি ঘ সমাজবিজ্ঞান **খ**

১০৯. 'সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হয়।' সংজ্ঞাটি কার? [জ্ঞান]
ক ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার খ সি এইচ কুলি
গ জন সি কিড্‌নি ঘ এইচ বি ট্রেকার **গ**

১১০. সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, দর্শন, নীতি ও কৌশলের আলোকে কী গড়ে ওঠে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক গবেষণা খ সামাজিক কার্যক্রম
গ সমাজকর্ম প্রশাসন ঘ সামাজিক আন্দোলন **গ**

১১১. সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো— [জ্ঞান]
ক সামাজিক গবেষণা খ সমাজকর্ম প্রশাসন
গ সামাজিক জরিপ ঘ সামাজিক কার্যক্রম **খ**

১১২. সমাজকল্যাণ প্রশাসন জনগণের কল্যাণে সমবেত কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক নীতির আলোকে
ii. আইনের আলোকে
iii. দলীয় নীতির আলোকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১১৩. সমাজকর্ম প্রশাসন প্রয়োজন — *[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]*
i. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে
ii. পরিকল্পনা প্রণয়নে
iii. মৌল ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১১৪. সমাজকর্ম এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানের যেসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে প্রশাসনের ভূমিকা ব্যাপক তা হলো— [অনুধাবন]
i. পরিকল্পনা ও সম্পদ বন্টন
ii. লক্ষ্য অর্জনের পন্থা নির্ধারণ
iii. নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৫ ও ১১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য পেশাদার সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। পদ্ধতিটির বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, প্রেষণা দান ইত্যাদি।

Teachingbd.com

১১৫. অনুচ্ছেদে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজকল্যাণ প্রশাসন
খ সমাজকর্ম গবেষণা
গ সামাজিক কার্যক্রম ঘ দল সমাজকর্ম **ক**

১১৬. উক্ত পদ্ধতির উল্লিখিত কাজের মাধ্যমে 'ক' প্রতিষ্ঠানের — [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
ii. কর্মচারীরা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে
iii. কর্মচারীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ সম্পাদন করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সামাজিক কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান, সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া, সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব

১১৭. 'সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সামাজিক আইন বা সামাজিক প্রশাসনকে প্রভাবিত করে সামাজিক অগ্রগতি অর্জন এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা।' কার সংজ্ঞা? [জ্ঞান]
ক ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার
খ কেনেথ প্রে
গ নরম্যান এ পোলানস্কি
ঘ ম্যারি রিচমন্ড **ক**

১১৮. ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডারের মতে সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান কয়টি? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি **গ**

১১৯. কোনটি সামাজিক আন্দোলনের প্রধান উপাদান? [জ্ঞান]
ক সুসংগঠিত সামাজিক কার্যক্রম
খ সুসংগঠিত সম্মিলিত কার্যক্রম
গ সুসংগঠিত দলীয় কার্যক্রম
ঘ সুসংগঠিত ব্যক্তিগত কার্যক্রম **গ**

১২০. '*Social Work Year Book*' এ সামাজিক কার্যক্রমের কয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছে? *[সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ, ঢাকা]*
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি **গ**

১২১. সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় গবেষণার প্রথম ও প্রধান কাজ কী? [জ্ঞান]
ক জনগণকে সচেতন করা
খ পরিকল্পনা গ্রহণ করা
গ কুসংস্কার দূর করা
ঘ সমস্যা সম্পর্কে সার্বিক অনুসন্ধান করা **খ**

১২২. কোন স্তরে সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সফলতা বা বিফলতা নির্ণয় করা হয়? [জ্ঞান]
ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ খ গবেষণা
গ কার্যকরণ স্তর ঘ মূল্যায়ন **ঘ**

১২৩. সামাজিক কার্যক্রমের সাথে নিচের কোনটি অধিক সম্পর্কযুক্ত? *[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]*
ক সমাজসেবা খ সামাজিক আন্দোলন
গ সমষ্টি উদ্যোগ ঘ সামাজিক দল **খ**

১২৪. ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডারের মতে সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হলো— [অনুধাবন]
i. সুসংগঠিত দলীয় কার্যক্রম
ii. সম্মিলিত প্রচেষ্টা iii. সামাজিক প্রচেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

১২৫. যেসব বিষয় সম্পর্কে জনগণকে সোচ্চার করে জনমত সৃষ্টি করতে সামাজিক কার্যক্রম ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা হলো— [অনুধাবন]

i. ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত প্রথা
ii. রীতি-নীতি
iii. প্রতিষ্ঠান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১২৬. সমাজকর্মীরা যেসব কৌশলের মাধ্যমে সমস্যার মূল উৎপাটনে সামাজিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]

i. মতবিরোধমূলক
ii. যুক্তিপূর্ণ আলোচনা
iii. পক্ষ সমর্থন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমাজকর্মের একটি ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে অবহেলিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করা। এছাড়া নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি দূর করার জন্যেও পদ্ধতিটি কাজ করে থাকে।

১২৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ]

ক সামাজিক কার্যক্রম খ দল সমাজকর্ম
গ সমষ্টি উন্নয়ন ঘ ব্যক্তি সমাজকর্ম **ক**

১২৮. উক্ত পদ্ধতির কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্ভব— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা
ii. নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করা
iii. দারিদ্র্য দূর করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ গবেষণা ও সামাজিক গবেষণা, সমাজকর্ম গবেষণা ও এর ধাপসমূহ, গবেষণা প্রস্তাবনা, সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পদ্ধতির পারস্পারিক সম্পর্ক

১২৯. 'গবেষণা হলো স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত কাঠামোগত অনুসন্ধান।' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

ক Marry E Macdonald
খ W. A Friedlander
গ Richard M Grinnell. Jr
ঘ Arthur Dunham **গ**

১৩০. গবেষণা হলো— *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো কিছু খোঁজা
খ হারিয়ে যাওয়া গরু অনুসন্ধান
গ এলোপাথাড়ি খোঁজাখুজি
ঘ বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধারাবাহিক অনুসন্ধান **ঘ**

১৩১. 'সামাজিক গবেষণা তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট যা সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে।' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

ক Pauline V Young খ Kenneth D Bailey
গ WA Friedlander ঘ John L Hill **খ**

http://teachingbd.com

১৩২. 'গবেষণা হচ্ছে এমন এক সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান যা প্রচলিত জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রচারযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধশালী করে' — গবেষণা সম্পর্কিত এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [জ্ঞান]
ক নরম্যান এ পোলানস্কি
খ আর্নেস্ট গ্রিনউড
গ পলিন ভি ইয়ং
ঘ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার **ক**

১৩৩. সমাজকর্ম গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি? *[ডা. আকুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*
ক তথ্য সংগ্রহ খ সমস্যা নির্বাচন
গ তথ্য বিশ্লেষণ ঘ গবেষণার নকশা প্রণয়ন **খ**

১৩৪. সমাজকর্ম গবেষণার উৎপত্তি কী থেকে? [জ্ঞান]
ক কৌতূহল থেকে
খ প্রেষণা থেকে
গ সমাজকর্মের অনুশীলন থেকে
ঘ সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন থেকে **গ**

১৩৫. সমাজকর্ম পেশা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য গোপন করে অনুসন্ধান করে কীভাবে? *[দনিয়া কলেজ, ঢাকা]*
ক গবেষণার মাধ্যমে খ সেবার মাধ্যমে
গ আলোচনার মাধ্যমে ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে **ক**

১৩৬. সাধারণত সামগ্রিক গবেষণা কার্যের প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে? [জ্ঞান]
ক গবেষণা প্রস্তাবনা খ গবেষণার ধাপ
গ গবেষণার উপাদান ঘ গবেষণার নীতিমালা **ক**

১৩৭. সমাজকর্মের লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ধারিত হয় বৈজ্ঞানিক বিবেচনার পরিবর্তে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সমাজকর্মের যুক্তির আওতায়
ii. সমাজকর্মের দর্শনের আওতায়
iii. সমাজকর্মের মূল্যবোধের আওতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১৩৮. সমাজকর্ম গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অধিক যৌক্তিক পদ্ধতি হলো— *[হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]*
i. সামাজিক জরিপ পদ্ধতি
ii. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
iii. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৩৯. সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে সহায়ক পদ্ধতি বিশেষ করে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক গবেষণার ওপর
ii. সামাজিক প্রশাসনের ওপর
iii. ব্যক্তি সমাজকর্মের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৪০ ও ১৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সামাজিক গবেষণার একটি সংস্করণ রয়েছে। সংস্করণটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করে।

১৪০. অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংস্করণটি নিচের কোনটির ইঙ্গিত বহন করে? [প্রয়োগ]
ক গবেষণা
খ সমাজকর্ম গবেষণা
গ দল সমাজকর্ম
ঘ সামাজিক কার্যক্রম **খ**

১৪১. উক্ত সংস্করণের মাধ্যমে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ব্যক্তি ও দলের সমস্যা সমাধান সহজ হবে
ii. সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে
iii. সমষ্টির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৭: সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম

প্রশ্ন ▶১ নাসরিন সুলতানা একসময় বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরেছেন ১০ বছর হলো। এলাকার জনগণের ভালোবাসায় তিনি আজ ইউনিয়নের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু পরিবার ও বিভিন্ন মহল থেকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন পাচ্ছেন না। অপরদিকে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নারীদের দুরবস্থাও তাকে বিচলিত করে। তাই তিনি তাদেরকে নিয়ে কিছু উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করেন। *[চা. বো.; দি. বো.; য. বো.; সি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কত বছর মেয়াদী? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত শ্রেণির জন্য যে সামাজিক নীতি প্রযোজ্য তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. নাসরিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা হতে পারে তা সমাধানের উপায় বের কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদী।

খ সামাজিক নীতি হচ্ছে সেইসব নিয়ম-কানুন ও কর্মপন্থা যা কোনো সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নীতি একটি ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি মূলত সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ তথা মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি বা কৌশল, যা সরাসরি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শ্রেণি তথা নারীদের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত নারী উন্নয়ন। তাই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিতে নারীর উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যম হিসেবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক সব ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এতে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কথাও বলা হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষ হিসেবে নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা; নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা রোধ করা। পাশপাশি নারীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রতি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে নাসরিন সুলতানা সম্প্রতি ইউনিয়নের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। সমাজের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নারীদের দুরবস্থা তাকে বিচলিত করে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যগুলো যথাযথ প্রয়োগে সার্বিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব।

ঘ উদ্দীপকের নাসরিন সুলতানার উন্নয়নমূলক কাজের। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে তা সমাধানের উপায় হিসেবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পনা একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানামুখী জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন— পরিকল্পনার অপূর্ণতা, জনগণের অংশগ্রহণের অভাব, বিশেষজ্ঞের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত সম্পদ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পরিকল্পনা প্রণয়নে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর অধিক নির্ভরতার কারণে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে জনগণকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

উদ্দীপকের নাসরিনও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নাসরিনকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাকে অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অভাব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আরেকটি বড় সমস্যা। এ জন্য তাকে পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের নাসরিন সুলতানা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে পারেন। এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ▶২ 'ক' নামক রাষ্ট্রটি একটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশটি পুনর্গঠনের কাজে হাত নিয়ে সরকারকে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হলো। দেশটিতে জনবসতির ঘনত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। সাধারণ চাহিদা তো দূরের কথা, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করাই দেশটির সরকারের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠলো।

[চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশে বিদ্যমান যেকোনো একটি সামাজিক নীতির নাম উল্লেখ কর। ১

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সরকার সর্বাগ্রে যে সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নীতির বাস্তবায়ন না ঘটলে 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে যে ধরনের বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে তা নিরূপণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বিদ্যমান একটি সামাজিক নীতি হলো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১।

খ পরিকল্পনা বলতে কোনো লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সুশৃঙ্খল পদক্ষেপকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংহতভাবে বিস্তারিত ধারাবাহিক কার্যাবলির রূপরেখা অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্পসমূহ চিহ্নিত করাকে বোঝায়। এইচ. বি. ট্রেকারের মতে, পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনার ধারণা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে।

Teachingbd24.com

গ 'ক' নামক রাষ্ট্রটিতে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সরকার প্রথমে জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করতে পারে।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারি সামাজিক নীতিই জনসংখ্যা নীতি। দেশের আয়তন ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখাই এ নীতির মূল উদ্দেশ্য। দেশের জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় জনসংখ্যা নীতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রটি সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দেশটি পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে সরকার বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। দেশের জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণেও সরকার হিমশিম খাচ্ছে। এর ফলে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারকে প্রথমেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করতে হবে। কারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রে উক্ত নীতি অর্থাৎ জনসংখ্যা নীতির সঠিক বাস্তবায়ন না ঘটলে তা ভয়াবহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি।

জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এর ফলে প্রজনন হার অনেকাংশে হ্রাস পায়। এ কর্মসূচি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ নীতির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হয়। এর ফলে তারা এ সব বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রে যদি এ কর্মসূচিটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে 'ক' দেশটিতে আরো অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। দেশটি মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পূরণে ব্যর্থ হবে। দেশটিতে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দেশটি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় 'ক' দেশটিতে জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়ন না ঘটলে দেশটিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলাদেশে ২০১১ সালে একটি সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

[চা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৯; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি কবে প্রণীত হয়? ১

খ. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মহিলাদের অধিকার রক্ষায় উক্ত সামাজিক নীতির ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রণীত হয় ২০১০ সালে।

খ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়নমূলক সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

সরকারিভাবে নির্দিষ্ট ৫ বছরে কী কী নীতি-কৌশল অনুসরণ করে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গৃহীত হবে তার সামগ্রিক রূপরেখা থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যভিত্তিক নির্দেশনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই হলো নারী। এই নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ ও ২০০৮ সালে এই নীতি সংশোধিত হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে সর্বশেষ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১১ সালের নারী উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য হলো মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে এ বিষয়গুলোই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নীতি অনুসারে সরকার জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। পাশাপাশি রাজনীতিতে অধিক হারে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখতে সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে। প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ঘটিয়ে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য।

ঘ মহিলাদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই নারী। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১তে নারীদের অধিকার রক্ষার যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রোধ, ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, নির্যাতন রোধে আইন প্রণয়ন, চাকরিতে কোটার সুযোগ প্রভৃতি মহিলাদের অধিকার রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী। এই নীতিতে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নারীদের জন্য সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। তারা এখন জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। তাছাড়া নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের বিলোপ সাধনেও সরকারের আলোচ্য নীতি সুস্পষ্ট নির্দেশনাও প্রদান করেছে। সর্বোপরি নারীর অধিকার রক্ষায় এই নীতিটির অবদান অসামান্য।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে নারীদের অধিকার ও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানবতার বিকাশ, জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানকারী মননশীল, যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক, কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সাফল্য অর্জন করেছে। *[রা. বো.; ব. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কোন সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ কীভাবে যুগোপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

Teachingbd24.com

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সর্বপ্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৭ সালে এবং সর্বশেষ প্রণীত হয় ২০১১ সালে।

খ নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ বাস্তবায়নের একটি মুখ্য কৌশল।

গ্রাম থেকে শহরে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে স্থানান্তরের প্রবণতা পরিকল্পিত নগরায়ণের অন্তরায়। এ কারণে নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রামে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে জীবনমান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবধানও কমিয়ে আনতে হবে। নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য এ বিষয়গুলোর ওপরই জোর দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। সুশিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি কখনও উন্নতি করতে পারে না। এ কারণে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও এর মান বিকাশে সর্বশেষ ২০১০ সালে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এর আলোকে গৃহীত সরকারের পদক্ষেপগুলোই উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়েছে।

দেশপ্রেমিক, কর্মকুশল ও সুশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এ পদক্ষেপসমূহ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যে এতে দেশের আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষানীতিতে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত কাঠামোবদ্ধ বা সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রায়োগিক করার চেষ্টা করছে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সরকারের দেশগঠনে অবদান রাখতে পারে এরকম শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক ও দক্ষ নাগরিক-গোষ্ঠী গড়ে তুলতে আন্তরিক। এজন্যই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের দিকটি এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানে জোর দেওয়া হয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠছে, যারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষভাবে অবদান রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষাখাতে সরকারের চলমান পদক্ষেপসমূহ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে দেশে মানবসম্পদের উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন আসবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ টিভিতে 'মিনা কার্টুন' দেখছিল তুতুল। সে দেখলো মিনা এবং রাজু দুই ভাই-বোনই সারাদিন পরিশ্রম করেছে। কিন্তু রাতে যখন তারা খেতে বসল তখন মিনার মা রাজুকে যে খাবার দিল মিনাকে দিল তার অর্ধেক খাবার। এই দৃশ্য দেখে মিনার পোষা টিয়া মিঠু মিনাকে রাজুর মত বেশি খাবার দিতে বলল। তখন মিনার দাদি বলল, ছেলেদের একটু বেশি খাবার, বেশি পুষ্টির দরকার, কারণ তারা বেশি কাজ করে। কিন্তু টিয়া পাখি মিনার দাদির ধারণাটিকে ভেঙে দিয়ে বলল, মিনাও রাজুর থেকে কম কাজ করে না। দুজনার কাজেরই গুরুত্ব রয়েছে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ কত বছর হয়? ১

খ. বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর কোন বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির-২০১১ এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল সাধারণত ১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের হয়।

খ নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষা নীতিতে ধর্ম ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং চরিত্র গঠন। ধর্ম শিক্ষা যাতে কতিপয় আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়, সেদিকে নজর দিয়েই ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কন্যা শিশু হিসেবে মিনার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা নারীর বা কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যকে তুলে ধরে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ তে বলা হয়েছে, পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করতে হবে এবং কন্যা শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। কন্যাশিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন— খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

উদ্দীপকের ঘটনাটি আমাদেরকে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করার শিক্ষা দেয়। তাছাড়া রাজুর খাদ্যের চাহিদার চেয়ে মিনার চাহিদাও যে কম নয় সে ধারণাটিও আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। স্বাস্থ্যসেবা কিংবা পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা মেয়ে-ছেলে উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্ব বহন করে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জাতীয় নারী নীতি-২০১১ তে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য পরিহারের বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের ঘটনায় তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ জাতির সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে- জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা, সকল

Teachingbd24.com

স্তরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি। এছাড়াও নারীর স্বার্থবিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করা, নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসন করা, নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা, নারীর চাহিদা পূরণ করা, নারীর অবদানের স্বীকৃতি দান করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা প্রভৃতি।

উদ্দীপকের ঘটনাটিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ২০১১-এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। উদ্দীপকে কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের আংশিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নারীর প্রতি সামগ্রিক বৈষম্য দূরীকরণসহ নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নসহ আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। যেগুলো নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর অন্যতম লক্ষ্য। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে নারী উন্নয়নে নীতি ২০১১-এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। এই উদ্দেশ্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ প্রতিফলিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় এখানে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর উদ্দেশ্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

প্রশ্ন ▶ ৬ সুশান্ত রূপনগরের একজন কৃষক। জমিতে চাষাবাদের ফলে সে বছর শেষে কয়েকশত কেজি ধান, আলু আর অন্যান্য সবজি পেত। কিন্তু বর্তমানে সেই জমিটি ভরাট করতে চলেছে পরিবারের বাড়তি সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা করতে। সুশান্তের এ ধরনের কাজকে নিরুৎসাহিত করে এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বললেন, কৃষি জমি এভাবে নষ্ট না করে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করো। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি কবে প্রণীত হয়? ১

খ. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতির কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়।

খ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়নমূলক সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

সরকারিভাবে নির্দিষ্ট ৫ বছরে কী কী নীতি-কৌশল অনুসরণ করে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গৃহীত হবে তার সামগ্রিক রূপরেখা থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যভিত্তিক নির্দেশনার আলোকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতির প্রধান উদ্দেশ্যের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যাধিক্য এ দেশের জন্য একটি প্রধান সমস্যা। এ কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি-২০১২-এ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এ বিষয়টিই উদ্দীপকের ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে জনসংখ্যার বাড়তি চাপের ফলে সৃষ্ট একটি সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কৃষক সুশান্ত তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমি ভরাট করে বাসস্থান নির্মাণ করতে চাচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশান্তকে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্যও এটি। জনসংখ্যা নীতিতে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২% এ উন্নীত করে মোট প্রজনন হার ২.১ এ হ্রাস করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার ১(NRR=1) অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এজন্য পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। আর এ সকল লক্ষ্যমাত্রা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যমাত্রারই ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিবেচনায় যথার্থ।

জনসংখ্যাধিক্য বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা। আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী আয়তনে ছোট এই দেশটির জনসংখ্যার বর্তমান ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর কারণে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে এই সমস্যার সমাধানই বর্তমানে আমাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ।

উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, পরিবারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে সুশান্তের মতো কৃষকেরা আরও বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হবে। প্রকৃতপক্ষে ইতোমধ্যেই অনেক পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে কৃষকেরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের জীবনযাত্রার মান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। শুধু কৃষকেরা নয়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিনিয়ত এর কুফল ভোগ করছে। এ কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট বিধান ও সুপারিশ সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টিই বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ায় তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব শফিক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে উপসচিব পদে কর্মরত। তার দায়িত্ব সামাজিক নীতি প্রণয়নে মানুষের চাহিদাগুলো চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে উপকমিটি গঠনপূর্বক খসড়া নীতি প্রণয়ন যা পরবর্তী সময় চূড়ান্ত নীতিতে রূপ নেয়। আবার নীতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ যেমন-রাজনৈতিক প্রভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, দক্ষ কর্মীর অভাব, অর্থ বরাদ্দের অভাব ও ঘন ঘন প্রশাসনিক রদবদল ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকাও তার অন্যতম দায়িত্ব। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কত সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের যেসব ধাপ উল্লেখ রয়েছে সেগুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

Teachingbd24.com

খ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে ১০-২০ বছর ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদাহরণ হিসেবে 'ভিশন-২০২১' এর উল্লেখ করা যায়। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদি এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অসমতা হ্রাস এবং সামাজিক বঞ্চনা হতে জনগণকে রক্ষা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কমিটি গঠন, খসড়া নীতি প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন এবং নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন ধাপগুলো উল্লেখ রয়েছে।

সামাজিক নীতি প্রণয়ন একটি বহুমুখী ও জটিল প্রক্রিয়া। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ বা পর্যায় অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হলো নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ, বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকরী কমিটি গঠন, সামাজিক জটিল অবস্থা বিশ্লেষণ, পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি প্রণয়ন, পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি চূড়ান্ত প্রণয়ন, জনগণের সমর্থনের আনুমাণিক ব্যবস্থাকরণ, নীতির অনুশীলন চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন ও মূল্যায়ন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব শফিক মানুষের চাহিদা চিহ্নিত করে নীতি প্রণয়নের ধাপগুলো অনুসরণপূর্বক চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন করেন। মূলত নীতি প্রণয়নের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত। প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবার পর নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আর্থিক দায়িত্ব পালনে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর কমিটি নির্দিষ্ট নীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ করে। কমিটি কর্তৃক গৃহীত মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতি উপস্থাপিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অনুমোদন পায়। এরপর জনগণের সমর্থনের জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ খসড়া নীতি পরীক্ষামূলক অনুশীলনের পর ইতিবাচক হলে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। উদ্দীপকেও উক্ত বিষয়গুলোর নির্দেশনা রয়েছে। যা সামাজিক নীতি প্রণয়নের সফলতার জন্য মেনে জরুরি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্যণীয় যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অন্যতম সমস্যা।

'সামাজিক নীতি' সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন পর্যায় জটিল ও কঠিন। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, জনগণের অংশগ্রহণের অভাব, সমন্বয়হীনতা, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, দক্ষ কর্মীর অভাবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, অর্থ বরাদ্দের অভাব, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে নীতি ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। নীতি বিশেষজ্ঞের অভাব দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সংকট, সহাবস্থানের অভাব, দেশপ্রেমের অভাবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়। বৈদেশিক অর্থ নির্ভরতা সামাজিক নীতিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। মাঠ পর্যায়ে দক্ষ কর্মীর অভাবে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়। এছাড়া ঘন ঘন প্রশাসনিক রদবদল ও প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতা সমস্যা সৃষ্টি করে। উক্ত সমস্যাগুলো সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে আলোচিত কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে, যা সামাজিক নীতি জনগণের নিকট কার্যকরভাবে পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশে ২০১১ সালে একটি সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো একটি বিশেষ শ্রেণির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি কবে প্রণীত হয়? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ শ্রেণির অধিকার রক্ষায় উক্ত সামাজিক নীতির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮.নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

খ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে ১০-২০ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদাহরণ হিসেবে "ভিশন-২০২১" এর উল্লেখ করা যায়। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অসমতা হ্রাস এবং সামাজিক বঞ্চনা হতে জনগণকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানবতার বিকাশ, জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানকারী মননশীল, যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে, সরকার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সাফল্য অর্জন করেছে।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সর্বশেষ শিশু নীতি কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কোন সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১১ সালে সর্বশেষ শিশুনীতি প্রণীত হয়।

খ পরিকল্পনা বলতে কোনো লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সুশৃঙ্খল পদক্ষেপকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংহতভাবে বিস্তারিত ধারাবাহিক কার্যাবলির রূপরেখা অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্পসমূহ চিহ্নিত করাকে বোঝায়। এইচ. বি. ট্রেকারের মতে, পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনার ধারণা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১০ জনাব শফি একজন সরকারি কর্মকর্তা। শিশুকল্যাণের স্বার্থে শিশুশ্রম বন্ধ করার উপায় নির্ণয় করার জন্য জনাব শফিকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। তিনি ও তার কমিটি পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিবেচনাপূর্বক খসড়া ও দিক-নির্দেশনা তৈরি ও অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে সামাজিক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১১]*

ক. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কতসালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কোন সামাজিক নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয় ২০১১ সালে।

খ সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

শিশুরাই আগামী প্রজন্মের কর্ণধার। শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার ওপরই একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এর প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করেছে যার আলোকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিজ নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার শিশু নীতি সময়োপযোগী ও আধুনিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০১১ সালে তা প্রণয়ন করে। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব শফি একজন সরকারি কর্মকর্তা। শিশুকল্যাণের স্বার্থে শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য তার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে একটি খসড়া নীতি তৈরি করে। পরবর্তীতে খসড়া নীতিটি সামাজিক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। উল্লিখিত নীতিটি শিশুকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়। জাতীয় শিশু নীতিও শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় শিশু নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু নীতির কার্যকারিতা অপরিসীম।

শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন শিশুশ্রম বন্ধ করা। জাতীয় শিশু নীতিতে শিশুশ্রম নিরসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি কর্মকর্তা শিশু কল্যাণের জন্য শিশুশ্রম বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানটি শিশু উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেন। এ নীতিটি শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। শিশুশ্রম বন্ধে জাতীয় শিশু নীতির পদক্ষেপসমূহ হলো— শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুকে যেন কোনো ধরনের অসামাজিক বা অমর্যাদাকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। কর্মস্থলে দৈনিক কর্মঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকালীন শিশু কোনো ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে নিয়োগ কর্তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্মে বা অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শিশুদের প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত থাকতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতা-মাতাকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও ভাতা প্রদান করতে হবে। শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতা-মাতা, সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶১১ সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারিয়ে রবিন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ঠাঁই খুজে না পেয়ে একটি গ্যারেজে দৈনিক ৩০ টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছে। দৈনিক ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করে সে। যে টাকা উপার্জন করে তা দিয়ে নিজের দুবেলা আহারের সংস্থান করাও তার জন্য কষ্টের হয়ে যায়। অসুস্থতার সময়ও মালিক তাকে দিয়ে জোর করে কাজ করায় এবং কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। মালিকের অসচেতনতা এবং আইনের প্রয়োগহীনতার জন্যই রবিন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নং ১০]*

ক. বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কবে পাস হয়? ১

খ. সামাজিক নীতির ২টি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর কোন দিকগুলোর ব্যত্যয় ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রবিনের মতো শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারি বলে তুমি মনে কর? তোমার মত উপস্থাপন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ সালে পাস হয়।

খ সামাজিক নীতির ২টি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা এবং সামাজিক উন্নয়ন।

সামাজিক সমস্যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসকল সমস্যা দূর করার জন্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। উন্নয়নমুখী সামাজিক নীতির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। কর্মসংস্থান নীতি, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, সমাজকল্যাণ নীতি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর অন্তর্গত মূলনীতি-১. বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মূলনীতি-২. শিশুর দারিদ্র্য বিমোচনের দিকগুলোর ব্যত্যয় ঘটেছে।

বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুযায়ী শিশুর সর্বোত্তম উন্নয়নের লক্ষ্যে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে এবং শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োগ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তার কর্মঘণ্টা ৫-৭ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, কাজের ফাঁকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে, তাকে দিয়ে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ও অসামাজিক কাজ করানো যাবে না, শিশু কর্মকালীন অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার বিনিময়ে মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

উদ্দীপকে ১০ বছর বয়সী রবিনকে কর্মক্ষেত্রে দৈনিক মাত্র ৩০ টাকার বিনিময়ে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এমনকি মালিক তাকে দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করায় এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না। তাই বলা যায়, রবিনের মালিকের মনোভাব জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর মূলনীতির পরিপন্থি।

ঘ উদ্দীপকের রবিনের মতো শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারি।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিশু রবিনের ক্ষেত্রে এ নীতির দুটি দিক ব্যত্যয় ঘটেছে। তাই রবিনের মতো শিশুর অধিকার রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় জাতীয় পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে 'শিশুদের জন্য ন্যায়পাল' নিয়োগ করতে হবে, যিনি তাদের অধিকার ও কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে ভূমিকা পালন করবে। শিশু অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটির মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য সর্বোত্তম উন্নয়ন ও সুরক্ষা, শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি উদ্যোগকে সুসংহত ও আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশুনীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। শিশু বিষয়ক তথ্যাদির প্রয়োজনীয় ম্যাপিংসহ একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত কৌশলগুলো সঠিকভাবে অবলম্বন ও বাস্তবায়ন করা গেলেই সর্বক্ষেত্রে রবিনের মতো সকল শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ বগুড়া জেলার ডিসি রফিকুল ইসলাম তার জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি একটি সমুন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বছর না হতেই তিনি বদলি হয়ে যান। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে জনাব করিম অতীতের সব পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. সামাজিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রফিকুল ইসলাম পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তা সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যাতীত সম্ভব নয়। সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কাজ করার পূর্বে সে সম্পর্কে যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা।

খ বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে সুশৃঙ্খল কর্ম পদ্ধতিকে সামাজিক পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক পরিকল্পনা। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, 'সামাজিক পরিকল্পনা হলো পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠন এবং যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাকরণের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।' অর্থাৎ সামাজিক পরিকল্পনা হলো মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবণতার বাইরে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক দূরদর্শিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা। এরূপ দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন ব্যতীত মানুষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। অনেক সময় সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপযুক্ত ও যোগ্য কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির অদূরদর্শিতা এবং অক্ষমতা সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় জনগণের অনুভূত ও প্রয়োজনগুলো বিবেচনা না করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণ সহযোগিতা না করে বিপক্ষ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সমস্যা হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ঘন ঘন বদলি হওয়া। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময় থাকতে পারেন না। যার কারণে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকে বগুড়া জেলার ডিসি রফিকুল ইসলাম জেলার উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বছর যেতেই তিনি বদলি হয়ে যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন জনাব করিম। তিনি রফিকুল ইসলামের সব পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটা মূলত বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যার প্রকৃত চিত্রকে ধারণ করেছে। আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলির কারণে কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। আর গ্রহণ করলে সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

https://teachingbd24.com

ঘ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান থাকা আবশ্যক বিধায় উদ্দীপকে রফিকুল ইসলাম পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তা সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়।

উন্নয়ন কৌশল নির্ণয়, লক্ষ্যদল চিহ্নিতকরণ এবং দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনায় সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করে সমাজকর্মীগণ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদদের সচেতন করে উন্নয়নকে বাস্তবমুখী করে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। পরিকল্পনা প্রণয়নবিদ, বাস্তবায়নবিদ এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীগণ সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্য রোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

অনেক সময় যথাযথ ধারণা, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে জনগণ নিজের ও সমাজের অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারেন। পেশাদার সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমাজকর্মীগণ জনগণকে তাদের সমস্যা, সম্পদ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে রফিকুল ইসলাম পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করছেন তা বাস্তবায়নের জন্য সমাজকর্মের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যতীত কোনো সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ প্রেক্ষাপট-১ শিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধান এবং অধিকার আদায় ও উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

প্রেক্ষাপট-২ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, কল্যাণ, অধিকার আদায় ও উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা পথপ্রদর্শক ও নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. রিচার্ড টিটমাসের সামাজিক নীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সামাজিক নীতিকে পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার বলা হয় কেন? ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এ গৃহীত ব্যবস্থা নারীদের প্রতিভা ও সৃজনশীল মনোভাব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিচার্ড টিটমাস বলেন, "সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার সমষ্টিগত বা যৌথ কৌশল হলো সামাজিক নীতি।

খ সামাজিক নীতি সমাজের সার্বিক পরিবর্তনে তথা সমাজের উন্নয়নে খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে একে সমাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার বলা হয়।

সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সামাজিক নীতি বিশেষ ভূমিকায় ক্রিয়াশীল। সামাজিক নীতি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করে সমাজের ধারাবাহিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এজন্য বলা হয় সামাজিক নীতি হলো পরিবর্তনের ইতিবাচক হাতিয়ার।

গ প্রেক্ষাপট-১ এ জাতীয় শিশু নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতি ও দেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের সব শিশুকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে। জাতিসংঘের এই শিশু অধিকার সনদের আলোকে বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে সর্বশেষ ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এ বলা হয়েছে, শিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধান ও অধিকার আদায় ও উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। উদ্দীপকের এই তথ্যটি উপরে বর্ণিত জাতীয় শিশুনীতির সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট-১ এ জাতীয় শিশুনীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ দ্বারা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে যা, নারীদের প্রতিভা ও সৃজনশীল মনোভাব বিকাশে ভূমিকা রাখছে।

নারীদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় উন্নয়ন নীতিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী। এই নীতিতে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নারীদের জন্য সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারছে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে সমর্থ হচ্ছে। তারা এখন জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে। এভাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে। ফলে নারীরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হতে পারছে। কর্মক্ষেত্রে তারা তাদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী শিক্ষার অধিকার পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তারা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছে।

উদ্দীপকে প্রেক্ষাপট-২ এ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, কল্যাণ, অধিকার আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে নির্দেশ করছে। আর এ নীতি উপরোল্লিখিতভাবে নারীর প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, নারীর সৃজনশীলতা ও প্রতিভার বিকাশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব কদম আলী জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিদেশে যাবার নিয়তে জমি বিক্রি করে এজেন্সিকে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতারক চক্রে পড়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি আত্মসচেতন হয়ে কিছু প্রশ্ন সামনে রেখে কাজে নেমে পড়েন অর্থাৎ কোন কাজ কেন, কার দ্বারা, কখন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে তার একটি ছক তৈরি করে কাজ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে নীতি ও কৌশল প্রয়োগের সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত প্রচেষ্টা এবং ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। আর এর মধ্যে কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয় বলে ধরে নেয়া হয়। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ADP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়? বুঝিয়ে বল। ২

Teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তির সাথে তোমার মতামতের সম্পর্ক আছে কি? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ADP-এর পূর্ণরূপ হলো Annual Development Programme.

খ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান, পশ্চাদপদ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা যায়।

আমাদের দেশে আর্থিক সমস্যার কারণে প্রাথমিক ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এ সমস্যা রোধে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান, উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে উৎসাহী করতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন— ক্রীড়া শিক্ষা, কলা চর্চা, স্কাউট প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হবে।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের পরিকল্পনা বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিকল্পনা মূলত কোনো প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনের পূর্বপ্রস্তুতি। তাই কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সুচিন্তিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করাকেই পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ, কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন কাজ করতে হবে এবং কাজটি কখন, কোথায়, কীভাবে করতে হবে তা নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা। উদ্দীপকে এই বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কদম আলী বিদেশে যাওয়ার জন্য এজেন্সিকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হন। পরবর্তীতে তিনি আত্মসচেতন হন এবং কোনো কাজ করার আগে কাজটি কেন, কার দ্বারা, কখন, কোথায় কীভাবে করবেন তা ঠিক করে একটি ছক তৈরি করেন। তার এই কাজটি উপরে বর্ণিত পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের পরিকল্পনা বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তি পরিকল্পনার মাধ্যমেই কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়— বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্বনির্ধারিত প্রতিচ্ছবি। বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আলোকে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ফলে কোনো কাজ কে, কেন, কীভাবে, কখন, কোথায় করবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকে। উক্ত কাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেটি সম্পর্কে পূর্বেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এতে যেকোনো কাজ করা সহজ হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়, একটি উত্তম পরিকল্পনা মানেই কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়ে যাওয়া।

উদ্দীপকে কদম আলী বিদেশ যাওয়ার জন্য এজেন্সিকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হন। এরপর তিনি যেকোনো কাজ করার আগে কাজটি কার দ্বারা, কেন, কীভাবে, কোথায়, কখন করবেন সে সম্পর্কে ছক তৈরি করেন যা পাঠ্যবইয়ের পরিকল্পনা বিষয়টিকে নির্দেশ করে। আর উদ্দীপকের শেষাংশে বলা হয়েছে যে এর মাধ্যমেই কোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত উত্তম পরিকল্পনার কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকায় উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করলে যেকোনো কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রেশমাদের দক্ষিণখান এলাকায় সরকার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে। প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের নীতির অংশ এটি। তাদের এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করছেন।

[সিদ্ধিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা মেয়াদ কত দিনের হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের উক্ত নীতির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা সাধারণত এক বছর বা তার নিচের সময়কালের জন্য প্রণীত হয়।

খ সামাজিক নীতি হচ্ছে সেইসব নিয়ম-কানুন ও কর্মপন্থা যা কোনো সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নীতি একটি ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি মূলত সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ তথা মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি বা কৌশল, যা সরাসরি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি-২০১২ এর প্রতিফলন দেখা যায়।

বাংলাদেশ বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২%-এ উন্নীত করে মোট প্রজনন হার ২.১-এ হ্রাস করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার ১ অর্জন করা এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের রেশমাদের এলাকায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে পরিকল্পনাকর্মীর কাজ জনসংখ্যা নীতি-২০১২ কে নির্দেশ করে। পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতিকে এনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নগর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকে উক্ত বিষয়গুলোর অংশ বিশেষ দৃশ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি-২০১২ জনসংখ্যা বিষয়ক সার্বিক কর্মসূচি গতিশীল ও সফল করতে উদ্দীপকের মাতৃ ও শিশু উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এর রূপকল্প। পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুর উন্নয়নকে গতিশীল ও কার্যকর করতে এ নীতিতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কাউন্সেলিং সেবাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, রেশমাদের এলাকায় মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় মাতৃ ও শিশু ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের বাইরে নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে লিঙ্গবৈষম্য নিরসনে কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিলম্বে বিয়ে ও যথেষ্ট বিরতিতে সন্তান নেয়ার পক্ষে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ নীতিতে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশু উন্নয়ন এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে বাংলাদেশ সরকার এ নীতি প্রণয়ন করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলা; বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশের সরকার একটি নীতিমালা প্রনয়ন করেন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১

খ. সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতির বিশেষ দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে লেখ। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিকল্পনা হলো কোনে প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনের পূর্ব প্রস্তুতি।

খ কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়।

সামাজিক নীতি প্রণয়নে প্রথমেই নীতি প্রণয়নের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়। এরপর নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে খসড়া নীতি প্রণয়নের জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালনে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর নীতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করে খসড়া নীতি প্রস্তুত করা হয়। খসড়া নীতি অনুমোদিত হলে জনসমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে খসড়া নীতি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন নীতি প্রণয়নে সর্বশেষ পর্যায়। পরবর্তীতে নীতিটি সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিটি হলো নারী উন্নয়ন নীতি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি।

উদ্দীপকে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশ সরকারের একটি নীতির কথা বলা হয়েছে। নীতিটি হচ্ছে নারী উন্নয়ন নীতি। এ নীতির অন্যতম বিশেষ দিক হলো সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা। নারী পুরুষের বৈষম্য নিরসন করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা। নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূর কররা। নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা। নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

ঘ নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নারী উন্নয়ন নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ। তা না হলে নীতিটির সঠিক বাস্তবায়ন ঘটবে না। নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামোগুলোর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে। এর প্রেক্ষিতে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাস পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সরকার উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রোকেয়া দিবস উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ফারিহা জামান। সেই অনুষ্ঠানে একজন নারী বক্তা বলেছিলেন, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। আমরা স্রষ্টার সৃষ্টি মানবজাতির অর্ধেক অংশ। আমরাও সবার সাথে তাল মিলিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। এজন্য প্রয়োজন সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা। ফারিহা বক্তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করলেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কার নেতৃত্বে সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপটি উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সামাজিক নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে সামাজিক নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে সেই নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সর্বশেষ শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

খ সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপটি হচ্ছে নীতি প্রণয়নে যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।

কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করতে হলে সে বিষয়টি প্রথমে বিবেচনায় আনতে হবে। পরবর্তীতে জনগণের অনুভূত চাহিদার প্রেক্ষিতে নীতির ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়। নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা শুধু সরকারের দিক থেকে নয় বরং জনগণের চাপ ও প্রত্যাশাকে ঘিরেও গড়ে উঠতে পারে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'আমরা মানবজাতির অর্ধেক অংশ' লাইনটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশই হলো নারী। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২০০ জন। এর মধ্যে ৭ কোটি ৩৪ লাখ ৮১৪ জন নারী এবং নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০ ঃ ১০২। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। যার প্রধান লক্ষ্য ছিল দীর্ঘকাল ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত নারীদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে নারী উন্নয়ন নীতিতে কিছু সংশোধন এনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা হয়নি। সর্বশেষ বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকের উল্লিখিত লাইনটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ তার সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সৃষ্টি এই নীতির মূল লক্ষ্য।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর মানবাধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ তাদের ক্ষমতায়ন সৃষ্টি।

উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো অর্জিত হলে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে। নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীর এ ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়নকে নির্দেশ করে। নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর নারী উন্নয়ন নীতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। নারীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তাকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলাও নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য। আর এ নারীর স্বাবলম্বীতা অর্জন নারী উন্নয়ন নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

পারিবারিক ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী উন্নয়ন নারীর সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তাদের কর্মস্বাধীনতার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে নারীরা সহজেই দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে তাদের কর্মস্পৃহাকে জাগ্রত করা হচ্ছে। ফলে নারীরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রমাণের প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়নেও অবদান রাখছে। সর্বোপরি নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ নারীকে কর্মোপযোগী করে তুলছে, যা তাদেরকে কাজের জন্য উপযুক্ত করছে।

নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে সহায়তা করা বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির অন্যতম লক্ষ্য। তাই উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এসব লক্ষ্যার্জনের প্রচেষ্টা নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বাংলাদেশ সরকার দেশকে ডিজিটাল করা, দারিদ্র্যমুক্ত করা, অসমতা হ্রাস, দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১০ সাল থেকে ২০২১-মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু নিজস্ব সম্পদের অভাব, বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা, জনগণের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে সরকারের অনেকেই মনে করেন।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সামাজিক নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পরিকল্পনার কোন শ্রেণি বিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কি আমাদের মত দেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে? মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Policy।

খ স্বল্প সময়ের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়।

সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এ ধরনের পরিকল্পনাকে বিভক্ত করা হয়েছে। সাধারণত এক থেকে তিন বছর সময়কালের মধ্যে নির্ধারিত উন্নয়নের খাত বা প্রকল্পসমূহে আয়, ব্যয় বিনিয়োগ, বরাদ্দ সহকারে এ ধরনের পরিকল্পনা করা হয়। মূলত দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রণীত হয় বলে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকে বার্ষিক পরিকল্পনাও বলা হয়।

গ উদ্দীপকে পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে যে ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিকল্পনা ১০-২০ বছর মেয়াদি হতে পারে। একে খণ্ডকালীন ও বার্ষিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল দীর্ঘমেয়াদে অর্জিত হয়। বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে 'ভিশন ২০২১' পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল হচ্ছে ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হবে। এ পরিকল্পনটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানব সম্পদের উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার দেশকে ডিজিটাল করা, দারিদ্র্যমুক্ত করা, অসমতা হ্রাস, দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১০-২০২১ সাল অর্থাৎ ১২ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ৫ বছর থেকে ২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে পরিকল্পনার শ্রেণি বিভাগের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আমাদের দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে না।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা শুধু সম্পদের অভাব, বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা, জনগণের অসচেতনতা নয়, বরং এক্ষেত্রে আরও নানা সমস্যা লক্ষণীয়। সামাজিক পরিকল্পনা বিশ্বের সকল দেশেই গৃহীত হয়। তবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ তথা বাংলাদেশের মত দেশে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে কতগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর মধ্যে আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির জটিলতা সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের

Teachingbd24.com

দ্রুত পরিবর্তন, জনসংখ্যার আধিক্য, সঞ্চয় ও মূলধনের অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জনগণের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অসচেতনতা বড় রকমের বাধার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নত করা লক্ষ্যে লক্ষ্যমাত্রা-২০২১ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সম্পদের অভাব, বিশেষজ্ঞদের স্বল্পতা, অসচেতনতার কারণে বাস্তবায়নে সমস্যা হবে বলে অনেকে মনে করেন। শুধু উক্ত সমস্যাগুলোই নয়, আরও অনেক সমস্যাই বাংলাদেশের মত দেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা হয়। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, দেশপ্রেমের অভাব প্রভৃতি সমস্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বড় ধরনের সমস্যা।

পরিশেষে বলা যায়, নানামুখী জটিলতা ও সমস্যার কারণে সামাজিক পরিকল্পার সফল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে না।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ক' দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে এক নম্বর সমস্যা। অতিরিক্তি জনসংখ্যার চাপে দেশ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতাসহ বহুমুখী সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অধিক সংখ্যক জনসংখ্যার চাপে দেশ অনেক পিছিয়ে পড়ছে। তাই জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সরকার জনসংখ্যা নীতির স্লোগান দিয়েছে- দু'টি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. সামাজিক নীতি কী? ১

খ. সামাজিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?. ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের সরকারের গৃহীত নীতিকে কী নীতি বলা যায়? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. 'ক' দেশের সরকারের এ ধরনের নীতি প্রণয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে যে নীতি প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক নীতি।

খ বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে সুশৃঙ্খল কর্ম পদ্ধতিকে সামাজিক পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক পরিকল্পনা। সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, 'সামাজিক পরিকল্পনা হলো পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠন এবং যৌক্তিক সামাজিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনাকরণের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।' অর্থাৎ সামাজিক পরিকল্পনা হলো মানুষের স্বাভাবিক ও বা সহজাত প্রবণতার বাইরে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক দূরদর্শিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা। এরূপ দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন ব্যতীত মানুষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না।

গ উদ্দীপকে 'ক' দেশের সরকারের গৃহীত নীতিকে জনসংখ্যা নীতি বলা হয়।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারি সামাজিক নীতিই জনসংখ্যা নীতি। দেশের আয়তন ও সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ন্ত্রিত রাখাই এ নীতির মূল্য উদ্দেশ্য।

'ক' দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে এক নম্বর সমস্যা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেশটি দরিদ্র, অশিক্ষা, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতাসহ বহু সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে সরকার বহমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে সরকার নীতিটির শ্লোগান দিয়েছে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়' একটি হলে ভালো হয়। 'ক' দেশের সরকার জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় নীতিটি প্রণয়ন করেছে। জনসংখ্যা সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় নীতিটিকে জনসংখ্যা নীতি বলা হয়। তাই বলা যায়, 'ক' দেশটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেছে।

ঘ 'ক' দেশের সরকারের জনংখ্যা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে তা নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে দেশের জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে রাখা যায়।

জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রজনন হার হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ নীতি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে সক্ষম দম্পতিরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ কর্মসূচি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনসংখ্যা নীতির আওতায় পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা হয়। এর ফলে ধনী-গরিব সকলেই এ সেবা লাভ করে। জনসংখ্যা নীতিতে মাতৃমৃত্যু হ্রাসকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ কর্মসূচি মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য তথ্য, কাউন্সিলিং ও প্রজনন সেবা প্রদান জনসংখ্যা নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের সেবা কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। মা ও শিশুর অপুষ্টি হ্রাস; পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। উদ্দীপকের 'ক' দেশের সরকার জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে। এ নীতির প্রণয়নের ফলে দেশটির জনসংখ্যা সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। এর ফলে দেশটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলা করে দেশের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে 'ক' দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত জনসংখ্যা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২০ প্রফেসর শহিদুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও চারজন বিজ্ঞলোককে অন্তর্ভুক্ত করে সরকার মাদকাসক্তদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি সমাজের বিভিন্ন মানুষের মতামত নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে ও সরকারের কাছে রিপোর্টটি জমা দেয়। *[লক্ষীপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৯; খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষানীতি কখন প্রণীত হয়? ১

খ. পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের যেসব ধাপ বিবৃত হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'সামাজিক নীতি প্রণয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত নয়'— যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষানীতি ২০১০ সালে প্রণীত হয়।

খ পরিকল্পনা বলতে কোনো লক্ষ্য অর্জনের সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত কর্মপন্থাকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে সুসংহতভাবে বিস্তারিত ধারাবাহিক কার্যাবলির রূপরেখা অঙ্কন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্পসমূহ চিহ্নিত করাকে বোঝায়। এইচ. বি. ট্রেকারের মতে, পরিকল্পনা হলো সচেতন সুচিন্তিত নির্দেশনা যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পনার ধারণা মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে সামাজিক নীতি প্রণয়নের বেশ কিছু ধাপ বিবৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে সামাজিক নীতি তৈরির জন্য প্রথমে মাদকাসক্ত সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়। যে কোনো নীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপ এটি। মূলত বাস্তবভিত্তিক মতামত ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক নীতি প্রণয়নের সূত্রপাত হয়। সমস্যা বা প্রয়োজনই সমাজে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্র বা পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ হলো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় নীতি প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত কার্যকরী কমিটি গঠন করা। এ কমিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকারের মন্ত্রী, আমলা, এজেন্সি, এক্সিকিউটিভ, পরিকল্পনা বিভাগ থেকে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং যাদের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হবে সে শ্রেণির লোকজন ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে কমিটি গঠনের উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায়, একজন অধ্যাপক ও চারজন বিজ্ঞ লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্দীপকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত নিয়ে রিপোর্ট প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে যা নীতি প্রণয়নের অন্যতম ধাপ খসড়া নীতি প্রস্তুতকরণ এবং জনসমর্থনে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণকে নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক গৃহীত মতামতের ওপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব আকারে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

ঘ সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন পড়ে যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায় না। তাই সামাজিক নীতি প্রণয়নে উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত নয়।

সামজিক নীতি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হলো নীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ। এই ধাপে নীতির আবশ্যকতা, সামাজিক বাস্তবতা, বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন সমস্যা, আইনগত পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে কমিটি মতামত ব্যক্ত করে। এই মতামতের ওপর ভিত্তি করেই খসড়া নীতির রূপরেখা দাঁড় করানো হয়। কিন্তু উদ্দীপকে এই ধাপের কোনো বর্ণনা নেই। উদ্দীপকে আরো যে ধাপ অনুপস্থিত তা হলো খসড়া নীতি অনুমোদন ও বিধিবদ্ধকরণ। এক্ষেত্রে খসড়া নীতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হলে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষার পর সংশোধন বা পরিবর্তন সম্পন্ন হয়। এই ধাপ সম্পন্ন হবার পর নীতি বাস্তবায়নে জনসমর্থন ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দীপকে আরো যে ধাপটি অনুপস্থিত তা হলো পরীক্ষামূলক অনুশীলন। এই ধাপে অনুশীলনের মাধ্যমে নীতির প্রায়োগিক বিভিন্ন দিকের ওপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণের পর কোনো দোষত্রুটি দেখা দিলে পুনরায় তা পরিবর্তন বা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন রাষ্ট্র কর্তৃক পাওয়া যায় এবং কার্যকর অনুশীলনের মধ্যদিয়ে তা অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হয়। সর্বোপরি, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতির মূল্যায়নও জরুরী যা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পরিচালনা করা প্রয়োজন। শেষোক্ত তিনটি ধাপই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত নয় উক্তিটি যৌক্তিক। কেননা একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ নীতি প্রণয়নের জন্য নীতি প্রণয়নের সবগুলো ধাপ মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা তা একটি আংশিক বা ব্যর্থ নীতিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১ চলতি বছর রহমান সাহেবকে তার ব্যবসায় অনেক লোকসান গুণতে হয়েছে। টানা কয়েকদিন হরতাল থাকার কারণে তার দোকানে এবার তেমন লোক সমাগম হয়নি। তাই তিনি ছুটির দিনগুলোতেও দোকান খোলা রেখেছেন। তবে তার বিক্রি আশানুরূপ হয়নি। শুধু তিনি নয়, তার মতো অন্য ব্যবসায়ীদেরও এবার লোকসান গুণতে হয়েছে।

[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সামাজিক নীতি কীসের ভিত্তিতে গৃহীত হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা কেন বাধা সৃষ্টি করে? ২

গ. রহমান সাহেবের ঘটনায় সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের কোন সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পারে না— বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে সামাজিক নীতি গৃহিত হয়।

খ জনগণ সামাজিক নীতির গুরুত্ব যথাযথভাবে না বোঝার কারণে তা বাস্তবায়নে জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর জনগণ দরিদ্র ও অসহায় অবস্থার কারণে প্রশিক্ষণ, কুশিক্ষা ও নিরক্ষতার অভিশাপে জর্জরিত। ফলে প্রশাসন অনেক সময়ই জনগণকে সচেতন করে তুলতে ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, শিক্ষাদান ও উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল এবং যথাযথ প্রচার প্রচারণার অভাবে সামাজিক নীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। এভাবে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা বাধার সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের ঘটনায় সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা প্রতিফলিত হয়েছে।

সামাজিক নীতি সামাজিক সমস্যা সমাধানের এবং সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাজনৈতিক সংকট, অস্থিতিশীল অবস্থা, শাসক গোষ্ঠী ও বিরোধী দলের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, রাজনৈতিক আদর্শগত দ্বন্দ্ব, রাজনেতিক সহিংসতা প্রভৃতির কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব ও তার মত ব্যবসায়ীরা হরতালের কারনে ব্যবসায় লোকসান গুনছেন। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংকট, অস্থিতিশীল অবস্থা, রাজনীতিবিদদের দায়িত্বজ্ঞান হীনতার কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। মূলত রাজনৈতিক নেতাদের দেশপ্রেমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ দেশের অর্থনীতি সামাজিক, সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করে। লাগাতার হরতাল, সংঘর্ষ, সহাবস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণে দেশের যেকোনো কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে দেশের উন্নয়নের জন্য অঙ্কিত সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি করে। রহমান সাহেবের ঘটনায় রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার স্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধতার কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়। নীতি নির্ধারকের অদূরদর্শিতা, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, জনগণকেন্দ্রিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, বিশেষজ্ঞের অভাব, দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নকে দুরূহ করে তোলে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেবের ব্যবসায় লোকসান হয়েছে হরতালের কারণে। যা রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতিফলন। সামাজিক নীতি যথাযথ বাস্তবায়নে আরও অনেক কারণ রয়েছে। যেকোনো নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সে বিষয়ের উপর গবেষণা, পর্যালোচনা, জনগণের চাহিদা, সুযোগ এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি যাচাইপূর্বক বাস্তব জ্ঞান ও তথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু নীতি নির্ধারকদের এসব বিষয়ে গুরুত্বহীনতা ও দূরদর্শিতার অভাবে সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। অনেক

https://teachingbd24.com

সময়ই প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব, দক্ষজনবলের অভাব, প্রকৃত সমন্বয়হীনতা বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অসচেতনতার অভাবের কারণে বাস্তবায়নে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় না। উদ্দীপকে নির্দেশিত রাজনেতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ছাড়াও উক্ত বিষয়গুলো সামাজিক নীতির বাস্তবায়নকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শুধু রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয় না; বরং আলোচিত সমস্যাগুলোর সমন্বয়ে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ▶ ২২

ছক ক	ছক খ
১. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা।	১. নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
২. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।	২. সক্ষম দম্পত্তিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।
৩. সৃজনশীলতার বিকাশ ও জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।	৩. মা ও শিশুদের অপুষ্টি হ্রাস করা।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ১০]

ক. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে? ১
খ. সামাজিক নীতি কেন প্রণয়ন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে "খ" ছকে বাংলাদেশ সরকারের কোন জাতীয় নীতির ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মননশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গঠনে উদ্দীপকে "ক" ছকে উল্লিখিত নীতিটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

খ সামাজিক নীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন করা।

সামাজিক নীতি জনগণের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও আচরণের প্রগতিশীল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিভিন্ন সামাজিক অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগ থেকে সমাজের জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। সমাজে জনগণের সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রকে নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'খ' ছকে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০১২ এর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাধারণত জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তন উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারি সামাজিক নীতিই জনসংখ্যানীতি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এই নীতি প্রণীত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে শিশু ও নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর কারণ হলো নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা। এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মহিলা প্রতি প্রজনন হার হ্রাস করা এবং সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এই নীতিতে। সেই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বের কথাও বলা হয়েছে।
উদ্দীপকের 'খ' ছকে দেওয়া আছে, নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মা ও শিশুদের অপুষ্টি হ্রাস করা। যা মূলত উপরে বর্ণিত জনসংখ্যা নীতিকেই ইঙ্গিত করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'খ' ছকে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা নীতি হবে।

ঘ বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী, মননশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গঠনে উদ্দীপকে ছক 'ক' অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শিক্ষানীতির বিশ্লেষণে দেখা যায়, মৌলিক অধিকার হিসেবে দেশের সর্বস্তরে শিক্ষাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এর পাশাপাশি শিক্ষানীতি-২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন ঘটানো, যার ফলে তারা জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞানর্জনে সক্ষম হয়। এছাড়া শিক্ষা নীতিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ নীতিতে শিক্ষার কিছু স্তর লক্ষ করা যায়। যথা— প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি এ নীতির আওতায় নেওয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং কুসংস্কার দূর হবে। তারা যুক্তিবাদী, মননশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাশক্তি বিকশিত হওয়ার পাশপাশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।
উদ্দীপকে 'ক' ছকে দেওয়া আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে। সেই সাথে সৃজনশীলতার ও জীবন ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করে। এ তথ্যটি উপরোল্লিখিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ কে নির্দেশ করে, যা প্রশ্নে বর্ণিত বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী, মননশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক গঠনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মানবতার বিকাশ ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য মানসিকতা সম্পন্ন যুক্তিবাদী, নীতিবান, কুসংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ প্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার জন্য সরকার ২০১০ সালে একটি জাতীয় নীতি গ্রহণ করেন। যেখানে মোট ২৮টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ নীতি প্রণয়নে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে মতামত নেওয়া হয়েছে। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল উল্লেখ কর। ১
খ. যুক্তরাষ্ট্রে সমাজকর্ম বিকাশের ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক নীতির কথা বলা হয়েছে? এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এ ধরনের সামাজিক নীতি প্রণয়নে একজন সমাজকর্মী কীভাবে অবদান রাখতে পারে? আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল হলো ১৯৭৩-১৯৭৮।

Teachingbd24.com

খ যুক্তরাষ্ট্রে সমাজকর্মের বিকাশে দান সংগঠন সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে দান সংগঠন সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো 'সমাজসেবা শিক্ষা কোর্স' চালু করা। ১৮৯৩ সালে এনা এল ডয়েস সমাজসেবায় পেশাগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ১৮৯৭ সালে ম্যারি রিচমন্ড 'Training school for Applied Philanthropy' প্রতিষ্ঠা করে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তীতে এটি 'নিউইয়র্ক স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' এ রূপান্তরিত হয়। ১৮৯১ সালে এই সমিতি Charities Review নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৯১০ সালে এ প্রক্রিয়াটি অন্যান্য পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে The Suervey নামে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। সমাজকর্মের পেশাদারিত্বের বিকাশে এ পত্রিকা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

গ উদ্দীপকে ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত। এ শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষানীতির কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষানীতি-২০১০ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিকে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা, দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা, চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন করা; জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য দূর করা; অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা, মানবাধিকারের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিটি ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে। মানবতার বিকাশ, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি, যুক্তিবাদী, নীতিবান ও অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক গড়ে তোলার জন্য নীতিটি প্রণয়ন করা হয়। নীতিটি মোট ২৮টি বিষয় আলোচনা করে থাকে। এসকল বৈশিষ্ট্য জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের নীতিটি হলো জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০।

ঘ জাতীয় শিক্ষানীতির মতো সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সমাজের সামগ্রিক ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। সামাজিক নীতির অনুশীলন থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সামাজিক নীতি প্রণেতারা সমাজে যেসব আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দেয় তা বিশ্লেষণ ও সমস্যা অনুধাবন করে নীতি প্রণয়ন করেন। সমাজকর্মীরা এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সার্বিক অনুধাবনের পাশাপাশি সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে অনুসন্ধান চালায়। এভাবে সমাজকর্মীরা সমস্যা বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক নীতির অনুশীলনে সমাজকর্মীরা প্রণীত নীতির সমস্যা চিহ্নিত করে। এর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন দিকের বাস্তবভিত্তিক অনুসন্ধান পরিচালনা করে। সমাজকর্মীরা সমস্যা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক নীতি প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে। মূলত এসব সংগৃহীত তথ্যের আলোকে বাস্তবমুখী নীতি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া একজন সমাজকর্মী নীতি প্রণয়ন কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসেবে মতামত ও কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর মুখ্য কাজ হলো প্রণীত নীতি বাস্তবে রূপদান করা। সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে কাজ সম্পাদিত হয়। সমাজকর্মী নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে জড়িত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সমাজকর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নীতিকে অধিক কার্যকরী করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রেশমি ফকিরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের বিদ্যালয়টি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। বর্তমানে তাদের বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হবে বলে শুনেছে। তার ভাই শিহাব তাদের স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়তে পারবে।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি কবে পাস হয়? ১

খ. শিশু কারা? ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. 'সরকারের উক্ত নীতির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে'- কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ সালে পাস হয়।

খ রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যের ব্যক্তিকে শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়।

জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আইন অনুযায়ী শিশুকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী ষোল বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়। আবার জাতীয় শিশুনীতি-২০১০ অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু বলে গণ্য করা হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী আঠারো বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত হবে।

গ উদ্দীপকে সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এর প্রতিফলন দেখা যায়।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যক্রম একটি আপেক্ষিক বিষয়। তাই সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত শিক্ষানীতিগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০১০ সালের শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ রকম কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০১০- সালে প্রণীত শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদী, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে পূর্বের নীতির পরিমার্জন ও সংশোধনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষানীতিতে বেশ কিছু নীতির সংশোধন করা হয়। যার একটি দিক উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হতদরিদ্র রেশমি বাড়ির পাশে একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাই অষ্টম শ্রেণি পাসের পর সে কীভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে

Teachingbd24.com

এই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু শিক্ষানীতি-২০১০ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে যেসব বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তা এসএসসি পর্যায়ে উন্নীত করা। এ পদক্ষেপটির কারণে রেশমির মতো হাজারো হতদরিদ্র মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উল্লেখযোগ্য একটি দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদ্যমান।

শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষানীতির কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হয়। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যক্রম আরও গতিশীল, সময়োপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, সহশিক্ষা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রেশমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী, যেটি পঞ্চম থেকে অষ্টমে উন্নীত করা হবে। শিহাব স্কুলে পড়ে, যেটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত নির্দেশ করে, কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হবে। এটি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর প্রতিফলন। এ নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দশম শেকে দ্বাদশে উন্নীত করার কথা বলা হয়। এছাড়াও এ নীতির অনেক গরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এতে শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার কথা বলা হয়। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল শিক্ষার কথা বলা হয়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও জীবন, বিভিন্ন সহশিক্ষার কার্যক্রমকে প্রসারিত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌছে দিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অত্যন্ত যুগোপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ কে ভিত্তি ধরে ২০২১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১০০% করার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বরিশালের পলাশপুর বস্তিতে সাক্ষরতার হার খুবই নিম্ন। সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বরিশালের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিশেষ কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. শিল্পবিপ্লবের ব্যাপ্তিকাল কত? ১

খ. অশিক্ষাজনিত কারণে পলাশপুর বস্তিতে কোন কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে? ২

গ. সাক্ষরতার হার ১০০% করার লক্ষ্যে সরকার কোন কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নীতি প্রণয়ন করবে? ৩

ঘ. বরিশাল জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা যে বিশেষ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পবিপ্লবের ব্যাপ্তিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

খ অশিক্ষা সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

অশিক্ষিত মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন নয়। এ কারণে পলাশপুর বস্তিতে জনসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। অশিক্ষা দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। অশিক্ষার কারণে পলাশপুরে দারিদ্র্য দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি সেখানে বেকারত্ব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এই বেকারত্ব আবার নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে পারে। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে সচেতন থাকে না। যার ফলে পলাশপুরে অপুষ্টি সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

গ সাক্ষরতার হার ১০০% করার লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করবে।

সামাজিক নীতির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। তাই সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক সকল দিক বিবেচনায় এনে জনগণের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করতে হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে সাক্ষরতা হার ১০০% করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা সঠিকভারেব বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য সরকার প্রথমেই নীতি প্রণয়নের যৌক্তিক প্রয়োজন নির্ধারণ করবে। পরবর্তী ধাপে নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সরকার খসড়া নীতি প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নীতিটির নির্ধারিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবে। পরবর্তীধাপে নীতি প্রণয়ন কমিটি গৃহীত মতামতের ওপর ভিত্তি করে একটি খসড়া নীতি উপস্থাপন করবে। খসড়া নীতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নীতিটি অনুমোদন করবে। পরবর্তী ধাপে খসড়া নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এরপর সরকার খসড়া নীতি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সর্বশেষ ধাপে সরকার পরীক্ষামূলক অনুশীলনের ফলে প্রাপ্ত নীতির অনুমোদন করবে। এসকল ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করে সরকার উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিটি প্রণয়ন করবে।

ঘ সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সামাজিক পরিকল্পনা জনকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োগ করে সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে অধিক ফলপ্রসূ করে তোলেন।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১০০% করার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বরিশালের পলাশপুর বস্তিতে সাক্ষরতার হার খুবই নিম্ন। সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বরিশালের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিশেষ কিছু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে একজন সমাজকর্মী বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারেন। এ ধরনের বিশ্লেষণ পরিকল্পনাকে অধিক কার্যকরী করে তুলবে। এছাড়া অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী পরিকল্পনায় সম্পদ সংস্থানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করবেন। সেই সাথে পরিকল্পনার একাধিক বা বিকল্প কার্যধারা চিহ্নিত করতে সুনির্দিষ্ট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে সামাজিক বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রেখে বাছাইকৃত বিভিন্ন বিকল্প কর্মকাণ্ডে সুবিধা-অসুবিধা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। জনগণকে উক্ত পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি করে সমাজকর্মী পরিকল্পনা

Teachingbd24.com

বাস্তবায়নকে সফল করতে পারেন। পরিকল্পনাটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধনের দরকার হলে সমাজকর্মী তা সরকার ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নিবেন।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মসূচির বাস্তবায়নের মধ্যে পরিকল্পনার সার্থকতা নিহিত। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একজন সক্রিয় সদস্য হিসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাতারে পৌছে গেছে। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করছে। এক্ষেত্রে তাদের সামনে কিছু বাধাও আসছে। যেমন—অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, সঞ্চয়ের অভাব, বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মসংস্থানের অভাব, নির্ভরশীল জনসংখ্যা ইত্যাদি। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. নীতি কী? ১

খ. সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার কোন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে? এর শ্রেণিবিভাগ লিখ। ৩

ঘ. বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাধাগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীতি হলো কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথ নির্দেশিকা।

খ সামাজিক নীতি একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া; যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য হলো এটি সাধারণত মানবীয় প্রয়োজন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট। সামাজিক নীতি বাস্তব তথ্যনির্ভর, উন্নয়নের মাইলফলক, যৌক্তিক ও ন্যায় সংগত এবং কমূর্সচি বাস্তবায়নের প্রদর্শক। এজন্য সামাজিক নীতিকে সামাজিক উন্নয়নের অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদশে সরকার সামাজিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে যে সকল পরিকল্পনাগুলো গৃহীত হয় সেগুলা মূলত উন্নয়নমূলক বা কল্যাণমূলক পরিকল্পনা। সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বার্ষিক পরিকল্পনা, গণবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনাগুলো সময়ের ভিত্তিতে বা বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রণয়ন করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছে। এ ধরনের পরিকল্পনার নানা শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান। যে পরিকল্পনা ১ বছর বা এর চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রণীত হয় তা বার্ষিক পরিকল্পনা। বার্ষিক পরিকল্পনার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাজেট। আবার সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলা হয়। এ পরিকল্পনাগুলোকে সরকারের যেকোনো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি বলা হয়। অন্য একটি পরিকল্পনা হচ্ছে প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনা সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ভিশন ২০২১ একটি প্রেক্ষিত তা স্থায়ী পরিকল্পনার উদাহরণ। উক্ত পরিকল্পনাগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দীপকে নির্দেশিত বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

ঘ বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, মূলধনের প্রভাব, বেকারত্ব প্রভৃতিসহ নানা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যা দেখা যায়। যেমন— যেকোনো সামাজিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জনগণের অনুভূত প্রয়োজনগুলো বিবেচনা না করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে জনগণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা না করে বিপক্ষ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে হয়। এগুলোর ঘাটতির কারণেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক জটিলতা, মনিটরিং ও যথাযথ তত্ত্বাবধানের দুর্বলতা, দাতা সংস্থার গাফিলতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও কারিগরি সহায়তার অভাবেও বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে কিছু বাধাকে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা, মূলধনের অভাব, সঞ্চয়ের অভাব, বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা, প্রবল বেকারত্ব প্রভৃতি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। এছাড়া অজ্ঞ, নিরক্ষর, অসচেতন জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বড় বাধা।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা সরকার ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দূর করে যথার্থ বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মীমদের এলাকায় সরকার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট স্থাপন করছে। প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের নীতির অংশ এটি। তাদের এলাকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা কাজ করছেন। *[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বর্তমান শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তর কোনটি? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের উক্ত নীতির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমান শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

খ সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ সৃজনশীল ১৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ সাফির ইংরেজি ভার্সনের ছাত্র। সাফিরের স্কুলটি ভাড়া বাড়িতে ক্লাস করে। তাদের কোনো খেলার মাঠ নেই। শুধু পড়া আর পড়া। সাফির স্কুলে যেতে চায় না। তার মা-বাবা তাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য চাপ দিলে সাফির অসুস্থ হয়ে যায়। *[সরকারি করম রসুল কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মাধ্যমিক শিক্ষা কোন শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে? ১

খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সাফিরের স্কুলটি বর্তমান শিক্ষানীতির কোন বিষয়টি লঙ্ঘন করেছে? দেখাও। ৩

ঘ. শিশুদের মেধার সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে উক্ত শিক্ষা নীতির আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে — কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

খ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলতে ১০-২০ বছর ব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনাকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদাহরণ হিসেবে 'ভিশন-২০২১' এর উল্লেখ করা যায়। ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, অসমতা হ্রাস এবং সামাজিক বঞ্চনা হতে জনগণকে রক্ষা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে সাফিরের স্কুলটি বর্তমান শিক্ষানীতির অন্যতম আলোচিত বিষয় শিশুর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলার মধ্যে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা রাখা নীতিটি লঙ্ঘন করেছে।

মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের মর্মার্থ করা শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

উদ্দীপকে সাফিরের স্কুলটি ভাড়া বাড়িতে হওয়ায় সেখানে কোনো খেলার মাঠ নেই। পড়ার অতিরিক্ত চাপ সাফির অসুস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ যা বর্তমান শিক্ষানীতির লঙ্ঘন।

ঘ শিশুর মেধার সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে উক্ত শিক্ষানীতি অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— কথাটি যথার্থ।

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। এটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। কারণ জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা, যে কারণে সরকার বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জোরদার করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে- মানসিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা; কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা; শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তৃত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা; শিক্ষার্থীর মনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা; শিক্ষান্তরে আদিবাসীগণ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর করা হয়েছে। শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধারার সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬ + বয়সে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়া সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন- উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা, দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। প্রতিবন্ধী শিশুর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্দীপকে সাফির স্কুলটি ভাড়া বাড়িতে ক্লাস করায়। কিন্তু বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীর সুরক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে যা সাফির বিদ্যালয়ে নেই। তবে বর্তমান শিক্ষানীতিতে এ বিষয়টি ছাড়াও উপরে বর্ণিত দিকগুলোও রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব পিন্টু বিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি মৎস্য খামার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এজন্য তিনি একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেন যার মেয়াদ হবে ০৫ বছর, পরবর্তীতে তা বাড়তে পারে। এরপর এ প্রকল্পের কতজন শ্রমিক, কতজন বিশেষজ্ঞ লাগবে, তাদের বেতন-ভাতা বাবদ কত ব্যয়, প্রকল্প থেকে কত আয় হবে ইত্যাদি সম্বলিত একটি প্রস্তাব নিয়ে একটি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করার পর ব্যাংকটিও তার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং যাবতীয় বিবেচনা করে ঋণ দিতে সম্মত হলো। কিছুদিন পর দেখা গেল তার প্রকল্পটি বেশ লাভবান হচ্ছে। *[কেনী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ কত দিনের হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পিন্টুর কর্মপ্রক্রিয়াটি 'নীতি না পরিকল্পনা'—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা বেশি' যুক্তি দেখাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য করা হয়।

খ সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে পিন্টুর কর্মপ্রক্রিয়াটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়। অদূর ভবিষ্যতের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দীর্ঘমেয়াদি পটভূমিতে এই পরিকল্পনা তৈরি হয়। এজন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য (Target) বিভিন্ন খাতে বিভক্ত করা হয়। যেমন— বাংলাদেশে ১৯৯০-২০১০ মেয়াদের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বিশ বছর মেয়াদি এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে পিন্টু তার মাছের খামারের জন্য ০৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন। এই পরিকল্পনাকে তিনি শ্রমিকের সংখ্যা, বিশেষজ্ঞ সংখ্যা, বেতন-ভাতা বাবদ ব্যয়, প্রকল্প থেকে আয় এরকম বিভিন্ন খাতে বিভক্ত করেন; যা দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অনুরূপ।

ঘ আমার মতে, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা বেশি।

সাধারণত কোনো দেশে স্বল্প সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা সাধারণত ১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রণীত হয়। যেমন— বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে যে ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ ধরনের পরিকল্পনা ৫ বছর থেকে উর্ধ্বে ২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার হচ্ছে পরিকল্পনা। এটি একটি সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কিন্তু পরিকল্পনা অল্প সময়ের জন্য গ্রহণ করা হলে অনেকক্ষেত্রেই এর ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং আশানুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাতে পরিকল্পনার একটি আদর্শ চিত্র পাওয়া যায়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার চাইতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলো সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৩০ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যেসব পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে 'চাকরি পুনর্বাসন' অন্যতম। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা বিভাগ টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করেছে। কেন্দ্রটি সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এখানে ৫০ জনের প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। *[গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পরিকল্পনাকে কাজের কী বলা হয়? ১

খ. সামাজিক নীতি বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থাটি সামাজিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ায় কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিকল্পনাকে কার্য সম্পাদনের পূর্ব প্রস্তুতি বলা হয়।

খ সামাজিক নীতি (Social Policy) হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থা পরিচালনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায় যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

সরকার বা এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জনগণের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে সেগুলোকে সামাজিক নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সামাজিক নীতিগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন- শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, জনসংখ্যানীতি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে 'চাকরি পুনর্বাসন' কেন্দ্রটি সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে পরিচালিত হওয়ায় এ উদ্যোগ সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

সামাজিক নীতি বলতে সমাজের উন্নয়ন এবং বৃহত্তর কল্যাণকে সামনে রেখে প্রণীত নীতিকে বোঝায়। সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক সেবা প্রদান বা সামাজিক সমস্যার সমাধান বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা বিধানে যেসব নীতি প্রণয়ন করা হয় তাকেই সামাজিক নীতি বলা হয়। সামাজিক নীতি বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নীতির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম 'চাকরি পুনর্বাসন'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা বিভাগ কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সরকারের এ ধরনের নানা উদ্যোগ সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নীতি সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হিসেবে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ সাধন, পূর্ণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নিরসন, কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক অসমতা দূরীকরণ ও সামাজিক বিধান প্রকৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর সামাজিক নীতি সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। উদ্দীপকের দৈহিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষম করে তুললে দারিদ্র্য এবং সামাজিক অসমতা হ্রাস পাবে। আর এসব কার্যক্রম পরিচালনা সামাজিক নীতির অংশ। এ কারণে উদ্দীপকের উদ্যোগটি সামাজিক নীতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটি অর্থাৎ 'চাকরি পুনর্বাসন' সামাজিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ায় কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক নীতি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য প্রণীত হয়। এটি একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত রয়েছে বিভিন্ন তথ্য ভান্ডার, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা। এ নীতিতে সমাজের প্রতিটি জনগণের কল্যাণের বিষয় সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। সামাজিক নীতির কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক, দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত নীতি, জন অংশগ্রহণমূলক, বাস্তব তথ্যনির্ভর, উন্নয়নের মাইলফলক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের 'চাকরি পুনর্বাসন' কেন্দ্রে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এখানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সহায়তা করে এবং সমাজসেবা বিভাগ কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এতে জনগণের অংশগ্রহণ রয়েছে এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ সংস্থাটি এ নীতিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে।

উপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়। যেহেতু সামাজিক নীতি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রণীত হয়, তাই এ নীতি অবলম্বন করে সংস্থাটি অগ্রসর হওয়ায় কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে।

Teachingbd24.com

★★ সামাজিক নীতির ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

১. সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সেবা প্রদান বা সামাজিক সমস্যার সমাধান বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা বিধানে যে সকল নীতি প্রণয়ন করা হয় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ধর্মীয় নীতি খ অর্থনৈতিক নীতি
গ সামাজিক নীতি ঘ রাজনৈতিক নীতি **গ**

২. 'সামাজিক নীতি হলো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার একটি যৌথ প্রয়াস।' উক্তিটি কার? */ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী/*
ক Bruce S Jansson খ A.E. Ben
গ Wilbert E Moore ঘ Richard M Titmass **ক**

৩. সামাজিক নীতির মূল্য উদ্দেশ্য কোনটি? */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/*
ক জনগণের সর্বাধিক আর্থসামাজিক কল্যাণ সাধন
খ দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ
গ সীমিত সম্পদের অপচয় রোধ
ঘ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে জনগণকে সহায়তা করা **ঘ**

৪. সামাজিক নীতিকে পথনির্দেশিকা বলা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক সামাজিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে বলে
খ সমাজকে পরিচালিত করে বলে
গ মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি আনয়ন করে বলে
ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে বলে **ক**

৫. নিচের কোনটি সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক অংশ বিশেষ? [জ্ঞান]
ক বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ → কার্যকরী কমিটি গঠন → নীতির অনুশীলন
খ নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ → বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ → কার্যকরী কমিটি গঠন
গ কার্যকরী কমিটি গঠন → বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ → নীতি অনুশীলন
ঘ নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ→ নীতির প্রচার ও জনসমর্থন→ নীতির বিশ্লেষণ **খ**

৬. সামাজিক নীতি প্রণয়নের চূড়ান্ত ধাপ কোনটি? */ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর/*
ক নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
খ খসড়া নীতি প্রস্তুত করা ও বাস্তবায়ন
গ নীতি বিশ্লেষণ ও কমিটি গঠন
ঘ কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন **ক**

৭. নীতি প্রণয়নে কমিটি গঠন করা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্যে
খ নীতি অনুমোদনের জন্যে
গ পরামর্শ গ্রহণের জন্যে
ঘ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে **ক**

৮. Richard M Titmass-এর মতে, সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
i. নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
ii. অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে অ-অর্থনৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা
iii. ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সম্পদের পুনর্বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯. সামাজিক নীতির জন্য অনুসরণ করা হয়- [অনুধাবন]
i. একমুখী প্রক্রিয়া
ii. দ্বিমুখী প্রক্রিয়া
iii. ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১০. সামাজিক নীতি-*/বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/*
i. সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র তৈরি করে
ii. মানুষের প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে
iii. সকলের মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১১. সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে— */বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) কলেজ, চট্টগ্রাম/*
i. সকলের কল্যাণ সাধন
ii. দারিদ্র্য নিরসন
iii. গণতন্ত্র সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১২. 'ক' দেশটির সরকার সম্পদ ও প্রাপ্ত সুবিধার ন্যায় ভিত্তিক বণ্টনের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করেছে। এর ফলে 'ক' দেশটিতে— [অনুধাবন]
i. সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে
ii. অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে
iii. অধিকারহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৩. সামাজিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে— [অনুধাবন]
i. জনগণের জীবনমান বজায় রাখা হয়
ii. সমাজের জনগণের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হয়
iii. সমাজে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ বাংলাদেশের সামাজিক নীতি; জাতীয় শিক্ষা নীতি–২০১০

১৪. শিশুদের জন্য কত বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে? [জ্ঞান]
ক এক বছর খ দুই বছর
গ তিন বছর ঘ চার বছর **ক**

http://teachingbd.com

১৫. কার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষানীতি প্রণীত হয়? [জ্ঞান]
ক ড. কুদরত-এ খুদা
খ খুদাদাত খান
গ মোঃ শামসুল হক
ঘ অধ্যাপক আবুল ফজল **ক**

১৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কী? *[হাজী মুহাম্মদ মহসীন সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম]*
ক প্রাথমিক শিক্ষার বিপরীত অবস্থা
খ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপূরক অবস্থা
গ প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক অবস্থা
ঘ মাধ্যমিক শিক্ষার বিপরীত অবস্থা **গ**

১৭. নতুন শিক্ষা কাঠামোয় কোন শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে? [জ্ঞান]
ক ৫ম-৮ম খ ৮ম-৯ম
গ ৯ম-দ্বাদশ ঘ ৮ম-দ্বাদশ **গ**

১৮. বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামক বিষয়টি অধ্যয়ন করছে। এখানে কোন শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটেছে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৭৪ খ ১৯৮৪ গ ২০০১ ঘ ২০১০ **ঘ**

১৯. বর্তমানে শিক্ষকেরা শ্রেণিতে পাঠদানকালে সব ধর্মের শিক্ষার্থীদের পরস্পরকে বিপদ আপদে সহযোগিতা প্রদানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এর ফলে নিচের কোনটি হতে পারে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
খ নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীভূত
গ অসাম্প্রদায়িক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি
ঘ সাংস্কৃতিক বিকাশ **গ**

২০. শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে কী বলে?
ক তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা খ ব্যবসায় শিক্ষা
গ বিজ্ঞান শিক্ষা ঘ নৈতিক শিক্ষা **খ**

২১. শিশুদের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষানীতি ২০১০ এ কোন শিক্ষা স্তরের কথা বলা হয়েছে? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*
ক প্রাথমিক খ প্রাক-প্রাথমিক
গ কিন্ডার গার্টেন ঘ ধর্মীয় শিক্ষা **খ**

২২. বাংলাদেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে কোন স্তরে? *[ঢাকা সিটি কলেজ]*
ক প্রাক-প্রাথমিক খ প্রাথমিক
গ মাধ্যমিক ঘ উচ্চ মাধ্যমিক **খ**

২৩. আমাদের দেশে কার নেতৃত্বে সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়? *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]*
ক অধ্যাপক জাফর ইকবাল
খ অধ্যাপক ফায়েজ
গ অধ্যাপক কবির চৌধুরী
ঘ অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম **গ**

২৪. শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
i. মানবতার বিকাশ, জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিকে নেতৃত্বদানকারী দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি
ii. মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান এবং অসাম্প্রদায়িক নাগরিক গড়ে তোলা
iii. শিক্ষার মাধ্যমে সমাজজীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৫. বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা
ii. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্যের ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় তা সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা
iii. দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৬. আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. ইসলাম ধর্ম অনুধাবনে সাহায্য করা
ii. সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলা ও তাঁর রাসুল (স)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা
iii. শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৭. একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে— [অনুধাবন]
i. দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা
ii. দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
iii. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি

২৮. জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে গ্রহীতামুখী সেবায় কাদের তথ্য ও সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে? [জ্ঞান]
ক নব-দম্পতির খ কিশোর-কিশোরীর
গ শিশু-মহিলাদের ঘ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর **ঘ**

২৯. বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় কত সংখ্যক লাইসেন্সধারী সমাজকর্মী রয়েছে? [জ্ঞান]
ক এক লাখ খ দুই লাখ
গ তিন লাখ ঘ চার লাখ **খ**

http://teachingbd.com

৩০. জনসংখ্যা নীতি অনুযায়ী পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে গ্রহীতা বিভাজন করা কোন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত? [অনুধাবন]
ক নগর স্বাস্থ্যসেবা
খ এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল
গ আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ
ঘ বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ **খ**

৩১. জনসংখ্যা নীতি অনুযায়ী বেসরকারি ও ব্যক্তিখাত প্রতিষ্ঠানের দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কী হিসেবে কাজ করে? [জ্ঞান]
ক ফোকাল পয়েন্ট খ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান
গ গণমাধ্যম ঘ তথ্য সরবরাহকারী **ক**

৩২. জনসংখ্যা নীতি অনুযায়ী জনসংখ্যা ও পরিবেশকে সর্বদা কোনটির সাথে বিবেচনায় রেখে কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হবে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক নিরাপত্তা খ জনগণের অংশগ্রহণ
গ আইনগত ব্যবস্থা ঘ কর্মপরিকল্পনা **ক**

৩৩. বর্তমান বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। এখানে কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? [প্রয়োগ]
ক নারী উন্নয়ন নীতি খ শিশু নীতি
গ জনসংখ্যা নীতি ঘ শিক্ষানীতি **গ**

৩৪. জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের গ্রহীতামুখী সেবার মুখ্য উদ্দেশ্য— [অনুধাবন]
i. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা
ii. ই-প্রজনন সেবা প্রচলন করা
iii. এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৫. জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে মুখ্য কৌশল— [অনুধাবন]
i. গ্রহীতামুখী সেবা
ii. কিশোর-কিশোরীর কল্যাণ
iii. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৬. জনসংখ্যা নীতি অনুযায়ী কিশোর-কিশোরী কল্যাণ কার্যক্রমে অবিবাহিত মহিলাদের— [অনুধাবন]
i. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়
ii. গ্রহীতা বিভাজন করা হয়
iii. ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৩৭. জনসংখ্যা ও পরিবেশ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি শক্তিশালী করা
ii. একাডেমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
iii. দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

৩৮. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সকল স্তরে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের উল্লেখ আছে? [জ্ঞান]
ক ২৭ খ ২৯ গ ২৮(২) ঘ ২৮(৩) **গ**

৩৯. বাংলাদেশের প্রথম নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য কী ছিল? [জ্ঞান]
ক নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা
খ নারীদের রক্ষণশীল করে তোলা
গ অবহেলিত নারীদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটানো
ঘ নারীদের মানসিকতার উন্নয়ন ঘটানো **গ**

৪০. বাংলাদেশে সর্বশেষ কত সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*
ক ২০০৮ খ ২০০৯ গ ২০১০ ঘ ২০১১ **ঘ**

৪১. নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে করণীয় কী? [অনুধাবন]
ক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা
খ নারীকে পারিবারিক শৃঙ্খলমুক্ত করা
গ নারীকে অভিশাপমুক্ত করা
ঘ নারীকে সাহসী ও কর্মঠ করে তোলা **ক**

৪২. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য বন্ধ করতে হবে— [অনুধাবন]
i. বাল্যবিবাহ
ii. যৌতুকের জন্য নিপীড়ন
iii. এসিড সন্ত্রাস ও যৌন হয়রানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪৩. নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে— *[হাজী মুহাম্মদ মহসীন সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম]*
i. নারীদের উৎপাদনশীল কর্মে সম্পৃক্ত করতে হবে
ii. নারীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে
iii. নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিমা বেগম একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তার মাসিক আয় স্বামীর মাসিক আয়ের সমান। তবুও নানা কারণে তিনি নানা বৈষম্যের শিকার হন। *[তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]*

৪৪. কীসের মাধ্যমে রহিমা বেগমের প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা যায়?
ক গণসচেতনতা খ উন্নত নারী নীতির
গ সামাজিক নীতির ঘ নারীকে শিক্ষিত করে **গ**

৪৫. অধিকার বঞ্চিত নারীদের রক্ষায় সরকারের উচিত-
i. সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা করা
ii. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
iii. নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

★★ জাতীয় শিশুনীতি-২০১১

৪৬. জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী কোন সময়কে কিশোর-কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালীন সময় হিসেবে ধরা হয়? [জ্ঞান]
ক ১০ থেকে ১২ খ ১০ থেকে ১৪
গ ১০ থেকে ১৬ ঘ ১০ থেকে ১৮ **ঘ**

৪৭. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে বাংলাদেশে কত সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ২০০০ সালে খ ২০০৩ সালে
গ ২০০৪ সালে ঘ ২০০৫ সালে **গ**

৪৮. জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী কিশোর-কিশোরী বলতে কোন বয়সীদের বোঝানো হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১২ বছর থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী
খ ১৩ বছর থেকে ১৭ বছরের কম বয়সী
গ ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী
ঘ ১৫ বছর থেকে ২০ বছরের কম বয়সী **গ**

৪৯. জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশু বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*
ক ১৩ বছর বয়সী শিশু খ ১৪ বছর বয়সী শিশু
গ ১৬ বছর বয়সী শিশু ঘ ১৮ বছর বয়সী শিশু **গ**

৫০. জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী অনূর্ধ্ব কত বছরের শিশুদের Low Birth weight হ্রাস করতে হবে? [জ্ঞান]
ক এক বছর খ দুই বছর
গ তিন বছর ঘ চার বছর **খ**

৫১. প্রিয়া তার সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টির শিক্ষা দিচ্ছে। এতে প্রিয়ার সন্তান কী ধরনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক দায়িত্বশীল খ জ্ঞানী ও ন্যায়বান
গ সংস্কৃতিবান ঘ আধুনিক **ক**

৫২. জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী অন্ধত্ব নিবারণে শিশুদের কী ধরনের খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে? [জ্ঞান]
ক ভিটামিন-'এ' খ ভিটামিন-'বি'
গ ভিটামিন-'সি' ঘ ভিটামিন-'এবি' **ক**

৫৩. ভারতে গান্ধী অনুসারীদের যৌথ উদ্যোগে কোথায় গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক দিল্লি খ গুজরাট
গ আগ্রা ঘ. কোলকাতা **খ**

৫৪. জাতীয় শিশুনীতির উদ্দেশ্য— [অনুধাবন]
i. শিশুবান্ধব আইন প্রণয়ন
ii. স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ
iii. লিঙ্গ সমতা আনয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫৫. শিশুদের সচেতন করে গড়ে তোলা উচিত। যাতে তারা— [অনুধাবন]
i. নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে পারে
ii. দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে ওঠে
iii. দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫৬. শিশুর বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে জরুরি হলো— [অনুধাবন]
i. উপযুক্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা
ii. মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা
iii. পারিবারিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৭. জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুদের আটক রাখার পরিবর্তে— [অনুধাবন]
i. প্রবেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত
ii. ডাইভারশন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
iii. আত্মনির্ভরশীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৮. সামাজিক নীতি বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল— [অনুধাবন]
i. সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে
ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে
iii. ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিমগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবছর বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে শিশুদের কম্পিউটার শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলা হয়। এ মেলায় অংশগ্রহণ করে শিশুরাও দারুণ মজা পায়।

৫৯. উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্যোগের ফলে শিশুরা কী ধরনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে? [প্রয়োগ]
ক বিজ্ঞানমনস্ক খ সংস্কৃতিবান
গ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ঘ আদর্শবান **ক**

৬০. এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বিশ্বের সাথে তাল মেশানো
ii. শিশুদের কারিগরি উন্নয়ন
iii. শিশুদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব, সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা, সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৬১. নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক নীতির সুষ্ঠু প্রণয়নের ওপর
খ নীতির বিষয়ের ওপর
গ লোকবলের ওপর
ঘ প্রয়োজনীয় অর্থের ওপর **ক**

http://teachingbd.com

৬২. কীভাবে নীতির যথার্থতা যাচাই করা যায়? [অনুধাবন]
ক বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানের মাধ্যমে
খ পরিকল্পনার মাধ্যমে
গ জরিপের মাধ্যমে ঘ প্রয়োগের মাধ্যমে **ক**

৬৩. সামাজিক নীতি প্রয়োজন কেন? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে
খ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে
গ জাতীয় উন্নয়ন অর্থবহ করতে
ঘ বৈশ্বিক সমস্যা রোধ করতে **খ**

৬৪. বাংলাদেশে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধান সমস্যা হলো— [অনুধাবন]
ক অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব
খ বিদেশি বিনিয়োগ কম
গ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
ঘ দক্ষ নীতিবিদদের অভাব **গ**

৬৫. সামাজিক নীতি কখন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়? [অনুধাবন]
ক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হলে
খ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করা হলে
গ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নীতি প্রণীত হলে
ঘ নীতি প্রণয়নে বেশি বাজেট বরাদ্দ থাকলে **ক**

৬৬. কাশীপুর ইউনিয়নের সামগ্রিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি বেশ কিছু সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করছেন। তাদেরকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? [প্রয়োগ]
ক পরিবর্তনের বাহক খ উন্নয়নের ধারক
গ জ্ঞানের ধারক ঘ অর্থের বাহক **ক**

৬৭. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*
ক পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব খ প্রশাসনিক দুর্নীতি
গ সঠিক তথ্যের অভাব ঘ পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ **গ**

৬৮. সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম যেসব ক্ষেত্রে— [অনুধাবন]
i. সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ সেবাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে
ii. মানুষ ও সমাজ ব্যবহার কল্যাণে
iii. মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৯. 'অনুঘটক' বলতে বোঝায়— *[সকল বোর্ড-২০১৫]*
i. যে নিজে পরিবর্তিত হয়, অপরকে পরিবর্তন করে
ii. যে শুধু নিজে পরিবর্তিত হয়
iii. যে নিজে পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু অপরের পরিবর্তন ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৭০. বিভিন্ন সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান উপায় হচ্ছে—
i. উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ
ii. কর্মসূচি প্রণয়ন iii. বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭১. সামাজিক নীতি অনুশীলনে সমাজকর্মীরা— [অনুধাবন]
i. নীতির সমস্যা চিহ্নিত করে
ii. আর্থসামাজিক দিকের অনুসন্ধান করে
iii. রাজনৈতিক দিকের অনুসন্ধান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ পরিকল্পনা ও এর বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, সামাজিক পরিকল্পনা ও এর গুরুত্ব

৭২. 'পরিকল্পনা হচ্ছে একটি বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি, কাজ করার আগে চিন্তা এবং অনুমানের পরিবর্তে সঠিক তথ্যের আলোকে কোনো কাজ সম্পাদন করা'—সংজ্ঞাটি কার? [জ্ঞান]
ক ট্রেকার খ আর্থার ডানহাম
গ নিউম্যান ঘ টেইলর **খ**

৭৩. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি **ঘ**

৭৪. সর্বপ্রথম কোন দেশে আধুনিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণীত হয়? [জ্ঞান]
ক যুক্তরাজ্যে খ রাশিয়ায়
গ যুক্তরাষ্ট্রে ঘ মিশরীয় সভ্যতায় **খ**

৭৫. যে সমস্ত পরিকল্পনা জাতীয় ভিত্তিতে বা সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক পরিসরে প্রণীত হয় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ব্যষ্টিক পরিকল্পনা
খ সামষ্টিক পরিকল্পনা
গ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা
ঘ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা **খ**

৭৬. *'Social Planning: Concept and Techniques'* গ্রন্থটি কে রচনা করেন? [জ্ঞান]
ক শর্মা ও শাস্ত্রী খ আর এম ম্যাকাইভার
গ অগাস্ট কোঁৎ ঘ টি. পারসন **ক**

৭৭. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সময়কাল কত? [জ্ঞান]
ক ৫-১০ বছর খ ১০-২০ বছর
গ ১০-২৫ বছর ঘ ২০-৩০ বছর **খ**

৭৮. *'Social Policy in the Twentieth Century' (1987)* বইটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক টি এইচ মার্শাল খ রিচার্ড এম টিটমাস
গ রবার্ট এল বার্কার ঘ ব্রুস এস জেনসন **ক**

৭৯. মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনার মেয়াদ কত বছর? *[তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]*
ক ১ থেকে ৫ খ ৫ থেকে ১৩
গ ৫ থেকে ১৪ ঘ ৫ থেকে ১৫ **ক**

Teachingbd.com

৮০. বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনা কোন ধরনের পরিকল্পনার আওতায় পড়ে? *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ব্যষ্টিক খ স্বল্পমেয়াদি
গ আর্থিক ঘ সামষ্টিক **খ**

৮১. বাংলাদেশ সরকার প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে- *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৭২-১৯৮২ খ ১৯৮৫-১৯৯৭
গ ১৯৯৫-২০১০ ঘ ২০১১-২০২১ **গ**

৮২. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা কোন ধরনের পরিকল্পনা? *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক দীর্ঘমেয়াদি খ স্বল্পমেয়াদি
গ মধ্যমেয়াদি ঘ স্থায়ীমেয়াদি **গ**

৮৩. কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে সাধারণত বিভিন্ন চাহিদা পূরণে অর্থের জোগান নিশ্চিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক আর্থিক খ ব্যষ্টিক
গ বস্তুগত ঘ ঘূর্ণায়মান **ক**

৮৪. সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক পরিবর্তন খ আর্থিক পরিকল্পনা
গ বস্তুগত পরিবর্তন ঘ ব্যষ্টিক পরিকল্পনা **ক**

৮৫. সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করা হয়
ii. সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়
iii. সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৮৬. সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যে কারণে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্য
ii. সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য
iii. উন্নত মানবীয় জীবন বিধানের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দেবলপুর গ্রামের বেকারত্ব দূরীকরণে কমল সরকার এলাকার বেকার যুবকদের সংগঠিত করে এলাকার পরিত্যক্ত পুকুরটি পরিষ্কার করে মৎস্যচাষের উদ্যোগ নেন। এজন্যে তিনি প্রাথমিকভাবে কীভাবে কার্য সম্পাদন করবেন সে ব্যাপারে কিছু কর্মসূচি হাতে নেন।

৮৭. অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক নীতি খ উন্নয়ন
গ গবেষণা ঘ পরিকল্পনা **ঘ**

৮৮. উক্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. এতে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই
ii. এটি সুসামঞ্জস্য পূর্ণ
iii. এটি সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা, সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা

৮৯. বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রগতি নির্ণয়ে প্রতি কয় মাস পর পর মনিটরিং করা হয়? [জ্ঞান]
ক ২ মাস খ ৩ মাস গ ৪ মাস ঘ ৫ মাস **খ**

৯০. সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণে কারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্মী খ সাধারণ জনগণ
গ রাজনীতিবিদ ঘ ধর্মীয় গুরু **ক**

৯১. সামাজিক পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা কোনটি? [অনুধাবন]
ক স্থানীয় জনগণকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া
খ স্থানীয় জনগণকে পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া
গ স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা
ঘ স্থানীয় জনগণকে প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়া **খ**

৯২. পরিকল্পনা কীভাবে সার্থকতা লাভ করে? [জ্ঞান]
ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে
খ কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে
গ কর্মসূচি মূল্যায়নের মাধ্যমে
ঘ কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে **ক**

৯৩. প্রথাগত কৌশলের ব্যর্থতা যেসব কারণে সংগঠিত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. গ্রামের সম্পদ শোষণ
ii. শহর কাঠামো গড়ার অধিক প্রবণতা
iii. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের ছকটি দেখো এবং ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

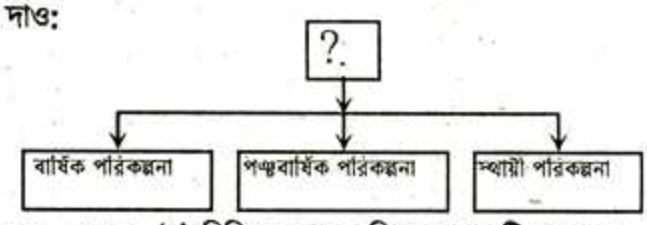

৯৪. ছকের '?' চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটি বসবে? [প্রয়োগ]
ক নীতি খ পরিকল্পনা
গ উন্নয়ন পরিকল্পনা
ঘ বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা **ঘ**

৯৫. উক্ত বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বার্ষিক পরিকল্পনা মূলত দীর্ঘমেয়াদি
ii. ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়
iii. স্থায়ী পরিকল্পনা সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর মেয়াদি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৮: সমাজকর্ম পেশার সমস্যা এবং সম্ভাবনা

প্রশ্ন ▶১ বলা হচ্ছে সেই দেশটির কথা যেটি পূর্ব এশিয়ার সূর্যোদয়ের দেশ হিসেবে খ্যাত। দেশটিতে সমাজকর্মের শিক্ষার মান উন্নত হলেও পেশা হিসেবে তা স্বীকৃত হয়নি। */চ., ব., রা., কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১১/*

ক. কোন দেশকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়? ১

খ. মোহাজের কাদের বলা হয়? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে দেশের সমাজকর্মের কথা বলা হয়েছে সে দেশের সমাজকর্মের শিক্ষার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি বাংলাদেশে পেশা হিসেবে কতটুকু মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়।

খ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে যেসব শরণার্থী এদেশে প্রবেশ করেছে তাদের মোহাজের বলা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুটিকে বিভক্ত করা হয়। মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ঐ সময় ভারত থেকে অনেক মুসলমান শরণার্থী এদেশে প্রবেশ করে। এসব শরণার্থীই মোহাজের হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটি হলো জাপান।

কনফুসিয়ানিজমের ধারণা থেকে উৎপত্তি হয়ে জাপানে সমাজকর্মের দর্শনের বিকাশ ঘটে একবিংশ শতাব্দীতে। দেশটির সমাজকর্ম শিক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা ও প্রভাবও লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে জাপানে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয় ১৯২০ সালে। তবে সমাজকর্ম শিক্ষায় মাস্টার্স কোর্স চালু হয় ১৯৫০ সালে দোশিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৮৭ সাল থেকে জাপান সরকার সমাজকর্মে কোর্স সম্পন্নকারীদের পেশাগত সনদ প্রদান করছে। জাপানে সমাজকর্মের উপর 'Tokyo University of Social Welfare' নামের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিবছর এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। এছাড়াও জাপানের আরো অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাপানের সমাজকর্ম পেশার মান বজায় রাখার জন্য ১৯৫৫ সালে 'Japanese Association of Schools of Social Work' গঠন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান জাপানের সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জাপানের সমাজকর্ম শিক্ষা আন্তর্জাতিক মানের। দেশটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকর্মে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করছে। উদ্দীপকে পূর্ব এশিয়ার সূর্যোদয়ের দেশ তথা জাপানের কথা বলা হয়েছে। দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ সমাজকর্ম বাংলাদেশে এখনও পুরোপুরি পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে এ দেশে এখনও সমাজকর্ম পেশাগত মর্যাদায় পুরোপুরি উন্নতী হয়নি।

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার জ্ঞানার্জনের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু কার্যকর কোনো পেশাগত সংগঠন নেই। এ পেশা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অভাবেও এটি যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না। এছাড়া প্রশাসনের অব্যবস্থাপনার কারণে সমাজকর্ম প্রশাসন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অস্বচ্ছ ধারণা তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশে সমাজকর্ম সম্পর্কে জনগণ ও সরকারের অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সমাজকর্ম পেশাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আধুনিক উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত সমাজকর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রযুক্তিনির্ভর ও আধুনিক হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে পুরানো উপকরণই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি আমাদের দেশের পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র নেই। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকারি প্রশাসনের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা এবং স্বীকৃতির অভাবে বাংলাদেশের সমাজকর্ম পেশা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

উদ্দীপকে জাপানের সমাজকর্ম শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সে দেশে বর্তমানে সমাজকর্ম পেশার আধুনিকায়নের সাথে সাথে এর কর্মপরিধিও বাড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা তেমন বিকশিত হয়নি এবং এখনোও একটি যথার্থ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্ম পেশার যথাযোগ্য মর্যাদা অর্জনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এ পেশার প্রতি ইতিবাচকতা তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন ▶২

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
১. ১৯৩৬ সালে ক্লিফোর্ডের সহায়তায় সমাজকর্ম শুরু।	১. ১৯২০ সালে সমাজকর্ম বিকাশ শুরু হয়।
২. বর্তমানে অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে।	২. বর্তমানে সমাজকর্মের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে।
৩. উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রামীণ সমাজকর্মের বিকাশ হয়েছে।	৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়।
৪. মূলত স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পেশাগত শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়নে আমেরিকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।	৪. আমেরিকার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসিয়ানিজম দর্শনের প্রভাবে, সমস্যা সমাধান, জীবনমান বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়।
৫. বৃহত্তর উন্নয়ন ইস্যুতে সমাজকর্ম পেশাকে এখনো তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	৫. সমাজকর্ম পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নতুন সমাজকর্মীগণ সরকার কর্তৃক পেশাগত সার্টিফিকেট লাভ করেন।

/সকল বোর্ড '১৬। প্রশ্ন নং ৯/

ক. সমাজকর্ম শিক্ষা কী? ১

খ. পেশাগত সংগঠন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে টেবিলের 'ক' দ্বারা কোন দেশের সমাজকর্ম পেশাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? মতামত দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপক টেবিলের 'খ' দেশের সমাজকর্ম বিকাশের সাথে 'ক' দেশের সমাজকর্ম বিকাশের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

https://teachingbd24.com

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম পেশার প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক রূপদানের জন্য পরিচালিত শ্রেণিভিত্তিক কার্যক্রম হলো সমাজকর্ম শিক্ষা।

খ পেশাগত সংগঠন বলতে কোনো নির্দিষ্ট পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

পেশার অন্যতম মানদণ্ড হলো পেশাগত সংগঠন। পেশার মানোন্নয়ন, পেশাদার কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক পেশাতেই নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থাকে। এর মাধ্যমেই যেকোনো পেশা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

গ উদ্দীপকে টেবিলের 'ক রাষ্ট্র' দিয়ে ভারতের সমাজকর্ম পেশাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ডের সহায়তায় ভারতে পেশাগত সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। তিনি স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে বোম্বেতে 'Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ সালে এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'Tata Institute of Social Science' রাখা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয় "Delhi School of Social Work"। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে ভারতে অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব লক্ষণীয়। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্ম বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে গ্রামীণ সমাজকর্মের বিকাশ হয়। তবে দেশটিতে উন্নয়ন ইস্যুতে সমাজকর্ম পেশাকে এখনো তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। টেবিলের 'ক রাষ্ট্র'-এর বৈশিষ্ট্যে উল্লিখিত বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ টেবিলের 'খ' দেশটি হলো জাপান। জাপান ও ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের তুলনামূলক আলোচনা করলে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

সমাজকর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে পদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে। এর কারণ হলো, দেশগুলোর প্রচলিত রীতি-নীতি তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পার্থক্য। জাপান ও ভারত এশিয়ার দুটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও এ দুটি দেশে সমাজকর্মের বিকাশে ভিন্ন ভিন্ন ধারা লক্ষ করা যায়।

ভারতের তুলনায় জাপানে আধুনিক সমাজকর্মের যাত্রা আগে শুরু হয়েছে। তাই বলা যায় জাপানে সমাজকর্মের বিকাশ দ্রুত আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে ভারতে অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু থাকলেও জাপানে অনেক আগে, সেই ১৯২০ সালেই আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৯৫০ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে অবস্থিত Doshisha University- তে প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষায় মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। এরপর জাপানে ২০০০ সালে 'Tokyo University of Social Welfare' নামে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটেই জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত। দুই দেশের সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশে বৌদ্ধ ধর্ম ও কনফুসিয়ানিজমের প্রভাবও ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া সমাজকর্ম শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার দিক থেকেও জাপান ভারতের চেয়ে অগ্রসর। সেখানে সমাজকর্মীরা সরকার কর্তৃক পেশাগত সার্টিফিকেট লাভ করেন। অন্যদিকে ভারতে উন্নয়ন ইস্যুতে পেশা হিসেবে সমাজকর্মের গুরুত্ব এখনো তুলনামূলকভাবে কম।

উপরের আলোচনা থেকে তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের তুলনায় জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ দ্রুত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ আফগানিস্তানের নাগরিক গুলফাম বারাকজাই নারীদের মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতেন। কাজ করতে গিয়ে তিনি তালেবানদের কারণে নানা প্রতিকূলতার শিকার হন। তারপরও তিনি নারী জাগরণের কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তালেবান জঙ্গিরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিলে এক সময় বাধ্য হয়ে তিনি জাপানে চলে যান। বর্তমানে তিনি Tokyo University of Social Welfare এ সমাজকর্ম বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. কোন দেশকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়? ১

খ. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম অনুশীলন কেন করা হয়? ২

গ. গুলফাম বারাকজাই এর প্রচেষ্টার মধ্যে উপমহাদেশের কোন সমাজ সংস্কারকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গুলফাম বারাকজাই এর গবেষণাতে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্রের আংশিক প্রকাশিত হয়— ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়।

খ সমাজকর্মের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়।

মাঠকর্ম বলতে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করাকে বোঝায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাঙ্ক্ষিত তথ্যাবলি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা। এছাড়া সামাজিক উপাদান সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ, সামাজিক সমস্যার কারণ উদঘাটন, সামাজিক চলকের প্রকৃতি ব্যাখ্যাকরণ, বিস্তৃত তথ্যাবলি সরবরাহ করা, সংখ্যাবাচক বর্ণনা প্রদান, নমুনায়নের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন, এলাকাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, চলকের কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার, সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সমাজকর্মে মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

গ গুলফাম বারাকজাই এর প্রচেষ্টায় উপমহাদেশের সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়ার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং অধিকার আদায়ের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে তিনি স্থানীয়দের বাধার সম্মুখীন হন। পারিবারিক কারণে তিনি স্কুলটি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। সেখানেও তিনি রক্ষণশীল মুসলমানদের বিরোধিতা ও বঞ্চনার শিকার হন। সব বাধা উপেক্ষা করে তিনি অসীম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের সাথে নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে যান। বেগম রোকেয়ার এই প্রচেষ্টার সাথে গুলফাম বারাকজাইয়ের মিল পাওয়া যায়।

গুলফাম বারাকজাই আফগানিস্তানের নারীদের মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি তালেবানদের বাধার সম্মুখীন হন। তিনি থেমে যাননি, বরং নারী জাগরণে তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। গুলফাম বারাকজাই এর এই প্রচেষ্টা বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের গুলফাম বারাকজাই-এর প্রচেষ্টায় বেগম রোকেয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের গুলফাম বারাকজাই নারী জাগরণের জন্য গবেষণা করছেন, যা সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্রের আংশিক রূপমাত্র।

সমাজকর্ম পেশা সমগ্র বিশ্বজুড়েই একটি স্বীকৃত সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজের নানা সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, পল্লি উন্নয়ন, সামাজিক আইন প্রণয়ন, পারিবারিক সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী কল্যাণ, অপরাধ সংশোধন, নারী জাগরণ, শিক্ষা, নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সমাজকর্ম কৌশল ও পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার রয়েছে।

উদ্দীপকে আফগানিস্তানের নাগরিক গুলফাম বারাকজাই নারীদের মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় গবেষণাকর্ম চালিয়েছেন। নারী উন্নয়ন, নারী জাগরণ, নারী শিক্ষার প্রসার ও বিকাশে সমাজকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করে। নারীদেরকে শিক্ষামুখী করতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু শুধু উদ্দীপকের বিষয়টির ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ হয় না। সামাজিক বহুমুখী সমস্যার সমাধান ও সার্বিক উন্নয়নে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও কার্যক্রম ব্যবহৃত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নিরক্ষরতা অজ্ঞতা দূরীকরণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সমাজকর্ম পেশা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ ও শহর উন্নয়ন সার্বিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম কাজ করে।

উপরের আলোচনা ক্ষেত্রে বলা যায়, সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶ ৪ উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী জসিম সমাজকর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করে জানতে পারে- শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, শ্রেণিবৈষম্য, পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা ও প্রবল বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও মানুষের ভ্রান্ত ধারণা, পেশাগত সংগঠনের অভাব, সচেতনতার অভাব ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বাংলাদেশে সমাজকর্ম আজও পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আমেরিকায় 'দানশীলতা, সংশোধন ও মানবহিতৈষণা'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়? ১

খ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের পটভূমি আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্ম পেশার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমেরিকায় 'দানশীলতা, সংশোধন ও মানবহিতৈষণা'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

খ বাংলাদেশে জাতিসংঘের সহায়তায় সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন শুরু হয়।

১৯৫২ সালে জাতিসংঘের কার্যকরি সাহায্য কর্মসূচির আওতায় ড. জেন্স ডাম্পসন এর নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট্য একটি সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর সমস্যা জরিপ ও বিশ্লেষণ করে এদেশে পেশাগত সমাজকর্মের অনুশীলনে সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫ সালে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বৈষম্য, পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পেশা প্রয়োগ করা যায়।

দ্রুত শিল্পায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও নগরায়ণের প্রভাবে যে আমূল পরিবর্তন ও সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাতে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ করা যায়। পারিবারিক সমস্যা ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও উন্নয়নে দিক নির্দেশনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। ভগ্ন স্বাস্থ্য, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পুষ্টি, নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা, যুবকল্যাণ ও বেকারত্ব হ্রাসের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশা সফলতার সাথে কাজ করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষার্থী জসিম সমাজকর্ম পড়তে গিয়ে শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, সম্পর্কের সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব প্রভৃতি সমস্যার চিত্র দেখতে পায়। উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে সমাজকর্ম পেশার প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ইউসেপ, ব্র্যাকসহ কিছু এনজিও বিদ্যালয়কে শিশু বান্ধব করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। বাংলাদেশে নারী-পুরুষ ও ধনী-দরিদ্রের ব্যাপক বৈষম্য লক্ষণীয়। স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহিংসতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতার প্রভাব, ব্যাপক বেকারত্বসহ সামাজিক বিভিন্ন সংকট প্রবল আকার ধারণ করছে। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পেশাদার সমাজকর্মীর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা, পেশাগত সংগঠন ও সচেতনতার অভাব ও প্রশাসনিক জটিলতাকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সহযোগিতায় ষাটের দশকে পেশাদার সমাজকর্মের সূচনা হয়। কিন্তু পেশার সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সবকয়টি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সমাজকর্ম স্বতন্ত্র পেশার মর্যাদা লাভ করেনি। যে সকল সমস্যা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে পেশার মান বজায় ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের পেশাগত সম্মিলিত সংগঠনের অভাব, জনগণের অসচেতনতা, প্রয়োগিক প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা অন্যতম।

উদ্দীপকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের ভুল ধারণা ও সচেতনতার অভাব, পেশাগত সংগঠনের অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে অজ্ঞ, নিরক্ষর ও অসচেতন জনগণের পেশাদার সমাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে সমাজকর্ম পেশা বিকশিত হচ্ছে না। সমাজকর্ম পেশার এখন পর্যন্ত পেশাদার সমাজকর্মীদের কার্যকর কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মান বজায় রাখার আক্রিডিটেশন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের পেশাগত ব্যবহারিক মূল্যবোধ ও মানদণ্ড কী হওয়া উচিত সে বিষয়েও কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট ধারণা এখনো গড়ে ওঠেনি।

পরিশেষে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের তীব্রতা ও ব্যাপকতাসহ আলোচিত সার্বিক কারণে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা স্বতন্ত্র পেশার মর্যাদা লাভ করেনি।

প্রশ্ন ▶ ৫ আদিবের বয়স ১২ বছর। সমাজবিরোধী কিছু লোকের সংস্পর্শে এসে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। সংশোধনের জন্য তাকে একটি সরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের কিছু সমস্যার কারণে আদিব অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতার কারণে আদিবের বর্তমান অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে পড়েছে। *[বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. ঢাকা মেডিকেল কলেজে কত সালে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি চালু করা হয়? ১

খ. পঞ্চদৈত্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমাজকর্ম পেশার প্রয়োগক্ষেত্র চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রয়োগক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগে সমস্যা বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমাজসেবা কর্মসূচি চালু করা হয়।

খ স্যার উইলিয়াম বিভারিজ পঞ্চদৈত্য বলতে পাঁচটি সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে বুঝিয়েছেন।

তার মতে, সমাজ থেকে এ পঞ্চদৈত্য অপসারণ করা গেলে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি আনা সম্ভব। বিভারিজ রিপোর্ট হচ্ছে স্যার উইলিয়াম বিভারিজের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন। বিভারিজ রিপোর্টে মানব সমাজের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এগুলো হলো- অভাব, রোগ, অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ এবং অলসতা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্ম পেশার প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১২ বছর বয়সী কিশোর আদিবের অপরাধপ্রবণতা সংশোধনের জন্য তাকে সরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়, যা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সংশোধনমূলক কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। মূলত শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাব অপরাধ ও কিশোর অপরাধ প্রবণতাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। এই প্রবণতা দমনের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কিশোর অপরাধী ও অপরাধীদের সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রবেশন, প্যারোল, আফটার কেয়ার সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দীপকে আরও দেখা যায়, সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের কিছু সমস্যার কারণে আদিব অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানটি সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় তা হলো হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে রোগীর রোগ নিরাময়ের সাথে সাথে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। একজন সমাজকর্মী এ সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করে চিকিৎসককে রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রয়োগক্ষেত্রে অর্থাৎ সংশোধনমূলক কাজ এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগে পেশাগত মূল্যবোধ ও মানদণ্ড, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং পেশাগত সংগঠনের অভাব রয়েছে।

উদ্দীপকের আদিবের সমস্যা মোকাবিলায় সংশোধনমূলক কার্যক্রম ও হাসপাতাল সমাজসেবার উল্লেখ আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রগুলোতে এখনো সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগ হচ্ছে না। মূলত, সমাজকর্ম পেশার বিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট বই, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। যার ফলে এখনো মানুষের মধ্যে এ পেশা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা বিদ্যমান, যা সমাজকর্মের সফল প্রয়োগের অন্তরায়। এছাড়া এদেশে পেশাদার সমাজকর্মের কোনো কার্যকর পেশাগত সংগঠন নেই। উপরন্তু সমাজসেবা বিভাগে সমাজসেবা কর্মকর্তা পদটি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সমাজকর্মের স্নাতকদের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও পরে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যার কারণে হাসপাতালে সমাজসেবা ও সংশোধনমূলক কার্যক্রমগুলো অপেশাদার লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকেও পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলোর আরেকটি বড় সমস্যা হলো প্রচারণা সংকট। আমাদের দেশে প্রচলিত কিশোর অপরাধ, পারিবারিক সমস্যাজনিত মানসিক বিপর্যস্ততা কিংবা হাসপাতাল সমাজসেবার মতো কার্যক্রমগুলোর তেমন কোনো প্রচারণা নেই। ফলে জনগণ তাদের সমস্যা মোকাবিলায় এ ক্ষেত্রগুলোর সাহায্য নেয় না, যা সমাজকর্মের বিকাশের পথে বড় বাধা।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রয়োগক্ষেত্রগুলোতে সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগে বেশকিছু সমস্যা বিদ্যমান। এ সমস্যাগুলোর সমাধান না করা হলে ভবিষ্যতেও সমাজকর্মের মূল দর্শন কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

প্রশ্ন ▶৬ সুমন একটি প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মী হিসেবে চাকরি করে। সমাজকর্মে স্নাতক পাস তার বন্ধু হাসান তাকে সমাজকর্মী বলতে নারাজ। কিন্তু সমাজে সমাজকর্মী বলে তাদেরকে, যারা বেশি বেশি দান, সদকা ইত্যাদি করে। সমাজকর্ম যে পেশা, তা সমাজের অধিকাংশই জানে না। সুমন সমাজকর্মী হিসেবে চাকরি করলেও সে লেখাপড়া করেছে অর্থনীতি নিয়ে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র কবে চালু করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে 'সংগঠনের অভাব' বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে সুমনের কর্মে সমাজকর্মের সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চিহ্নিত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ বিষয়ে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করে তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র চালু করা হয় ১৯৬৪ সালে।

খ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে 'সংগঠনের অভাব'।

যেকোনো পেশার মানোন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে পেশাগত সংগঠন অপরিহার্য। এজন্য আমাদের দেশে ১৯৭৬ সালে জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সমাজকর্ম শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে এদের কোনো কার্যকারিতা নেই। ফলে সমাজকর্মকে পেশার মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য সঠিক মূল্যায়ন, বাস্তববাদী আন্দোলন প্রভৃতির অভাব লক্ষ করা যায়। তাই সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সংগঠনের অভাব একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

গ উদ্দীপকে সুমনের কর্মে সমাজকর্মের বেশকিছু সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজকর্ম পেশার একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এ বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস। এদেশের মানুষ দান, ত্রাণ, সাহায্য প্রভৃতি কাজকে সমাজকর্ম হিসেবে ভেবে থাকে। বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, পেশাগত মূল্যবোধ ও মানদণ্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। এদেশের শিক্ষার্থীরা বিদেশের সংস্কৃতিভিত্তিক বই-পত্রপত্রিকা প্রভৃতি নির্ভর শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করে যা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে সমাজকর্মীরা শিক্ষা শেষে তা প্রয়োগে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমাজকর্মের অন্যতম একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে অনেক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের নিযুক্ত করা হয়। ফলে তারা দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে তারা উদাসীন থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমন অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে সমাজকর্মী হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। অর্থাৎ সমাজকর্মে তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কোনো জ্ঞান না থাকার পরেও সে তৎসংশ্লিষ্ট কর্মে নিয়োজিত, যা সমাজকর্মের সীমাবদ্ধতার দিককে প্রতিফলিত করছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রতি মানুষের নেতিবাচক ধারণা এবং পেশাগত সংগঠনের অভাব থাকলেও এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ পেশার প্রয়োগক্ষেত্র সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশে শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা সমস্যা, শিক্ষা উন্নয়নে পেশাদার সমাজকর্মের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া ঠেকাতে, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা, ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সমাজকর্ম কাজ করতে পারে। শিশুদের কল্যাণে শিশু সনদ, বেবি হোম, শিশু পরিবার ও এতিমখানায় একজন সমাজকর্মী তার পেশাদারি জ্ঞান প্রয়োগ করে উক্ত ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন যেমন— কিশোর আদালত, প্যারোল, প্রবেশন প্রভৃতি পরিচালনা করা হচ্ছে, যা পেশাদার সমাজকর্মের সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মসচেতনাবোধ জাগ্রতকরণ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা করতে সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারে। উদ্দীপকে সমাজকর্মের প্রতি মানুষের অজ্ঞতা, অসচেতনতা এবং সমাজকর্মী হিসেবে সমাজকর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ের ডিগ্রিধারী নিযুক্ত হওয়ায় প্রভৃতিসমস্যা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সমাজকর্মের সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে এসব সমস্যা সমাধানে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বহুমুখী সমস্যায় জড়িত। আর সমাজকর্ম শিক্ষা ছাড়া এসব সমস্যার সমাধান ও সমাজ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্র যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

প্রশ্ন ▶ ৭ শাহীন এমন একটি দেশে বসবাস করছে যেখানে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত। উক্ত দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় ইংল্যান্ডের সমাজসেবা কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। উক্ত দেশের সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় শত বছরের।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, গাজীপুর | প্রশ্ন নং ১১]

ক. কোন দেশকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়? ১

খ. উন্নত দেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন দেশের সমাজকর্ম শিক্ষাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দেশের সমাজকর্ম শিক্ষার বর্তমান অবস্থা-বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডকে সমাজকর্মের সুতিকাগার বলা হয়।

খ যেসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে সেসব দেশই উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত।

উন্নত দেশগুলোতে সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি হয় এবং এসব দেশের মানুষ উন্নত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের মধ্যে রয়েছে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে আমেরিকার নাম উজ্জ্বল। ইংল্যান্ডের হাত ধরে আমিরিকাতে সমাজকর্ম পেশার উৎপত্তি হলেও সমাজকর্মের পেশাগত শিল্প বিকাশে আমেরিকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। মূলত আধুনিক সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষা আমেরিকারই অবদান। এদেশে স্বেচ্ছাসেবী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে পরিচালিত সেবা কর্মসূচি এবং সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রবর্তনে এনা এল ডয়েস অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত 'International Congress of Charities, Correction and Philanthorphy' সম্মেলনে সমাজসেবা উন্নত করার জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমেরিকার একটি বিখ্যাত সমাজকর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উক্ত দেশের সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় শত বছরের পুরনো।

আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কিত উল্লিখিত বিষয়সমূহের সাথে শাহীনের বসবাসকৃত দেশের সমাজকর্ম শিক্ষার মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতিফলন রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত আমেরিকা পেশাদার সমাজকর্ম ও শিক্ষার বিকাশে এক উজ্জ্বল নাম।

আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরের। মূলত ইংল্যান্ডের সমাজসেবা বা কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা সূচিত হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য এদেশে বহু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজকর্ম আমেরিকায় একটি জনপ্রিয় পেশা হিসেবে স্বীকৃতি।

উদ্দীপকে বিভিন্ন নির্দেশনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার সমাজকর্মকে নির্দেশ করছে। আমেরিকায় পেশাগত সমাজকর্ম চালু হয় ১৯০৪ সালে। এই সময় থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ১৫টি সমাজকর্ম শিক্ষাদান ভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে সমাজকর্মভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দক্ষ সমাজকর্মী তৈরি করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলো ৪ বছর ব্যাপী স্নাতক শিক্ষা কার্যক্রম এবং এর সাথে এক বছরের স্নাতক কোর্স চালু করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে এ বিষয় পাঠদান ও ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া সমাজকর্ম শিক্ষাকে অধিকতর কার্যপোযোগী ও মানসম্মত করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনও কাজ করে। CSWE আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সংগঠন।

উপরের আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকা এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যা বিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাকে বিশেষ অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজকর্ম একটি পেশা হলেও বাংলাদেশে এটি আজও পেশার স্বীকৃতি পায়নি। আব্দুল আলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করে একটি বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে সমাজকর্ম বাংলাদেশে পেশার স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণগুলো খুঁজে পেলেন।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. সামাজিক প্রশাসন কী? ১

খ. দল সমাজকর্মের উপাদানগুলো কী কী? ২

গ. আব্দুল আলিম সাহেবের পেশা স্বীকৃতি না পাওয়ার কী কী কারণ থাকতে পারে? ৩

ঘ. আব্দুল আলিম সাহেবের পেশার সমস্যা সমাধানের কী কী উপায় থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রশাসন সমাজকর্মের একটি কৌশল ও প্রক্রিয়া যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় পরিণত করে।

খ দল সমাজকর্মের উপাদানগুলো হলো—সামাজিক দল, দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান, দল সমাজকর্মী এবং দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে সামাজিক দল। দল ছাড়া দল সমাজকর্ম অনুশীলন করা যায় না। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে দল

Teachingbd24.com

সমাজকর্মে সেবা প্রদান করা হয় সেগুলোকে দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান বলা হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে দলকে সাহায্য করাই দল সমাজকর্মীর মূল কাজ। দল সমাজকর্ম অনুশীলনে গৃহীত সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক কার্যক্রমই হলো দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

গ আব্দুল আলিম সাহেবের সমাজকর্ম পেশাটি স্বীকৃতি না পাওয়ার পেছনে বেশকিছু কারণ রয়েছে।

কোনো পেশার বিকাশে পেশাগত সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার জ্ঞানার্জনের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু কার্যকর কোনো সংগঠন নেই। এতে সমাজে মানুষ সমাজকর্মীদের মূল্যায়ন করার সুযোগ পাচ্ছে না। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে আরেকটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো এ পেশা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অভাব। প্রশাসনে অব্যবস্থাপনা ও সমাজকর্ম প্রশাসন সম্পর্কে প্রশাসনিক ব্যক্তিদের অস্বচ্ছ ধারণা পেশাদর সমাজকর্মের স্বীকৃতি অর্জনে বিপত্তি সৃষ্টি করছে। সমাজকর্ম সম্পর্কে জনগণ ও সরকারের অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ধারণা সমাজকর্ম পেশার সুষ্ঠু বিকাশ না হওয়ার আরেকটি কারণ।

সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নানা পরিকল্পনা গৃহীত হলেও সমাজকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ কম থাকে। এছাড়া সরকারি প্রশাসনের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও তেমন কোনো উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এছাড়া সরকারি প্রশাসনের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোর কর্মসূচির সমন্বয়হীনতাও সমাজকর্ম পেশার বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই বলা যায়, উল্লিখিত কারণগুলোই আব্দুল আলিমের সমাজকর্ম পেশা স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য দায়ী।

ঘ আব্দুল আলিম সাহেবের সমাজকর্ম পেশার সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে পেশাগত সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দেশে পেশাদার সমাজকর্মের কোনো কার্যকরী পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাই সমাজকর্ম পেশার বিকাশে পেশাগত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস। মানুষের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জনগণকে সমাজকর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হবে। বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় উপকরণের অভাব। এ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম বিষয়ে দেশীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি এবং সমাজকর্ম শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সমাজকর্মের কোনো পেশাগত মানদণ্ড ও মূল্যবোধ নেই। এ কারণে পেশাগত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে সমাজকর্মের মানদণ্ড ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করতে হবে।

সমাজকর্ম পেশার স্বীকৃতির জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমাজকল্যাণ খাতে সরকারের বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারি প্রশাসনের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহে সমন্বয় আনতে হবে। প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতা এবং নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা আমাদের দেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এ কারণে সমাজকর্ম পেশার বিকাশের জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতা ও রাজনৈতিক সমস্যা দূর করতে হবে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নই সমাজকর্ম পেশার স্বীকৃতি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৯ সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুবর্ণা তার একটি গবেষণা প্রকল্পে সমাজকর্ম সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করছে। জরিপ থেকে সে দেখতে পায় বেশির ভাগ মানুষ সমাজকর্মকে সরকারি অনুদান, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ করা এবং সাময়িক সেবা হিসেবে মনে করে। এছাড়া সে আরও লক্ষ্য করেছে যে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সরকারের তেমন বরাদ্দ নেই, সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনও আমাদের দেশে হয় না। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে কত সালে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়? ১

খ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর। ২

গ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে কোন কোন সমস্যাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাগুলো বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৩ সালে।

খ বাংলাদেশের মতো সমস্যাগ্রস্ত দেশে সমাজকর্ম পেশার বহুল প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের অনুশীলন অপরিহার্য। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, অবহেলিত নারীর অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তের প্রতিকার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে মানুষের ধারণা ও সচেতনতার অভাব, সরকারি বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা ও পেশাগত অনুশীলনমূলক সমস্যাগুলোকে দায়ী করা হয়েছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সহায়তায় ষাটের দশকে পেশাদার সমাজকর্মের সূচনা হলেও আজও স্বতন্ত্র পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। পেশার মান বজায়ের ক্ষেত্রে এ্যাক্রিডিটেশন ব্যবস্থার হীনতা, পেশাগত সংগঠনের অভাব, মূল্যবোধের স্পষ্ট ধারণার অভাব, মানুষের সচেতনতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকর্ম পেশা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

উদ্দীপকের শিক্ষার্থী সুবর্ণা তার গবেষণায় সমাকর্ম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা সরকারি অনুদান ও বরাদ্দের অভাব, পেশাগত সংগঠনের অভাব লক্ষ করে। বাংলাদেশের অজ্ঞ, নিরক্ষর ও অসচেতন জনগণের পেশাদার সমাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যা সমাজকর্ম যে এক ধরনের মহৎ ও নিয়মিত পেশা ও ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়নি। বাংলাদেশ সরকার সমাজকর্ম পেশা বিকাশের ক্ষেত্রে বড় রকম পরিকল্পনা ও অনুদান এখন পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়নি। এ পেশার এখন পর্যন্ত পেশাদার সমাজকর্মীদের কার্যকরি কোনো পেশাগত সংগঠন গড়ে উঠেনি। তাছাড়া, পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগ করার মত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উপরের সমস্যাগুলো বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, পেশাগত অনুশীলনের অভাব সমস্যাগুলো সমাধান করলে সমাজকর্ম পেশা অনেকাংশে বিকাশ লাভ করবে।

Teachingbd24.com

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অবকাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন একযোগে শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় সমাজকর্ম বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের মানুষের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও অসচেতনতা শিক্ষার মাধ্যমে দূর করে সমাজকর্ম পেশার প্রতি ইতিবাচক ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এছাড়া পেশাদার সংগঠন সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, মূল্যবোধ ও মানদণ্ড সম্পর্কে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ, সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি, শক্তিশালী জার্নাল প্রকাশ প্রভৃতি সমাজকর্ম পেশার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুবর্ণা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা, সরকারি বরাদ্দের অভাব, পেশাগত অনুশীলনের স্বল্পতা সমস্যাগুলোকে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের পথে বাধা বলে আবিষ্কার করে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার পেশাগত সংগঠন এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। এ ধরনের সংগঠন সমাজকর্ম পেশার বিকাশকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করবে। সরকারি অনুদান, বরাদ্দ তথা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই ধারণাটি জনকল্যাণে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাবে। যা সমাজকর্মের পেশাকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ পেশার বিকাশে আলোচিত সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধান সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে 'X' নামক দেশে অনেক আর্থ-সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উক্ত দেশের সরকারের পক্ষে ঐ পরিস্থিতি সামাল দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। তাই বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায়। সংস্থাটির আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রথমে পরীক্ষামূলক এবং পরবর্তীতে স্থায়ী সমাজসেবা কর্মসূচি চালু করে। একই সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য দক্ষ পেশাদার সমাজকর্মীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেননা শুধুমাত্র দক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী পেশাদার সমাজকর্মীদের থেকে এসব সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান আশা করা সম্ভব।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কত সালে ঢাকা প্রজেক্ট শুরু হয়? ১

খ. সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন দেশের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত দেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়"— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৫ সালে ঢাকা প্রজেক্ট শুরু হয়।

খ সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টিকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি মূলত উন্নত দেশসমূহে সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। আর সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে যে পদ্ধতিটি বিশেষভাবে নিয়োজিত তা হলো সমষ্টি উন্নয়ন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ বিভাগের ফলে স্থানান্তরজনিত কারণে অনেক শরণার্থী এদেশে প্রবেশ করে। এজন্য সদ্য স্বাধীন দেশের শহর এলাকায় এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া পুরোনো সমস্যার সাথে আরও নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা যুক্ত হতে থাকে এবং সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এ সংকটজনিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের কার্যকরীসাহায্য কর্মসূচির আওতায় ড. জেমস ডাম্পসন এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞ দল এদেশে আসেন। তারা তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে জরিপ ও পর্যালোচনার পর এদেশে পেশাদার সমাজকর্ম এবং এ সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ ও সহায়তায় ১৯৫৩ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম তিন মাসের একটি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যদিয়েই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশ লাভ করে। প্রশিক্ষণ শিক্ষার পাশাপাশি ধীরে ধীরে সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়।

উদ্দীপকের 'X' দেশের সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশের সাথে বাংলাদেশের সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। যা পরবর্তীতে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ঘটায়।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলো সমাজকর্ম অনুশীলনের সূত্রপাত ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশেও পশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়।

বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ ড. জে মুর-এর ওপর ন্যস্ত হয়। তার রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম দু'বছর মেয়াদে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কোর্স সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটে। ১৯৭৩ সালে পৃথক ইনস্টিটিউট হিসেবে এ সমাজকল্যাণ কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আত্মীকরণ করা হয়। তখন এর নাম 'সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট' রাখা হয়। ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'সমাজকর্ম কলেজ' প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের একটি বিভাগ হিসেবে ১৯৭২ সালে এ কলেজটি সমাজকর্ম বিভাগ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৬৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও বিএ (পাস কোর্স) এ ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সমাজকল্যাণ বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এদেশের সমাজকর্ম শিক্ষা আরও সম্প্রসারিত হয়। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 'সমাজকর্ম বিভাগ' চালু করে এবং স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করে। ১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এর অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বিষয় হিসেবে এটি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একটি পছন্দনীয় বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম তার শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রকে বিকশিত করছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইংল্যান্ডকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ইংল্যান্ড-এ ৪৩তম এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন-১৬০১ প্রণীত হয়। এছাড়াও, ইংল্যান্ডের সার্বিক সমাজকল্যাণ

Teachingbd24.com

কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভারিজ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ সাধিত হয়। */কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৯/*

ক. ঢাকা প্রজেক্ট কত সালে চালু হয়? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সমাজকর্ম পেশার বিকাশের সাথে ভারতে সমাজকর্ম পেশার বিকাশের প্রক্রিয়ার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশটি দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করলেও ভারতে তাদের সমগোত্রীয়দের উদ্দেশ্যে নানামুখী সেবা কর্মসূচি বিদ্যমান— বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকা প্রজেক্ট চালু হয় ১৯৫৫ সালে।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের দেশ অর্থাৎ ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশের সাথে ভারতের সমাজকর্ম পেশার বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইংল্যান্ডকে সমাজকর্মের সূতিকাগার বলা হয়। কেননা আধুনিক সমাজকর্মের বীজ রোপিত হয় ইংল্যান্ডে। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে যেমন বিভিন্ন সময়ে প্রণীত দরিদ্র আইন, বিভারিজ রিপোর্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সমাজকর্মমূলক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। উদ্দীপকেও এদেশের সমাজকর্ম বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মের সূতিকাগার হিসেবে ইংল্যান্ডকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংল্যান্ডে মূলত প্রাচীনকাল থেকে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ইংল্যান্ড সরকার গরিবদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। যেমন- Statue of Labourers Act-১৩৪৯, ১৫৩১ সালের দরিদ্র আইন, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন, ১৬৬২ সালের বসতি আইন, ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন, ১৮৬৩ সালের দানশীল বোর্ড, ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন, ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে এ আইনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ১৮৬৯ সালের Charity Organization Society এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অন্যদিকে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, মানবতাবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে ভারতে সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়। ব্রিটিশ ভারতে বেসরকারি সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে খ্রিস্টান মিশনারির অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ধর্মের লোকদের বসবাস ছিল বেশি। এসব ধর্ম থেকে খ্রিস্টধর্মে আকৃষ্ট করতে খ্রিস্টান মিশনারি বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গির্জা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করে। আর এসব প্রতিষ্ঠান ভারতে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সহায়তা করে। ১৯৩৬ সালে ক্লিফোর্ডের সহায়তায় ভারতে আধুনিক সমাজকর্মের সূচনা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-Tata School of Social Work, Tata School of Social Science, YWCA, Social Work Institute সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভারতে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ভূমিকা রাখে। সুতরাং বলা যায়, ইংল্যান্ড ও ভারতে সমাজকর্ম পেশার বিকাশের প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটি অর্থাৎ ইংল্যান্ড দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু ভারতে তাদের সমগোত্রীয়দের উদ্দেশ্যে নানামুখী সেবা কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে-এ ধারণার সাথে আমি একমত।

ভারতে সমষ্টি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অধীনে নারী-পুরুষ ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করা হয়। শিশুদের শিক্ষার জন্য পরিচালিত হচ্ছে নার্সারি ক্লাস। দর্জি, কাটিং এবং বয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নারী ও পুরুষদেরকে আত্মকর্মে নিয়োজিত হতে সাহায্য করা হয়। নামমাত্র মূল্যে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আইনগত সহায়তা কেন্দ্রের সহযোগিতায় দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে আইনি পরামর্শ, আর্থিক সাহায্য, সংস্থার পক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগ প্রভৃতি সহায়তা প্রদান করা হয়। জনগণকে তাদের দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করার জন্য Assistant Public Relations Officer Cell কাজ করছে। দরিদ্র, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বিধবা বয়স্কদের প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ভারত সরকার বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান করে। তাছাড়া বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্কীম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভারত সরকার নাগরিকদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শিক্ষিত হওয়া, সুখী ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ আইন অনুসারে প্রত্যেকটি জন্ম, মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইংল্যান্ডে দরিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে দরিদ্রদের জন্য প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে Statue of Labourers Act-১৩৪৯, ১৫৩১ সালের দরিদ্র আইন, ১৫৬২ সালের আর্টিফিসারস আইন, ১৬০১ সালের দরিদ্র আইন, ১৬৬২ সালের বসতি আইন, ১৮৩৪ সালের দরিদ্র আইন, ১৯০৫ সালের দরিদ্র আইন কমিশন ও ১৯৪২ সালের বিভারিজ রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য। এসকল আইনের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভারত আইন প্রণয়ন না করেই বিভিন্ন সেবা কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১২ আদিবের বয়স ১২ বৎসর। সমাজ বিরোধী কিছু লোকের সংস্পর্শে এসে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। সংশোধনের জন্য তাকে একটি সরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের কিছু সমস্যার কারণে আদিব অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতার কারণে আদিবের বর্তমান অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

/লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ ▌প্রশ্ন নং ৮/

ক. পেশাদার সমাজকর্ম কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমাজকর্ম পেশার প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজকর্ম পেশার সফল প্রয়োগে সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনই হলো পেশাদার সমাজকর্ম।

খ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সেবামূলক কর্মসূচিই গ্রামীণ সমাজসেবা নামে পরিচিত।

গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অনগ্রসর, সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত। এসব জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গ্রামীণ সমাজসেবা বলা হয়। শিশু, যুবক, মহিলা, ভূমিহীন পরিবার এবং অন্যান্য অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় তারা গ্রামীণ সমাজসেবার প্রধান লক্ষ্যভুক্ত।

https://teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩

ছক ক	ছক খ
১. খ্রিস্টান মিশনারি সংগঠনের নেতা সমাজকর্ম শিক্ষার অগ্রদূত	১. সর্ব প্রথম সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ঘটেছে।
২. ১৯৩৬ সালে সর্ব প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।	২. এক হাজারের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে।
৩. সমাজকর্ম আজও পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি।	৩. ১৯৫৫ সালে সমাজকর্মের সর্ববৃহত পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম শুরু হয়? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে ব্যক্তিকে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রাণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে "খ" ছক কোন দেশের সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে "ক" ছকে ইঙ্গিতকৃত দেশটির বর্তমান সমাজকর্ম শিক্ষার মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের শুরু হয়।

খ ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি।

ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। যিনি সমস্যা সমাধানের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্যে সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকেই নিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ উদ্দীপকে 'খ' আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরের। এদেশের সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়েছে ইংল্যান্ডের সমাজসেবা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। আমেরিকায় পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৯০৪ সালে। এ সময় থেকে মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে ১৫টি সমাজকর্মভিত্তিক স্কুল চালু হয়। ১৯১৯ সালে সমস্ত স্কুলের সমন্বয়ে Association of Training Schools for Professional Social Work গড়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে AASSW-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু করা হয়। বর্তমানে আমেরিকায় সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা। সে দেশে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিচ্ছে।

উদ্দীপকে যে দেশটির কথা বলা হয়েছে সেখানে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত। আমেরিকাতে ঐ সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এখানে সমাজকর্ম শিক্ষা ইংল্যান্ডের সেবা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছে। এজন্য সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস শত বছরের। সুতরাং উদ্দীপকে আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের ছক 'ক' এ ইঙ্গিতকৃত দেশটি অর্থাৎ ভারতের বর্তমান সমাজকর্ম শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯৩৬ সালে মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ডের (Clifford Manshardt) সহায়তায় ভারতে পেশাগত সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। তিনি স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের (Sir Dorabji Tata trust) তত্ত্বাবধানে বোম্বেতে Sir Dorabji Tata Graduate School of Social work প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ সালে এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'Tata Institute of Social Science' রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয় "Delhi School of Social Work"। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে ভারতে অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজকর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্ম বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে গ্রামীণ সমাজকর্মের বিকাশ হয়। তবে উন্নয়ন ইস্যুতে সমাজকর্ম পেশাকে এখনো তুলনামূলক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উদ্দীপকে ছক 'ক'-এ বলা হয়েছে, ১৯৩৬ সালে সর্ব প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং খ্রিস্টান মিশনারি সংগঠনের নেতা সমাজকর্ম শিক্ষার অগ্রদূত এবং এখনও পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি। এসকল বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায়, 'ক' ভারতের সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশকেই নির্দেশ করে। যা উপরোল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে উদ্ভাস্তু সমস্যা মোকাবিলায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিশেষ পেশার অনুশীলন শুরু করে। ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম তিনমাস মেয়াদি কোর্সরে মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে দেশের অনেকগুলো পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের উপর এইচ.এস.সি স্নাতক (পাস ও সম্মান) এবং মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদান দেয়া হয়।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. Rapport অর্থ কী? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন পেশার কথা বলা হয়েছে? বাংলাদেশে উক্ত পেশা অনুশীলনের ইতিহাস বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকে উল্লেখিত পেশার সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Rapport অর্থ পেশাগত সম্পর্ক।

খ সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে রাষ্ট্র প্রদত্ত আয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়।

মূলত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও শিল্পায়িত সমাজব্যবস্থায় অসুস্থতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, পেশাগত দুর্ঘটনা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমই হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তার উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্ম পেশার কথা বলা হয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল ও বহুমুখী সমস্যার প্রভাব থেকে বাংলাদেশও রক্ষা পায়নি। আর এসব সমস্যার কার্যকর সমাধানে উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও সমাজকর্মের অনুশীলন শুরু কর। জাতিসংঘের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৫৩ সালে সমাজকর্মের উপর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন ও তার বাস্তব প্রয়োগের জন্য ঢাকার গোপীবাগ ও মোহাম্মদপুরে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে শহর সমাজ উন্নয়নমূলক এক

https://teachingbd24.com

কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৫৫-৫৬ অর্থবছরে ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়।

১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। ১৯৬২ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। পল্লি এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি চালু করা হয়। বর্তমানে এই কর্মসূচি উপজেলা সমাজসেবা নামে পরিচিত। ১৯৬১ সালে এদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালে এটি সমাজকল্যাণ দপ্তর এ উন্নীত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সালে এর নামকরণ হয় 'সমাজসেবা অধিদপ্তর'। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। এ সমস্যাগুলো জটিল ও বহুমাত্রিক। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োগ আবশ্যক। এ দেশের উন্নয়নে সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এ সকল অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠাসমূহে সমাজকর্ম অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্মের ডিগ্রিধারীগণ শিক্ষা, প্রশাসন ও সমাজসেবাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে নিয়োগ লাভ করছে।

বাংলাদেশে সমাজকর্ম স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে স্বীকৃত নয়। তারপরও এ বিষয়ের ডিগ্রিধারীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা কর্মে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারার কারণ হলো এ বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হচ্ছে পোশাকশিল্প। ইদানিং এ শিল্পে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দিন যত এগিয়ে যাচ্ছে এ শিল্পের সমস্যা ততই জটিল হচ্ছে। এ শিল্পের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক। এদেশের সম্পদও সীমিত। এ সীমিত সম্পদ দ্বারা নানামুখী চাহিদা পূরণে সমাজকর্ম জ্ঞান অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৫ হামজা একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার কর্মরত প্রতিষ্ঠান যেখানে সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া দরকার সেখানে আমলাতন্ত্রের কারণে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। তাদের কোনো পেশাগত সংগঠন না থাকায় কাজের ক্ষেত্রে তারা কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

[খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. ১৯৫২ সালে আগত জাতিসংঘ সমাজকর্ম পরিদর্শন দলের সদস্য সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. বাংলাদেশের শিশুদের জন্য সমাজকর্ম কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে হামজার কর্মক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন কোন প্রতিবন্ধকতা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫২ সালে আগত জাতিসংঘ সমাজকর্ম পরিদর্শন দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় জন।

খ শিশুসদন, বেবি হোম, শিশু পরিবার ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই এ ভবিষ্যৎ কর্ণধার যাতে উপযুক্তভাবে বেড়ে ওঠে সেদিকে সবার যত্নবান হওয়া উচিত। সমাজকর্মীরা পরিবার ও সমাজে শিশুর প্রতি কর্তব্যবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখতে পারে। শিশুশ্রম বন্ধ, শিশুর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিশু পাচার রোধ, শিশু নির্যাতন বন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজকর্ম কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে। সমাজকর্ম সরকারকে শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে জাতীয় শিশুনীতির সঠিক বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিশুদের জন্য সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়।

গ উদ্দীপকে হামজার কর্মক্ষেত্রে সমাজকর্মের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং পেশাগত সংগঠন না থাকা এ দুটি প্রতিবন্ধকতা ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশ একটি। এদেশে সামাজিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করা সত্ত্বেও নানা জটিলতায় সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। উদ্দীপকে এসব প্রতিবন্ধকতার অন্যতম দুটি দিক— আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং পেশাগত সংগঠনের অভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়ন দরকার, সেখানে আমলাতান্ত্রিক নানা জটিলতা বাধা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন না থাকার কারণে তারা কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, পেশার মানোন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশাগত সংগঠন অত্যাবশ্যক। কিন্তু এদেশে সমাজকর্মের আলাদা কোনো পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাই সমাজকর্মে ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা এ পেশায় না ঢুকে অন্য পেশা গ্রহণ করছে; ফলে এদেশে সমাজকর্মের বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়ছে। উদ্দীপকে সমাজকর্ম বিকাশের উল্লিখিত সমস্যা দুটিই প্রতিফলিত হয়, যা সমাজকর্মের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত সমস্যা মোকাবিলায় আমলাত্যন্ত্রিক জটিলতা পরিহার এবং পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব।

সমস্যাবহুল বাংলাদেশে দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা গৃহীত হলেও অর্থের সুষম অভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রশাসনিক পর্যায়ে নানা মতানৈক্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি করে। তাই সৃজনশীল মানসিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এদেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করতে পারে।

যেকোনো পেশার বিকাশে পেশাগত সংগঠন অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে পেশার মানোন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ, কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সম্ভব হয়। আমাদের সমাজকর্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও পেশাগত কোনো সংগঠন নেই। তাই পেশাদার সমাজকর্মীদের উদ্যোগ ও ভূমিকা জনগণের সামনে তুলে ধরার কোনো উপায় নেই। এ কারণে সমাজকর্ম সম্পর্কে জনগণ অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে, যা এদেশে এ পেশার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অবশ্যই পেশাগত সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়। প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, অস্বচ্ছতার কারণে সিদ্ধান্তে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। তাই প্রশাসনকে স্বচ্ছ করে গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি পেশাগত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ হরিদাসের লক্ষ্য সমাজ উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করা। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তিনি বিষয় নির্বাচনে ভুল করেননি। হরিদাস সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। নিজ এলাকার হত দরিদ্রদের উন্নয়ন করতে হরিদাস বদ্ধ পরিকর। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ এলাকার সমস্যা সম্পর্কে হরিদাস যথেষ্ট জ্ঞাত। তাই তিনি অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে চান। সমাজকর্ম পেশার জ্ঞান অনুশীলনের সম্ভাব্য ক্ষেত্র খুঁজে বের করলেন। কাজ শুরু করলেন এবং পদে পদে নানামুখী বাধার সম্মুখীন হলেন।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

https://teachingbd24.com

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ১
খ. সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগের পাঁচটি ক্ষেত্রের নাম কী? ২
গ. হরিদাসের সমাজকর্ম পেশা পছন্দের যৌক্তিকতা আলোচনা করো। ৩
ঘ. হরিদাস তার পেশাগত জ্ঞান প্রয়োগ করতে গিয়ে যেসকল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি। এগুলো হলো—সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম।

খ সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগের পাঁচটি ক্ষেত্র হলো— শিক্ষা, শিশু কল্যাণ, নারী কল্যাণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধিতে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের কল্যাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন, আত্মকর্মসংস্থানসহ নারী কল্যাণের সকল ক্ষেত্রে সমাজকর্ম জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়। অপরাধীর চরিত্র সংশোধন ও অপরাধ প্রবণতা দূর করতে সমাজকর্মের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সমাজকর্ম শিক্ষা ব্যবহার করা যায়।

গ হরিদাসের সমাজকর্ম পেশা পছন্দের যৌক্তিকতা হলো সমাজ উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করা।

সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনা। সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে সমাজকর্ম উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাশাপাশি পশ্চাৎপদ ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে সমাজকর্ম। একটি দেশের সমাজকল্যাণমূলক সেবা ও কার্যক্রমে সামাজিক নীতির বিকাশ ও উন্নয়নে সমাজকর্ম কাজ করে থাকে। মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সমাজকর্ম বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। আধুনিক জটিল সমাজে জনগণকে সকল পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হরিদাস সমাজের উন্নয়ন করতে চান। তার একাজে সমাজকর্মের জ্ঞান তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। কারণ সমাজকর্মও সমাজের উন্নয়নে কাজ করে। এ কারণে হরিদাস সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

ঘ হরিদাস তার পেশাগত জ্ঞান অর্থাৎ সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হন। কারণ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা।

সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ও অনুশীলনে যেসব সহায়ক অনুসঙ্গের দরকার বাংলাদেশে তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর ফলে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনে সমাজকর্মীদের নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

আমাদের দেশে সমাজকর্ম এখনও পেশার মর্যাদা অর্জন করেনি। সে কারণে পেশাদার সমাজকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানুষ জানতে পারছে না। এতে সমাজের মানুষ সমাজকর্মীদের মূল্যায়ন করার সুযোগ পাচ্ছে না। এজন্য হরিদাস তার কাজ করতে গিয়ে জনগণের সহায়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছেন না। বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনে সরকার ও প্রশাসনের উদাসীনতা রয়েছে। এ কারণে হরিদাস সঠিকভাবে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। বাংলাদেশে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে বরাদ্দের হার খুবই কম। এ কারণে হরিদাস তার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

আমাদের দেশে সরকারি প্রশাসনের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোর কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। সে কারণে হরিদাস তার পেশাগত জ্ঞান প্রয়োগে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশে সমাজকর্মের কোনো পেশাগত সংগঠন নেই। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার মানোন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ, কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পরিচালনা করা সম্ভব। এ কারণে হরিদাসের মতো সমাজকর্মীদের পেশাগত ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত কারণগুলো হরিদাসের পেশাগত জ্ঞান প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সম্প্রতি নেপালে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে, যা অসংখ্য প্রাণহানি ঘটায়। বহু ঘর-বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়। অনেক মানুষ গুরুতর আহত হয়। এছাড়া অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়ে। ফলে সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে কত সালে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়? ১
খ. বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্ম শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কোন পেশাজীবীরা অবদান রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উক্ত পেশাজীবীরা কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৩ সালে।

খ ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে দক্ষ সমাজকর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতেই সমাজকর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

জাতিসংঘের উপদেষ্টা বিশেষজ্ঞ ড. জে মুর প্রণীত সুপারিশমালার ভিত্তিতে ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ হিসেবে 'সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা করা হয়। প্রথম এ কলেজে ২ বছর মেয়াদি সমাজকল্যাণ বিষয়ে মাস্টার্স প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে কলেজটিতে ৩ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সমাজকর্ম পেশাজীবীরা অবদান রাখতে পারে।

সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীরা বিভিন্ন আর্থ-মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার ও তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সেই সাথে তারা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল কাজে লাগিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করে থাকেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতেও তারা অবদান রাখতে পারেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, নেপালে ৭.৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানায় অসংখ্য মানুষ গুরুতর আহত হয় ও মৃত্যুবরণ করে। ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হওয়ায় সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের ঘাটতিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সমাজকর্ম পেশাজীবীরা উপরোল্লিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পেশাজীবীরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার, ত্রাণ সহায়তা ও পুনর্বাসনে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তবে এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন— স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও সামাজিক অসচেতনতার কারণে তারা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা দিতে পারে না। আবার সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মসূচির সমন্বয়হীনতার কারণেও তাদের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও তারা অসুবিধায় পড়েন। উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানেও তারা এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সম্প্রতি নেপালে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানায় সেখানে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটেছে ও অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্যোগের কারণে সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা ঘাটতিজনিত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা উদ্ধার কার্যক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাববোধ করতে পারেন। আবার আর্থিক সমস্যা ও জনসচেতনতার অভাবে তাদের ত্রাণ কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হবে না। আবার সেখানে নিয়োজিত কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সচেতনতার অভাবে তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমও ব্যাহত হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পেশাজীবীরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের শিক্ষার্থী আবিদা তাসনুভা তার একটি গবেষণা প্রকল্পে সামজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নিয়ে একটি জরিপ করেছেন। জরিপ থেকে তিনি দেখতে পান, বেশিরভাগ মানুষই সমাজকর্মের সরকারি অনুদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ত্রাণ বিতরণ এবং সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম হিসেবে মনে করে। কেউ কেউ আবার সমাজকর্ম বলতে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগকে বুঝে থাকেন।

[শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে কোথায়? ১

খ. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার দুটি প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশায় সুষ্ঠু বিকাশ না হওয়ার কোন কারণটি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত কারণটি সমাজকর্ম পেশার বিকাশের একমাত্র প্রধান অন্তরায়— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে ইংল্যান্ডে।

খ বাংলাদেশের সমাজকর্ম পেশার দুইটি প্রয়োগক্ষেত্র হলো বিদ্যালয় সমাজকর্ম এবং প্রবীণকল্যাণ।

ব্যক্তি সমাজকর্মের দর্শন, কৌশল ও নীতিমালা প্রয়োগ করে এবং সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা দূর করে তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে। আর বাংলাদেশে প্রবীণ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে পরিবার ও সমাজে তাদের পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সুষ্ঠু বিকাশ না হওয়ার যে কারণটি নির্দেশিত হয়েছে তা হলো সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস।

সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস। এখনও এদেশের মানুষ সমাজকর্মী বলতে দানশীল, বিপদের সময় ত্রাণদাতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপনকারী, স্বেচ্ছাসেবায় রাস্তাঘাট নির্মাণকারীদের বুঝে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মে BSS (Hons) এবং MSS কোর্স চালু রয়েছে। অথচ এই বিষয় বহির্ভূত এমনকি সমাজকর্মের অনেক ছাত্র-ছাত্রী সমাজকর্ম পেশার সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি বিরাট অংশ সমাজকর্মের পেশাদার রূপ সম্পর্কে সচেতন নয়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে সমাজকর্মীদের নিয়োগের নূন্যতম অগ্রাধিকার না দেওয়া।

সমাজকর্মের শিক্ষার্থী আবিদা তাসনুভা তার পরিচালিত সমাজকর্ম সম্পর্কে ত্রুটি সাধারণ জরিপে দেখতে পান, বেশিরভাগ মানুষই সমাজকর্মকে সরকারি অনুদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে রিলিফ বিতরণ এবং সাময়িক সেবামূলক কার্যক্রম হিসেবে মনে করে। সমাজকর্ম সম্পর্কে মানুষের এরূপ ধারণা সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

ঘ সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসই সমাজকর্ম পেশা বিকাশের একমাত্র ও প্রধান অন্তরায়— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

সমাজকর্ম পেশার বিকাশের ক্ষেত্রে আরও অনেক অন্তরায় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি অন্তরায় হচ্ছে সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে দেওয়া হয়েছে। তবে এটি ছাড়াও সমাজকর্ম পেশার বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক অন্তরায় রয়েছে।

পেশাগত সংগঠন যেকোনো পেশার মান উন্নয়ন, দক্ষতা অর্জন, স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের দেশে পেশাগত সংগঠন থাকলেও বর্তমানে এর কোনো তৎপরতা নেই। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্যতম সমস্যা হলো উক্ত পেশার মান নির্ধারণকারী কোনো সংস্থা নেই। কৃষি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান পেশা। অথচ কৃষিক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই বললেই চলে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। সরকারের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি এবং সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কার্যকর ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা সমাজকর্ম পেশার বিকাশের অন্যতম বাধা। স্বীকৃতির অভাব বাংলাদেশের সমাজকর্ম পেশার বিকাশ না হওয়ার অন্যতম কারণ।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। এসব কারণের মধ্যে কেবল একটি কারণ সম্পর্কে উদ্দীপকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ উদ্দীপক-০১: আবির এমন একটি দেশে চাকুরি করে, যে দেশে সমাজকর্মের উপর পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনও আছে।

উদ্দীপক-০২ : রফিক এমন একটি দেশে বসবাস করে, যে দেশে সমাজকর্ম এখনও পেশাগত স্বীকৃতি পায়নি। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে সে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতির অভাব আছে।

[সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. শ্রীলংকায় কত সালে সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়? ১

খ. উন্নত দেশ বলতে কী বোঝায়? ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপক-০২ কোন দেশের সমাজকর্ম শিক্ষাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-০১ এবং উদ্দীপক ০২ যে দেশের সামজকর্মকে নির্দেশ করছে তার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় ১৯৫২ সালে।

খ যেসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে সেসব দেশই উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত।

উন্নত দেশগুলোতে সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি হয় এবং এসব দেশের মানুষ উন্নত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বিশ্বের উন্নত দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন প্রভৃতি।

গ উদ্দীপক- ০২ বাংলাদেশের সমাজকর্ম শিক্ষাকে নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়ন দরকার, সেখানে নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাধা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া সমাজকর্মীদের পেশার মানোন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশাগত সংগঠন অত্যাবশ্যক। কিন্তু এদেশে সমাজকর্মের আলাদা কোনো পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া দেশে সমাজকর্ম পেশার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। ফলে আমাদের দেশে সমাজকর্ম পেশা স্বরূপে বিকশিত হতে পারছে না।

উদ্দীপকে-০২ এ দেখা যায়, রফিকের দেশে সমাজকর্ম এখনো পেশাগত স্বীকৃতি পায়নি। কারণ তার দেশে সমাজকর্ম পেশার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, রফিকের দেশের সমাজকর্ম পেশার অবস্থা বাংলাদেশের সমাজকর্ম পেশাকে নির্দেশ করে। কারণ আমাদের সমাজকর্ম পেশাগত স্বীকৃতি পায়নি। আবার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে এ পেশার স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক -০২ এ বাংলাদেশের সাজকর্মকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপক-০১ জাপানের এবং উদ্দীপক-০২ বাংলাদেশের সমাজকর্মকে নির্দেশ করে।

জাপানে সমাজকর্মের দর্শনের বিকাশ ঘটে একবিংশ শতাব্দীতে। দেশটির সমাজকর্ম শিক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা ও প্রভাব লক্ষণীয়। সবমিলিয়ে জাপানে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয় ১৯২০ সালে। জাপানে সমাজকর্মের উপর 'Tokyo University of Social Welfare' নামের একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিবছর এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। জাপানের সমাজকর্ম পেশার মান বজায় রাখার জন্য ১৯৫৫ সালে 'Japanese Association of Schools of Social Work' গঠন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান জাপানের সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে এ দেশে এখনও সমাজকর্ম পেশাগত মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার জ্ঞানার্জনের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু কার্যকর কোনো পেশাগত সংগঠন নেই। সমাজকর্ম পেশার বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এ পেশা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অভাবেও এটি যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না। আমাদের দেশের পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র নেই। ফলে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জাপানের সমাজকর্মের সাথে বাংলাদেশের সমাজকর্মের শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ সম্প্রতি তুরস্কে ভূমিকম্প আঘাত হানে। যা অসংখ্য প্রাণহানি ঘটায়। বহু ঘরবাড়ি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়। অনেক মানুষ গুরুতর আহত হয়। এছাড়া অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়ে। ফলে সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

[প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে কাদের সহযোগিতায় সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়? ১

খ. বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্ম শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি কোন পেশাজীবীরা অবদান রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উক্ত পেশাজীবীর কী ধরনের কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে জাতিসংঘের সহযোগিতায় সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়।

খ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্ম শিক্ষা শুরু হয় ড. জে মুর-এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনস্ত প্রতিষ্ঠানে।

বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক একটি রিপোর্ট তৈরী করেন ড. জে. মুর। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রে' দু'বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সমাজকল্যাণ কোর্স সংযোজনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটে।

গ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ ইংল্যান্ডে সমাজসেবার সূত্রপাত হয় বেশ কিছু আইন প্রণয়নের ভিত্তিতে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ইংল্যান্ডে এসব আইন গৃহীত হয়। এসব আইনের পাশাপাশি ইংলান্ডের সমাজকল্যাণ সেবার গুণগত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে বিভারেজ রিপোর্ট। এভাবে ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ঘটে।

[গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর | প্রশ্ন নং ৬]

ক. ভারতে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষা কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত? ১

খ. ভারতে সমাজকর্মমূলক কর্মকান্ডের উদ্ভব ঘটে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকের সমাজকর্ম পেশার বিকাশের সাথে ভারতের সমাজকর্ম পেশার বিকাশের প্রক্রিয়ার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশটি দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করলেও ভারতে তাদের সমগোত্রীয়দের উদ্দেশ্যে নানামুখী সেবা কর্মসূচি বিদ্যমান নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা তিনটি পর্যায় বিভক্ত।

খ ভারতে আমেরিকান মিশনারীদের মাধ্যমে সমাজকর্মমূলক কর্মকান্ডের উদ্ভব হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান মিশনারীরা সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভারতে আসে। বস্তিতে কাজ করতে গিয়ে আমেরিকায় মিশনারী ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৩৬ সালে তার নেতৃত্বে বোম্বে প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ভারতে পেশাদার সমাজকর্মমূলক কাজের উদ্ভব ঘটে।

গ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

★★ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ

১. এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কত সালে জাতিসংঘের কাছে পরামর্শ ও সাহায্যের আবেদন জানানো হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৫ খ ১৯৪৭ গ ১৯৪৯ ঘ ১৯৫১ **ঘ**

২. জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ ও সহায়তায় কত সালে তৎকালীন পাকিস্তানে সর্বপ্রথম পেশাদার সমাজকর্মের ওপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১০৯৫ খ ১৯৫২ গ ১৯৫৩ ঘ ১৯৭০ **গ**

৩. পেশা হিসেবে সমাজকর্ম কীরূপ? *[লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা]*
ক নবীন খ প্রবীণ গ পুরাতন ঘ আদিম **ক**

৪. জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে প্রেরিত কার্যকরী সাহায্য কর্মসূচি কয় সদস্যবিশিষ্ট ছিল? [জ্ঞান]
ক চার খ ছয় গ আট ঘ দশ **খ**

৫. বাংলাদেশে কীভাবে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশ লাভ করে? [জ্ঞান]
ক পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের কাছে পরামর্শ ও সাহায্য আবেদনের মাধ্যমে
খ ১৯৫২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত কার্যকরী সাহায্য কর্মসূচির মাধ্যমে
গ ১৯৫৩ সালে ঢাকায় তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে
ঘ ১৯৫৫ সালে বর্ধমান হাউসে নয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে **গ**

৬. সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত থাকে? [জ্ঞান]
ক ড. জেমস ডাম্পসন খ মিস্টার শাউটি
গ মিস অ্যানামা ঘ ড. জে মুর **ঘ**

৭. কোন শিক্ষাবর্ষ হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৬১-১৯৬১ শিক্ষাবর্ষ
খ ১৯৬২—১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষ
গ ১৯৬৪—১৯৬৫ শিক্ষাবর্ষ
ঘ ১৯৬৫—১৯৬৬ শিক্ষাবর্ষ **গ**

৮. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সমাজকর্ম জ্ঞান বিকাশের পর্যায়/প্রশিক্ষণ/ পেশাদার সমাজকর্মের ভিত রচিত হয় কবে? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৫৩ সালে ঘ ১৯৫৫ সালে **গ**

৯. মিস্টার শাউটি ও মিস অ্যানামা কর্তৃক সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন কোথায় করা হয়? [জ্ঞান]
ক মালবরো হাউসে খ বর্ধমান হাউসে
গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ গণপরিষদে **খ**

১০. সমাজকর্মের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৮ খ ১৯২৮ গ ১৯৫৮ ঘ ১৯৪৮ **খ**

১১. বর্ধমান হাউসের বর্তমান নাম কী? [জ্ঞান]
ক গণপরিষদ খ শিশু একাডেমি
গ বাংলা একাডেমি
ঘ সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ **গ**

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয় কোন সেশনে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক ১৯৫৩-৫৪ খ ১৯৫৮-৫৯
গ ১৯৬৪-৬৫ ঘ ১৯৬৯-৭০ **খ**

১৩. ১৯৫৫ সালের ঢাকায় কোথায় সমাজকর্ম কোর্স চালু হয়েছিল? *[তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা]*
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খ ঢাকা কলেজে
গ বর্ধমান হাউসে ঘ কার্জন হলে **ক**

১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৭৩ সালে 'সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণাকেন্দ্রের' নাম পরিবর্তন করে কী রাখা হয়? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
খ সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ সমাজকল্যাণ ও গবেষণাকেন্দ্র
ঘ সমাজকর্ম ও গবেষণাকেন্দ্র **ক**

১৫. নিচের কোনটিকে সমাজকর্মের অন্যতম একটি পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [অনুধাবন]
ক রীতি-নীতি অনুশীলন খ মূল্যবোধ অনুশীলন
গ মাঠকর্ম অনুশীলন ঘ সমাজকর্ম গবেষণা **গ**

১৬. অনার্স পাঠক্রম (সমাজকর্মে) শেষে পরবর্তী ২ মাস বাধ্যতামূলক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের যৌক্তিক কারণ কোনটি? *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন
খ অবসরের ছুটি কাটানো
গ চাকরির নিশ্চয়তার জন্য
ঘ ভালো বেতন পাওয়ার জন্য **ক**

১৭. পেশাদার সমাজকর্মী তৈরির জন্য এ দেশে তিন মাসমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, চালু হয় কবে? *[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]*
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৩ গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৫ **খ**

১৮. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কেন? [অনুধাবন]
ক সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে
খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য
গ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে
ঘ সমাজকর্ম পেশাকে আধুনিক করতে **ক**

১৯. রায়না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা অর্জন করে বারডেম, ঢাকা মেডিকেল প্রভৃতি হাসপাতালে সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাচ্ছে। রায়নার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটিকে কী বলা হয়? [প্রয়োগ]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম খ মাঠকর্ম অনুশীলন
গ সমাজকর্ম গবেষণা
ঘ সমাজসেবামূলক কাজ **খ**

২০. পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর কারণ— [অনুধাবন]
i. পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন
ii. সামাজিক সমস্যার সমাধান
iii. উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

২১. দেশ বিভাগের পূর্বে এদেশের অধিকাংশ মানুষ অনেক দূরে ছিল- [অনুধাবন]
i. শিল্পের ছোঁয়া থেকে
ii. ডিজিটালের ছোঁয়া থেকে
iii. আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজকর্ম কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর এখানে সমাজকর্মে চালু করা হয়— [অনুধাবন]
i. মাস্টার্স কোর্স
ii. স্নাতক কোর্স iii. ডিগ্রি কোর্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৩. বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীদের সমাজকর্মের মাঠকর্ম শিক্ষা অর্জনের জন্যে যে সংস্থাগুলোতে অনুশীলন গ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হয়— [অনুধাবন]
i. সরকারি সংস্থা ii. বেসরকারি সংস্থা
iii. আন্তর্জাতিক সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[সকল বোর্ড ২০১৫]

২৪. উদ্দীপকে লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হতে পারে তা হলো—
i. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যসূচি
ii. সামাজিক আইন
iii. সমাজকার্য পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৫. উদ্দীপকে সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো—
ক অর্থনীতি খ পৌরনীতি
গ মনোবিজ্ঞান ঘ সমাজকর্ম **ঘ**

★★ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলনের ইতিহাস ও পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র

২৬. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠা করে? [জ্ঞান]
ক জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
খ সমাজসেবা অধিদপ্তর
গ সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর
ঘ জাতীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় **গ**

২৭. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা গ্রহণ করতে কোন সংস্থা সহায়তা প্রদান করে? [জ্ঞান]
ক জাতিসংঘ খ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
গ রেডক্রিসেন্ট
ঘ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা **ক**

২৮. BARD -এর প্রতিষ্ঠাতা কে? *[টিলী সরকারি কলেজ, গাজীপুর]*
ক ড. মোঃ ইউনূস
খ ড. ফজলে হাসান আবেদ
গ ড. আর. সি মজুমদার
ঘ ড. আখতার হামিদ খান **ঘ**

২৯. বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের প্রয়োগ কোন কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হয়? *[ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, ঢাকা]*
ক হাসপাতাল সমাজকর্ম খ শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
গ গ্রামীণ সমাজসেবা ঘ সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ **খ**

৩০. ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশে সমাজকল্যাণ দপ্তর এর নামকরণ পুনরায় কী করা হয়? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর
খ সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর
গ সমাজসেবা অধিদপ্তর
ঘ সমাজকল্যাণ দপ্তর **গ**

৩১. বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে নিয়মিত যে অর্ধ-বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার নাম কী? [জ্ঞান]
ক নিউজ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট
খ নিউজ অব সোশ্যাল ডিগ্রি
গ জার্নাল অব সোশ্যাল অর্গানাইজেশন
ঘ জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট **ঘ**

৩২. পরিকল্পিত পরিবার গঠনের সুফল ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোন শাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োগ করা যেতে পারে? [জ্ঞান]
ক সমাজবিজ্ঞান খ জনবিজ্ঞান
গ সমাজকর্ম ঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞান **গ**

৩৩. 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে পরীক্ষামূলক শহর সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় কত সালে?
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৫৪ সালে
গ ১৯৫৮ সালে ঘ ১৯৬০ সালে **খ**

৩৪. ১৯৫৫-৫৬ অর্থবছরে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামক শহর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাফল্যের ভিত্তিতে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়— [অনুধাবন]
i. কায়েতটুলিতে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ
ii. ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
মইন সাহেব একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তিনি সমমনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'সমাজকর্ম পরিষদ' গঠন করেন।

৩৫. সমাজকর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কী দরকার? [প্রয়োগ]
ক পেশাদার সমাজকর্ম সংগঠন
খ কাজের পরিধি বৃদ্ধি
গ সমাজকর্ম পেশার মান বৃদ্ধি
ঘ সমাজকর্ম শিক্ষার মান বৃদ্ধি **ক**

৩৬. মইন সাহেবের সংগঠনটির মাধ্যমে- [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সমাজ কর্মীদের পেশাগত মান বাড়বে
ii. কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ হবে
iii. কর্মীদের পেশা হিসেবে মর্যাদা পাবে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ ও সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা; বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

৩৭. বাংলাদেশে প্রশাসনিক জটিলতা কোন ধরনের অর্থনীতি নির্ভর? [জ্ঞান]
ক সমাজতান্ত্রিক খ ধনতান্ত্রিক
গ ইসলামিক ঘ মিশ্র **ঘ**

৩৮. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে কোন বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্ম পেশার স্বীকৃতি
খ সমাজকর্ম পেশার অবমূল্যায়ন
গ সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনা
ঘ সমাজকর্ম পেশার জনপ্রিয়তা **ক**

৩৯. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টির কারণ কী? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক দক্ষ সমাজকর্মী না থাকা
খ অর্থের সুষম প্রবাহ না থাকা
গ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা
ঘ সামাজিক অস্থিরতা **গ**

৪০. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে কেন? [জ্ঞান]
ক পেশাগত সংগঠন না থাকার কারণে
খ উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে
গ শিক্ষার্থীর অভাবে
ঘ সরকারি অনুদানের অভাবে **ক**

৪১. পেশাদার সমাজকর্মীদের কাজকর্ম সমাজের মানুষের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয় না কেন? [উচ্চতর দক্ষতা]
ক পেশাগত মূল্যবোধের কারণে
খ পেশাগত ঝুঁকির কারণে
গ পেশার স্বীকৃতি না থাকার কারণে
ঘ পেশাগত নীতির কারণে **গ**

৪২. বেসরকারি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা কীভাবে সমাজকর্ম পেশা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে? [অনুধাবন]
ক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে
খ পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ না করে
গ পেশাগত মূল্যবোধ অনুশীলন না করে
ঘ দায়িত্বহীনভাবে কাজ করে **ক**

৪৩. সমাজকর্মকে একটি জনপ্রিয় পেশা হিসেবে তৈরির মাধ্যম কোনটি? [অনুধাবন]
ক স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি
খ সমাজকর্মের প্রয়োগ উপযোগিতা তুলে ধরা
গ মূল্যবোধের সঠিক অনুশীলন করা
ঘ সমাজকর্মী তৈরি করা **খ**

৪৪. কত সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজকর্ম পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৬২ খ ১৯৬৪ গ ১৯৬৩ ঘ ১৯৬০ **খ**

৪৫. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে মর্যাদা পেতে কোন বৈশিষ্ট্যটির ঘাটতি রয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারের অভাব
খ সমাজকর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব
গ সমাজকর্মের জনকল্যাণমুখীর অভাব
ঘ সমাজকর্মে পেশার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই **ঘ**

৪৬. সমাজকর্ম শিক্ষার ওপর মানুষের নেতিবাচক মনোভাবের কারণ কী? [অনুধাবন]
ক অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ না থাকা
খ সামাজিক সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ না থাকা
গ অর্থ উপার্জনের সুযোগ না থাকা
ঘ অধিক শ্রমের পেশা হওয়া **ক**

৪৭. সমাজকর্ম পেশায় সমাজকর্মীদের মূল্যায়ন করার সুযোগ পাচ্ছে না— [অনুধাবন]
i. পেশাগত অপ্রতুলতার অভাব
ii. পেশাগত সংগঠনের অভাব
iii. আর্থ-সামাজিকতার পরিবেশের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৪৮. সমাজের মানুষ সমাজকর্মীদের মূল্যায়ন না করার কারণ— [অনুধাবন]
i. পেশাগত সংগঠনের অভাব
ii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব
iii. পেশাগত অপ্রতুলতার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৪৯. পেশাগত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা হলো— *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]*
i. পেশার মানোন্নয়নের জন্য
ii. কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য
iii. পেশার নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

৫০. সাহায্যকারী পেশা বলতে বোঝায়— *[গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ]*
i. সমস্যা সমাধানে উপায় উদ্ভাবন করা
ii. সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীকে সক্ষম করে তোলা
iii. সাহায্যার্থীকে সমস্যা বিশ্লেষণে কৌশলগত সহায়তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫১. সমাজকর্মে ডিগ্রিধারী অনেক ব্যক্তিই এ পেশার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং দায়িত্বে অবহেলা করছেন। কারণ— [অনুধাবন]
i. পেশাদার সমাজকর্মের অনুশীলনের অভাব
ii. ব্যক্তিকে যথাযথ মূল্যায়নের অভাব
iii. সরকার ও প্রশাসনের উদাসীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫২. উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ঘটে— [অনুধাবন]
i. চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে
ii. শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে
iii. সমাজকর্ম শিক্ষায় প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫৩. উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়— [অনুধাবন]
i. সামাজিক সমস্যার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে
ii. রাজনৈতিক সমস্যার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে
iii. অর্থনৈতিক সমস্যার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও পেশাগত সংগঠন আর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে এসব সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এসব বিষয় সম্পর্ক সঠিক ধারণা না থাকাও এর অন্যতম কারণ।

৫৪. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির অপ্রতুলতার কথা বলা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক সমাজকর্ম খ সমাজবিজ্ঞান
গ পৌরনীতি ও সুশাসন ঘ অর্থনীতি **ক**

৫৫. তৃতীয় বিশ্বে এ বিষয়টি বিকাশে সমস্যা হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অভাব
ii. জনগণের অজ্ঞতা
iii. প্রয়োগক্ষেত্রের অপ্রতুলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম শিক্ষা

৫৬. ইংল্যান্ডের দান সংস্থা (COS)-এর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে 'Fabian Society and Settlement Movement' নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠা করে? [জ্ঞান]
ক School of Culture
খ School of Civilization
গ School of Social Work
ঘ School of Economics **ঘ**

৫৭. যুক্তরাজ্যে COS (Charity Organization Socieity) কবে গঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৮৬৯ সালে খ ১৮৭৭ সালে
গ ১৮৯৭ সালে ঘ ১৯৭১ সালে **ক**

৫৮. সর্বপ্রথম কোন দেশে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব ঘটে? *[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা]*
ক যুক্তরাষ্ট্রে খ যুক্তরাজ্যে
গ কানাডায় ঘ অস্ট্রেলিয়ায় **খ**

৫৯. ইংল্যান্ডের 'Fabian Society and Settlement Movement' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত School of Economics কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? [জ্ঞান]
ক অর্থ সম্পর্কিত খ দারিদ্র্য সম্পর্কিত
গ সমাজ সম্পর্কিত ঘ সমাজকর্মী সম্পর্কিত **খ**

৬০. ১৯০৪ সালে কোথায় School of Social Science প্রতিষ্ঠিত হয়? *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক রোমে খ প্যারিসে
গ লিভারপুলে ঘ শিকাগোতে **গ**

৬১. Delhi School of Social Work কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]*
ক ১৯২৫ খ ১৯৩৬ গ ১৯৪৭ ঘ ১৯৫০ **গ**

৬২. 'School of Social Science' কে কত সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০৪ সালে খ ১৯১৩ সালে
গ ১৯১৫ সালে ঘ ১৯১৮ সালে **ঘ**

৬৩. কাদের প্রশিক্ষণের জন্য Institute of Almoner's প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? [জ্ঞান]
ক হাসপাতাল সমাজকর্মীদের
খ চিকিৎসা সমাজকর্মীদের
গ উন্নয়ন সমাজকর্মীদের
ঘ সাধারণ সমাজকর্মীদের **খ**

৬৪. চিকিৎসা সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে ইংল্যান্ডে 'Institute of Almoners' কোর্স কোন সময়ে চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১০-২০ সালের মধ্যে
খ ১৯২০-৩০ সালের মধ্যে
গ ১৯৩০-৪০ সালের মধ্যে
ঘ ১৯৪০-৫০ সালের মধ্যে **খ**

৬৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় নিচের কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]
ক দান সংগঠন সমিতি
খ লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স
গ বিভারিজ রিপোর্ট
ঘ ইনস্টিটিউট অব অ্যালমোনার্স **গ**

http://teachingbd.com

৬৬. ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কাউন্সিল চালু হয় কোন সময়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৯ খ ১৯৬০ গ ১৯৬১ ঘ ১৯৬২ **ঘ**

৬৭. ১৯৭০ সালে ইংল্যান্ডে স্থানীয় সমাজসেবা আইন অনুযায়ী নিচের কোনটি স্বাস্থ্য ও শিশুকল্যাণ বিভাগকে সমন্বিত করে? [জ্ঞান]
ক Saimon Committee
খ Seebohn Committee
গ Health Committee
ঘ Health and Children Welfare Committee **খ**

৬৮. ইংল্যান্ডে Institute of Almoners প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয় কেন? [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য
খ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য
গ পেশার মান উন্নয়নের জন্য
ঘ সাহায্য দানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য **ক**

৬৯. অর্থনীতিবিদ ও ড. মোহাম্মদ ইউনূস প্রবর্তিত 'ক্ষুদ্রঋণ মডেল' গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে অবদান রেখেছে। এটি নিচের কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক বিভারিজ রিপোর্ট খ মার্শাল তত্ত্ব
গ বেভারিজ প্ল্যান ঘ সাইমন কমিশন **ক**

৭০. ১৯২০-৩০ সালের মধ্যে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে ইংল্যান্ডে যেসব প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয় পরবর্তীতে সেসব কোর্সগুলোতে যে বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়— [অনুধাবন]
i. প্রবেশন সেবা ii. শিশুকল্যাণ সেবা
iii. পারিবারিক কেস ওয়ার্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭১. ১৯৭০ সালের স্থানীয় সমাজসেবা আইন অনুসারে যে কাঠামো তৈরি করা হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্মের শিক্ষা কাঠামো
ii. পেশাগত প্রশিক্ষণ কাঠামো
iii. অর্থনৈতিক কাঠামো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭২. ইংল্যান্ডে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমষ্টিকেন্দ্রিক ধরনের সেবাকে আরও অর্থপূর্ণ করার লক্ষ্যে যে আইন প্রণীত হয়— [অনুধাবন]
i. মানসিক স্বাস্থ্য আইন
ii. শিশু আইন
iii. স্বাস্থ্য ও সমষ্টিসেবা আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষা

৭৩. 'International Congress of Charities, Correction and Philanthropy' সম্মেলন আমেরিকার কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ক্যালিফোর্নিয়ায় খ নিউইয়র্কে
গ শিকাগোতে ঘ পেনসেলভিনিয়ায় **গ**

৭৪. সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোন দেশের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য? *[গাজীপুর সিটি কলেজ]*
ক আমেরিকার খ ফ্রান্স
গ জাপান ঘ চীন **ক**

৭৫. সর্বপ্রথম কে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার প্রস্তাব করেন? *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*
ক ম্যারি রিচমন্ড খ এ্যানা এল. ডয়েস
গ থমাস চালমার্স ঘ আর. এ. স্কিডমোর **ক**

৭৬. ম্যারি রিচমন্ড কত সালে সমাজসেবার ওপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের জন্যে 'Training School for Applied Philanthropy' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন? [জ্ঞান]
ক ১৮৯৭ সালে খ ১৮৯৮ সালে
গ ১৮৯৯ সালে ঘ ১৯০১ সালে **ক**

৭৭. ১৯০৪ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত 'New York School of Philanthropy' এর পরিবর্তিত রূপ নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক New York School of Social Work
খ New York School of Social Welfare
গ Columbia School of Social Work
ঘ School of Social Work **ক**

৭৮. সমাজকর্ম শিক্ষা সর্ব প্রথম আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়
খ সেন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়
গ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় **ঘ**

৭৯. ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার 'Professional School of Social Work' এর সংখ্যা কতটিতে উপনীত হয়? [জ্ঞান]
ক ৬৮টিতে খ ৭৮টিতে
গ ৮৮টিতে ঘ ৯৮টিতে **গ**

৮০. আমেরিকায় নিরাপত্তা আইন পাস হয় কখন? [জ্ঞান]
ক ১৯৩৫ সালে খ ১৯৩৬ সালে
গ ১৯৩৭ সালে ঘ ১৯৩৮ সালে **ক**

৮১. 'কাউন্সিল অন স্যোশাল ওয়ার্ক এডুকেশন' (CSWE) আমেরিকায় কবে গঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯২১ খ ১৯৫২ গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৫ **খ**

৮২. আমেরিকায় সমস্ত স্কুলের সমন্বয়ে কত সালে 'American Association of Training Schools for Professional Social Work' গঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১৯ সালে খ ১৯২০ সালে
গ ১৯২১ সালে ঘ ১৯২২ সালে **ক**

http://teachingbd.com

৮৩. AASSW এর উদ্যোগে কত সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯২৭ সালে খ ১৯৩২ সালে
গ ১৯৩৫ সালে ঘ ১৯৩৭ সালে **গ**

৮৪. ১৯৪৬ সালে আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি দেখা দেয় তা দূর করার জন্যে নিচের কোন পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক National Council on Social Work
খ Social Work for National Council
গ National Council on Social Work Education
ঘ National Council on Social Welfare Education **গ**

৮৫. সমাজকর্মের ইতিহাসে আমেরিকার নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে কেন? [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মের উৎপত্তির জন্য
খ পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশের জন্য
গ প্রথম দরিদ্র আইন প্রণয়ন করায়
ঘ প্রথম COS গঠন করায় **খ**

৮৬. ১৯২৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে AASSW প্রতিষ্ঠিত হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্ম শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য
ii. সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য
iii. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৮৭. আমেরিকায় Training School for Applied Philanthrophy স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজসেবার ওপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য
ii. সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য
iii. সমাজকর্মে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৮৮. 'Council on Social Work Education'-কে সমাজকর্মের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে— [অনুধাবন]
i. আমেরিকার শিক্ষা দপ্তর
ii. আমেরিকার সাংস্কৃতিক পরিষদ
iii. The Council on Post-Secondary Accreditation
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৮৯. অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্মমূলক প্রতিষ্ঠান AAWS- এর অন্তর্গত কমিটি ছিল— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য
ii. কল্যাণমূলক শিক্ষার জন্যে
iii. জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯০. 'Post- Secondary Education Organization' এবং 'Canadian Association of School of Social Work'-এর যৌথ উদ্যোগে চালু হয়— [অনুধাবন]
i. BSW (Bachelor in Social Work)
ii. MSW (Masters in Social Work)
iii. DSW (Doctorate in Social Work)
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমেরিকায় ৭টি পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিটি সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে, কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সমিতির প্রাথমিক লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সংগঠনগুলোর কর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়ন, বাস্তব উপযোগী নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি।
[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]

৯১. উক্ত সমিতিটির সাথে নিচের কোনটির মিল রয়েছে?
ক এনএএসডব্লিউ খ জাতীয় মহিলা সমিতি
গ সিএসডব্লিউ ঘ দান সংগঠন সমিতি **ক**

৯২. উক্ত সমিতিটির প্রাথমিক লক্ষ্য সংগঠনগুলোকে—
i. বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করা
ii. অধিকতর কার্যকরী করা
iii. সংগঠনগুলোর ভীত দুর্বল করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষা

৯৩. অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের ওপর প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয়? [জ্ঞান]
ক University of Melbourne
খ Australian National University
গ Sydney University
ঘ University of Queensland **গ**

৯৪. ১৯৪০ সাল নাগাদ অস্ট্রেলিয়ায় কতজন দক্ষ সমাজকর্মী তৈরি হয়? [জ্ঞান]
ক ১১০ জন খ ১১৫ জন
গ ১২০ জন ঘ ১২৫ জন **গ**

৯৫. Martin Report অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাব-গ্রাজুয়েট কোর্সসমূহ বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেয় কোন সময়ে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬২-৬৪ সালে খ ১৯৬৩-৬৫ সালে
গ ১৯৬৪-৬৬ সালে ঘ ১৯৬৪-৬৫ সালে **ঘ**

৯৬. ১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সরকার কয়টি স্নাতকোত্তর সমাজকর্ম পুরস্কার প্রদান করে? [জ্ঞান]
ক ১৫টি খ ৩০টি
গ ৪৫টি ঘ ৬০টি **খ**

Teachingbd.com

৯৭. AASW-এর পূর্ণরূপ কী? [জ্ঞান]
ক Asian Association of Social Work
খ Australian Association of Social Workers
গ Asia Alliance of Service of Welfate
ঘ Agro Asian Social Welfare **খ**

৯৮. কোন সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষকরা 'Australian Association for Social Work Education'-এ অংশগ্রহণ করতে পারত? [জ্ঞান]
ক ১৯৫০-এর দশকে খ ১৯৬০-এর দশকে
গ ১৯৭০-এর দশকে ঘ ১৯৮০-এর দশকে **ঘ**

৯৯. অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্মমূলক প্রতিষ্ঠান AASWWE-এর কয়টি কমিটি ছিল? [জ্ঞান]
ক একটি খ দুইটি গ তিনটি ঘ চারটি **খ**

১০০. অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্মমূলক প্রতিষ্ঠান AASWWE-এর অন্তর্গত কমিটি ছিল— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্ম শিক্ষার জন্যে
ii. সমাজকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে
iii. কল্যাণধর্মী শিক্ষার জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষা

১০১. 'National Institute of Social Development' সংস্থাটি শ্রীলংকা সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? [জ্ঞান]
ক জনসেবা মন্ত্রণালয়
খ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গ পুনর্গঠন মন্ত্রণালয় ঘ সমাজসেবা মন্ত্রণালয় **ঘ**

১০২. ২০০৪ সালের সুনামি বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে সমাজকর্ম বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি **গ**

১০৩. শ্রীলংকায় সমাজকর্মের ওপর ২ বছরভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৭ সালে খ ১৯৭২ সালে
গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৮৭ সালে **গ**

১০৪. শ্রীলংকায় সমাজকর্মের ওপর মাস্টার্স কোর্স চালু হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ২০০৫ সালে খ ২০০৬ সালে
গ ২০০৭ সালে ঘ ২০০৮ সালে **ঘ**

১০৫. শ্রীলংকায় সমাজকর্মের ওপর ডিপ্লোমা কোর্সে যে ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়— [অনুধাবন]
i. মান্দারিন ii. সিংহলি iii. তামিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৬. শ্রীলঙ্কায় সমাজকর্ম শিক্ষাক্রমে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়— [অনুধাবন]
i. মাঠকর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে
ii. মানুষের আচরণ-অনুধাবনের মাধ্যমে
iii. School of Social Work এর মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৭. শ্রীলংকায় সমাজকর্মে যে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ বিদ্যমান তা পরিচালিত হয়— [অনুধাবন]
i. মাঠকর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে
ii. মানুষের আচরণ অনুধাবনের মাধ্যমে
iii. School of Social Work এর মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
২০০৪ সালে ভূমিকম্প আর ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে সৃষ্ট সুনামির আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ। এ সুনামির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে এবং সাহায্যদানের প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সমাজকর্ম শিক্ষার 'ক' দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১০৮. 'ক' দেশটি নিচের কোন দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে? [প্রয়োগ]
ক ভারত খ শ্রীলংকা
গ নেপাল ঘ বাংলাদেশ **খ**

১০৯. উক্ত দেশে সমাজকর্ম তাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্ব বহন করে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের দিক দিয়ে
ii. পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে
iii. সাহায্য দানের দিক দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা

১১০. কত সালে Clifford Manshardt সমাজকর্মের ওপর কিছু কর্মসূচি পরিচালনার জন্যে ভারতে আসেন? [জ্ঞান]
ক ১৯২০ সালে খ ১৯২৫ সালে
গ ১৯৩০ সালে ঘ ১৯৩৫ সালে **খ**

১১১. Manshardt কত সালে ভারতে Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work প্রতিষ্ঠা করেন? [জ্ঞান]
ক ১৯২০ সালে খ ১৯২৫ সালে
গ ১৯৩৬ সালে ঘ ১৯২৭ সালে **গ**

১১২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন মিশনারীরা সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভারতে আসে? [জ্ঞান]
ক ইংল্যান্ড খ আমেরিকা
গ রাশিয়া ঘ ফ্রান্স **খ**

১১৩. Dorabji Tata Graduate School of Social Work-এর পরিবর্তিত রূপ নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক Dorabji School of Social Work
খ School of Social Work
গ Tata School of Social Work
ঘ Dorabji School **গ**

http://teachingbd.com

১১৪. ভারতে ১ম সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় কোন প্রেক্ষিতে? [অনুধাবন]
ক সমাজ উন্নয়নের খ গ্রামীণ উন্নয়নের
গ শিল্পায়িত সমাজের সমস্যা সমধানের
ঘ রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণের **গ**

১১৫. ভারতে পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশে অগ্রদূত কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক স্যার রিচমন্ড খ এনা এল. ডয়েস
গ স্যার দোরাবজি টাটা ঘ ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ড **গ**

১১৬. কোন স্কুলটি ভারতে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজকর্ম শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে? [অনুধাবন]
ক Tata Institute of Social Science
খ Tata Social Science School
গ School of Social Welfare
ঘ Delhi School of Social Work **ঘ**

১১৭. Delhi School of Social Work কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯২৫ সালে খ ১৯৩৬ সালে
গ ১৯৪৭ সালে ঘ ১৯৫০ সালে **গ**

১১৮. Indian Council of Social Work প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৪২ খ ১৯৪৭ গ ১৯৫২ ঘ ১৯৫৬ **খ**

১১৯. কত সালে ভারতের Tata Institute of Social Work স্কুলটি টাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫১ খ ১৯৬৬ গ ১৯৭১ ঘ ১৯৭৭ **খ**

১২০. The Indian Journal of Social Work প্রকাশিত হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে? [জ্ঞান]
ক কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় খ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
গ বারোদা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ টাটা বিশ্ববিদ্যালয় **ঘ**

১২১. ১৯৪৭ সালে ভারতে Indian Council of Social welfare প্রতিষ্ঠিত হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্ম পেশার প্রসারে
ii. সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে
iii. সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১২২. ১৯৫১ সালে গুজরাটে গ্রামীণ উন্নয়ন কাজ শুরু হয়— [অনুধাবন]
i. বারোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে
ii. গান্ধী অনুসারীদের উদ্যোগে
iii. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২৩ ও ১২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশটিতে Tata Institute of Social Science নামক প্রতিষ্ঠানটি সমাজ কর্ম শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে। তাদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশটি নিচের কোন দেশের প্রতিনিধিত্ব করে? [প্রয়োগ]
ক শ্রীলংকা খ ভারত
গ কানাডা ঘ যুক্তরাষ্ট্র **খ**

১২৪. উক্ত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশ লাভ করে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে
ii. অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে
iii. রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষা

১২৫. দক্ষিণ কোরিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম সমাজকর্ম শিক্ষায় Undergraduate কোর্স প্রবর্তন করা হয়? [জ্ঞান]
ক Yonsei University
খ Catholic University
গ Hallum University
ঘ Ewha Women University **ক**

১২৬. কত সালে দক্ষিণ কোরিয়ার আমেরিকার অনুকরণে School of Social Welfare চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯৯ সালে খ ২০০০ সালে
গ ২০০১ সালে ঘ ২০০২ সালে **গ**

১২৭. দক্ষিণ কোরিয়ায় Hallum University এর অধীনে Social welfare স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭০ খ ১৯৮৪ গ ১৯৯২ ঘ ১৯৯৮ **খ**

১২৮. দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে— [জ্ঞান]
i. মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়
ii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়
iii. সামাজিক সমস্যা দূরীভূত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১২৯. কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষায় প্রভাব রয়েছে— [অনুধাবন]
i. ভারতের Tata Institute of social science এর
ii. আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার
iii. Social Security Administration এর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষা

১৩০. Confucianism-এর দর্শনে কয়টি অংশ বিদ্যমান? [জ্ঞান]
ক তিনটি খ চারটি গ পাঁচটি ঘ ছয়টি **ক**

১৩১. Meiji Restoration সংগঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৮৬৫ সালে খ ১৮৬৬ সালে
গ ১৮৬৭ সালে ঘ ১৮৬৮ সালে **ঘ**

Teachingbd.com

১৩২. জাপানে স্বাস্থ্যবিমা প্রবর্তন করা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯২০ খ ১৯২২ গ ১৯২৪ ঘ ১৯২৬ **খ**

১৩৩. সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় জাপান সরকার কত সালে স্টেট সার্টিফিকেশন ব্যবস্থার আওতায় সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী সমাজকর্মীদের সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৩ সালে খ ১৯৮৫ সালে
গ ১৯৮৭ সালে ঘ ১৯৮৯ সালে **গ**

১৩৪. Meiji Restoration এর পর জাপান সরকার কোন দিকের পরিবর্তনের আগ্রহী হয়ে ওঠে? [অনুধাবন]
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ সাংস্কৃতিক ঘ রাজনৈতিক **খ**

১৩৫. নিম্নলিখিত কোন দেশে সমাজকর্মের ওপর স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক দক্ষিণ কোরিয়া খ শ্রীলংকা
গ চীন ঘ জাপান **ঘ**

১৩৬. জাপানে সুসংগঠিত সমাজকল্যাণের চিন্তাভাবনা প্রথম আগত হয়— [অনুধাবন]
i. Confucianism-এর দর্শন থেকে
ii. Buddhism-এর দর্শন থেকে
iii. Judaism-এর দর্শন থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩৭ ও ১৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' নামক একটি দেশে সুসংগঠিত সমাজকল্যাণের চিন্তাভাবনা প্রথম 'Confucianism' এবং 'Buddhism' এর দর্শন থেকে আগত। এ দর্শন চতুর্থ শতকে বিকশিত হয়। 'ক' এর সরকার সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন বিশেষ করে সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগী হয়। এতে বাহ্যিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৩৭. উদ্দীপকে 'ক' বলতে কোন দেশকে নির্দেশ করা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক শ্রীলংকা খ ইংল্যান্ড
গ ভারত ঘ জাপান **ঘ**

১৩৮. উক্ত দেশের সমাজকর্ম প্রভাবিত— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. বৌদ্ধধর্ম দ্বারা
ii. আমেরিকান সমাজকর্ম দ্বারা
iii. ভারতের সমাজকর্ম দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ চীনে সমাজকর্ম শিক্ষা

১৩৯. চীনের Yanjing University এর অধীনে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে Department of Sociology and Social Services রাখা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯২০ সালে খ ১৯২৫ সালে
গ ১৯২৭ সালে ঘ ১৯৩০ সালে **খ**

১৪০. ঐক্যবদ্ধ সমাজ সৃষ্টিতে কোনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত? [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মের শিক্ষা খ দর্শনের শিক্ষা
গ ইতিহাসের শিক্ষা ঘ পৌরনীতির শিক্ষা **ক**

১৪১. চীনে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯২৫ সালে খ ১৯৩৮ সালে
গ ১৯৬৭ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে **ঘ**

১৪২. কে চীনে সরকারিভাবে সমাজকর্ম পেশার বিলুপ্ত ঘটায়? *[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক মাও জে দং খ অং কেং ইয়ান
গ মো ইয়ান ঘ জ্যাফি অং **ক**

১৪৩. 'আমার দৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ সমাজ সৃষ্টিতে সমাজকর্ম সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'— কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক হু জিন তাও খ ওয়েন জিয়াবাও
গ মাওসেতুং ঘ দালাইলামা **খ**

১৪৪. চীনে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের লক্ষ্য ছিল— [অনুধাবন]
i. কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠন
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
iii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৪৫. চীনে অর্থনৈতিক সংস্কারের পূর্বে বাজার অর্থনীতির জন্যে হুমকির সম্মুখীন হয়— [অনুধাবন]
i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা
iii. সামাজিক স্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪৬ ও ১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
লাবনীয় নামক একটি প্রদেশে বাজার অর্থনীতির ফলে ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। নানা দুর্ঘটনা এবং সমস্যা তাদের জীবনকে পর্যদস্তু করে তোলে। ফলে সমাজচিন্তাবিদেরা সেখানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

১৪৬. উদ্দীপকের ঘটনা কোন দেশের সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক চীন খ জাপান গ ভারত ঘ কোরিয়া **ক**

১৪৭. এ দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে
ii. অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন
iii. রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com